Boighar.com

বইঘর নিবেদন

মাসুদ রানা

পাশবিক

দ্বিতীয় খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

বইঘর



বইঘর

মাসুদ রানা

পাশবিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা জানতে চাইছে, সিআইএ-র কর্মকর্তা ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের রহস্যময় ওই ল্যাবে কী আছে। ওদিকে ওরা জানে, ভয়ঙ্কর হিংস্র, রক্ত-পিশাচ ওই দানব আসছে ধেয়ে। গলা শুকিয়ে গেছে সবার। কেউ জানে না, একশ' জনেরও বেশি সশস্ত্র সৈনিক ওটাকে ঠেকাতে পারবে কি না। ...প্রাণ বাঁচাতে চলল ওদের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি! আবারও কি রাতের আঁধারে শুরু হবে নিষ্ঠুর গণহত্যা, ভিজে যাবে মাটি অসংখ্য মানুষের তাজা রক্তে? ওই রাক্ষস-বধ করতে এবং সিআইএ-র কুটিল পরিকল্পনা ঠেকাতে গিয়ে শেষে মস্ত ঝুঁকি নিল রানা—দানবের মুখোমুখি হবে বলে চলে গেল আদিম যুগের বিশাল এক উত্তপ্ত মৃত্যু-গুহায়!

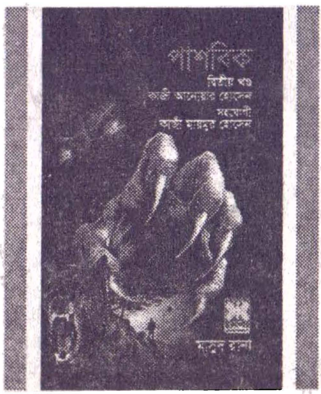
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা ৪৪৩

পাশবিক

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
কাজী মায়মুর হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ISBN 984-16-7443-2

সেবা
প্রকাশনী

একশ' বারো টাকা

কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-443
PASHOBIK
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Qazi Maimur Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিঃশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দি গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসন্দ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্যাক্স ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হান্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ।


BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
COLLECTION
বই
RE
EDIT
ঘর
Visit Us at boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

এক

জনবিরল, নিষ্ঠুর আলাস্কার কঠোর ও বিরূপ পরিবেশ। খাকি প্যান্ট, খাকি শার্ট, চওড়া ব্রিমের ফেডোরা হ্যাট পরেছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, পায়ে সীলের চামড়ার দামি বুট। হেলি-প্যাডের মেঝে স্পর্শ করতেই খুলে গেল রেঞ্জার হেলিকপ্টারের দরজা, সাবধানে নেমে পড়ল সে। সাঁই-সাঁই ঘুরন্ত রোটরের ভয়ে নিচু করে রেখেছে মাথা, ডান বগলে কালো এক ব্রিফকেস।

পিছনে ব্যাগেজ, ইকুইপমেন্ট, ডক্টরের পার্কা ও যার যার দরকারী মালপত্র নিয়ে নামল দলের ক'জন।

ইগনিশন সুইচ অফ্ করে দেয়ায় আহত দৈত্যের মত গোঙাতে শুরু করেছে হেলিকপ্টারের শক্তিশালী ইঞ্জিন। পাখার তুমুল ঝড় থেকে দূরে প্যাডের কিনারায় মাথায় হ্যাট চেপে ধরে চুপ করে অপেক্ষা করছেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। দামাল বাতাস ও ইঞ্জিনের গর্জনের ওপর দিয়ে চিৎকার করলেন তিনি, 'আপনাকে দেখে খুশি হলাম, ডক্টর গ্রেবার! অবশ্য ভেবেছিলাম আরও অনেক আগেই আসবেন!'

জবাবে মৃদু মাথা দোলাল গ্রেবার, ঘুরে তার পাশে রওনা হয়ে গেলেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনার প্রতিটি নির্দেশ পালন করা হয়েছে, ডক্টর! যদিও বুঝিনি কেন সরাতে হলো ইকুইপমেন্ট! আজ সকালেই হেলিকপ্টারে করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে সব!'

হেলিকপ্টারের ঝড়ের আওতা থেকে বেরিয়ে ডক্টর গ্রেবার বলল, 'গুড! নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন পরে পাঠানো নির্দেশ?'

মাথা দোলালেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'অবশ্যই, ডক্টর! সি স্ট্যালিয়নে করে লস অ্যাঞ্জেলেসের ইন্সটলেশনে পাঠিয়ে দিয়েছি সব। এমন কী পাইলটও জানে না ক্রেটের ভেতর কী ছিল।'

'গুড।' ফ্যাসিলিটির প্রকাণ্ড স্টিলের দরজা পেরোল গ্রেবার। 'পরে দেখা হবে,' বলে বিদায় নিল ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছ থেকে। নির্দিষ্ট দেয়ালের সামনে থেমে চোখ রাখল পাশের ছোট এক স্ক্যানারে। টিঁট্ আওয়াজ তুলল যন্ত্রটা। খুলে গেল গোপন লিফটের দরজা। সমতল থেকে দু'তলা নীচের ফ্যাসিলিটিতে নেমে এল গ্রেবার। পাঁচ ফুট দূরে স্টিলের আরেকটা দরজা, বন্ধ। ওটা কোনও ভারী ভল্টের। আবারও স্ক্যানারে চোখ রাখতে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা।

ডক্টর গ্রেবার ভিতরে ঢুকতেই পিছনে বন্ধ হয়ে গেল ভল্টের কবাট। বিজ্ঞানীর জন্য অপেক্ষা করছিল কালো চুলের এক দীর্ঘাঙ্গিনী। ফ্যাকাসে তার মুখ, দু'চোখের নীচে ঝুলঝুলে চামড়ার কালচে থলি। হাসি-হাসি চেহারা করে গ্রেবারের দিকে এগিয়ে এল সে। কিন্তু তাকে পাত্তা না দিয়ে ল্যাবোরেটরির মাঝে চলে গেল গ্রেবার, চোখ রাখল ঝুলন্ত কাঁচের মস্ত টিউবটার ওপর।

ওটাকে টিউব না বলে কাঁচের শবাধার বললেও ভুল হবে না। ভাসছে নীল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডে। মেঝে বা ছাত স্পর্শ করছে না শবাধার। ভিতরে কীসের যেন তরল। ওখান থেকে উঠছে বাষ্পের ছোট সব বুদ্বুদ। হারিয়ে যাচ্ছে চকচকে ছাঁকনির ভিতর। শবাধারে শুইয়ে রাখা দেহ ঘিরে সবুজ মায়াবী আলো, মনে হচ্ছে আসছে স্বর্গ থেকে।

শান্ত, পবিত্র মনের যাজকের মত মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল ডক্টর

গ্রেবারের ঠোঁটে।

ওই শবাধারে যে-দেহটা ঝুলছে, তার কথা জানে না পৃথিবীর সাধারণ মানুষ, ভাবতেও পারবে না একসময় পৃথিবীর রাজা ছিল ওই দানব। দশ হাজার বছর আগে চলে গেছে মৃত্যুর দেশে। সংরক্ষিত অবস্থায় বরফের মাঝে ছিল সমাহিত। প্রায় ফসিলাইয্‌ড্ হয়েছে প্রচণ্ড শীতে। তারপর যখন তেল ও আগুনের কারণে গলে যেতে লাগল আলাস্কার নর্থ রিজের গ্লেসিয়ার, তখন বেরিয়ে এসেছে ওই লাশ।

দেখতে প্রায় মানুষের মতই, কিন্তু আকারে বিশাল ও ভীতিকর, যেন মৃত্যু-দেবতা। ভাসছে সবুজ মৃত জগতে। প্রকাণ্ড চওড়া বুক, স্টারনামে মোটা লোহার তারের মত রগ মিশেছে হারকিউলিসের কাঁধের মত মস্ত কাঁধে। ভারী দুই বাহু অস্বাভাবিক দীর্ঘ, পাঞ্জা বা থাবার শেষপ্রান্তে কালো, ধারালো নখ। প্রচণ্ড শক্তিশালী দু'পা, দিনের পর দিন দৌড়াতে পারত। এই দৈত্যকে থামতে হতো না, দরকার ছিল না বিশ্রামের, সামনে ছোট-বড় যেকোনও প্রাণী পেলেই হামলা করত। খিদে মিটলেই ছুটত নতুন উদ্যমে। লাফিয়ে পেরিয়ে যেত পঞ্চাশ বা ষাট ফুট দূরত্ব, হামলা করত পরবর্তী শিকারের ওপর।

মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু এখনও চেহারাটা আতঙ্কজনক। ফুলে আছে ঘাড়ের রগ, যেন ক্রুদ্ধ, ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি। পুরু দুই ভুরু ও মাথার চুল সাদা। অনেকটা সিংহের নাকের মত চওড়া ও চ্যাপ্টা নাক। প্রসারিত মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে মৃত্যুযন্ত্রণায়। বেরিয়ে এসেছে ভয়ানক সব দাঁত, বাঘের দাঁতের চেয়েও বড়। চারকোনা চেহারা। ফুলে আছে চোয়ালের পেশি। মাংসাশী সব ডাইনোসর বা হোমো সিমিটারের মত ভয়ঙ্কর হলে হয়তো এমনই হতো হোমো সেপিয়েন্স, তারও থাকত প্রচণ্ড আক্রোশ এবং হামলার প্রবৃত্তি।

মুগ্ধ চোখে মৃত দানবের দিকে চেয়ে আছে ডক্টর গ্রেবার।

'সন্দেহ নেই... আর সব প্রাণীর চেয়ে নিখুঁত,' আরেক পা সামনে বাড়ল, 'সত্যিকারের দেবতার মত একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করেছিল দুনিয়ায়।'

কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নিচু করে মৃদু হাসল সে, কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে, মাই ডিয়ার মারিয়া, শেষ করেছ সিকিউয়েন্সের অ্যানালিসিস?'

বুকের কাছে ক্লিপবোর্ড ধরে রেখেছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, এক পা সামনে বেড়ে থামল গ্রেবারের পাশে। 'আপনি যা ধারণা করেছিলেন, ডক্টর, ঠিক তা-ই দেখা যাচ্ছে।' নিচু হয়ে গেল তার গলা, 'বহু হাজার বছর ধরে একটু একটু করে পাল্টে জিনের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে ডোপামিন ও সেরোটোনিন, ফলে বদলে গেছে প্রোটিন লেভেল। কিন্তু আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করেছি আমরা, যেটা আশা করিনি।'

'সেটা কী?' চকচকে চোখে মহিলাকে দেখল গ্রেবার।

'ব্যাপারটা বেশ জটিল, এখনও ঠিক বুঝিনি বিষয়টা,' নার্ভাস চোখে গ্রেবারকে দেখল মহিলা বিজ্ঞানী। চোখ চলে গেল ঝুলন্ত মৃতদেহের ওপর। 'বেশ কিছু রূপান্তর দেখছি, রীতিমত চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে ট্র্যান্সপোর্টার জিনের রেগুলেটরি রিজিয়নে। এখনও পুরো জেনোম ম্যাপ করিনি, শুধু সামান্য পুনর্গঠন করে পাওয়া গেছে মেকআপ-এর ইঙ্গিত। ডি২ ডোপামিন রিসেপ্টর জিন বর্তমানের আধুনিক হোমো সেপিয়েন্সের তিরিশ গুণ বড়! তাতে দেখা যাচ্ছে বংশগতি। বা বলা উচিত বংশগতি আর পরিবেশের ছাপ। আপনার কথাই ঠিক, স্যর, এর বড় সব জিন নিয়ন্ত্রণ করত আবেগ ও বুদ্ধিমত্তা। জিনে এ পরিবর্তন এসেছিল বাইরের পরিবেশ থেকেই। তাদেরকে বদলে দিয়েছিল খাবার বা পরিবেশ। সেসব কী ছিল, আমাদের জানা নেই। জীবন্ত

দানবকে ধরতে পারলে হয়তো বুঝতে পারতাম।'

'আমরা সে চেষ্টাই করব,' বলল ডক্টর গ্রেবার। মামিফায়েড দানবের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ, তা হলে যা ভেবেছি, তা-ই প্রমাণিত হলো। ওটার জেনেটিক কোডিং বাধা দেবে, ফলে এসব কেমিকেল তাকে কখনও আধুনিক মানুষ হতে দেবে না। আমাদের সচেতনতা, বিবেক, দয়া, ভালবাসা– এসব তাদের ছিল না। বাঁচত গায়ের জোরে। এমন এক দানব, যে পাত্তাও দিত না সূক্ষ্ম অনুভূতির। নিজ ইচ্ছের বাইরে কিছুই করত না। বা বলা উচিত, যা খুশি করত। আর লাখ লাখ বছর ধরে পরিবর্তিত হয়ে, দাঁড়িয়েছে ভয়ঙ্কর এক দানবে। মানুষ ও কাছাকাছি অন্যান্য জানোয়ারের চেয়ে অনেক-অনেক শক্তিশালী।'

বড় করে দম নিল ডক্টর বারগিট। 'অকল্পনীয় দ্রুত তৈরি হতো তাদের প্রয়োজনীয় সব জিন। আমাদের ডিএনএ-র অন্তত এক শ' গুণ দ্রুত। পরীক্ষা করেছি, রিসেপ্টরগুলো খিদে, রাগ, বা অ্যাড্রেনালিন নিঃসরণে, বা আমিষ তৈরির ক্ষেত্রে তাকে করে তুলত অত্যন্ত হিংস্র।' চট্ করে লাশটা দেখে নিল মারিয়া। 'আসলে ওই আমিষ না থাকলেও একই রকম আক্রমণাত্মক হতো তারা। শুধু জেনোমের কারণে হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের দানব। যা খুশি করত, বিবেক বা মানসিক অনুভূতি বলতে কিছুই ছিল না। এখন পর্যন্ত আমরা জিনের যতটুকু ম্যাপ করেছি, তাতে দেখা গেছে, হোমো সেপিয়েন্সের অন্তত তিরিশ গুণ দৈহিক যোগ্যতা আর শক্তি ধরত তারা। অকিউলার পরীক্ষা করেছি, মানুষের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি রং দেখতে পেত, নড়াচড়া টের পেত আরও বেশি। চোখের দৃষ্টি ছিল টেলিস্কোপের মত। তুলনা করা যেতে পারে একমাত্র ঈগলের সঙ্গে।'

হোমো সিমিটারের কত ক্ষমতা ছিল ভাবতে গিয়ে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা অনুভব করল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, মাথা নাড়ল। 'বুঝতে

পেরেছ, মারিয়া, কী অদ্ভুত কাণ্ড? এখন যদি ওটার সিস্টেম থেকে সেরোটোনিন আর ডোপামিন দূর করে দেয়া যায়, তার পরেও অন্য সব কেমিকেলের কারণে ডিএনএ স্ট্র্যাণ্ড রক্ষা করবে তার সেরেব্রাল ক্যাপাসিটি। তখনও থাকবে সবচেয়ে শক্তিশালী শিকারি প্রাণী। ঠিক তা-ই হবে ভেবেছিলাম। আর...' চুপ হয়ে গেল সে। একটু দ্বিধা করে বলল, 'আমাদের অন্য সব অনুমানও ঠিক, তা-ই না?'

'জী,' মাথা দোলাল ডক্টর মারিয়া বারগিট, 'স্ট্র্যাণ্ডের ইমিউন সেগমেন্ট পুরোপুরি ম্যাপিং না করলেও বুঝতে পারছি, চার গুণ বেশি উৎপাদন করতে সক্ষম। মিউটেশন হওয়ার পর আহত হলেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠত, রোগ বলতেও কিছুই ছিল না। লসিকা-নালীর রিফ্লেক্টরগুলো, যেগুলো স্রেফ কপালের জোরে আবিষ্কার করেছি আমরা, আর ট্র্যান্সমিটিং জিন অত্যন্ত দ্রুত কাজ করছে। এমন কী হাঙরও এত দ্রুত সুস্থ হয় না। কোনও ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া পেলেই ব্যস্ত হয়ে উঠছে ইমিউন সিস্টেম। কমপিউটারের ম্যাট্রিক্সে এসব জিন রেখে দেখেছি, লিম্পোসাইট আর শ্বেত কণিকা সৃষ্টি করতে সামান্য দেরি করছে না। অচেনা মলিকিউল পেলেই হামলা করছে, এমন কী একটামাত্র মলিকিউলের ভাইরাসও রক্ষা পাচ্ছে না। এ আসলে অবিশ্বাস্য! আগে কখনও এমন দেখিনি। কল্পনাও করতে পারবে না কেউ।'

'আসলে তা-ই,' বড় করে দম নিল গ্রেবার। 'এবার আমাদের কাজ হবে নির্দিষ্ট সব জিন আলাদা করা। ওখান থেকে বের করব সত্যিকারের জিন, যেটা এত শক্তি দিচ্ছে হোমো সিমিটারের ইমিউন সিস্টেমকে। আলাদা করে ওই জিন আমরা ব্যবহার করব। যাঁরা সহায়তা করেছেন এই গবেষণায়, প্রথমে তাঁদেরই দেয়া হবে দীর্ঘ জীবনের সুধা। হাজার বছর বাঁচবেন তাঁরা, পাবেন দৈহিক ও মানসিক অসীম ক্ষমতা। ভয় থাকবে না রোগে-শোকে

ভুগে মরার। সাধারণ মানুষ বুঝবে, হঠাৎ করেই আমরা হয়ে উঠেছি সত্যিকারের দেবতা। তাদের সঙ্গে থাকবে আমাদের অনেক পার্থক্য। নিয়মমত তারা যাবে কবরে, আর আমরা থাকব পৃথিবীর বুকে। আর আমাদের সব গবেষণা শেষ হলে সত্যিই হয়তো পেয়ে যাব অমৃত। ...হ্যাঁ, আসলে সেটাই চাই আমি।'

ডক্টর গ্রেবার থেমে যাওয়ার পর পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর মুখ খুলল ডক্টর বারগিট, 'ডক্টর গ্রেবার, ওই সার্চ টিম... ওরা যোগাযোগ করেছে। একঘণ্টা আগের কথা।'

রাগে লালচে হয়ে গেল ডক্টর গ্রেবারের মুখ, বরফের মত শীতল হয়ে উঠল চোখ। ঘুরে দাঁড়িয়ে মহিলা বিজ্ঞানীকে দেখল সে। 'কী বললে তুমি, মারিয়া?'

নিজেকে শান্ত রাখতে চাইল ডক্টর মারিয়া বারগিট। 'ডক্টর, সার্চ টিমের লোক এখনও বেঁচে আছে।'

'কিন্তু... এ তো অসম্ভব!' ভুরু কুঁচকে ফেলল গ্রেবার। 'প্রায় চার দিন ধরে জঙ্গলে ঘুরছে, লড়াই করছে ওটার সঙ্গে। আগে কেউ কখনও তার সঙ্গে লড়াই করে রক্ষা পায়নি।'

'ওরা রেডিয়ো করেছিল, ডক্টর। কী করে যেন বেঁচে গেছে। একঘণ্টার মধ্যে তাদেরকে তুলে আনা হবে ফ্যাসিলিটিতে।'

আরও গম্ভীর হয়ে গেল ডক্টর গ্রেবার। 'ও। তা হলে ঠিক করে ফেলেছে রেডিও!' মনে মনে বলল, 'তা হলে কি আমার তরুণ প্রটেজি ডেমিয়েন হতাশ করল আমাকে? ...হুম, ঠিক আছে তবে তাদেরকে নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস করব না।'

সংক্ষিপ্ত, কর্কশ হাসল সে 'গাধা ডেমিয়েন ধৈর্যের অভাবে আর লোভের কারণে শাস্তি পেল। যখন ওই সিরাম দেহে নিল, তখনও আমরা ম্যাট্রিক্স টেস্ট করিনি। তার দেহে সিরাম দেয়ার সময়ে কেউ সুপারভাইয করেনি। মারা যাওয়ার কথা ছিল বেঁচে

গেছে কপালের জোরে। আর এ কারণে হয়ে উঠেছে সত্যিকারের দানব। অবশ্য, আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে: তার ওই গবেষণা আমাদের জন্যে অনেকটা স্বর্গীয় সাহায্যের মত ছিল। তাকে ধরতে পারলে আরও অনেক কিছু শিখতে পারতাম আমরা।'

'আমরা কি তাকে সাহায্য করব?' জানতে চাইল মহিলা ডক্টর।

বিস্মিত মনে হলো ডক্টর গ্রেবারকে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কাকে সাহায্য করবে, মারিয়া– ডেমিয়েনকে? ...কী করে? ...অবাক করলে তুমি! ...না, আমরা তাকে সাহায্য করব না! করব না, কারণ চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে ডেমিয়েন। যা রয়ে গেছে, তা আদিম এক পশু বা দানব। কখনও পাশবিক মনে অদ্ভুত কিছু স্বপ্ন দেখবে সে। কিন্তু তার স্বপ্নের সঙ্গে মানুষের স্বপ্নের কোনও মিল থাকবে না। রয়ে গেছে তার দেহ, কিন্তু তা-ও বদলে গেছে। মিউটেশনের ফলে হয়েছে নরখাদক রাক্ষস। পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা শিকারি, তাই যা খুশি করছে। যত দিন বাঁচবে, খুনের পর খুন করবে। ওর সামনে কেউ পড়লেই মরতে হবে তাকে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল মহিলা বিজ্ঞানীর কণ্ঠ, 'তা হলে খুন করতেই থাকবে?'

'যত দিন বাঁচবে,' শান্ত স্বরে বলল ডেভিড। একটু বিরতি নিয়ে জানাল, 'যথেষ্ট পরিমাণে সিরাম পায়নি ডেমিয়েন, কাজেই ওটার শেষ অংশ পেতে পাগল হয়ে উঠেছে। সঠিক সিরাম যদি না পায়, সত্যিকারের দানবের মত নিখুঁত হবে না। দীর্ঘায়ু হতে চাইলে আরও চাই কিছু জেনোমের সাহায্য। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, সেগুলো ওই আগের সিরামে ছিল না। তার পূর্বপুরুষের শক্তি বা হিংস্রতার দিক থেকে প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে ডেমিয়েন, কিছু স্মৃতিও পেয়েছে তাদের তরফ থেকে, কিন্তু এখনও অনেক

কিছু রয়ে গেছে পাওয়ার।'

'স্মৃতি, ডক্টর?'

'হ্যাঁ, স্মৃতি।' হাসল ডেভিড গ্রেবার। 'ডিএনএ-র ভেতর রয়ে গেছে সেসব স্মৃতি। যেমন, কীভাবে দরকারী আমিষ তৈরি করবে তার শরীর বা কীভাবে হয়ে উঠবে আরও হিংস্র... কী করে পাবে আনন্দ... আসলে ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডে নির্দিষ্ট জায়গায় রয়ে গেছে সেসব– এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি আমরা। ডেমিয়েনের শরীর ও মনে তৈরি হচ্ছে হাজারো প্রতিক্রিয়া। হাজার হাজার বছর আগের আরেক আমলের স্মৃতি ভর করেছে ওর ওপর। পাল্টে যাচ্ছে দেহ ও মন। এসব হচ্ছে একেবারে অন্য প্রজাতির ডিএনএ হামলা করেছে বলে।'

ডক্টর গ্রেবারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল মহিলা বিজ্ঞানী। 'আর তার মানে... ডেমিয়েন... মানে... ওই পশু... এখানে আসবে সিরাম পেতে? ঠিক যেভাবে হামলা করেছে অন্য সব ফ্যাসিলিটিতে?'

'ভয় পেয়ো না, ডিয়ার,' ভরসা দিয়ে হাসল গ্রেবার। 'আমরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। চাইলেও ঢুকতে পারবে না এই ভল্টে। এখান থেকে যোগাযোগ করতে পারব পৃথিবীর যেকোনও জায়গায়, খাবারেরও অভাব নেই। ওই দানব ওপরের ফ্যাসিলিটি ধ্বংসও করলেও, এখানে এই ভল্টে আমরা থাকব নিশ্চিন্তে। যতই চেষ্টা করুক, তার ক্ষমতা নেই যে এক শ' বিশ টনের ভল্ট ভাঙবে আবারও বলছি, ভয় পেয়ো না, মনে রেখো: ওটা বড়জোর মানুষের মত দেখতে কিন্তু বহুগুণ শক্তিশালী এক পশু, এর বাইরে কিছুই নয়।' একটু থামল সে, তারপর বলল, 'কাজেই এখানে বসে আমরা শেষ করব আমাদের রিসার্চ। ভুললে চলবে না, তুমি-আমি বা আরও অনেকে হাজার হাজার ঘণ্টা ধরে শ্রম দিয়েছি ওই সিরামের জন্যে। আমরা তৈরি করব নতুন সভ্যতা। সেখানে বুড়ো হয়ে মরবে না কেউ। হাজার হাজার বছর ধরে

বাঁচব আমরা। হব পৃথিবীর রাজা। বর্তমানের রাজা-রানি বলো বা রাজনৈতিক নেতা, তারা থাকবে আমাদের পায়ের নীচে। শেষ থাকবে না আমাদের দৈহিক ও মানসিক শক্তির। কখনও ভুগব না কোনও রোগে। আর সেজন্য আমাদের চাই শুধু ইমিউন স্ট্র্যাণ্ডের নিখুঁত রিসেপ্টর জিন। ওটা জেনারেটারের মত তৈরি করবে একই রকম জিন। তা হলেই আমরা হব অমর। গাধা ছিল ডেমিয়েন, সিরাম সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার আগেই দেহে নিয়েছিল– আমরা একই ভুল করব না।'

পেরিয়ে গেল থমথমে কয়েক মুহূর্ত, তারপর জীবনে প্রথমবারের মত ডক্টর গ্রেবারের ডাকনাম ব্যবহার করল মারিয়া বারগিট, 'ডেভিড... আমাদের কর্মচারীরা ভয় পেয়েছে। ওরা এখানে থাকতে চাইছে না। তোমার কথা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু ডেমিয়েন... ওই পশু... ওটা আসলে এত মানুষ খুন করেছে যে ওরা...'

'মারিয়া... মারিয়া... মারিয়া,' হালকা সুরে ডাকল গ্রেবার, 'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমার কথা? আমরা এখানে পুরোপুরি নিরাপদ। আমি নিজে তৈরি করিয়েছি এই ভল্ট। আর এ-ও জানি, এই ভল্টে আঁচড়ও কাটতে পারবে না ওই পশু।' নিষ্কলুষ হাসল সে। 'ডেমিয়েন একটা পশু, আর তাই তাকে থাকতে হবে ভল্টের বাইরে। এক দিন মরতে হবে তাকে। কিন্তু আমরা যদি ডিএনএ-র মূল স্ট্র্যাণ্ড পাই, এমন হতে পারে, আমরা হয়ে উঠব সত্যিকারের অমর দেবতা।'

দুই

ভাড়া গাড়ি দূরে পার্ক করে রেখে মহাবিরক্ত মনে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের ডাইনারের দিকে হেঁটে চলেছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। ওর মনে হচ্ছে, জীবনে প্রথমবারের মত জন্মের খিদে পেয়ে বসেছে। মন চাইছে চিবুতে শুরু করবে নিজের হাত। ওই খিদে আরও বাড়ল রেস্তোরাঁর দরজা দেখে। কিন্তু এ-ও বুঝল, মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর করতে না পারলে গলা দিয়ে নামাতে পারবে না খাবার। হাতে ভাল কোনও তাস ছিল না, তার পরেও খেপা বাঘের সাহস নিয়ে খেলেছে ও। আর এখন একটা তাসও নেই হাতে। বুঝতে পারছে না এবার কী করবে। এক এক করে বন্ধ হয়েছে চারপাশের সব দরজা, আটকা পড়েছে ও বদ্ধকূপে।

ওর জ্বালা বুঝবে না অবসরপ্রাপ্ত মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। বুঝবেই বা কীভাবে? কখনও পড়েছে এমন গোলকধাঁধায়?

না, কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, এর চেয়েও মস্ত বড় বড় সব বিপদে পড়েছে ওই লোক। বুড়ো আসলে বোঝে বলেই তো গাড্ডায় পড়লেই তার রেস্তোরাঁয় এসে পরামর্শ নিই, ভাবল জেরাল্ড। কিন্তু আগে কখনও কোনও কেসে ওকে মাঝে রেখে তুলে দেয়া হয়নি চারদেয়াল। নিজেকে জেলখানার বন্দি মনে হচ্ছে ওর।

নিজেকে চেনে জেরাল্ড, চেনে হ্যাঙ্ক ডিগবার্টকেও। বাবার মত স্নেহপরায়ণ প্রাক্তন বসের কাছে এখন একের পর এক নালিশ

করবে। আর চুপ করে সব শুনবে *পাথর ভাঙা*। নীরবে শান্ত মনে কাটতে থাকবে মিটবল; স্যাণ্ডউইচ তৈরি হলে ওয়েটারকে দিয়ে অর্ডার অনুযায়ী পাঠিয়ে দেবে খদ্দেরদের কাছে। তার মাঝে জেরাল্ডের কথা শুনে মৃদু মাথা দোলাবে। বুঝিয়ে দেবে, শুনছে সে। একটা দুটো বিয়ার ধরিয়ে দেবে ছেলের বয়সী ডেপুটি মার্শালের হাতে। আর ওর কথা শেষ হলে ভেবেচিন্তে জানাবে এখন কী করা উচিত।

মাঝ দুপুরে ব্যস্ত রেস্তোরাঁ, পরিচিত কাস্টমারদের কাউকে পাত্তা না দিয়ে হনহন করে মেইন রুম পেরিয়ে গেল জেরাল্ড। বরাবরের মতই অনুমতি না নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

মস্ত এক লোহার ডেস্কের পিছনে কাজে ব্যস্ত হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। মনে হলো তাকে ঘিরে চলছে ওয়েটারদের বিশৃঙ্খলা। তারই ভিতর বাইফোকাল চশমার ওপর দিয়ে টম জেরাল্ডকে দেখে নিল *পাথর ভাঙা*। স্নেহধন্য ছেলেটা ধুপ্ করে বসল সামনের চেয়ারে। কিছুই বলছে না। নিজেও মুখ খুলল না ডিগবার্ট। অবশ্য, কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমাকে এর চেয়ে করুণ অবস্থায়ও দেখেছি, বাছা।'

'তাই?' ক্লান্ত শোনাল জেরাল্ডের কণ্ঠ, 'কবে?'

'প্রথমে যখন চাকরি নিলে মার্শালের, ওই যে, যখন ভুল করে এক গুলিতে উড়িয়ে দিলে নিজের গাড়ির উইণ্ডশিল্ড।'

মুখ কালো হয়ে গেল জেরাল্ডের। 'ও! ওটা... খুব খারাপ দিন ছিল। আমি আসলে তখন...'

'বুঝতে পেরেছি,' ক্যালকুলেটরে ব্যস্ত হয়ে গেল ডিগবার্ট। 'আমারও মনে আছে, তোমার ওই কীর্তির পর সমস্ত পেপারওঅর্ক করতে হয়েছিল আমাকেই।' ক্যালকুলেটর রেখে প্যাডে খসখস করে হিসাব টুকে নিল সে। 'নতুন কিছু জানলে?'

'না,' মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'ইন্সটিটিউটের ওই মেয়ে বিজ্ঞানী বহুৎ চালু। বলেছে, ওই জন্তু তৈরি করেছে সিআইএ-র

বিজ্ঞানীরা। আরও বলেছে, অমন কোনও ডিএনএ বাপের জন্মেও দেখেনি। ওই পশু নাকি জীবনেও অসুস্থ হবে না। আহত হলেও আপনিই সুস্থ হয়ে যাবে। ওই মেয়ের সব কথা যে পুরো বুঝেছি, তাও নয়।'

ক্যালকুলেটর থেকে চোখ তুলে জেরাল্ডকে দেখল ডিগবার্ট। দু'চোখে সামান্য বিস্ময় ও অবিশ্বাস। বলল, 'ঠিক বলছ?'

'হুঁ।' পাশের কেস থেকে বিয়ার নিয়ে মাথা খুলে চুমুক দিল জেরাল্ড। 'ডিগ, আমি আসলে কিছুই বুঝছি না। আমি তো আর বিজ্ঞানী নই। আর যে শালাকে পাকড়ে ধরে কিছু জিজ্ঞেস করব, সেই শালাও গেছে আলাস্কায়। এখন আছে শেষ রিসার্চ স্টেশনে।'

'তাই?' মুহূর্ত পর বলল ডিগবার্ট, 'ওর দরজায় পা রাখো। ঠেকাতে পারবে না। তোমাকে চিনি, বুলডগের মত গোঁ, যদিও ভাল হতো বুলডগের মগজের অর্ধেক মগজ থাকলে। দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত যাও ওর পেছনে। বিরক্ত করে মারো। ভয় পাবে সে। একে বলে বিব্রত করে তুলে পেট থেকে খবর বের করা।' ক্যালকুলেটরে বড় সংখ্যা দেখে খুশি হয়ে উঠল সে। ভাল মুনাফা করছে রেস্তোরাঁ। কিন্তু তাতে তার কী লাভ? ওই বুড়ি ক্যারি সব টাকা ব্যাঙ্কে জমা করবে।

পাথর ভাঙার কথাটা মনে ধরেছে জেরাল্ডের। সত্যিই, ওকে ঠেকাবে কোন্ শালা? ওর আছে অসীম বাজেট। দরকার পড়লে প্রাইভেট জেট বিমান ভাড়া নিয়ে হাজির হবে আলাস্কায়। পরে কাঁদলে কাঁদবে গলা-ছেলা শকুন মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলি। তাতে ওর কী?

সব কিছু ইঙ্গিত করছে আলাস্কার রিসার্চ স্টেশনের দিকে। ওই শেষ ফ্যাসিলিটিতেই আছে শয়তান বিজ্ঞানী, মিথ্যার পর মিথ্যা বলেছে লোকটা। শালা গোপন করতে চাইছে কিছু। শেষ করতে চাইছে কোনও বেআইনী গবেষণা।

কাজেই জানতে হবে ব্যাটা কী করছে!

'তুমি বোধহয় ঠিকই বলেছ, ডিগ,' একটু পর গরম বিয়ারে চুমুক দিল জেরাল্ড।

'সব খেলাই কমবেশি জানি, বাছা,' হাসল ডিগবার্ট। 'নিজেও কয়েকটা খেলা তৈরি করেছি। ওই ব্যাটা তোমাকে লেজে ধরে খেলাচ্ছে। তুমি নিজেও তা বুঝতে পারছ। এখন উচিত কাজ, ওর খাঁচা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া, তোমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না চাইলেও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, তারপর বলল, 'বিজ্ঞানীকে বুঝিয়ে দাও কাঁঠালের আঠার মত লেগে থাকবে তুমি। কখনও কখনও ওটাই একমাত্র উপায়। তবে আমি হলে তার পেছনে যাওয়ার আগে আরেকটা কাজ করতাম।'

প্রাক্তন মার্শাল কী ইঙ্গিত করেছে, বুঝে গেছে জেরাল্ড। 'পাঠ্য বইয়ের বাইরে গিয়ে ব্যাটার গোপন খাতা খুলে দেখতে বলছ?'

'ঠিক।'

যখন মার্শাল হিসাবে চাকরি করত, ওই একই কাজ করত ডিগবার্ট। বিশেষ করে বিপজ্জনক ক্রিমিনালের বিষয়ে হয়ে উঠত অত্যন্ত সতর্ক যেদিন ঠিক করত রেইড দেবে, তার আগের রাতে বেআইনীভাবে হানা দিত ওই লোকের আস্তানায়। জেরাল্ড ও ডিগবার্ট জেনে নিত তার কোথায় আছে অস্ত্র বা প্রমাণ ভেঙে রাখত লোকটার অস্ত্রের ফায়ারিং পিন, জ্যাম করে দিত অস্ত্র, খসিয়ে দিত নল বা অন্য কিছু। পরদিন ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হলে তখন আর গোলাগুলির সম্ভাবনা থাকত না বললেই চলে।

ওদের গোপন এই কীর্তির কথা অফিসের সবাই জানত, কিন্তু কখনও সে বিষয়ে টুঁ শব্দও করেনি কেউ আরও ক'দিন পর সবাই বুঝে গেল সতর্ক থাকা খারাপ নয়। এরপর থেকে অন্যরাও ব্যবস্থা নিতে লাগল দেখা গেল ভয়ঙ্কর সব ক্রিমিনালকে ধরে আনছে মার্শালরা, কিন্তু টোকাও পড়েনি তাদের কারও গায়ে

পাথর ভাঙা হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে নিজেদের ভিতর মার্শালরা আলাপ করত: 'গতরাতে কী করলে, দোস্ত?'

'কিছুই না। বাড়ি যাওয়ার আগে একটু হেঁটে এলাম।'

সঙ্গীরা বুঝত, নিরাপদে অপরাধীকে ধরতে পারবে ওরা।

তাতে যে পুরো নিরাপদ থাকত ওরা, তা নয়, কিন্তু কমে যেত ঝুঁকি।

একটু আগের ইঙ্গিতে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের বাড়িতে হানা দিতে বলেছে ডিগবার্ট। লোকটা ওখানে কোনও প্রমাণ রেখেছে কি না দেখতে হবে। যখন ওখান থেকে ফিরবে জেরাল্ড, তার আগে দেখে নেবে নিজে কোনও প্রমাণ ফেলে যাচ্ছে কি না।

সার্চ করতে যাওয়ার কথা নিজেও ভেবেছে জেরাল্ড। কিন্তু এখন ডিগবার্ট জোর দেয়ায় ওর মনে হলো, বিজ্ঞানীর বাড়িতে যাওয়া খুবই জরুরি। আরেক চুমুক বিয়ার নিয়ে বলল জেরাল্ড, 'ঠিক আছে, ডিগ, হাঁটতে যাব। কিন্তু মনে হয় না লোকটা বাড়িতে কাজ নিয়ে আসে।'

'নিজের জীবনটা নিয়ে বাড়িতে ফেরে, বাছা,' সামনে ঝুঁকল ডিগবার্ট। 'ওর কমপিউটারের কথা ভুলে যাও, ওখানে কিছু থাকবে না। ফাইল কোনও কাজে আসবে না ওসব বাদ দিয়ে খুঁজবে বুক-শেলফ, দেখবে ওখানে কী রেখেছে। কোনও সাহিত্য, নাকি ভূমিকম্পের ওপর লেখা বই? এসব থেকেই সূত্র পেতে পারো কোন্দিকে মনোযোগ তার।'

বয়স্ক বিজ্ঞানীর বাড়ি কোথায় আগেই জেনে নিয়েছে জেরাল্ড আস্তে করে মাথা দোলাল 'ঠিক আছে, বিকেলের আগে হাঁটতে বেরোব

'সে থাকে কোথায়?'

'এই শহরেই। বেশি দূরে না।'

হেভিওয়েইট বক্সারের মত মাথা নিচু করল ডিগবার্ট বার

কয়েক মাথা দুলিয়ে বলল, 'বাছা, মনে রেখো, অ্যালার্ম থেকে সাবধান। আগেই বিকল করে নেবে। আর মাস্টার কী সঙ্গে রাখতে ভুলবে না। কিছুই তছনছ করবে না। সব গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে আসবে। আঙুলের ছাপ যেন না থাকে। বেরিয়ে আসার আগে আবারও ঠিকঠাক করে রাখবে অ্যালার্ম। যেকোনও গাধা অন্যের বাড়িতে ঢুকতে পারে, কিন্তু আসল শিল্প কোনও প্রমাণ না রেখে বেরিয়ে আসা। কেউ যেন দেখতে না পায়।'

'তোমার সব সবক মনে আছে,' বলল জেরাল্ড, থমথম করছে ওর চেহারা। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'একটা কথা, ধরো, একদল লোককে বিপদে ঠেলে দিয়ে চোখ উল্টে নিলে তাকে কী বলবে তুমি, ডিগ? ...বা ওই কাজ সবচেয়ে ভালভাবে কেমন করে করা যায়?'

'বিপদে ঠেলে দেয়া বলতে কী বোঝাতে চাইছ? কাদের কথা বলছ?'

'এমন এক বিপদে আছে তারা, যে বাঁচার উপায় নেই। তার ওপর পেছন থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সাহায্যের হাত।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'আচ্ছা, এ-ই তা হলে অবস্থা? বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কেউ? সেক্ষেত্রে তার সহজ কাজ হবে ওই দলের কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট নষ্ট করে দেয়া। কাজটা সহজ নয়। কারণ প্রায় সবাই রেডিয়ো মেরামত করতে পারে। কিন্তু দরকারী পার্টস্ নষ্ট করলে কোনওভাবেই যোগাযোগ করতে পারবে না। ...না, একটু ভুল বললাম। তাদের কাছে থাকার কথা স্যাটালাইট মোবাইল ফোন। কিন্তু শত্রু যদি হয় সিআইএ, সেক্ষেত্রে তাদের মোবাইল ফোন কল ব্লক করবে তারা। দরকার পড়লে সরিয়ে নেবে সিগনাল। এনএসএ-কে দিয়ে কাজটা করাতে পারবে সিআইএ। প্রয়োজনে সরিয়ে নেবে স্যাটালাইট। কাজটা যদিও বেশ কঠিন।'

জেরাল্ড ভাল করেই জানে, নির্ধারিত গতিতে প্রতিটি স্যাটালাইট নির্দিষ্ট এলাকার অরবিটে থাকে, চট্ করে তাদের সরিয়ে নেয়া যায় না। সঠিক জায়গায় রয়েছে ওগুলো। কোনও স্যাটেলাইট আলাস্কার আকাশে কোথাও থাকলে প্রায় চিরকালের জন্য ওখানেই থাকবে। ওই জিনিসের গতি কমাতে-বাড়াতে বা গতিপথ সরাতে চাইলে ব্যবহার করতে হবে নিয়ন্ত্রিত রেট্রো রকেট। তাতে কোনও ভুল হলে অরবিট থেকে সরে যাবে স্যাটালাইট, হয়তো জ্বলন্ত উল্কার মত খসে পড়বে পৃথিবীর বুকে।

জেরাল্ডের ধারণা, এনএসএ-কে দিয়ে তা-ই করিয়ে নিয়েছে সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স। অরবিট থেকে সরিয়ে দিয়েছে স্যাটালাইট। নইলে বিপদ শুরু হলে দেরি না করে যোগাযোগ করত মাসুদ রানা। বা যোগাযোগ করত তার দলের কেউ।

শেষ করে ঠক্ শব্দে ডেস্কের ওপর খালি বিয়ারের ক্যান রাখল জেরাল্ড, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আজ বিকেলে কাজ আছে আমার। পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব। দরকার পড়লে শহর ছেড়ে বাইরেও যেতে পারি।'

বিশাল দুই বাহু টেবিলের ওপর রাখল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'বাছা, আমার ধারণা যে কাজে নেমেছ, সেটা তোমার মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতি ভাল লাগছে না আমার। কীসের কথা যেন বলেছিলে– কেমন জন্তু ওটা?'

'আমার জানা ভাল কোনও নাম নেই ওটার। বলতে পারো দানব বা দৈত্য।'

'ওটা যা-ই হোক, ওই জন্তু আছে আলাস্কায়। আর তোমার যেতে হবে ওখানেই। অথচ তুমি জানোও না ওটা কী, কোথা থেকে এল, বা এরপর কী করবে। ভাল করে বুঝে তারপর কাজে হাত দেবে।' জেরাল্ডের চোখে চোখ রেখে বলল *পাথর ভাঙা*, 'আগে যা বলেছি, তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে খাটে, জেরাল্ড।

কিন্তু ওই দানব ছিঁড়ে ফেলছে ইলেকট্রিকের বেড়া, ছিঁড়ছে মানুষের ঘাড় থেকে মাথা।' দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ডিগবার্ট। 'বাছা, জীবনে কম দেখিনি, কিন্তু কখনও শুনিনি অমন দানবের কথা। আলাস্কার পরিস্থিতি ভীষণ জটিল। তুমি ভাবছ যাবে ওসব ফ্যাসিলিটিতে। ওখানেই খুন হয়েছে শতখানেক সৈনিক। অথচ ওরা ছিল ট্রেইণ্ড। সহজ কাজ ছিল না তাদেরকে খুন করা। আমি তোমাকে কোনও পরামর্শ দেব না, বা বলব না বুদ্ধিমানের কাজ ওখানে না যাওয়া। আমি শুধু বলব, আলাস্কায় গিয়ে কোনও কাজে নেমে পড়ার আগে তোমার উচিত, ওই বুদ্ধিমতি তরুণী বিজ্ঞানীর কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করা।'

মৃদু হাসল টম জেরাল্ড। 'এই উপদেশ ভুলব না, ডিগ।'

'বুড়ো হয়ে গেছি তো, তাই বুঝতে পারি কী করা উচিত।'

চুপ হয়ে গেল ওরা।

একটু পর বলল জেরাল্ড, 'ছোঁক-ছোঁক করতে বেরোব। দেখি কী পাই তারপর ঠিক করব কী করা উচিত।'

মাথা দোলাল *পাথর ভাঙা*। 'আমাকে জানিয়ো কী জানলে।'

'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা, বাছা।'

শুনবার জন্য চুপ করে অপেক্ষা করছে জেরাল্ড।

ওকে খুব স্নেহ করে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, বয়সেও প্রায় চল্লিশ বছরের বড়, কথা বলে সবসময় জেনে-বুঝে। সে কখনও ফালতু কথা বলেছে শোনেনি জেরাল্ড।

'ডিগ?' জানতে চাইল ও।

'ওটা... আছে আলাস্কায়,' চিন্তিত ডিগবার্ট। সিরিয়াস না হলে এভাবে কথা বলে না, 'জানি না ওটা কী, কিন্তু এটা বুঝতে পারছি ওটাকে ঈশ্বর তৈরি করেননি। মনে রেখো, তোমার উচিত বাড়তি ঝুঁকি না নেয়া। হিরো হতে গিয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা

অনেক জরুরি। জন্তুটাকে দেখলেই দেরি না করে গুলি করবে। কোনও সুযোগ দিতে যেয়ো না। কারণ ওটাও কোনও সুযোগ দেবে না।'

'ওই দানবটা সবাইকে খুন করছে,' মাথা দোলাল জেরাল্ড।

তিন

সাড়ে সাত ফুটি দানবের রক্ত-লাল দুই চোখে চোখ রেখে বরফের মূর্তির মত জমে গেছে মাসুদ রানা সামনে বাড়া বা পিছিয়ে যাওয়ার কথা ভুলে যাওয়াই ভাল।

একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অকল্পনীয় হিংস্র ওই দানব। এগোতে শুরু করেও থেমে গেছে চার ফুট দূরে, যেন পাথরের ধূসর, কঠিন দেয়াল।

বুকে অ্যাড্রেনালিনের স্রোত, ভয় টের পাচ্ছে রানা। আগেও একই বিপদে পড়েছে। সেই সময় পাশে ছিল কালো নেকড়ে হান্টার। কিন্তু এখন আর কারও সাহায্য পাবে না। পাহারা দিয়ে দলের অন্যদেরকে নিয়ে চলেছে নেকড়ে।

নিজেকে শান্ত রাখতে চাইল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর প্রায় স্বাভাবিক হলো শ্বাস-প্রশ্বাস। তখনই শুনল ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ:

'গতরাতে...' মনে হলো মুখের ভিতর ঘষা খাচ্ছে কয়েকটা নুড়ি পাথর, 'তুমি ভাল লড়াই করেছ।'

দু'উরু শক্ত করল রানা, পায়ের পাতা দিয়ে বুঝে নিল কতটা দূরে কার্নিশের কিনারা। একবার ওদিকের অন্ধকারে খসে পড়তে

পারলে বিশ ফুট নীচে মেঝে। সতর্ক থাকলে আর ভাগ্য সাহায্য করলে আহত হবে না। কিন্তু কিছু করবার আগে ওর ওপর থেকে মনোযোগ সরাতে হবে ওটার। একটা কথা মনে পড়তেই মন দমে যেতে চাইল। দানবের গতি ওর চেয়ে অন্তত বিশ গুণ বেশি।

চাইলেও পিছাতে পারবে না, আবার সামনে বেড়ে হামলা করলেই মরবে। একমাত্র উপায়: আচমকা গায়ের জোরে ওটাকে ধাক্কা দিয়ে নীচের করিডোরে লাফিয়ে নামতে হবে। দৈহিক সব দিক দিয়ে ওর চেয়ে অনেক বেশি ফিট ওই দানব। কিন্তু দু'জন নীচে পড়তে শুরু করলে তখন একই সমান হবে গতি। একবার মাটিতে পড়েই লাফিয়ে উঠে ঝেড়ে দৌড় দেবে ও। তখনই ব্যবহার করবে টড ওয়েইলারের দেয়া বোমা। অর্থাৎ নিতে হবে মস্ত ঝুঁকি, ব্যাপারটা হবে আসলে আত্মঘাতী।

কিন্তু লড়াই না করে মরব না, ভাবল রানা। হাড়ে হাড়ে টের পেল, সারা দেহের আড়ষ্ট মাংসপেশি জুড়ে টনটনে ব্যথা। নিজেকে বলল, অত ভয় কীসের? তুই কি আরও একবার মরবি নাকি! কঠোর চোখে তাকাল দানবের চোখে। ভয়ঙ্কর কুঁচকে ফেলল ভুরু। ভাবল, ওটা জবাব দেবে কি না কে জানে! ভাল হয় হয়তো জবাব না দিলেই। গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'কী চাও তুমি?'

মনে হলো কবরের গভীর থেকে এল কর্কশ কণ্ঠ: 'তোমাকে!'

গলা আরও শুকিয়ে গেল রানার। মনে মনে নিজেকে বলল, ব্যাটা দেখি আমাকে চায়! চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মজা পাচ্ছে ওর ভয় দেখে!

'তুমি কথা শিখলে কী করে?' গাছের গুঁড়ির মত হাতের ওপর চোখ পড়ল রানার। ওগুলো দিয়েই তো ওর বারোটা...

'মানুষ,' কর্কশ হাসল দানব, ফুলে উঠল গলার শিরা, 'তোমরা মানুষ... কত অসহায়!'

কার্নিশের কিনারার দিকে এক ইঞ্চি পা সরাল রানা। একই

সময়ে বলল, 'তুমি মানুষগুলোকে খুন করলে কেন?'

'কারণ... ওরা শিকার। তুমি... শিকার। তোমরা সবসময় আমাদের... খাবার ছিলে।'

এবার কী বলবে, ভাবছে রানা। লাল চোখ থেকে চোখ না সরিয়েই বলল, 'আমাকে মেরে ফেলার আগে জানতে চাই: তুমি কোথা থেকে এলে? আগে তো এদিকে ছিলে না।'

'আমি এসেছি তোমার মত মানুষের কালো অন্তর থেকে।'

অবাক হয়েছে রানা, আর তা প্রকাশ পেয়েছে ওর চোখে।

খল-খল শব্দে হাসল দানব। শত্রুকে বিস্মিত হতে দেখে খুশি। 'হ্যাঁ... ঠিক...' প্রায় ফিসফিস করল। তুলে ধরল করাতের মত ধারালো কালো নখগুলো। 'দেখো এই দুই হাত। দানবের... তাই না?' আবারও হাসল। 'আমার মত... স্বাধীনতা পেলে... চাইতে তোমার ওই দুই হাত? ...আমার শক্তি... আমার ক্ষমতা... যদি তুমি পেতে?' চুপ হয়ে গেল দানব। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আমি জানি... তুমিও চাইতে আমার মত হতে! ...হ্যাঁ! আমার দিকে চেয়ে কী দেখো তুমি? ...কী দেখো?' বার কয়েক মাথা দোলাল, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'তুমি দেখো নিজেকে!'

আপত্তির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। ঝড়ের গতিতে ভাবছে। চেহারা ভাবলেশহীন। এক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি কোনও দিনও তোমার মত হতে চাইতাম না।'

'তাই?' কর্কশ কণ্ঠে হাসল দানব। 'কিন্তু তুমি... এমনিতেই আমার মত।' কুঁজো হয়ে গেল সে, মনে হলো তেড়ে আসবে। 'তোমার বুকের ভেতরের পশু... ঠিক আমারই মত। তোমরা আসলে ভাবো মানুষ... খুব উদার... নীতিবান। ...কিন্তু... অন্তরের ভেতরে তোমরা... ঠিক আমারই মত।' গলা থেকে বেরোল ঘড়ঘড়ে চাপা গর্জন। 'হ্যাঁ! আমি আসলে তোমার বুকের

ভেতরের... জন্তুর মত। ...তুমি ভাল করেই জানো... কী আসলে সত্য। তোমার অন্তরের জন্তুটা... ঠিক আমার মত। ...কিন্তু... ওই জন্তুটাকে খুব ভয় পাও... তোমরা মানুষ। অন্তরে জানো... তোমরা কেমন।'

কার্নিশের কিনারা থেকে এখনও পুরো এক ফুট দূরে পা, টের পেল রানা। 'তুমি আসলে উন্মাদ,' শান্ত সুরে বলল, 'আমার কথা মন দিয়ে শোনো। তুমি চাইলে তোমাকে নিয়ে যাব নিরাপদ কোথাও। ক্ষতি করব না তোমার। কিন্তু যদি সঙ্গে আসতে না চাও, অন্যরা এসে মেরে ফেলবে তোমাকে। হাজার হাজার সৈনিক আসবে। তাদের কাছে থাকবে দুর্দান্ত সব অস্ত্র। এটা ঠিক যে তুমি শক্তিশালী, কিন্তু পাগলা কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে মেরে ফেলবে তোমাকে। সবার বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। আগে হোক আর পরে, কোণঠাসা করা হবে তোমাকে। স্রেফ খুন করা হবে। ভুল কোরো না, পাগলামি না করে আমার সঙ্গে চলো দূরের এক জায়গায়।'

রাগে ঘড়-ঘড় গর্জন ছাড়ল দৈত্য, ঝট্ করে পিছনে নিল মাথা। মনে হলো চিরকালের বিজয়ী, ক্ষমতার শেষ নেই। 'না... না,' মাথা নিচু করে রানাকে দেখল, দুই চোখে বিদ্বেষ। বড় করে দম নিতেই ফুলে উঠল মস্ত বুক। বোঝা গেল কত প্রচণ্ড শক্তি রাখে সে। 'না... আমি পাগল না। ...অন্য কিছু।'

রানার মনে পড়ল প্রথম রিসার্চ স্টেশনে কী দেখেছে। আরও দৃঢ় হলো ওর ধারণা। কারণ ছাড়া হামলা করছে না এই দানব। একবার সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করি, ভাবল। নির্বিকার চেহারায় বলল, 'তুমি আসলে কী খুঁজছ?' বুঝতে দিল না সামান্য সরে গেছে কার্নিশের দিকে। এবার যেকোনও সময়ে লাফিয়ে নামবে নীচের করিডোরে, পালাতে শুরু করবে।

কঠোর চোখে রানাকে দেখছে দৈত্য। মনে হলো বুঝেছে,

কোনও খারাপ মলতব আছে ওর। মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছে।

'অন্যরা,' গুড়গুড় করে উঠল ডেমিয়েন।

অবাক চোখে তাকাল রানা। 'অন্যরা? মানে তোমার মত অন্যদেরকে খুঁজছ?'

জ্বলজ্বল করে উঠল লাল দুই চোখ। 'হ্যাঁ।'

নীরবতা নেমেছে দু'জনের মাঝে।

'তা হলে অন্যরা... ওরা কোথায়?' জানতে চাইল রানা। 'তারাও তোমার মত?'

মুখ হাঁ হতেই বেরিয়ে পড়ল ওটার বড় বড় দাঁত। লাল চোখে ভয়ানক উন্মাদনা। 'ওদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। বের করতে হবে। পেতেই হবে ওদেরকে।'

'কী কারণে?' করিডোরে নামতে মানসিকভাবে তৈরি রানা।

'যাতে সম্পূর্ণ দেবতা হতে পারি।'

অবাক চোখে তাকে দেখল রানা। চট্ করে জানতে চাইল, 'কে তৈরি করেছে তোমাকে?' দানবের চোখে চোখ রেখে জবাব খুঁজছে। 'ওরা... আমেরিকান বিজ্ঞানীরা... ওরাই তোমাকে এমন করে দিয়েছে, তা-ই না? আগে মানুষ ছিলে? এখন বাধ্য হয়ে... এই জানোয়ার হয়েছ।'

ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোল দানবের গলা থেকে দুলে দুলে হাসতে শুরু করেছে ফুলে উঠল ঘাড়ের পুরু রগ দেখে মনে হলো ওগুলো লোহার শক্ত, মোটা তার। ওই ধমনী মানুষের শিরার দ্বিগুণ পুরু। দপদপ করছে, ভিতর দিয়ে বইছে রক্ত বুক ফুলিয়ে রানাকে দেখল, মনে হলো যথেষ্ট খুশি

'গাধা... গাধা তুমি... সামান্য মানুষ,' প্রায় ফিসফিস করে বলল থুতু ফেলল সামনের পাথরে 'না... ওরা আমার কিছুই করেনি... যা করার আমিই করেছি!' অদ্ভুত ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোল বুক থেকে 'আমার ইচ্ছে ছিল দেবতা হয়ে উঠব... তাই

হয়েছি ঈশ্বর!'

কথাটা শুনে চমকে গেছে রানা। ভাবল, নিজেই চেয়েছে এমন হতে!

'তোমার নাম কী?' কয়েক সেকেণ্ড পর জানতে চাইল। এই মানব-হত্যাকারী জন্তুটার প্রতি বোধ করছে প্রবল ঘৃণা। আগে কখনও এমন ভয়ানক রক্তপিশাচ দেখেছে কি না ভাবতে গিয়ে অবাক হলো– এর বোধহয় তুলনা হয় না!

'আমার নাম... ডেমিয়েন শিল্ড ছিল।'

'ডেমিয়েন... নিজেকে এমন করে নিলে কেন? তুমি দেবতা বা ঈশ্বর হওনি। কেউ অমর নয়। মরতে হবে তোমাকেও।'

হাসতেই বড় বড় দাঁত বেরিয়ে এল ওটার। নীরবে হাসছে। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো না দম নিচ্ছে।

'আমি হতে চেয়েছি... ওদের মত,' সংক্ষিপ্ত হাসল। 'পৃথিবীর বুকে যাতে হতে পারি দেবতা। যাকে খুন করা যায় না। আমি এখন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। ...হ্যাঁ, দেবতা! আমাকে খুন করতে পারবে না কেউ! চিরকাল বেঁচে থাকব!'

বদ্ধ-উন্মাদ হয়ে গেছে রাক্ষসটা, ভাবল রানা। বুঝল, কোনওভাবেই একে কিছু বোঝাতে পারবে না।

'তা হলে এই জানোয়ার হওয়ার জন্যে ঝেড়ে ফেলেছ মানবিক সব গুণ?' টিটকারি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে। পৌঁছে গেছে কার্নিশের কিনারায়। রাগ প্রকাশ পেয়েছে কণ্ঠে।

কর্কশ খল-খল হাসল দানব পরস্পর ঘষতেই ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ তুলল নখ। প্রায় নীরব পরিবেশে গা শিউরে দেয়া শব্দ। আয়েস করে দাঁড়িয়ে আছে সে, যেকোনও সময়ে হামলা করবে।

হাতে সময় নেই, টের পেয়ে গেল রানা। এবার সামনে বেড়ে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলবে ওকে 'ডেমিয়েন, তুমি রয়ে গেলে সামান্য এক জানোয়ার হয়ে,' সরাসরি দানবের চোখে রাগী চোখ রাখল

রানা। আরও কিছু বলত, কিন্তু চোখের কোণে দেখল, হঠাৎ পিছনের বাঁকে পৌঁছে গেছে জিনা, সঙ্গে অন্যরা। নীরবে গিরিখাদের শেষ অংশের দিকে চলেছে ওরা। বুকে হৃৎপিণ্ডের লাফ টের পেল রানা। নির্বিকার চেহারায় গোপন করল পাহাড়ের ওদিকে চলেছে ওর সঙ্গীরা। দানবের ওপর থেকে চোখ না সরিয়েই দূরত্ব মাপল রানা। এই গিরিখাদের এই অংশ পেরিয়ে ওদিকে যেতে সময় লাগবে কমপক্ষে পনেরো সেকেণ্ড। তাও উড়ে যেতে হবে লেজে আগুন ধরা কবুতরের মত। তার মানেই, অন্তত দশ সেকেণ্ড দেরি করিয়ে দিতে হবে দানবটাকে।

ওটাকে বার কয়েক মাথা নাড়তে দেখল রানা। মনে হলো অগ্ন্যুৎপাতের মত কিছু ঘটছে তার ভিতর। ফুলে উঠেছে বুক। উঁচু হয়েছে মস্ত দু'কাঁধ। যেন ঠিক করে নিল ভারসাম্য। কাছে আসেনি, কিন্তু যেকোনও সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

'তুমি যদি বুঝতে ক্ষমতা আসলে কী!' ঘড়ঘড়ে স্বরে তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে। 'তুমি আসলে ভাবো... তুমি মানুষ। ভাবো... তুমি পশু না। কিন্তু তোমার চেয়ে... অনেক বেশি মানুষ আমি। তোমার অন্তরের কালো যা... আমি ঠিক তা-ই। আলোয় যা গোপন করো... আমি তা-ই। তোমার চেয়ে ঢের বড় মানুষ আমি। আমার অন্তর অনেক বেশি খাঁটি আর ঐশ্বর্যে ভরা। কারণ আমি কিছুই গোপন করি না।'

ওদের নীচের করিডোরে পৌঁছে গেছে জিনা ও অন্যরা রানার মনে হলো না, টের পেয়েছে দানব। ওর ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে ওটা।

'তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই,' বড় করে দম নিল দৈত্য। মনে হলো শব্দ খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। 'আমি তোমাকে খুন করব। খুন করব তোমার দলের সবাইকে আর তারপর হাজার বছর বাঁচব যেকোনও মানুষের চেয়ে ঢের বেশি আর

তোমাদের সন্তানরা যখন মরবে... তখনও দুনিয়া শাসন করব আমি...'

নীচের করিডোর ধরে ওদেরকে পেরিয়ে গেছে জিনা।

'আর, এবার,' কর্কশ হাসল দৈত্য, 'তুমি মরবে!'

'মাত্র একটা কথাই বলতে চাই!' গলা চড়িয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'জানিয়ে দিতে চাই তোমাকে একটা কথা!' চুপ হয়ে গেল ও, পরক্ষণে 'এটা!' বলেই এক হাতে মারলিন রাইফেল তুলেই টিপে দিল ট্রিগার।

প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ভয়ানক আঘাতে পেট চেপে ধরে উবু হয়ে গেল দানব, রাইফেলের নলের ডগা থেকে কমলা আগুনের হলকা চেটে দিয়েছে তার নাক-মুখ। এক লাফে সামনে বাড়ল রানা, খাপ থেকে বের করে নিয়েছে বাউয়ি নাইফ। একপাশ থেকে চালাল দানবের পাঁজরের ওপর। পরক্ষণে কার্নিশ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল নীচের করিডোরের দিকে।

পড়তে শুরু করে ডানের দেয়ালে লাথি মেরে সামনে বাড়ল চার ফুট। আরেক লাথি লাগাল বামের দেয়ালে, এগিয়ে গেল আরও চার ফুট। বাড়ছে পতনের গতি। ডান হাতে বাউয়ি নাইফ গেঁথে দিতে চাইল দেয়ালে। ওখান থেকে উঠল আগুনের কমলা ফুলকি। কর্কশ আওয়াজ তুলছে ছোরা। মাত্র দুই সেকেণ্ড পর ধুপ্ করে পাথুরে মেঝেতে পড়ল রানা

আবছাভাবে টের পেল, সুড়ঙ্গের শেষমাথায় হারিয়ে গেছে সঙ্গীদের মশাল মহাবিপদ বুঝেই দৌড়ে পেরিয়ে গেছে গিরিখাদ হাত-পা অবশ লাগছে রানার, কিন্তু লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুনল ধুপ্ আওয়াজ তুলে পিছনে পড়েছে দানব। বিকট গর্জন ছাড়ল ওটা

করিডোরের শেষে দেখা গেল ধূসর আলো দৌড়াতে শুরু করেছে রানা পাঁচ সেকেণ্ড পর গলা থেকে স্যাচেল বোমা খুলেই

টেনে দিল কর্ড। এবার মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড পাবে ও!

পিছনে শুনল ধুপ-ধাপ আওয়াজ। গণ্ডারের মত তেড়ে আসছে দানব! ওটার দিকে স্যাচেল ব্যাগ ছুঁড়েই পরক্ষণে চরকির মত ঘুরে দৌড় দিল রানা, চিৎকার করল, 'জিনা! আমি তোমার বামদিকে! ডাইনে গুলি করো!'

উড়ে চলেছে রানা। বাতাসের ঝটকা টের পেল বামদিকে। ওকে পাশ কাটিয়ে পিছনে গেল ব্যারেট রাইফেলের পাঁচটা .৫০ ক্যালিবারের বুলেট। কয়েকটা আওয়াজ শুনল রানা, যেন মরা কাঠে নামল জোরে কুঠার। চিতার মত লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে গিরিখাদের মুখে পৌঁছল রানা, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা জিনাকে কোলে তুলে নিয়েই মোড় ঘুরে ছিটকে পড়ল সামনের জমিতে। মাটিতে পড়বার আগেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সবাই শুয়ে পড়ো!'

জিনাকে বুকে নিয়ে পাথুরে, ঢালু জমিতে পড়েছে রানা, গড়াতে শুরু করেছে ওরা। সরে যেতে হবে যেভাবে হোক!

কিন্তু মাত্র এক সেকেণ্ড পর গিরিখাদের মুখ থেকে ছিটকে বেরোল ড্রাগনের জিভের মত লাল আগুনের লকলকে শিখা। প্রচণ্ড শকওয়েভ ছিটকে ফেলে দিল ওদেরকে আরও দূরে। মাথার ওপর দিয়ে গেল আগুনের হলকা। থরথর করে কাঁপছে জমিন। শুরু হয়েছে গুড়-গুড় আওয়াজ। তালা লেগে গেল কানে। রানার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল জিনা, এখনও দুই হাতে ধরে রেখেছে ব্যারেট রাইফেল।

দশ সেকেণ্ড পর থামল ভূমিকম্প। থমথম করছে চারপাশ। পিছনে চেয়ে রানা দেখল, বুজে গেছে গিরিখাদ। ওখানে আছে শুধু মস্ত সব পাথরের চাঁই। উঠে জিনার পাশে গিয়ে থামল ও, হাঁটু গেড়ে বসে মেয়েটার চোখ-মুখ থেকে সরিয়ে দিল কালচে-সোনালি চুলের গোছা। 'ঠিক আছ তো?'

বার কয়েক কাঁপল জিনার ঠোঁট, তারপর ফিসফিস করে

বলল, 'যিশু! কী হলো?'

মৃদু হাসল রানা, তুলে বসিয়ে দিল জিনাকে। উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল প্রফেসরের পাশে। তাঁকে আগলে রেখেছে তানামুরা। একটু দূরে চিত হয়ে শুয়ে আছে প্রেস্টন ওয়েস্ট, আহত। নড়তে পারছে না, হতভম্ব।

মাটি ছেড়ে উঠে অবাক হয়ে চারপাশ দেখছে টড ওয়েইলার, বিধ্বস্ত গিরিখাদের সামনে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখল, হাতে শটগান। দানবটাকে সামনে পেলে গুলি করবে। ভুরু কুঁচকে গেল তার। বার কয়েক মাথা নাড়ল। ঘুরে চাইল রানার দিকে। 'মারা গেছে, নইলে ওদিকে রয়ে গেছে!'

মাথা দোলাল রানা। আরেকবার দেখল জিনাকে। হাঁটু গেড়ে বসেছে মেয়েটা। আস্তে আস্তে ডলছে চোখ। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ভয়ঙ্কর বোমা ছিল। সৈনিক না হয়ে ব্যাঙ্কের কেরানি হলেই ভাল করতাম... বা অন্য কিছু...'

হেসে ফেলল রানা।

'ভাল কারও বউ হয়ে যাও, এখনও সময় আছে,' দুর্বল গলায় পরামর্শ দিলেন সিরাজউদ্দীন। চট্ করে দেখে নিলেন রানাকে। আবার বুজে ফেললেন চোখ।

খাড়া পাহাড়ের দিকে চাইল জিনা। 'ওটাকে পেছনে ফেলে আসতে পেরেছি? ওটার বাঁচার কথা নয়।' কাঁধে ব্যারেট রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে বলল, 'বাঁচবে কী করে!'

সোজা হয়ে বসেছে তানামুরা, মাথা নাড়ছে। চোখে-মুখে রাগ।

'নিশ্চিত নই কেউ,' বলল রানা, 'বিস্ফোরণ খুব কাছেই ছিল, তবে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে ওটা। গতরাতে যেভাবে আহত হয়েছে, তারপরেও আজ দেখলাম প্রায় সুস্থ।'

'তুমি ওটার কত কাছে ছিলে?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

‘প্রথমে চার ফুট, তারপর আরও কাছে।’ একটু দূরে পড়ে আছে রানার বাউয়ি নাইফ। ওটা তুলে নিয়ে দেখল ও। ধুলো ভরা ফলায় চট্‌-চট্‌ করছে দানবের রক্ত। প্যান্টে রক্ত মুছে নিয়ে খাপে রেখে দিল ছোরা। বুঝতে পারছে, দেরি না করে রওনা হয়ে যাওয়া উচিত। নিজেও আহত। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে ব্যথা টের পাচ্ছে না, কিন্তু একটু পরেই শুরু হবে। তার আগে পৌঁছে যেতে হবে ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারের কাছে।

‘প্রফেসরকে বয়ে নিতে পারবে?’ তানামুরার দিকে চাইল রানা।

‘হাই।’ উঠে দাঁড়াল গম্ভীর জাপানি, হাতে এখনও তলোয়ার। একবার দেখল টিলা, তারপর খাপে রেখে দিল প্রিয় অস্ত্র। ‘দেরি করা ঠিক হবে না। প্রফেসরের মেডিকেল চিকিৎসা দরকার। নইলে হয়তো...’

এমনি সময় থমকে গেল ওরা। ভেসে এসেছে ওটার ক্রুদ্ধ হুঙ্কার। তবে ভাল মত আহত হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। তার মানে এত বড় বিস্ফোরণেও মারা পড়েনি ওটা। সেরেও উঠবে শীঘ্রি।

শোনা গেল আরও কয়েকটা হুঙ্কার।

দেরি না করে স্ট্রেচারের একমাথা ধরল রানা, অন্য প্রান্তে তানামুরা। সামনে চলেছে ওয়েইলার। পিছনে পাহারায় থাকল জিনা ও আহত প্রেস্টন নীরবে পা চালাল ওরা কালো পাহাড়ের কিনার ধরে, মনে অকথিত আতঙ্ক পিছনে পড়ে রইল পরিত্যক্ত খনি ও বুজে যাওয়া গিরিখাদ

পচা সব পাতার মাঝে হামাগুড়ি দিচ্ছে সে, ছটফট করছে ভীষণ ব্যথায়। বুকে বেদম যন্ত্রণা কষ্ট হচ্ছে দম নিতে ছোট এক ঢালু জায়গায় গড়িয়ে নামল সে, ঠেস দিল বড় এক পাথরে। পাশ দিয়ে

কুলকুল করে বইছে ঝর্না। প্রচণ্ড জ্বলছে পুড়ে যাওয়া গা। বুঝতে পারছে না এত ব্যথা এল কোথা থেকে।

মনে আছে, শীতল পাথুরে জমিতে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এসেছিল। উঠে দাঁড়াতে পারেনি, সম্ভব হয়নি সরে যাওয়া। চোখে কিছুই দেখছিল না। পড়েছিল পাথুরে মেঝেতে। রাগে-দুঃখে গর্জন ছেড়েছে। আবারও উঠতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি।

তারপর অনেকক্ষণ পর হামাগুড়ি দিয়ে সরে এসেছে এদিকে। এখানে ঝর্নার পাশে ছায়া আছে। এখনও কিছুই দেখছে না চোখে। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সব শক্তি। আর সারা শরীর জুড়ে কী অসহ্য যন্ত্রণা! হাতদুটো মুঠো করে ফেলল সে। স্পর্শ করতে চাইল দেহ। ঝলসে গেছে চামড়া ও মাংস। উহ্, জ্বলে যাচ্ছে শরীর! রাগে-হতাশায় গর্জন ছাড়ল সে খুন করে ফেলবে সবাইকে! গা মুচড়ে উঠছে মারাত্মক জ্বলুনিতে! হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল, আবার শুরু করল হামাগুড়ি। কোথায় যেন যেতে হবে তাকে– কিন্তু কোথায়?

একঘণ্টা হামাগুড়ি দেয়ার পর টের পেল, কমছে ব্যথা। তা-ই হওয়ার কথা। মনে পড়ল ভোরের পর কী ঘটেছে। হ্যাঁ, খুন করবে সে ওই লোকগুলোকে! কিন্তু এখন না! আগে শক্তি পেতে হবে হামাগুড়ি দিতে দিতে একটা শেকড়ে পা পিছলে গেল তার টিলা থেকে পড়তে পড়তেও সামলে নিল পাথরের মত পড়ে রইল চুপ করে

চিন্তা এল: হ্যাঁ, বিশ্রাম চাই পানি খেতে হবে আঁধার নামলে খুঁজে বের করবে শিকার মাংস খেলে শক্তি হবে শরীরে সেরে উঠবে জখম। ইমিউন সিস্টেম সুস্থ করে তুলবে তাকে। তাতে বেশিক্ষণ লাগবে না বড়জোর এক বেলা একবার মাংস খাওয়ার পর একটা ঘুম দিলেই ফিরবে সমস্ত শক্তি

তখন!

হ্যাঁ, তখন!
আবার ফিরবে সে!
ওদেরকে খুন করবে!
কারও রক্ষা নেই! কারও না!

রেডিয়োর মাধ্যমে পথ চিনে নিয়ে দূরের গাছের মাথা ছুঁয়ে ছুটে এল ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, একটু পর চারপাশ হয়ে উঠবে আঁধার। মস্ত আগুন জ্বেলেছে রানা. সেই হলদে আলোয় অ্যামফিথিয়েটারের মত এক জায়গায় নামতে সমস্যা হলো না চার রোটরের মস্ত হেলিকপ্টারের।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছনে ফেলে আসা ট্রেইল দেখল রানা।

সাবধানে হেলিকপ্টারে তোলা হয়েছে অসুস্থ প্রফেসরকে আকাশযানের দরজার কাছ থেকে হেঁকে উঠল তানামুরা, 'মিস্টার রানা! আমরা রওনা হব! চলে আসুন!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কপ্টারের দিকে পা বাড়াল রানা।

অন্যরা চেপে বসেছে কপ্টারে, তবে এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। ওর কাঁধে হাত রেখে যান্ত্রিক ফড়িঙে উঠতে ইশারা করল রানা। ওর পাশেই হাণ্টার, রানা-জিনা উঠতেই লাফ দিয়ে চাপল কপ্টারের মেঝেতে বুড়ো আঙুল তুলে পাইলটকে ইশারা করল এক ক্রু— রওনা হোন!

ফ্যাকাসে নীল আকাশে হাজারো ঝিকিমিকি নক্ষত্র আধ মিনিট পর গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠল হেলিকপ্টার, ঘুরে গেল দক্ষিণে বাড়তে শুরু করেছে গতি, সেই সঙ্গে উচ্চতা

মনে স্বস্তি অনুভব করল না রানা

ক্রুদের একজন বোধহয় ট্রেইণ্ড মেডিক, প্রফেসরের বাহুতে আইভি দিল সে টিউবের ভিতর ইনজেক্ট করল ওষুধ কয়েক মুহূর্ত ওদিকে চেয়ে রইল রানা, তারপর ঘুরে চাইল হাণ্টারের

দিকে। এলোমেলো করে দিল ওটার ঘাড়ের রোম। জবাবে ক্লান্ত চোখে রানাকে দেখল নেকড়ে।

ওর মতই, আমাদের সবার দরকার খাবার ও বিশ্রাম, ভাবল রানা। উপত্যকা পিছিয়ে যেতেই ওদিকে চাইল। এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর: সত্যিই, কথা বলেছে ওই দানব...

চার

কিছুক্ষণ চারপাশে চোখ রাখবার পর বলতে গেলে হাসতে হাসতে ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে পড়ল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। কোথাও কোনও অ্যালার্ম বা ক্যামেরা নেই পরিপাটি বাড়ি। আসবাবপত্র দামি মেহগনি কাঠের। প্রথমেই ডেন-এ এসে ঢুকল জেরাল্ড। ঘুরে দেখল কিচেন ও ডাইনিং রুম। ওর মনে হলো, বাড়িতে বেশিক্ষণ না থেকে দিন-রাত ল্যাবোরেটরিতে কাটায় লোকটা

কিচেনে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর সব খাবার, নানান জড়িবটি ও ভিটামিন প্রতিটি শেলফ ও মস্ত রেফ্রিযারেটারে বেশ কিছু প্রেসক্রিপশন। কিচেন দেখা শেষ করে বেডরুমে ঢুকল জেরাল্ড।

ডেন-এর চেয়ে অনেক দামি আসবাবপত্রে সাজানো বেডরুম। একপাশে ওক কাঠের প্রকাণ্ড রাজকীয় খাট তার ওপর বিছিয়ে রাখা হয়েছে মখমলের নীল, পুরু চাদর নাইটস্ট্যাণ্ডের ড্রয়ার খুলে দেখল জেরাল্ড। ভিতরে ভিটামিনের বোতল, ভিটামিনের ওপর লেখা একটা বই, একটা ফ্ল্যাশলাইট ও একটা রিভলভার

ভুরু কুঁচকে অস্ত্রটা নিল জেরাল্ড। ওটা .৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। ব্যারেল চার ইঞ্চি দীর্ঘ। গ্লাভস পরা হাতে সিলিণ্ডার খুলল, ভিতরে ছয়টি হলো-পয়েন্ট বুলেট। যেখানে ছিল সেখানেই অস্ত্রটা আবার রেখে দিল। চারপাশ দেখে নিয়ে থামল ক্লযিটের সামনে। ভিতরে রয়েছে কিছু নীল, কালো ও ধূসর সুট। প্রতিটি দামি, তৈরি করেছে নামকরা দরজি।

ক্লযিটের একপাশে মাউন্টেনিয়ারিং গিয়ার। আইস অ্যাক্স ও ক্র্যাম্পনগুলো ব্যবহৃত। আরেক পাশে দামি গোর-টেক্স জ্যাকেট, মাস্ক, হেলমেট, গ্লাভস, প্যাণ্ট, বুট– আর্কটিকে এক্সপিডিশনে গেলে যা লাগবে, তার সবই আছে এখানে।

আবার ডেন-এ ঢুকল জেরাল্ড, মনোযোগ দিল বুক-শেলফে। নানান বই তাকে। তার ভিতর বেশি ফিলোযফি, ক্লাসিক সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য আর ইতিহাস। আরেক পাশে অ্যানথ্রোপোলজি, আর্কিয়োলজির বই। নীচের তাকে মেডিকেল জার্নাল ও ক্যাটালগ করা মেডিকেল পিরিয়োডিকালের ইনডেক্স। একাংশে তুলনামূলক মেডিকেল বই ও বিদেশি ভাষার ডিকশনারি। একদম নীচের তাকে রেফারেন্স ম্যানুয়াল ও জীবনীমূলক বই।

একটা বই নিয়ে খুলল জেরাল্ড। একটু পর রেখে দিল। আবারও চোখ বোলাল বুক-শেলফে। বায়োলজিকাল ওঅরফেয়ার, মিলিটারি রিসার্চ বা এ ধরনের কোনও বই নেই এখানে। সরে এসে অন্য দিকে যাবে ঠিক করেছে, এমন সময় একটা বই চোখে পড়ল ওর।

ওটা একটা ম্যাগাযিন, বুকে গুঁজে রাখা হয়েছে হলদে খাম। শেলফ থেকে পত্রিকাটা নিল জেরাল্ড, চোখ রাখল কাভারে। বড় অক্ষরে লেখা: নর্থ আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজি, জুলাই, ২০০৫।

হলদে খাম সরিয়ে পত্রিকার ওই অংশ খুলল জেরাল্ড। প্রথমেই বড় একটা ছবি। নীচে লেখা: ক্লাসিফায়েড অ্যায

হোমোথেরিয়াম।

ইলাস্ট্রেশনে ভীতিকর ও হিংস্র চেহারার এক কঙ্কাল। দেখতে অনেকটা মানুষের কঙ্কালের মতই। সেবার টুথ্ড্ বাঘের সঙ্গেও মিল রয়েছে। দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ হাতদুটো ঝুলে পড়েছে হাঁটুর নীচে। হাঙরের দাঁতের মত বড় দাঁত, গভীরভাবে গেঁথে আছে চোয়ালে। কঙ্কালের পাশেই হাতে আঁকা জন্তুটার কাল্পনিক ছবি। জেরাল্ডের মনে হলো, দাঁতালো বাঘ আর আধুনিক মানুষের মিশ্রণে অদ্ভুত কোনও প্রাণী ছিল ওটা, ভয়ঙ্কর লড়াকু এক শিকারি।

মনে মনে প্রশংসা করল জেরাল্ড ওই জন্তুর। বিড়বিড় করে বলল, 'পিস্তল না থাকলে ওটার সঙ্গে লড়তে যাব না।'

ধীরেসুস্থে আর্টিকেলটা পড়তে লাগল। ভিতরেও ইলাস্ট্রেশন আছে। নীচে লেখা: 'হোমোথেরিয়াম ছিল প্রাগৈতিহাসিক সময়ের অন্যতম হিংস্র শিকারি। আলাস্কার উত্তর ঢালে দু'হাজার পাঁচ সালের জানুয়ারি মাসে তার দেহ আবিষ্কার করে আইডাহোর এক আর্কিয়োলজিকাল টিম। প্রায় নিখুঁত ছিল ওই লাশ। পড়ে ছিল আদিম আমলের এক হোমো সেপিয়েন্সের ওপর। বিজ্ঞানীরা এখনও তাকে ক্লাসিফাই করতে পারেননি। তাঁদের ধারণা, নীচে পড়ে থাকা লাশটি নিয়ানডারথালেরই দূর-সম্পর্কের কোনও আত্মীয়। সম্ভবত সাইবেরিয়া থেকে এসেছে। বেয়ারিং স্ট্রেইটের দ্বীপগুলো পেরিয়ে আলাস্কায় পা রাখে বারো হাজার বছর আগে।'

দেয়া হয়েছে খননের কিছু ছবি। মনোযোগ দিয়ে দেখল জেরাল্ড। কঙ্কালের সঙ্গে অনেক মিল আঁকা ছবির। অনেকক্ষণ ধরে দেখল দুই ছবি। বাঘের মত দাঁতাল যে লাশের নীচে পাওয়া গেছে নিয়ানডারথালের মত দ্বিতীয় লাশ, তার কঙ্কালের ছবি দেয়া হয়নি।

'মরা মানুষের লাশের বুকে দাঁতাল দৈত্য?' বিড়বিড় করল

জেরাল্ড। 'এর মানে কী?'

একটু পর সন্ধ্যা হবে, নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করেছে শহর। বাইরে আওয়াজ পেল জেরাল্ড। পাত্তা না দিয়ে আবারও দেখল ছবি। নতুন করে পড়ল আর্টিকেল। দ্বিতীয় লাশের ছবি নেই কেন, ভাবল আনমনে। তখনই খেয়াল করল দাঁতাল কঙ্কালের করোটি।

ভালভাবে বুঝতে অন্য অ্যাংগেলে ছবিটা দেখল। যথেষ্ট আলো নেই। মুখ নিয়ে গেল ছবির তিন ইঞ্চি দূরে। কঙ্কাল প্রায় আস্ত, কিন্তু ভেঙে গেছে পাঁজরের দুটো হাড়। গ্লেসিয়ারের বরফে চাপা পড়েছিল বলে রক্ষা পেয়েছে কঙ্কাল। করোটির এক দিক ঠেলে উঠে এসেছে, অস্বাভাবিক হয়েছে মাথার তালু। প্যাথোলজি পড়েছে বলে বুঝতে পারল জেরাল্ড, স্লেজহ্যামারের মত ভয়ঙ্কর কিছু দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়েছে করোটির ওপর। নিখুঁতভাবে তোলা হয়নি ফোটো, কাজেই অ্যানালাইয করা অসম্ভব। কিন্তু আন্দাজ করা গেল, করোটিতে তৈরি হয়েছিল মুঠোর মত গর্ত।

অস্বস্তি নিয়ে পত্রিকা বন্ধ করল জেরাল্ড, ঠিক জায়গায় রেখে দিল। বুঝে গেছে, সন্দেহজনক কিছুই পাবে না এই বাড়িতে। সাবধানে চলে গেল সদর দরজার পাশে। সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল বাইরে। রাস্তা এখনও প্রায় ফাঁকা। বেরিয়ে এসে কায়দা করে আটকে দিল দরজার ওদিকের ছিটকিনি। উদাস ভঙ্গি নিয়ে বেরিয়ে এল ফুটপাথে। পাঁচ সেকেণ্ড ওখানে দাঁড়িয়ে চারপাশ দেখল। একটু দূরের এক বাড়ি থেকে ইভিনিং ওঅকে বেরোলেন এক বৃদ্ধ।

তাঁর উল্টো দিকে যেতে হবে জেরাল্ডকে, রওনা হয়ে গেল ধীর পায়ে। চিন্তিত। এত ভয়ঙ্কর জন্তুর করোটি ফাটিয়ে দিল কে? কার ছিল এত শক্তি? আর কী কারণে এত আগের পত্রিকা সংগ্রহে রেখেছে ডক্টর গ্রেবার? আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল জেরাল্ড। যা-ই

হোক, পুরো ব্যর্থ নয় ও। পাওয়া গেছে অদ্ভুত এক রহস্যের খোঁজ।

বেশ কয়েক ব্লক দূরে রেখে এসেছে গাড়ি, আর্টিকেলটার কথা ভাবতে ভাবতে শেষ মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল জেরাল্ড। বুঝতে পেরেছে, ওই আর্টিকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন্‌দিক থেকে, তা জানে না। যে জন্তু অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়েছে, ছবি তার। কিন্তু ওটার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ডক্টর গ্রেবারের। হয়তো সম্পর্ক আছে টিপা মুইয়েরও।

হাতে হাত রেখে জেরাল্ডকে পাশ কাটিয়ে গেল দুই যুবক। দারুণ খাতির তাদের ভিতর।

নিজের দু'হাত প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে হেঁটে চলল জেরাল্ড। পাশ কাটাল বয়স্ক কয়েকজনকে, তাঁরা কেউ দল বেঁধে বাস্কেটবল খেলছেন, বা বসে বসে গল্প করছেন। যারা ড্রাকুলার মত বহু রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, তাদের জন্য নতুন করে জেগে উঠতে শুরু করেছে শহর। এরই ভিতর বেড়ে গেছে মানুষের চলাচল। একটু পর শুরু হবে রাস্তায় ভিড়।

দুই যুবককে পাশ কাটাল জেরাল্ড। ওর মনে হলো ড্রাগস্ কেনা-বেচা করছে তারা। পাত্তা দিল না। ভাবতে ভাবতে চলেছে। একটা একটা করে একত্র করতে শুরু করেছে সূত্র। ওই জানোয়ার, কিলিং টিম... তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা... যদিও এসবের সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে না ডক্টর সয়্যারের মৃত্যু। ওই জানোয়ার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছিল সে। ডিএনএ-র কিছু? আর সেজন্য মরতে হলো তাকে? পেশাদার সিআইএ খুনি...

একপাশে দীর্ঘ ছায়া দেখল জেরাল্ড। কী ব্যাপার... ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইল ও। অস্ত্রের জন্য হাত বাড়াল হোলস্টারে। বুঝে গেছে, হামলা হতে যাচ্ছে ওর ওপর। ভুল হয়নি, চোখের

কোণে দেখল মাথার দিকে নামছে ধূসর এক স্টিলের রড। রড নয়, পাইপ। ওটা ঠাস্ করে নামল ওর মাথার তালুতে। অবশ হয়ে গেল দেহ। ডান হাত থেকে রাস্তায় পড়ল সিগ সাওয়ার .৪৫। পরের আঘাতটা আসবার আগেই রাস্তায় শরীর গড়িয়ে দিল জেরাল্ড।

এক সেকেণ্ড পর কান লক্ষ্য করে নামল পাইপ। হামলা করেছে মস্ত আকারের এক কালো দৈত্য। ঝট্ করে সরে গেল জেরাল্ড। পাইপ পড়ল রাস্তার ওপর, ওর চোখে-মুখে ছিটকে লাগল সিমেন্টের টুকরো। বাইম মাছের মত গা মুচড়ে সরে গিয়েই পা তুলে দৈত্যের পেটে জোরালো লাথি বসাতে চাইল জেরাল্ড। কিন্তু অভিজ্ঞ লড়াকু নিগ্রো, ঊরু ব্যবহার করে ঠেকিয়ে দিল লাথি। এদিকে তার সঙ্গীর পাইপ পড়ল অসহায় জেরাল্ডের চোয়ালে। পাইপের বাড়তি অংশ লাগল বুকে। প্রচণ্ড ব্যথায় প্রায় গোল হয়ে গেল জেরাল্ড। বুকে আটকে গেছে দম।

কিছুই বুঝতে পারছে না। বুকে টেনে নিতে চাইল বাতাস, এমন কী ব্যথাও টের পেল না। বুঝল, খারাপভাবে আহত হয়েছে। দৈত্যের মত মস্ত কালো লোকটা খপ্ করে খামচে ধরল ওর শার্ট, প্রায় তুলে ফেলল ওকে, অন্য হাতে মাথার ওপর তুলল পাইপ। এবার নেমে আসবে শেষ আঘাত

গনগনে রাগ নিয়ে ওকে দেখছে লোকদুটো।

ভয় পেতেও ভুলে গেছে জেরাল্ড। তখনই হাত নড়ে উঠল ওর, খপ্ করে গোড়ালির খাপ থেকে বের করে নিল .৩৮ ক্যালিবারের রিভলভার। মুষ্টিযোদ্ধার আপারকাটের মত হাত তুলেই গুলি করল দৈত্যের থুতনিতে। আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শুনে এক লাফে পিছিয়ে গেল দ্বিতীয় আক্রমণকারী। এখনও দম নিতে পারছে না জেরাল্ড, তাক করল অস্ত্র। ঘুরেই দৌড় শুরু করেছে হবু আততায়ী।

'থামো!' কর্কশ কণ্ঠে সতর্ক করল জেরাল্ড।

দৌড়ের গতি বাড়ল লোকটার। নিজের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করেছে জেরাল্ড, আছে শুধু তীব্র ব্যথা। কিছুই পাত্তা দিতে চাইল না, টিপে দিল ট্রিগার। বিশাল এক লাফ দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গী, তখনই বুলেট বিঁধল মেরুদণ্ডে। সিনেমার দৃশ্যের মত শূন্যে হোঁচট খেল সে, দু'হাত ছড়িয়ে দিল দু'দিকে, রাস্তায় পা রেখে সামনে বাড়ল এক পা, তারপর দড়াম করে পড়ল উপুড় হয়ে। লাশ হয়ে গেছে।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে শুয়ে থাকল জেরাল্ড, দম চালু হতেই টের পেল পাঁজরে ভীষণ ব্যথা। কাত হয়ে হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসল। প্রতি দমে খচ-খচ করছে বুকে। হামাগুড়ি দিতে শুরু করে চলে গেল মৃত কালো দৈত্যের পাশে। রাস্তা থেকে তুলে নিল সিগ সাওয়ার, রেখে দিল হোলস্টারে। হাতে রয়ে গেছে রিভলভার, উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে পৌঁছে গেল নিজের গাড়ির পাশে। খেয়াল করল না, ফাঁকা হয়ে গেছে বাস্কেটবল কোর্ট। কেউ নেই রাস্তায়। দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসে ইঞ্জিন চালু করল জেরাল্ড, রওনা হয়ে গেল।

পুলিশের জন্য অপেক্ষা করা উচিত হবে না। চিকিৎসা দরকার, কিন্তু যাওয়ার উপায় নেই হাসপাতালে। পিছনে লেগে গেছে আততায়ী, আপাতত হারিয়ে যেতে হবে ওকে। নইলে আহত অবস্থায় আসবে আকস্মিক মৃত্যু। বুকে হাত রেখে জেরাল্ড টের পেল, ভীষণ ঘামছে ও, সেই সঙ্গে থরথর করে কাঁপছে দেহ।

সামনে বাঁক নেয়ার সময় গুঙিয়ে উঠল ব্যথায়। তারই ভিতর বুঝল, কোথাও ফেলে যেতে হবে এই গাড়ি, নইলে ওকে ট্রেস করবে পুলিশ মারাত্মক জখমের কারণে বেরোতে পারবে না এই শহর ছেড়ে কোনও গাড়ি চুরি করবার অবস্থায় নেই ও।

পরিচিত রাস্তার সাইনবোর্ড দেখতে দেখতে চলেছে। বামে

বাঁক নিয়ে মনে মনে বলল, আশা করি কেউ পিছু নেয়নি। বুঝে গেছে, এখনও বসে থাকতে পারছে শুধু বাড়তি অ্যাড্রেনালিন, শক ও ভয়ের কারণে। কিন্তু যেকোনও সময়ে জ্ঞান হারাবে। এখন খুব জরুরি কোনও সেফহাউসে ওঠা। এমন কোথাও, যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে নিরাপদে।

বার-বার চেতনা হারাতে চাইছে জেরাল্ড, সোজা গাড়ি নিয়ে চলল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের বাড়ির দিকে।

ঘামে চট-চট করছে টিপা মুইয়ের জট পাকিয়ে যাওয়া চুল, গত আটচল্লিশ ঘণ্টা একাধারে কাজ করে চলেছে সে। চোখ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের মনিটরের ওপর, দেখছে অসংখ্য ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের স্যাম্পল। কাজটা খুবই কঠিন, এমন কী বিশ্লেষণ করছে ডিএনএ-র বেসিক চরিত্রগুলোও। কেমন হবে চোখের রং বা কোন্ রঙের চুল, তাও বাদ পড়ছে না। টিপা খুঁজছে অস্বাভাবিক কিছু। তবে তেমন কিছু এখনও চোখে পড়েনি ওর।

শত শত ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ডের ভিতর থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে কিছু, যাতে বোঝা যাবে ওই দানব আসলে কে বা কী। ঠিক কী খুঁজছে বলতে পারবে না টিপা, কিন্তু বুঝতে পারছে, ওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। বড় একটা ডায়াল ঘোরাল ও, দপ্ করে উঠল মনিটর, দেখা দিল আরেকটা মলিকিউল।

টেবিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে চাইনিয ও ইটালিয়ান খাবারের খালি বাক্স। দু'হাত বুকে ভাঁজ করে রেখেছে টিপা, মনোযোগ দিয়ে দেখছে মলিকিউলের নড়াচড়া। হিসাব কষছে ওটার ইলেকট্রন কয়টা বা কেমন মলিকিউল ওজন।

অচেনা ডিএনএ একেবারেই রহস্যময়। আবারও সামনে ঝুঁকে স্ট্র্যাণ্ড দেখল টিপা। খেয়াল করল, বেড়ে গেছে ট্র্যান্সমিটারগুলো, সেইসঙ্গে রিফ্লেকটারগুলোও। এগুলো দ্রুত তৈরি করে প্রোটিন

মৃদু হাসল টিপা, ফিসফিস করে বলল, 'আচ্ছা! এবার ধরেছি তোমাকে!'

প্রোটিন অ্যানালাইয করল আরও একঘণ্টা, তুলনা করল গরিলা, বাঘ ও মানুষের সঙ্গে। এই তিন প্রাণীর সঙ্গে অচেনা ডিএনএ-র কোনও মিল নেই। আবারও নতুন উদ্যমে ডিএনএ-র স্ট্র্যাণ্ড পড়তে শুরু করল টিপা মুই। এক পা এক পা করে সামনে বাড়তে হচ্ছে ওকে। হিসাব কষছে মলিকিউলের, তুলনা করছে অসংখ্য মানুষের ডিএনএ-র সঙ্গে। অনেকক্ষণ পর হতাশাজনক আবারও সেই একই ফলাফল এল।

প্রোটিনের ভিতর রয়েছে মাথা খারাপ করে দেয়া কেমিকেল—ওটা আসছে একটা স্ট্র্যাণ্ডের সিগমেন্ট থেকে। টিপা বুঝে গেছে, ওটা কী ধরনের প্রোটিন বা এনযাইম তা চিনতে হলে লাগবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর তখনও হয়তো বোঝা যাবে না আসলে কী ধরনের জন্তু ওটা। ঠিক করল হাল ছাড়বে না, সময় লাগুক, কিন্তু জিততে হবে ওকে এই প্রতিযোগিতায়। ডিএনএ পরীক্ষা করবার জন্য পড়ে আছে সারারাত। হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর, মনে পড়েছে ডক্টর নিনা সয়্যারের কথা। বেচারিকে মেরে ফেলেছে কেউ...

'হায়, ঈশ্বর!' বাড়ির পিছন-দরজা খুলেই চমকে গেল প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট সামনে দাঁড়িয়ে টলছে রক্তাক্ত-ঘর্মাক্ত টম জেরাল্ড, ধুপ করে পড়ে যাবে যেকোনও সময়ে সরে এসে ভিতরে স্যাঙাৎকে ঢুকতে দিল ডিগবার্ট।

মিটলোফ স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে দরজা খুলেছে সে, ওটা ফেলে দিয়ে শক্ত হাতে ধরল জেরাল্ডকে, নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল কিচেনের চেয়ারে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, জেরাল্ডের দিকে না চেয়ে ওর হোলস্টার থেকে সিগ সাওয়ার পিস্তল নিয়ে নল তাক করল

খোলা দরজার দিকে। হারিয়ে গেছে অলস ভঙ্গি, আগের মত হয়ে উঠেছে সতর্ক বাঘ। লাফিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, সতর্ক চোখে দেখল চারপাশ। না, ধারে-কাছে কেউ নেই!

বাইরের ফ্লাডলাইট জ্বেলে দরজা বন্ধ করল ডিগবার্ট, আটকে দিয়েছে ভারী বল্টু। এবার নজর দিল জেরাল্ডের দিকে। প্রথমেই পরখ করল বুকের ক্ষতটা।

ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল জেরাল্ড। কাশতে শুরু করেছে। কথা বলতে কষ্ট হলো ওর, 'ওরা... ওই বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করছিল।'

ভয়ানক খারাপ কিছু গালি বেরোল হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের মুখ থেকে। জেরাল্ডের বগলে কাঁধ ভরে দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। অন্য হাতে সিগ সাওয়ার। জেরাল্ডকে নিয়ে সাবধানে বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। বলল, 'কপাল ভাল যে ক্যারি নেই। তিন দিনের জন্যে বোনের বাড়িতে গেছে। তোমাকে এই অবস্থায় দেখলে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যেত ওর। ফলে হাজার হাজার গালি হজম করতাম আমি। ধরে নিত আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি। চলো, তোমাকে নিয়ে যাব বেযমেন্টে। কোনও চিন্তা নেই, বাছা... কোনও চিন্তা নেই! যা লাগবে সবই আছে বুড়ো *পাথর ভাঙার* কাছে! সবই হাতের কাছে রেখেছে সে! দুই দিনে সিধে করে দেবে তোমার ভাঙা কোমর!'

'কে তোমাকে বলল আমার কোমর ভেঙেছে?' নাক কুঁচকে বলল জেরাল্ড। 'আমার বুক ভেঙেছে। তাও প্রেমের কারণে না।'

'আহা, আর কথা বলে না!' হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ি বেয়ে নামল ওরা। সাবধানে একটা কটে জেরাল্ডকে শুইয়ে দিল ডিগবার্ট। পাশ থেকে নিল সবুজ রঙের স্পেশাল ফোর্সেস ইমার্জেন্সি সার্জিকাল কিট। দাঁত দিয়ে কেটে ফেলল প্যাকেটের মুখ, ওটা থেকে নিল দুটো নীল বড়ি এক গ্লাস পানি দিল

জেরাল্ডকে।

ওই দুই নীল বড়ি মুখে পুরে এক ঢোক পানি খেল টম।

জখম পরীক্ষা করতে শুরু করেছে ডিগবার্ট। ঘোঁৎ করে উঠল, 'পাঁজরে কয়েকটা হেমোটোমা হয়েছে, বাছা। ব্যাট বা পাইপ দিয়ে আচ্ছামত পেটাতে চেয়েছে কেউ। ব্যাট না পাইপ, বুঝলাম না। তাতে কিছু না, আসল কথা তুমি আহত।'

'পাইপ। দু'জন ছিল। ওরা মারা গেছে।'

'তা-ই? চোখের পানি ফেলতে পারছি না।' জেরাল্ডকে কোট ও শার্ট খুলতে সাহায্য করল ডিগবার্ট।

জেরাল্ড আবারও শুয়ে পড়তে সাবধানে পাঁজরের হাড় পরখ করে দেখল ডিগবার্ট। 'ফুলে গেছে। ফাটল ধরে থাকতে পারে, কিন্তু ভাঙেনি। তাতে যে ব্যথা কম হবে, তা নয়। হাড় ভাঙলে যা, ফাটল ধরলেও সেই একই ব্যথা।' চট্ করে জেরাল্ডের ঘাড় ও কাঁধ দেখল। 'রক্ত পড়েছে বেশ। জখম মেরামত করতে হবে।'

'বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ তো?'

'সবসময় তাই থাকে। ক্যারির অভ্যেস হয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণের ভিতর জেরাল্ডের মুখ ও ঘাড়ের ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে ফেলল সে। পেশাদার মেডিকের মত চলল হাত। ডাক্তারও এর চেয়ে ভালভাবে কম ব্যথা না দিয়ে কাজ করতে পারত না জেরাল্ড টের পেল, পেইন কিলার ধরেছে ওকে, কমে যাচ্ছে ব্যথা, সেই সঙ্গে আসছে ভীষণ ঘুম। নিজেকে সুস্থ মনে হলো ওর। যদিও অভিজ্ঞতা থেকে বুঝল, আসলে শরীরে ফিরছে না শক্তি।

স্বাভাবিক হয়ে এসেছে শ্বাস-প্রশ্বাস। ওই লড়াই আবারও মনে মনে দেখল। গালি দিল নিজেকে। অতিরিক্ত অসতর্ক ছিল ও ভাবছিল নানান থিয়োরি নিয়ে। ভাবতেও যায়নি যেকোনও সময়ে হামলা হতে পারে। অপেক্ষা করেছে তারা, আর সরাসরি তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছে ও

'আমি একটা গাধা,' বিড়বিড় করে বলল জেরাল্ড।

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আমি নিজেও বহুবার তোমাকে বলেছি এই কথা,' সায় দিল ডিগবার্ট, 'কাউকে চিনতে পারলে?'

'না।'

'তুমি কি শিওর, শালারা মরেছে?'

'একটার মগজ উড়ে গেছে, আরেকটার মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।' ব্যাণ্ডেজ করা মুখ ডলল জেরাল্ড।

'ভাল,' বিড়বিড় করল *পাথর ভাঙা*। কেস থেকে বের করল ছোট একটা বোতল ও সিরিঞ্জ। বোতল থেকে সিরিঞ্জে নিল লিডোকেইন। সুঁই গেল জেরাল্ডের বাহুর শিরায়। পেইন কিলারের কারণে কিছুই টের পেল না। বুজে ফেলেছে চোখ। ড্রাগস ও ক্লান্তির কারণে ভীষণ ঘুম পেল ওর। মনে হলো মেঘের সঙ্গে বাতাসে ভাসতে শুরু করেছে।

'পাঁজরের পাশের মাংস সেলাই করার জন্যে ওটা দিলাম,' কালো একটা বাক্স থেকে বাঁকা সুঁইওয়ালা সুতো বের করেছে ডিগবার্ট। অন্য হাতে ফরসেপ। সামান্যতম দ্বিধা না করেই হাত চালাল ক্ষত মেরামত করতে। প্রতি তিন সেকেণ্ডে একটা করে ফোঁড় দিচ্ছে। তিরিশ সেকেণ্ডে শেষ করল কাজ। কেটে দিল সুতো। সব রেখে দিল জেরাল্ডের পাশের টেবিলে। পরে পরিষ্কার করে তুলে রাখবে বাক্সে।

কানে ডিগবার্টের চিমটি খেয়ে চোখ মেলল জেরাল্ড।

'তুমি সুস্থ হয়ে যাবে, বাছা,' বলল প্রৌঢ়, 'ফেটে গেছে চামড়ার কিছু রক্তের ভেসেল, নানান জায়গায় ছড়ে গেছে, ফাটল ধরেছে দুটো হাড়ে, পাঁজরের পাশের মাংসে তিন ইঞ্চি সেলাই দিতে হয়েছে, এ ছাড়া তুমি পুরো ফিট। অল্পের ওপর দিয়ে বেঁচে গেছ।'

চুপ করে থাকল জেরাল্ড। আবারও বুজে ফেলল চোখ।

চেয়ার ছেড়ে ভল্টের দিকে চলল ডিগবার্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে ফেলল প্রকাণ্ড স্টিলের দরজা, ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ওদিক থেকে ইকুইপমেন্ট সরানোর আওয়াজ পেল জেরাল্ড। ঘস-ঘস আওয়াজে সরল কী যেন। ক্লিক আওয়াজে রাইফেলের চেম্বারে ঢুকল বুলেট। কয়েক সেকেণ্ড পর একে-৪৭ হাতে ফিরে এল ডিগবার্ট। অস্ত্রের পোর্টে তিরিশ বুলেটের ম্যাগাযিন। অন্য হাতে বুলেট ভরা আরও তিনটে ম্যাগাযিন। কোমরের বেল্টে কোল্ট ১৯১১ মডেলের .৪৫ ক্যালিবারের সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। সোজা এসে জেরাল্ডের ওপর ঝুঁকল পাহাড়ের মত মস্ত *পাথর ভাঙা*।

'নীচে এখানে তুমি নিরাপদ,' একটু হাঁপিয়ে গেছে। 'ঢুকতে বা বেরোতে একটাই পথ। ওপর তলায় ওদের জন্যে তৈরি থাকব আমি। ঘুমিয়ে নাও। সকালে কথা হবে।'

উঠে বসতে চাইল জেরাল্ড, 'আমার অস্ত্র...'

'তোমার পাশেই,' দেখিয়ে দিল ডিগবার্ট। 'তবে ওপর তলায় গোলাগুলি শুরু না হলে লাফিয়ে উঠো না। আমি তোমাকে মরফিন ট্যাবলেট দিয়েছি। কঠিন জিনিস। বাধ্য না হলে সিগ সাওয়ার ধরতে যেয়ো না, খামোকা গুলি খেতে চাই না। কিন্তু ওরা যদি আমাকে ফেলে দিয়ে নামতে শুরু করে, সরাসরি গুলি করবে। তখন আর গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামতে যেয়ো না। তোমার বেল্টে বাড়তি ম্যাগাযিন আছে। ...বুঝলে তো কী বলেছি? ওরা যদি আমাকে ডিঙিয়ে আসতে পারে... দেরি করবে না তুমি।'

মাথা দোলাল জেরাল্ড। আর শক্তি নেই। চোখ বুজে ফেলার আগে শুধু বলল, 'বুঝতে পেরেছি, *পাথর ভাঙা*। আমি... বুঝতে পেরেছি...'

ভীষণ ঘুম পেয়েছে, শুনল ব্যস্ত পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল

ডিগবার্ট। দূরে ধুপ-ধাপ আওয়াজ। বেযমেন্টের ছাতের ওপর ছুটে ছুটে বাড়ি নিরাপদ করতে কী সব করছে ডিগবার্ট। কাত হয়ে ফিরে চাইল জেরাল্ড। পাশেই সিগ সাওয়ার পিস্তল। ঘুম এসে কোথায় যেন নিয়ে যেতে চাইছে ওকে। আর তখনই হঠাৎ করে ওর মনে পড়ল সেই বিখ্যাত ইন্সটিটিউটের টিপা মুইয়ের কথা। এবার ওই মেয়ের ওপর হামলা করবে তারা...

মেয়েটাকে সাবধান করতে হবে। উঠে বসতে চাইল জেরাল্ড। কিন্তু সম্ভব হলো না। কালো হয়ে গেল চারপাশ। জোর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওকে মরফিন।

পাঁচ

হেলিকপ্টারে করে যেতে যেতে অনেক ওপর থেকে ঘন সবুজ অরণ্যের মাঝে বিস্তৃত মাঠ চোখে পড়ল রানার। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল দূরের নতুন ওই ফ্যাসিলিটি। সতর্ক হয়ে গেল ও। অন্য সব রিসার্চ স্টেশনের মত নয় সামনের ওই ফ্যাসিলিটি।

চার একর জমি-ঘেরা দেয়ালের পিছনে প্রকাণ্ড দালান, অনেকটা চারকোনা দুর্গের মত। মস্ত ছাতে অ্যান্টেনা, স্যাটালাইট ডিশ, ওয়ায়্যারিং ও কুলিং ইকুইপমেন্টের জঙ্গল। বিরান এই এলাকায় যেন ছোটখাটো শহর একটা। একপাশে দেখল রানা এক শ' পঞ্চান্ন গ্যালনের সব ড্রাম, হয়তো ভিতরে রয়েছে কুল্যান্ট। দালানের সামনে মস্ত স্টিলের দরজা, দূরে তারকাঁটার বেড়ার কাছে তিনটে দশ হাজার গ্যালনের ফিউয়েল ট্যাঙ্ক।

দালানে কোনও জানালা নেই, বিশাল স্টিলের দরজার সামনে এম-১৬ রাইফেল হাতে পাহারা দিচ্ছে সৈনিকরা। ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল সাদা আলোয় জ্বলজ্বল করছে চারপাশ। ফ্যাসিলিটির দেয়ালের বাইরে তারকাঁটার বেড়ার আগে এক জায়গায় জড় করা হয়েছে হালকা ট্র্যান্সপোর্ট ভেহিকেল ও পঞ্চাশটি মিলিটারি পারসোনেল ক্যারিয়ার। রানা আন্দাজ করল, এরকম গাড়ি ও ট্রাক রয়েছে আরও।

কিছুক্ষণ পর গোল এক প্যাডে ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার, রানারা নামতেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল একদল ইএমটি। কয়েক সেকেণ্ডে গার্নিতে করে সরিয়ে নেয়া হলো অসুস্থ প্রফেসরকে। আগেই দেয়া শুরু হয়ে গেছে দরকারী চিকিৎসা।

বড্ড ক্লান্ত রানা, মনে হলো যেকোনও সময়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু প্রকাশ করল না দুর্বলতা। লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

'দলের অন্যরা কোথায়?' অবাক সুরে জানতে চাইলেন তিনি।

চুপ করে আছে তানামুরা, চোখে রাগ।

সহজ সুরে বলল রানা, 'মারা গেছে।'

থমকে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। একবার তানামুরা আরেকবার রানাকে দেখলেন। অন্যদের দিকে চাইলেন। 'আর সবাই মারা গেছে?'

কথা না বলে তাঁকে পাশ কাটিয়ে দালানে গিয়ে ঢুকল তানামুরা। তার পিছু নিল জিনা, ওয়েইলার ও প্রেস্টন। ওরা চলে যাওয়ায় সরাসরি লে. কর্নেলের চোখে তাকাল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আগামীকাল সকালে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব আমি।'

চট্‌ করে হান্টারের দিকে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। স্থির চোখে তাঁকে দেখছে নেকড়ে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিড়বিড়

করে বললেন ভদ্রলোক, 'মাই গড! গুড লর্ড! তার মানে... সত্যিই আর সবাই শেষ!' সামলে নিতে সময় লাগল তাঁর। 'তাও বলব, যা ধারণা করেছি, সে তুলনায় আপনার টিম ভাল করেছে। আমরা যখন আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না, ধরে নিই কেউ বেঁচে নেই। সত্যিই কপাল ভাল যে বেঁচে গেছেন আপনারা ক'জন।' কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন তিনি, 'আর ওই দানব?'

'ওটার কী হয়েছে আমাদের জানা নেই।'

দূরের তারকাঁটার বেড়া দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝলাম।'

কয়েক পা সামনে বেড়ে নিচু স্বরে বলল রানা, 'একটা কথা মাথায় গেঁথে নিন, ম্যাক্সিমিলিয়ান। বেড়ার কাছের লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। পরিষ্কার।'

'ওদেরকে ভেতরে নিয়ে আসুন। আটকে দিন বেড়ার গেট। বেড়ার ওপর দিয়ে চালান হাই-ভোল্টেজের ইলেকট্রিসিটি। ছেড়ে রাখুন সব ক'টা কুকুরকে। দিন-রাত যেন ছাড়া থাকে। আপনার সৈনিকদের কাছ থেকে এম-১৬ ফেরত নিয়ে বদলে তাদের হাতে দিন হাতি-মারা ভারী রাইফেল। এ ফ্যাসিলিটিতে এম-৬০ থাকার কথা।'

'ছাতে বসানো হয়েছে।'

'যতগুলো সম্ভব রাখুন ছাতে। স্নাইপার রাইফেল থাকলেও কাজে আসবে। মনে রাখবেন, সরাসরি এদিকে আসছে ওটা। আপনার কাছে এমন কোনও অস্ত্র নেই যেটা ঠেকাতে পারবে তাকে। এক দৌড়ে বেড়া ভেঙে ঢুকবে, কিছুই হবে না তার। অথবা স্রেফ লাফ দিয়ে পেরিয়ে আসবে।'

'মিস্টার রানা, ওটা বারো ফুট উঁচু ইলেকট্রিকাল ফেন্স,' বোঝাবার সুরে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝতেই পারছেন...

'লেফটেন্যান্ট কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান,' তাঁকে থামিয়ে দিল

রানা, 'আপনাকে দু'সারি দাঁতের ভেতর নিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে আসতে পারবে ওটা। যা বলছি করুন, সেক্ষেত্রে হয়তো বাঁচবে আপনার লোক।'

'এ বিষয়ে আপনি পুরো শিয়োর?' লালচে হয়ে গেল ভদ্রলোকের মুখ।

কঠোর চোখে তাঁকে দেখল রানা।

বিদ্যুৎবাহী তারে যেন গা লেগেছে, এমনভাবে ঝটকা দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আস্তে করে মাথা দোলালেন। 'আপনার পরামর্শ বুঝতে পেরেছি, মিস্টার রানা!'

আর কিছু বলবার নেই, ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে দেহ, ইনফার্মারির দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। পাশে চলল হাণ্টার।

পিছন থেকে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি বোঝেন ওই জন্তুটাকে!'

ডেমিয়েন নামের এক ভয়ঙ্কর দানব সে, মনে মনে বলল রানা, মুখে বলল, 'নিশ্চিত থাকুন।'

গভীর মনোযোগে মাইক্রোস্কোপের আই পিসে ঝুঁকে আছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, সাদা শার্ট পরা ল্যাব টেকনিশিয়ান এগিয়ে আসছে দেখে মাথা তুলে তার দিকে তাকাল। কেউ বিরক্ত করবে তা আশা করেনি, কাজেই নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল, 'কী চাই?'

'ওরা পৌঁছে গেছে, ডক্টর।'

খুব শান্ত ভঙ্গিতে তথ্যটা হজম করল গ্রেবার। 'বুঝলাম। গুড। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করুক। পরে দেখা করব তাদের সঙ্গে।' কথাগুলো এমন সুরে বলেছে, যেন কিলার টিমের সবাই ঘেয়ো কুকুর। 'মনে রেখো, প্রথম সুযোগে হেলিকপ্টারে করে ওদেরকে পাঠিয়ে দেবে কাছের এয়ার বেসে। অফিশিয়ালি শেষ হয়ে গেছে তাদের মিশন।'

‘খুব ক্লান্ত তারা, স্যর,’ কণ্ঠে ভয় নিয়ে বলল টেকনিশিয়ান। ‘আকাশ-পথে যাওয়ার তুলনায় অনেক অসুস্থ। খুব রেগে আছে সবাই। আর ওই বুড়ো মানুষটা... প্রফেসর... মাত্র জ্ঞান ফিরছে তাঁর। হার্টের যে অবস্থা...’

‘হ্যাঁ, জানি যে দুর্ভোগের মাঝ দিয়ে গেছে তারা,’ চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ডক্টর গ্রেবার। ‘কিন্তু এ-ও ঠিক, এখানে তাদের কাজ শেষ। আজ বিকেলে এই ফ্যাসিলিটির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছে এনএসএ। আমরাই এখন থেকে চালাব এই ফ্যাসিলিটি। বাইরের কোনও লোক চাই না এখানে। কাজেই আগামীকাল সকালে ওদেরকে তুলে দেবে হেলিকপ্টারে।’ চোখের পাতা পড়ল না তার, ‘আমার কথা বুঝতে পেরেছ?’

‘ইয়েস, স্যর। বুঝতে পেরেছি।’

‘গুড। তা হলে এবার যাও।’

নীরবে ঘুরে দাঁড়াল টেকনিশিয়ান, আড়ষ্ট পায়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল ল্যাবোরেটরি ছেড়ে। দু’জনের কথাই শুনেছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, নীরবে এসে গ্রেবারের পাশে থামল সে।

‘হ্যাঁ, তো মারিয়া?’ আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ফিরল ডেভিড।

‘আমরা ওটা পেয়ে গেছি,’ বলল মহিলা। খুব সতর্ক কণ্ঠ।

মুখ তুলে তার দিকে চাইল গ্রেবার, উত্তেজনায় লালচে হয়ে গেল চেহারা। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ডক্টর বারগিটের দিকে, তারপর বলল, ‘তুমি বলতে চাইছ যেটা সেলুলার ডমিনেট করে আর গ্রহণ বাড়িয়ে দেয়, ওটা আলাদা করেছ ট্র্যান্সমিটারগুলো থেকে? তার মানে, ইমিউনিটি বা দীর্ঘ জীবনের জিন পেয়ে গেছ?’

মাথা দোলাল মহিলা। ‘হ্যাঁ।’ একটা প্রিন্টআউট ডক্টর গ্রেবারের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ডক্টর গ্রেবার, চোখ বোলাতে শুরু

করেছে কাগজে। দ্রুত উল্টে গেল পাতা। কিছুক্ষণ পর বাম হাতে নিল ডকুমেন্ট, চোখের সামনে মুঠো করেছে ডান হাত। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে, চোখ রাখল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ম্যাট্রিক্সে ঝুলন্ত ওই আদিম দানবের ওপর।

'শেষ পর্যন্ত,' ফিসফিস করে বলল গ্রেবার। 'এবার... আমরা হয়ে উঠব প্রায় অমর।'

নীরবে চেয়ে থাকল সে আদিম দানবের দিকে। পুরো এক মিনিট পর ঘুরে চাইল মহিলা ডক্টরের দিকে। 'কতক্ষণ লাগবে মানুষের ডিএনএ-র জন্য উপযুক্ত জেনোমগুলো বের করতে?'

'আন্দাজ আগামীকাল রাতে তৈরি হবে। কিন্তু তখন লাগবে টেস্ট সাবজেক্ট। আগে বুঝতে হবে এই সিরাম মানুষ খুন করবে কি না, বা আগের মত ভয়ঙ্কর মিউটেশন হবে কি না।'

পাথরের মত হয়ে গেছে ডক্টর গ্রেবারের মুখ। চোখ রাখল ছাতের দিকে, নরম স্বরে বলল, 'টেস্ট সাবজেক্ট।'

ওপরের ছাত সাব-বেযমেন্ট, ওখানে একগাদা ইকুইপমেন্ট। ওই তলার পর গ্রাউণ্ড ফ্লোর। ওখানে আছে কিচেন, ক্যান্টিন, ব্যারাক ও অফিস।

এ ছাড়া রয়েছে ইনফার্মারি।

ভুরু কুঁচকে ফেলল ডক্টর গ্রেবার, তারপর মুখে ফুটে উঠল তৃপ্ত হাসি। নরম সুরে বলল, 'আমার জানা আছে কোথায় পাব টেস্ট সাবজেক্ট।'

ছয়

রানা এতই ক্লান্ত, সুস্থিরভাবে কিছুই ভাবতে পারছে না। ওর মনে হচ্ছে, ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে সারা শরীর। নানানদিকে টনটনে ব্যথা। আগেও বহুবার ব্যথা পেয়েছে, ক্লান্ত হয়েছে, কিন্তু এখন যে করুণ অবস্থা, এমন কখনও হয়নি। কাঠের পিনোকিওর মত খুব ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। তাতে যে পরিমাণ ব্যথা লাগল, ওর মনে হলো ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে। মনে ভয় এল, অথর্ব হয়ে পড়ছে না তো! যা হওয়ার হবে, ধমক দিল নিজেকে, সমস্যা বোঝা যাবে একটু পরেই। ওদের পরীক্ষা করে দেখছে মেডিকেল টিম।

হাতে কয়েকটা আইভিতে জরুরি কিছু ওষুধ দিয়ে আইসিইউ-এ শুইয়ে রাখা হয়েছে প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে। এখনও অজ্ঞান তিনি। রানা বুঝে গেছে, মানুষটা নিশ্চিতভাবেই মারা পড়তেন পাহাড়ে। এখানে এখন সেরে উঠলেও উঠতে পারেন।

নতুন করে যুদ্ধে যাওয়ার আগে সুযোগ পেয়েছে বিশ্রামের, কাজেই অনেকটা দুশ্চিন্তা কমেছে রানার।

অন্তরে জানে, দেখে ছাড়বে এর শেষ। তখন সঙ্গে নেবে উপযুক্ত অস্ত্র। হেলিকপ্টার থেকে নেমে পড়বার পর বেশিরভাগ সময় ভাবছে, কোন্ রাইফেল ব্যবহার করবে। এখনও স্থির করতে পারেনি।

ব্লাড-প্রেশার কাফ সরিয়ে রানার হৃৎপিণ্ডের গতি দেখল এক

ডাক্তার। চুল ক্রুকাট, গাল ক্লিনশেভ্ড্। দেখেই বোঝা যায় মিলিটারির লোক। বয়স তিরিশ। সংক্ষেপে বলল, 'আপনি খ্যাপা মোষের মতই সুস্থ, মিস্টার রানা। হার্টবিট খুব ভাল। ব্লাড প্রেশার নিখুঁত। সবকিছু নরমাল। আপনি অত্যন্ত ফিট। আমার জীবনে যত সুস্থ লোক দেখেছি, তার ভেতর সেরা আপনি। কিন্তু কোনও কারণে বড় ধরনের ঝাঁকি খেয়েছেন। এ ছাড়া, আপনার ডিহাইড্রেশন হয়েছে। খুব শক্তিশালী লোক আপনি, কিন্তু আবারও অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে কল্যাপ্স করবেন।'

সময় নিয়ে রানার বুকের চেরা অংশ দেখল ডাক্তার, তারপর বলল, 'হুম্, গভীর ক্ষত। কী করে হলো? ...ভালুক? আগে কখনও হাড়ে এমন ঘষা দেখিনি।'

'ওটা ভালুকের মতই,' বলল রানা। 'তবে আরেকটু হিংস্র।'

কপালে ভুরু তুলল ডাক্তার। ঘুরে গেল টেবিলের দিকে। 'ঠিক আছে, আপনার কোনও ইনফেকশন নেই। ভাল মত ক্ষত পরিষ্কার করেছে আপনার মেডিক। আমি শুধু একটা টিটেনাস পুশ করব। এ ছাড়া, অন্য ইনফেকশন যেন না হয়, সেজন্য সামান্য ওষুধ। সেলাই করতে হবে ক্ষত। ফুলে উঠেছে, এখনও সেরে উঠছে না।'

'সেলাই সেরে ফেলুন।'

অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দেয়ার পর সুঁই নিয়ে তৈরি হলো ডাক্তার। 'সেলাই শুরু করার আগে লিডোকেইন দেব।'

'আমার আপত্তি নেই।' ক্ষতের দিকে চোখ রাখল রানা।

ওকে ওষুধ দেয়ার পর কাজ শুরু করল ডাক্তার। মাংস ফুঁড়ে ভিতরে যাচ্ছে সুঁই, আবার উঠে আসছে একটু দূরে। কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হলো সেলাই। 'সব মিলে বারোটা ফোঁড় দিতে হয়েছে,' বলল ডাক্তার, 'আপনার কপাল ভাল, ক্ষতটা আর এক ইঞ্চি নীচে হলে কাটা পড়ত বড় ধমনী।' ভুরু কুঁচকে ফেলল সে। 'আপনি

বোধহয় ওটার কাছ থেকে সঠিক সময়ে সরে যেতে পেরেছিলেন। ঘটনা যা-ই হোক, কয়েক দিনে সুস্থ হবেন। আগামীকাল সকালে আপনাদের সবাইকে আবারও পরীক্ষা করে দেখব।'

মাথা দুলিয়ে অন্যদিকে চাইল রানা, ভাবছে কবে শেষ ঢুকেছে কোনও ইমার্জেন্সি রুমে। দু'বছর আগে, মনে পড়ল ওর। পাহাড় থেকে পড়ে ফেটে গিয়েছিল পাঁজরের হাড়। আধঘণ্টা পর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল ওকে। আবারও ফিরেছিল অ্যাসপেনের জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া এক শিকারিকে খুঁজতে। জানুয়ারি মাস, ঠাণ্ডা পড়েছিল বড্ড। ট্র্যাক করে খুঁজে বের করল মানুষটাকে, কিন্তু তখন ধরাধামে নেই সে। যুবকের ব্যাকপ্যাকে ছিল প্রচুর খাবার, সঙ্গে লোডেড রাইফেল, গুলিও ছিল এক সপ্তাহ পার করার মত। তবুও তাকে মরতে হয়েছিল।

সবই ছিল যুবকের, হিম-ঠাণ্ডার ভিতর অনায়াসেই পার করতে পারত এক সপ্তাহ, কিন্তু আসলে ভীষণ ভয় পেয়েছিল। জঙ্গলে ছুটতে শুরু করে শেষ করেছিল সব ক্যালোরি। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিল একসময়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল সাব-যিরো তাপমাত্রায়। আর ভাঙেনি সে ঘুম।

জীবনে বার-বার দেখেছে রানা, খুব শক্ত মানুষও ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে শেষ হয়ে গেছে। অথচ, দরকারী সব যন্ত্রপাতি ছিল বলে তাদের টিকে থাকবার কথা, মারা গেছে শুধু ভয়ের কারণে। কেউ করেছে আত্মহত্যা, আবার কেউ মরেছে ছুটতে ছুটতে। ক্লান্তি ও শকের কারণে মরেছে অনেকে। জঙ্গল-পাহাড়-মরুভূমি বা সাগরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের।

কখনও কারও সঙ্গে নিজ দক্ষতা তুলনা করে না রানা, কিন্তু ভাল করেই জানে, শুধু একটামাত্র ছোরা হাতে জঙ্গলে-পাহাড়ে বা সাগরে টিকে থাকতে পারবে ও মাসের পর মাস। তা সম্ভব দুটো কারণে। ওকে সাহায্য করবে ওর শিক্ষা এবং দক্ষতা। এসব

অর্জন করেছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সহ্য করতে পারবে প্রচণ্ড শারীরিক কষ্ট, জয় করে নেবে ভয়কে। অথচ সবসময় যে বুদ্ধি ওকে সাহায্য করেছে বা করবে, তাও নয়। বরাবরের মতই ভরসা রাখবে অবচেতন মনের ওপর, এবং হয়তো দেখা যাবে ঠিকই ওকে উতরে দিচ্ছে ওর অন্তর। বেশিরভাগ মানুষ ব্যথা, ঠাণ্ডা বা খিদের যে পর্যায়ে হাল ছেড়ে মৃত্যু কামনা করে, সেখানে পৌঁছেও নতুন উদ্যমে নতুন পথ খুঁজতে থাকে ও।

শিকারি প্রাণীর সঙ্গে মিল আছে ওর। প্রয়োজনে ট্র্যাক করবে বা ধৈর্যের সঙ্গে শিকার ধরবে। একবার সিদ্ধান্তে এলে থামবে না।

যত কষ্টই হোক, শুধু মনে রাখবে: বাঁচতে হবে, আর সেজন্য যা প্রয়োজন তা-ই করতে হবে। ওকে সাহায্য করবে প্রতিটা ইন্দ্রিয়; জানিয়ে দেবে: হারলে চলবে না। ওর যেন অন্তরে আছে অন-অফ সুইচ, চালু করলে কাজ শুরু করবে মানসিক শক্তি ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

কিন্তু এর খারাপ দিক, একবার মনস্থির করলে কখনও কখনও হয়ে ওঠে ও ভয়ঙ্কর নির্মম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তখন ওর জন্য প্রায় অসম্ভব।

ওই দানব... ডেমিয়েন... এ অনুভূতির কথাই বলেছে। তার নানান কথার মাঝে একটি কণা সত্য নেই, তাও নয়। আসলেই মানুষের বুকে রয়ে গেছে গাঢ় কালো বড় একটা অংশ, ওটাকে ভয় পায় সুস্থ মস্তিষ্কের যেকোনও লোক। ওই কালো থেকে নিজেকে সামলে রাখতে চায় সবাই। আদিম কাল থেকেই ওই অনুভূতি বংশগতি বেয়ে চলে এসেছে এ যুগেও। পেটে খিদে থাকলে আবেগ থাকে না, প্রয়োজনে দেরি না করে অন্য প্রাণী খুন করবে মানুষ, এ স্বাভাবিক– কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয়ে ওঠে তৃপ্ত হওয়া ও সব দখল করা, তখন বুকের কালো অংশ ঢেকে ফেলে অন্তরের সব সদ্‌গুণ। তখনই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে মানুষ, বুকের গহীনের কালো অংশ থেকে উঠে আসে পশুশক্তি। হয়ে

ওঠে পশুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

এ কারণেই নিজেকে সামলে রাখে রানা। জেগে উঠতে দেয় না ভেতরের পশুকে। কিন্তু এখন বুঝল, ওই দানবকে খতম করতে চাইলে ওকে সাহায্য করবে বুকের কালো ওই অংশই। প্রথম সুযোগে নিষ্ঠুরভাবে খুন করতে হবে ওটাকে। এরপরেও মনের সুইচ অফ না করলে নিজেও ভুলবে মানবিকতা। সেক্ষেত্রে হারাবে নিজেকে।

নিজ গতি ও সাধ্য বোঝে ও। দরকারে পেরোবে এক দিনে এক শ' মাইল। খুঁজে বের করবে ওই দানবকে। পথে হারাবে না ট্র্যাক। যত কঠিন পথই হোক, ধরা পড়তে হবে ওটাকে। খিদে লাগলে খুন করবে রানা, খাওয়া শেষ করে আবারও রওনা হবে। দিনের পর দিন পারবে অনুসরণ করতে।

গত কয়েক দিন নিজেকে সামলে রেখেছে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। ধীর গতিতে অন্যদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়েছে। কিন্তু এরপর তা করবে না। ওর পিছু নিতে হলে অন্যদের লাগবে হেলিকপ্টার।

একটু দূরে ভাঁজ করা ভারী কম্বলে শুয়ে আছে কালো নেকড়ে হান্টার, ওটার দিকে চাইল রানা। নেকড়ের মালিক হিসাবে ওকে ধরে নিয়েছে মেডিকেল পারসোনেলরা। রানা মুখে কিছুই বলেনি, কিন্তু তারা বুঝেছে, ওই পশুকে আইসিইউ থেকে সরাতে পারবে না। করিডোরে জায়গা দেয়া হয়েছে তাই।

সামান্য সব আওয়াজে ঝট্ করে কান খাড়া করছে নেকড়ে, অত্যন্ত সতর্ক কাপড়ের খস-খস আওয়াজ পেয়ে চোখ রাখছে নির্দিষ্ট দিকে

একটু দূরের এক ট্রমা রুম থেকে বেরিয়ে এল জিনা, পরনে কালচে-নীল সার্জিকাল শার্ট ও প্যান্ট। সুন্দর, ফর্সা পা খালি একটু আগে গোসল করেছে। ভিজে আছে কালচে-সোনালি চুল

চোখে ঘুম, ধীর পায়ে হেঁটে এল রানার দিকে। ঠোঁটে স্মিত হাসি। কটে এসে বসল পাশে। আলতো আঙুলে স্পর্শ করল রানার বুকের সেলাই। নিচু স্বরে বলল, 'দক্ষ হাতে কাজ করেছে। এই ক্ষতটাও যোগ হলো তোমার তালিকায়।'

মৃদু হাসল রানা। 'মনে রাখি না। শুধু খেয়াল রাখি আঙুল ক'টা ঠিক আছে কি না।'

হেসে ফেলল জিনা। 'ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করেছি, বলল তুমি আমাদের ভেতর সবচেয়ে ফিট। মনে হলো তোমাকে একটা গ্যারান্টি কার্ড দিতে পারলে খুশি হতো।'

মেয়েটা খুব কাছে বলে হঠাৎ কেন যেন ভাল লাগল রানার। 'তুমি ভাল শেপে আছ?'

'বলেছে, আমার অবস্থা নাকি কুকুরের মত মার খাওয়া। তার ওপর ডিহাইড্রেশন। মুচড়ে গেছে কাঁধের পেশি। কপাল ভাল রোটেটর কাফে লাগেনি, নইলে অপারেশন করতে হতো। এ ছাড়া আছে কনকাশন। বাড়তি পেয়েছি ডান কানে বিশ পার্সেন্ট তালা। ডাক্তার বলেছে ওটা অস্থায়ী। আর... ফাটল ধরেছে পাঁজরের তিনটে হাড়ে।' মুচকি হেসে চোখ টিপল জিনা। 'আর কিছুই হয়নি। ডাক্তার অবশ্য দারুণ পেইন কিলার দিয়েছে। ধমকে দিয়ে বলেছে, উচিত ছিল কাঁধে ব্যারেট রাইফেলের কুঁদো শক্তভাবে বসিয়ে নেয়া, তা হলে হাড়ে চোট লাগত না। তার পরেও সব মিলিয়ে আমি রীতিমত ফিট।'

'তা-ই তো দেখছি,' বলল রানা। 'আর প্রফেসরের ব্যাপারে কী বলল ওরা?'

'কোমায় যাননি, কিন্তু অজ্ঞান,' বলল জিনা। 'আগামীকাল বোঝা যাবে কেমন আছেন। ডাক্তার বলল, এই অবস্থায় তাঁকে কোথাও সরানো যাবে না।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি,' বলল রানা। 'তাই থেকে যাচ্ছি।

উনি একটু সুস্থ হলে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের কাজে যাব। ...আমাদের দলের অন্যদের অবস্থা কী?'

'ভালই। টড ওয়েইলার এরই ভেতর ইনফার্মারি ছেড়েছে। বলল খুব খিদে পেয়েছে। এখানেই আছে প্রেস্টন। ক্ষত মেরামত করছে ডাক্তার। গিরিখাদের আগুনে পুড়ে গেছে তার পিঠ। আর তানামুরা আগের মতই সুস্থ, ডাক্তারের পেছন পেছন ঘুরছে আর ধমক মারছে।'

'কঠিন লোক,' বলল রানা, 'সব সামলে নেবে। ...তার মানে, আপাতত হাসপাতাল ছাড়ছি না কেউ। বিশ্রাম নেয়া হয়ে গেলে ভাবব কী করা উচিত।'

নীরবে রানার দিকে চেয়ে রইল মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তুমি ওটার পেছনে যাবে, তাই না, রানা?'

চুপ করে থাকল রানা।

মাথা নাড়ল জিনা। 'এ কাজ করতে যেয়ো না, রানা। যেতে দাও ওটাকে। যা খুশি করুক। বুঝতে পারছি কেমন লাগছে তোমার, কিন্তু একা ওটার সঙ্গে লড়তে গেলে, তোমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি নিজেও এটা জানো।'

'হয়তো পারবে,' বলল রানা, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ওটাকে না ঠেকালে, মরবে বহু মানুষ। কেউ জানে না এরপর কাকে মারবে। হয়তো বুড়ি কোনও মহিলা, বা কোনও শিশু। সাফ করে দেবে গ্রামের পর গ্রাম।' জিনার চোখে তাকাল রানা। 'তুমি নিজেও জানো, ওটা থামবে না কখনও। মেরে না ফেললে খুনের পর খুন করতে থাকবে।'

'তোমাকেই যে ঝুঁকি নিতে হবে, এমনও নয়।'

'কে নেবে তা হলে?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'তুমি? ওটাকে ট্র্যাক করতে পারবে না। আর্মির ট্র্যাকাররাও কাজে আসবে না। তা হলে বাকি থাকল কে? দায়িত্ব এসে পড়ছে কার কাঁধে?'

চুপ করে দেয়ালের দিকে চেয়ে আছে জিনা। একটু পর বলল, 'তা হলে তুমি আর কখনও ফিরবে না।'

পেশাদার মতামত দিয়েছে জিনা, কণ্ঠে কষ্ট।

খুব সাবধানে আহত হাত উঁচু করে পরীক্ষা করল রানা। মুখ কুঁচকে গেল ব্যথায়। মনে মনে বলল, শরীরে নানান যন্ত্রণা, কিন্তু বাতিল মাল হয়ে যাইনি। 'বোধহয় ঠিকই বলেছ,' বলল জিনাকে। 'কিন্তু ঝুঁকি না নিয়ে উপায়ও নেই। আজ যদি পিছিয়ে যাই, কালকে নিজেকে ভাবতে পারব না মানুষ বলে। বাকি জীবন পিছু নেবে অপরাধবোধ।'

স্থির চোখে ওকে দেখছে জিনা। বলল, 'আর সেক্ষেত্রে বাঁচতে চাইবে না তুমি, তা-ই না?'

'পলাতকের জীবন কারই বা ভাল লাগে, জিনা?' বলল রানা। 'সবসময় এমনই ছিল আমার জীবন। যা দরকার তাই করেছি। এখন যদি নিজেকে গুটিয়ে নিই, আমার বাঁচার প্রয়োজনই ফুরিয়ে যাবে। এমনও তো নয় যে কেউ পথ চেয়ে আছে আমার জন্যে।'

চোখের পলক পড়ল না জিনার। 'বুঝতে পেরেছি।' কিছুক্ষণ পর বলল, 'তা হলে একটা কথা মনে রেখো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমারও দায়িত্ব আছে।'

'তোমাকে সঙ্গে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' সোজা মানা করে দিল রানা।

'কেন নয়? এটা মিলিটারি অপারেশন।' ভুরু কোঁচকাল জিনা।

'এখন আর আমি ওই অপারেশনের সঙ্গে নেই,' বলল রানা। 'ওদের কাজ ওরা করুক, আমার কাজ আমি করব। আমাদেরকে মিথ্যা বলেছে ওরা। প্রথম থেকেই সত্য গোপন করেছে।'

'ভাবছ তোমার সঙ্গে গেলে পিছিয়ে পড়বে?' জানতে চাইল জিনা

তর্জনী দিয়ে মেয়েটার গাল আলতো স্পর্শ করল রানা, তারপর বলল, ‘রাগ কোরো না।’

নীরবতা নামল দু’জনের মাঝে।

‘এবার আর দেরি করবে না, যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করবে দানবটাকে,’ আনমনে বলল জিনা। রানার দিকে চাইল, ‘তুমি চাও না আমরা পিছু নিই?’

‘আপাতত সম্ভব নয়,’ বলল রানা, ‘আমাকে দৌড়াতে হবে মাইলকে মাইল।’

‘আর তারপর যখন খুঁজে পাবে ওটাকে? কোণঠাসা করবে, অথবা ওটা কোণঠাসা করবে তোমাকে? পাহাড়ে লড়াই হবে? কী করে খুন করবে ওই দানবকে, যাকে কোনওভাবেই খুন করা যায় না?’

‘যে কাউকে খুন করা যায়,’ গম্ভীর হয়ে গেল রানার কণ্ঠ।

ঘরের দরজার নব ঘুরছে, শব্দ শুনেই সচেতন হয়ে গেল রানা। নড়ল না একতিল, তারপর নেমে পড়ল বেড থেকে। পিস্তল হাতে চেয়ে রইল অন্ধকারে।

দু’ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করবার পর যে যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে ওরা। ওর পাশের ঘর জিনার। এখনও আইসিইউতে আছেন প্রফেসর তাঁর কিউবিকলের উল্টো দিকে টড ওয়েইলার ও তানামুরার ঘর। করিডোরে দূরের এক ঘরে রাখা হয়েছে প্রেস্টনকে। পাশেই একযিট অনেকক্ষণ নীরবে পেরিয়ে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা।

এত রাতে কে ঢুকতে চায় ওর ঘরে?

প্রায় নিঃশব্দে খুলল দরজা। ওদিক থেকে এল আবছা আলো, পড়ল বিছানার চাদরে ওখানে যেন চাদর মুড়ে শুয়ে আছে কেউ

চিতার মত দরজার পাশে পৌঁছে গেছে রানা, খেয়াল করল

বিছানার কাছে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে হান্টার। যখন তখন হামলা করবে।

দরজা দিয়ে ছায়ার মত ভিতরে ঢুকল কেউ। ওখানেই থমকে গেল। যেন দ্বিধা মনে। কাঁধে লুটিয়ে পড়েছে কালচে-সোনালি চুল। পরনে সাদা টি-শার্ট।

প্রথমবারের মত রানা বুঝল, সত্যিই জিনা দুর্দান্ত সুন্দরী।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর গিয়ে ঝুঁকে চাইল বিছানার দিকে।

টেবিলে পিস্তল রেখে নিচু স্বরে বলল রানা, 'আমি এখানে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল জিনা। চোখ বিস্ফারিত।

সহজ ভঙ্গিতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। আলতো হাতে স্পর্শ করল মেয়েটার উষ্ণ গাল।

কাঁপা হাতে ওর হাতটা ধরল জিনা, একটু কাত হলো মুখ। বুজে ফেলেছে চোখ। সামান্য ফাঁক হয়ে গেল লোভনীয়, ভেজা দু'ঠোঁট। ফিসফিস করল, 'হয়তো আজই শেষ রাত...'

এক মুহূর্ত জিনাকে দেখল রানা। ওর হাতের ইশারায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল হান্টার। কবাট বন্ধ করে দু'হাতে জিনাকে বুকে তুলে নিল রানা, ফিরে গেল বেডে।

সাত

সিঁড়িতে ধুপ-ধাপ আওয়াজ তুলে বেযমেন্টে নেমে এল *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট, কাঁধের স্লিঙে একে-৪৭, কোমরে বাড়ি খাচ্ছে

রাইফেলের নল। চুপচাপ গিয়ে ঢুকে পড়ল ভল্টে, একটু পর বেরিয়ে এল বেল্টে তিনটে গ্রেনেড ঝুলিয়ে। হাতে বড় একটা স্টারলাইট স্কোপ– রাইফেলের জন্য তৈরি নাইট-ভিশন ডিভাইস।

চট্ করে জেরাল্ডকে দেখে নিল ডিগবার্ট।

বিছানায় উঠে বসে আছে ওর স্যাঙাৎ, পরখ করে দেখছে ক্ষতগুলো।

ডিগবার্টের দিকে চেয়ে বুঝে গেল জেরাল্ড, অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে উঠেছে সে। কেউ হামলা করলে পাল্টা আক্রমণে যেতে দেরি করবে না।

'বাইরে কাউকে দেখলে?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

'না, বাছা,' স্ক্রু-ড্রাইভার ব্যবহার করে একে-৪৭-এর পিঠে নাইট-ভিশন স্কোপ আটকে নিল ডিগবার্ট। 'আসলে সমস্যা হচ্ছে, অন্ধকারে ভাল দেখি না। ছায়ায় অপেক্ষা করতে পারে।' সাবধানে অ্যাডজাস্ট করে নিল স্কোপ। 'কপাল ভাল, গত গান অ্যাণ্ড নাইফ মেলায় কিনেছি এই স্কোপ। জানতাম, কাজে একদিন লাগবেই। আর তখন এটা না থাকলে আফসোসের শেষ থাকবে না।'

কপাল টিপতে শুরু করে বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'মরফিনের জন্যে ঘুম হয়েছে, কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ধরে গেছে মাথা।' সিনিয়র বন্ধুর দিকে চাইল। 'একটা কল করব ল্যাণ্ড ফোনে। ওটা ওপরের তলায় না?' মৃদু গুঙিয়ে উঠল কোট পরতে গিয়ে। টানটান হয়ে আছে সেলাইয়ের জায়গাটা। ভালভাবেই চিকিৎসা করেছে ডিগবার্ট। তবে মরফিনের নেশা কেটে গেছে বলে সারা শরীরে ব্যথা।

'মনে হয় না হেঁটে ওপরে যেতে পারবে,' বলল ডিগবার্ট।

'না গিয়ে উপায় নেই,' কট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেরাল্ড। 'সতর্ক করতে হবে সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউটের ল্যাবোরেটরি সহকারীকে। মস্ত বিপদে আছে সে।' সিগ সাওয়ার

পিস্তল তুলে নিয়ে স্লাইড টেনে চেম্বারে বুলেট দিল জেরাল্ড। পরীক্ষা করল বাম গোড়ালির খাপের .৩৮ রিভলভার, রেখে দিল হোলস্টারে। যন্ত্র-মানবের মত আড়ষ্ট পায়ে চলল সিঁড়ির দিকে, হাতে সিগ সাওয়ার পিস্তল।

এই সেমি-অটোমেটিক পিস্তলে সেফটি ক্যাচ নেই, ডাবল অ্যাকশন ট্রিগারে চার পাউণ্ড চাপ পড়লেই বেরিয়ে যাবে গুলি। আর হ্যামার তুলে নিলে ট্রিগার স্পর্শ করামাত্রই। ম্যাগাযিনে পনেরোটা বুলেট। এ ছাড়া বাড়তি দুটো ম্যাগাযিনে তিরিশটা গুলি। আগে ওর ধারণা ছিল, গোলাগুলি শুরু হলে .৪৫ ক্যালিবারের ৯-এমএম বুলেট যথেষ্ট। কিন্তু এখন পাল্টে নিয়েছে ধারণা।

জেরাল্ডের বাহু ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলল ডিগবার্ট, 'গোলাগুলির জন্যে তৈরি থেকো।'

পাঁচ মিনিট পর ফোনের রিসিভার কিচেন-টেবিলে রেখে ডিগবার্টের দিকে চাইল জেরাল্ড। বুঝতে পারছে, মস্ত কোনও বিপদে পড়েছে টিপা মুই কাজেই ভাবতে শুরু করেছে, কার কাছে সাহায্য চাইবে। ...পুলিশ? কোনও কাজে আসবে না তারা। ...মার্শাল সার্ভিস? উল্টো বিপদ হতে পারে। হয়তো ওকে ডেকে নেবে, তোমাকে আর তদন্ত করতে হবে না

না, সরকারী লোকের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার উপায় নেই যা করবার করতে হবে ওকেই। জানালার পাশ থেকে বাইরে চোখ রেখেছে ডিগবার্ট, জেরাল্ডকে নড়তে দেখে নরম সুরে বলল, 'কোথায় যাবে ভাবছ, বাছা?'

'ওই মেয়েকে সরিয়ে আনতে হবে,' ব্যথায় মুখ কুঁচকে ফেলেছে জেরাল্ড 'দেরি করলে খুন হবে কাজে কোনও ভুল রাখে না এরা

'লড়াই করবার অবস্থায় তুমি নেই

'এ ছাড়া উপায়ও তো নেই। যেতেই হবে।'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে শুরু করেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। কয়েক সেকেণ্ড পর বড় করে দম নিল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একে-৪৭ তুলে বলল, 'পরিবেশ ভাল ঠেকছে না আমার। প্রথমে মেরে ফেলতে চাইল তোমাকে। আর এখন মাঝরাতে বেরোতে চাইছ এমন এক মেয়ের জন্যে, যে আছে হিট লিস্টে। পিট্টি খেয়ে মরার দশা তোমার, ওদিকে আমি হয়ে গেছি ধীরগতি; মোটা এই শরীর নিয়ে লড়তে গেলে বোধহয় মরব। আমরা জানিও না শালারা আসলে কারা। কয়জন তারা? ...কী করতে চায় তাও নিশ্চিত নই।'

'সুযোগ পেলে আমাদেরকে খুন করবে,' হোলস্টারে সিগ সাওয়ার রাখল জেরাল্ড। 'এর বেশি আর বোঝার কী আছে!'

'এক মিনিট অপেক্ষা করো,' বলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল ডিগবার্ট। পাঁচ মিনিট পর ফিরল বাদামি প্যান্ট ও ভারী শার্ট পরনে। জেরাল্ড টের পেল, শার্টের নীচে আছে ব্যালিস্টিক ভেস্ট। উরু পেরিয়ে যাওয়া কোটে ডাকাতের মত লাগছে তাকে। বোতাম খুলে ল্যাপেল সরাতে দেখল ভিতরে দুই বগলে ডুয়েল হোলস্টারে দুই উযি সাবমেশিনগান। ছোটখাটো ওই অস্ত্র ঝট্ করে বের করতে পারবে ডিগবার্ট।

'ঠিক আছে, আমরা তৈরি, আয়, শালারা!' ঘোঁৎ করে উঠল সে 'দাঁড়াও, বাছা, আগে গাড়ি বাছাই করি, তারপর রওনা হব।'

জেরাল্ড বুঝে গেল, একবার লড়াই নয়, তিনবার তিন দলের সঙ্গে গোলাগুলি করবার মত অস্ত্র ও গুলি নিয়েছে প্রাক্তন মার্শাল। নিজের নীতি মেনে চলে: 'সঙ্গে অস্ত্র ও গুলি বাড়তি থাকা না থাকার চেয়ে অনেক ভাল। অ্যামিউনিশন কমদামি জিনিস, কিন্তু তোমার প্রাণটা তা নয়।'

পাঁচ মিনিট পর প্রায়-আস্ত এক লিংকন গাড়ির ড্রাইভিং সিটে

চেপে বসল ডিগবার্ট। জেরাল্ড পাশের সিটে বসতেই রওনা হয়ে গেল। ভোর হতে এখনও বেশ কয়েক ঘণ্টা বাকি। ফাঁকা রাস্তায় দেখতে না দেখতে শহর পিছনে ফেলে এল ওরা। কোনও লেজ লেগেছে কি না দেখতে সাইড উইণ্ডোতে চোখ রেখেছে জেরাল্ড। সন্দেহ করবার মত কিছুই চোখে পড়ল না।

ড্রাইভ করতে করতে ওকে খেয়াল করছে ডিগবার্ট, কিছুক্ষণ পর বলল, 'পোঁদের গু শুঁকতে কেউ আসছে না। ...আগেও ওই মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ, তা-ই না? বুদ্ধি আছে যেটার?'

'দু'বার কথা বলেছি,' গাল কুঁচকে গেল জেরাল্ডের। এইমাত্র ঝড়ের গতিতে বাঁক নিয়েছে *পাথর ভাঙা*।

'একবার কথা বলাই যথেষ্ট,' ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল প্রাক্তন মার্শাল। 'তার মানে, ওরা বুঝে গেছে, তুমি সরিয়ে নিতে চাইবে মেয়েটাকে। কাজেই ফাঁদ পাতবে। আর আমার খারাপ লাগছে অন্য কারণে। তুমি সঙ্গে নিয়েছ মাত্র একটা সিগ সাওয়ার আর .৩৮ রিভলভার। ও-দুটো দিয়ে কী করবে ভাবছ?' মাথা নাড়ল সে। 'ওখানে যাওয়ার পর পিছনের ট্রাঙ্ক থেকে বের করব CAR-15। রওনা হওয়ার আগে ওখানে রেখে দিয়েছি।'

'এখন আর কিছুই পরোয়া করি না,' ডান-বাম দেখে নিয়ে বলল জেরাল্ড। 'অস্ত্র নিয়ে ঢুকে পড়ব ওই ইন্সটিটিউটে। ঝুঁকি নেব, কারণ ওই মেয়ে আছে লাশ হওয়ার পাইপ লাইনে।'

'কথা ঠিক। ওসব রিসার্চ স্টেশনের কেউ বাঁচতে পারেনি। ওই মেয়েকে গুম করলে প্রমাণ বলতে কিছুই থাকবে না। এরা পেশাদার, অস্ত্রের ধোঁয়াও সরিয়ে ফেলবে। ওই ইন্সটিটিউটের কাজ শেষ হলে দূরের বার-এ ড্রিঙ্ক করতে করতে ফোন দেবে বসকে।'

কিছুই বলল না জেরাল্ড। আসলেই আইনের এদিকে থেকেও নিরপরাধ মেয়েটাকে খুন করতে পারবে সিআইএ-র লোক।

আধ ঘণ্টা ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাবার পর সামনে দূরে দেখা দিল সিরাজউদ্দীন বেঙ্গল সায়েন্স ইন্সটিটিউট। জ্বলজ্বলে সাদা ফ্লাডলাইটে ঝকঝক করছে সব। এত রাতেও পার্কিং লটে কয়েকটা গাড়ি।

'অস্বাভাবিক কিছু দেখছ?' জিজ্ঞেস করল জেরাল্ড।

আশপাশ দেখছে ডিগবার্ট। কমপক্ষে চার একর জমি নিয়ে ইন্সটিটিউট। সামনে পার্কিং লট, পিছনে মস্ত দালান। গাড়ি রাখবার জায়গার অভাব নেই। কোথাও দেখা গেল না কাউকে।

সিটের নীচ থেকে বিনকিউলার নিয়ে চোখে তুলল ডিগবার্ট। পেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ, ঠিক করে নিল লেন্স। আবারও চোখ রাখল। 'সামনে দুই গার্ড, পরনে ইউনিফর্ম। নকল বলে মনে হচ্ছে না।' আরও এক মিনিট পর বলল, 'ভালভাবে পাহারা দিয়ে রেখেছে। মুশকিল হবে ভেতরে ঢোকা।'

'ক্রেডেনশিয়াল দেখিয়ে ঢুকে পড়ব,' বলল জেরাল্ড। পিস্তল বের করে আবারও দেখল চেম্বারে বুলেট আছে। 'যদি ঢুকতে দিতে না চায়, কল দেব টিপা মুইকে। সে এসে ভেতরে নিয়ে যাবে আমাদেরকে।'

'এই তোমার পরিকল্পনা?'

'এ ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না।'

'হাঁটতে হাঁটতে ভেতরে ঢুকে পড়বে?'

'হুঁ।'

বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ডিগবার্ট। 'সামনের দৃশ্য কিন্তু স্বাভাবিক নয়, বাছা! দুই গার্ডকে রাখল কেন? কারণ, পরিস্থিতি অন্যরকম। এমনিতে এসব ইন্সটিটিউট ডেস্কে রাখে মাত্র একজনকে। আরেকজন থাকে টহলে। পালা করে ডিউটি দেয়। কিন্তু তেমন কিছু করছে না এরা।'

ঠিকই বলেছে *পাথর ভাঙা*, চট্ করে বুঝে গেল জেরাল্ড।

দামি জিনিস আছে এমন সব প্রতিষ্ঠানে একই ধরনের সিকিউরিটির কঠোর ব্যবস্থা থাকে।

'ঠিকই বলেছ,' বিড়বিড় করল ও। মনে গভীর সন্দেহ। বুঝতে পারছে, মরফিনের কারণে ঘোলা হয়ে গেছে মাথা। 'কী করা উচিত ভাবছ, বস্?'

স্টিয়ারিং হুইলের দিকে ঝুঁকে বসল ডিগবার্ট। 'মনে হচ্ছে, এদিকে যখন দু'জন, ভেতরে আছে কমপক্ষে আরও দু'জন। ছয়জনও থাকতে পারে। তাদেরকে দেখছি না, কিন্তু আছে কাছেই। এরা আমাদের ওপর গুলি ছুঁড়লে ছুটে আসবে অন্যরা, খারাপ হয়ে যাবে পরিস্থিতি।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল জেরাল্ড। ওর ভাবতে ভাল লাগল না, আরেকটু হলে পড়ত অ্যামবুশে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুই পাত্তা দিতে ইচ্ছে করছে না ওর। এক সেকেণ্ড পর মনে পড়ল, বউ-ছেলে-মেয়ে আছে ডিগবার্টের, তাদের কথাও ভাবতে হবে। কাজেই যা করবার করতে হবে খুব সতর্ক হয়ে।

আবারও বেল্ট হোলস্টারে সিগ সাওয়ার রাখল, নামাল না হ্যামার। এতে পিস্তল বের করতে সময় লাগবে কম।

'ডিগ, চলো কাজে নামা যাক।'

মাথা দুলিয়ে লিংকনের গিয়ার ফেলে রওনা হলো ডিগবার্ট। 'তুমি হলে বস্!'

পাঁচ মিনিট পর খুব সাবধানে পার্কিং লট পেরিয়ে হেঁটে চলল ওরা। অস্ত্রের কাছেই হাত রেখেছে জেরাল্ড। হাঁটতে হাঁটতে দেখছে চারপাশ। আশা করছে, অস্বাভাবিক কিছুই চোখ এড়াবে না।

ইন্সটিটিউটের দরজার সামনে পৌঁছে থামল।

ঘুরে পার্কিং লটে চোখ রাখল ডিগবার্ট। বুকে ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। যে-কেউ ভাববে নিতান্তই নিরীহ লোক সে।

কিন্তু জেরাল্ড ভাল করেই জানে, মস্ত দুই পাঞ্জার খুব কাছে অপেক্ষা করছে উযি সাবমেশিনগান।

কাঁচের দরজা খুলল ওরা, ভিতরে পা রাখল।

'ইয়েস, স্যর?' জানতে চাইল কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা এক গার্ড।

ঘরে পা রেখে নিজ ক্রেডেনশিয়াল গার্ডকে দেখাল জেরাল্ড। 'আমি টম জেরাল্ড, ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল্স্ সার্ভিস!' কঠোর হলো কণ্ঠ, 'আমি চাই এখনই ডেস্কের পিছনে চলে যাবে তুমি!'

'কিন্তু...

'একটা কথাও না!'

আপত্তি না তুলে ডেস্কের পিছনে দ্বিতীয় গার্ডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল প্রথম গার্ড। তাদের দু'জনেরই বয়স হবে ত্রিশ মত। কোমরের হোলস্টারে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন মডেল ১৯ রিভলভার। .৩৫৭ ম্যাগনাম বা .৩৮ ক্যালিবারের বুলেট ব্যবহার করে ওই অস্ত্র, অত্যন্ত বিপজ্জনক।

গার্ডদের এক ফোঁটাও বিশ্বাস করছে না জেরাল্ড।

'সাবধানে রিভলভারগুলো বের করে রাখবে সামনের ডেস্কের ওপর। পিছিয়ে যাবে তিন পা। কোনও ভুল হলে মরবে। আমাদের জানানো হয়েছে, এখানে মানুষ খুন হচ্ছে। সার্চ শেষ হলেই ফিরিয়ে দেব তোমাদের অস্ত্র।'

করিডোর ও লবিতে চোখ রেখেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট জেরাল্ডের কথা শেষ হওয়ার আগেই বুকের দু'পাশ থেকে বের করেছে দুই উযি। দুই হাত নিষ্কম্প কর্কশ কড়াৎ আওয়াজ তুলল অস্ত্রের সেফটি ক্যাচ বিপদ দেখলেই গুলি শুরু করবে প্রাক্তন মার্শাল

প্রবেশ-পথে উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুত দেখাল ডিগবার্টকে গণ্ডারের মত মোটা প্রৌঢ় এক লোক, হাতে সাবমেশিনগান এমন এক ইন্সটিটিউটে, যাদের কাজ সমস্ত দুর্লভ প্রাণী রক্ষা করা

'খারাপ কিছু দেখছি না, বাছা,' সামনে নজর রেখে বলল ডিগবার্ট।

ডেস্ক থেকে গার্ডদের রিভলভার তুলে সিলিণ্ডারের বুলেট সরিয়ে ফেলল জেরাল্ড। কয়েক পা সরে গেল ইন্টারকমের দিকে। 'এক্ষুণি আসতে বলো টিপা মুইকে, দেরি যেন না হয়!'

ল্যাবোরেটরিতে কল দিল প্রথম গার্ড। পেরিয়ে গেল পুরো এক মিনিট। সময়টা জেরাল্ডের মনে হলো অতিরিক্ত দীর্ঘ। ইন্টারকমের ও-প্রান্ত থেকে জবাব দিচ্ছে না কেউ। সতর্ক চোখে জেরাল্ডের দিকে চাইল ডিগবার্ট।

গার্ডদেরকে ধমকে উঠল জেরাল্ড, 'খবর দাও ওকে! এক্ষুণি! তোমরা কীভাবে ডাকবে, তা তোমাদের ব্যাপার!'

জেরাল্ডের ধমক শুনে চমকে গেছে গার্ডরা, দ্বিতীয় গার্ড ইন্টারকমের রিসিভার তুলে একের পর এক সুইচ টিপতে শুরু করেছে। কিন্তু পাঁচ মিনিট পর জেরাল্ড বুঝল, কোথাও গড়বড় আছে। এবার বাধ্য হয়েই যেতে হবে লম্বা করিডোর পেরিয়ে ল্যাবোরেটরিতে। এক পা বেড়ে প্রথম গার্ডের কলার চেপে ধরল জেরাল্ড, চাপা স্বরে বলল, 'বেরিয়ে এসো! আমাদের সামনে সামনে যাবে তুমি!'

'ক্ব-ক্ব... কিন্তু,' ডেস্ক দেখাল সে। 'আমাকে বলে দিয়েছে, যাতে...'

'মনিবের কথা ভুলে যাও, আমার কথা শুনলেই চলবে,' গার্ডকে থামিয়ে দিল জেরাল্ড। টের পেল বুকে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা। 'আমরা সোজা যাব ল্যাবোরেটরিতে। কথা আছে টিপা মুই...'

হঠাৎ নড়াচড়া চোখে পড়েছে ওর, ঝট্ করে সামনের লোকটাকে সরিয়ে দিল একপাশে। বুঝে গেছে দেরি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় গার্ডের হাতে নলকাটা শটগান, তুলে ফেলেছে ডেস্কের

ওপর।

তখনই কর্কশ আওয়াজ তুলল ডিগবার্টের উযি। ছিঁড়েখুঁড়ে গেল দ্বিতীয় গার্ড, ছিটকে গিয়ে বাড়ি খেল পিছনের দেয়ালে। ওখান থেকে পড়ল মেঝেতে লাশ হয়ে। ডিগবার্টের ব্রাশ ফায়ারে খুবলে গেছে ডেস্ক, কয়েকটি ছবি, কমপিউটার এবং কিছু ইকুইপমেন্ট। এরপর কী হবে বুঝে গেছে জেরাল্ড, দেরি করল না প্রতিক্রিয়া দেখাতে।

লাফিয়ে সামনে এসে হামলা করতে চেয়েছিল প্রথম গার্ড, কিন্তু তার বগলে সিগ সাওয়ারের নল ভরে গুলি করল জেরাল্ড। লাশ পড়ার আগেই সামনে বাড়ল ও। বুঝে গেছে, টিপা মুইকে খুন করতে এই কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেছে আততায়ীরা।

তখনই চোখের কোণে নড়াচড়া দেখল জেরাল্ড।

পাথর ভাঙার পিছনে সামান্য ফাঁক হয়েছে দরজা।

ঘুরেই ওদিকে গুলি পাঠাল জেরাল্ড। প্রাক্তন মার্শালের কানের পাশ দিয়ে গেল ওর বুলেট। ওই একই সময়ে চরকির মত ঘুরে গেল ডিগবার্ট, তার এক ঝাঁক বুলেট ভেদ করল কাঁচের দরজা।

পাল্টা গুলি আসতেই ডেস্কের পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেরাল্ড, খালি ম্যাগাযিন ফেলে আটকে নিল নতুন ম্যাগাযিন।

প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে পড়েছে ডিগবার্ট। জ্বলজ্বল করছে চোখ উযির দুই ম্যাগাযিন ফেলে ভরে নিল নতুন দুটো। বসে পড়েছে মেঝেতে। ঘামে ভিজে গেছে মুখ। সতর্ক চোখে দেখছে মস্ত ঘরটা।

পেরিয়ে গেল কয়েক মিনিট, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপর করিডোরের বাঁকের কাছ থেকে শোনা গেল অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ। ছুটে এসেছে কেউ। তারপর থেমে গেছে।

ওদিকে মন দিল জেরাল্ড, ঘরের অন্য দিকে চোখ রাখবে ডিগবার্ট পাঁচ বছর আগে শেষবার একসঙ্গে অ্যাকশনে গিয়েছিল

ওরা। জেরাল্ডের মনে হলো, তা মাত্র গতকালের কথা। কোনও কথা হচ্ছে না ওদের ভিতর, কিন্তু পরিষ্কার বুঝছে কী করবে অন্যজন। ডেস্কের পাশে উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল জেরাল্ড, স্বাভাবিক করে নিচ্ছে হৃৎস্পন্দন। বুঝে গেছে, ওই লোক আর ওর মাঝে রয়েছে করিডোরের কোণের পাতলা প্লাস্টার। সুপারসনিক ৯-এমএম বুলেট অনায়াসেই ভেদ করবে ওদিকের দেয়াল।

এক সেকেণ্ড পর দেয়ালের নির্দিষ্ট জায়গায় পর পর দশটা বুলেট গাঁথল জেরাল্ড, বিদ্যুদ্বেগে ভরে নিল নতুন ম্যাগাযিন। আগের জায়গা থেকে একটু দূরে তাক করেছে নল। যেকোনও সময়ে পাল্টা হামলা হবে। কিন্তু ওদিকে পা হড়কে যাওয়ার শব্দ তুলে গুঙিয়ে উঠল কেউ। তারপর মেঝেতে ঠং-ঠনাৎ আওয়াজ তুলল এম-১৬ কারবাইন। হুমড়ি খেয়ে করিডোরে পড়ল রক্তাক্ত এক লোক, আর নড়ছে না।

'সাইকিক হটলাইনে যোগাযোগ করেছিলে?' করিডোরের দিকে চেয়ে রইল ডিগবার্ট। 'গুড শট!'

মৃদু হাসল জেরাল্ড প্রতিটি বুলেট খরচের সময় হিসাব কষছে। ম্যাগাযিনে এখনও আছে ছয়টা বুলেট। এ ছাড়া, আছে পনেরো বুলেট ভরা একটা ম্যাগাযিন। ইমার্জেন্সি রিলোডের জন্য দুটো। ঠিক করল, পাল্টে নেবে না ছয় বুলেটের ম্যাগাযিন। ডেস্কের পিছন থেকে বেরিয়ে ডিগবার্টের পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে সাবধানে রওনা হয়ে গেল।

'পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে, ডিগ, আগের রুটিন যেন!'

'দু'পা করে বাড়বে, কাভার করবে সামনে, ডানে-বামে,' বলল ডিগবার্ট বুকের উচ্চতায় ধরেছে উযি চকচক করছে চোখ। কিছুই এড়াচ্ছে না দৃষ্টি।

মনে মনে ডিগবার্টের প্রশংসা না করে পারল না জেরাল্ড। পাঁচ

বছরে একটুও নরম হয়নি মানুষটা। দশ মিনিট পর নিঃশব্দে নীরব ল্যাবোরেটরির দরজার কাছে পৌঁছল ওরা। ঝট্ করে ভিতরে ঢুকেই ডানদিকে, পরক্ষণে বামদিকে সিগ সাওয়ার তাক করল জেরাল্ড। সশস্ত্র কাউকে দেখলেই গুলি করতে তৈরি। কিন্তু ফাঁকা ল্যাবোরেটরিতে কেউ নেই।

'বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই,' চাপা স্বরে বলল ডিগবার্ট। দেখল লম্বা করিডোরের দু'মাথা। 'ওরা আছে ধরে নিয়েই যেতে হবে, সাবধান!'

বড় একটা কমপিউটারের পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জেরাল্ড। 'সামনের ওই শালারা...' ঢোক গিলে বড় করে দম নিল, 'তাদের কাছে রেডিয়ো মাইক ছিল না।'

'আমিও দেখেছি,' চারপাশ দেখছে ডিগবার্ট। 'তার মানে এমন নয় যে, এদের সঙ্গে আরও কেউ নেই।'

'তো এবার কী করতে চাও?'

'ওই মেয়ের তো এখানে থাকার কথা?'

'হ্যাঁ।'

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'ঠিক আছে, একটা একটা করে ঘর সার্চ করব। রুটিন থেকে সরব না

'মেথোডিক্যালি?'

'হ্যাঁ ধীরে সুস্থে যাব, সতর্ক থাকব

সিগ সাওয়ারের হ্যামার তুলে দিল জেরাল্ড 'ঠিক আছে এ জায়গা আমি চিনি, কাজেই আমার পরে আসবে তুমি ' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে করিডোরে বেরিয়ে এল ও, রওনা হয়ে গেল ধীর পায়ে নজর রেখেছে সামনের দিকে কয়েক ফুট পিছনে আসছে ডিগবার্ট বার-বার দেখে নিচ্ছে পিছন দিক চোখ রেখেছে সামনে আর ওপরে দরকার পড়লে ঝড়ের গতিতে গুলি করবে পাঁচ মিনিট পর সীসা দিয়ে সংরক্ষিত ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের

দরজা টেনে খুলল ওরা। ভিতরে কেউ নেই।

ঘামে চুপচুপ করছে জেরাল্ডের মুখ। হতাশ হয়ে উঠেছে। বেরিয়ে এল করিডোরে। 'আমরা আসার আগেই ওই মেয়েকে সরিয়ে নিয়েছে,' ফিসফিস করল, 'এতক্ষণে হয়তো মেরেই ফেলেছে।'

কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডিগবার্ট, চেহারা দেখে মনে হলো কিছু শুনতে পেয়েছে। চুপ করে আছে। কয়েক সেকেণ্ড পর নিচু স্বরে বলল, 'শুনতে পেলে?'

কান পাতল জেরাল্ড। চাপা স্বরে বলল, 'না, কিছুই না। তুমি কী শুনলে?'

ঘাড় নাড়ল *পাথর ভাঙা*। দরজা দিয়ে ভিতরে চেয়ে আছে। খুব সাবধানে আবারও ঢুকল ঘরে। কাঁধের উচ্চতায় রেখেছে ডান হাতের উযি, অন্যটা কোমরের কাছে। খুব সাবধানে চোখ বোলাতে শুরু করেছে ঘরে। বিড়বিড় করে বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু আওয়াজ... যেন ধাক্কা দিল কেউ।'

আবারও ঘরে ঢুকল জেরাল্ড। ডিগবার্টকে পাশ কাটিয়ে সামনে চলল। সতর্ক থাকা ভাল, কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠছে ও। মন চাইছে, একটার পর একটা দরজা খুলে ভিতরে গুলি পাঠাবে। প্রচণ্ড ব্যথা, কড়া ওষুধ এবং টানটান উত্তেজনা বেপরোয়া করে তুলেছে ওকে কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে এসে গুলি করলেও পাত্তা দেবে না, পাল্টা গুলি করতে পারলেই সন্তুষ্ট।

'ওদিকে,' হঠাৎ বলল ডিগবার্ট। উযি তাক করল এক সারি হলদে রেফ্রিযারেটারের দরজার দিকে।

ঝট্ করে ওদিকে চাইল জেরাল্ড।

সতর্ক পায়ে রওনা হয়ে গেল ওরা। দেয়ালের কাছে একের পর এক ফ্রিয, সংখ্যায় কমপক্ষে বিশটা। কাছে যাওয়ার পর আওয়াজটা শুনতে পেল জেরাল্ডও।

একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ফ্রিযের দরজায় অস্ত্রের মাযল তাক করল ওরা। তারপর পিছনে চলে গেল জেরাল্ড। দুই উযি হাতে তৈরি ডিগবার্ট। মনে মনে এক এক করে তিন গুনল ওরা, তারপর হ্যাঁচকা টানে ফ্রিযের দরজা খুলে দিল জেরাল্ড। নাটকীয়ভাবে অস্ত্র তাক করেছে ডিগবার্ট, লাফিয়ে সামনে বেড়েও থতমত খেয়ে নামিয়ে ফেলল উযি।

'কী হলো?' সামনে চলে এল জেরাল্ড।

হোলস্টারে উযি রেখে ডান হাতে রেফ্রিযারেটার থেকে টিপা মুইকে টেনে বের করল ডিগবার্ট। মেয়েটার মাথায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগ। দড়ি দিয়ে বাঁধা হাত-পা। বেচারি কেমন আছে দেখতে গেল না জেরাল্ড, ছুরি বের করে ঝটপট কেটে দিল দড়ি।

মেয়েটার মুখ বরফের মত সাদা, তাতে নীলচে রং। খটা-খট আওয়াজ তুলছে দাঁত। ভয়ে গুঙিয়ে উঠে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর তুলল হাত।

'দাঁড়িয়ে কী দেখছ, বাছা, ওকে একটা কম্বল জোগাড় করে দাও,' ধমক দিল ডিগবার্ট।

'পাব কোথায়? সঙ্গে করে কম্বল এনেছি না কি!' মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরল জেরাল্ড। আচ্ছামত ডলতে শুরু করেছে টিপার নরম দেহ। বুঝতে পারছে সেরা মেডিকেল চিকিৎসা দিচ্ছে না, কিন্তু এর বেশি কিছু করবারও নেই এখন। যেকোনও সময়ে শুরু হবে শত্রুদের সঙ্গে গোলাগুলি।

কয়েক মিনিট পর কথা বলবার মত শক্তি ফিরে পেল টিপা। ডিগবার্ট ও জেরাল্ডকে বলল, 'ওরা... আমা... আমাকে মেরে ফেলতে... চেয়েছে! লোকগুলো...'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল জেরাল্ড

ওদের গা থেকে পোড়া গানপাউডারের গন্ধ পেয়েছে টিপা।

দ্বিধান্বিত চোখে দু'জনকে দেখল।

'লবিতে গোলাগুলি হয়েছে,' জানাল জেরাল্ড। 'ওদের নিয়ে ভাবতে হবে না, মারা পড়েছে।'

তাতে বিমর্ষ মনে হলো না টিপা মুইকে। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের বোধহয় এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত।'

'এক মিনিট,' মেয়েটার কাঁধে হাত রাখল ডিগবার্ট, 'ওরা ক'জন ছিল?'

'পঁ... পাঁচ।'

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের।

'তা হলে একজন রয়ে গেল,' পাথরের মত হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শালের চেহারা।

'চলো, যাওয়া যাক, ডিগ,' সিগ সাওয়ার থেকে ছয় গুলির ম্যাগাযিন খুলে লোডেড ক্লিপ আটকে নিল জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে মাথা দোলাল ওর গুরু।

'হাঁটতে পারবে, টিপা?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

পায়ে ভর দিতে পারছে না মেয়েটা। এক হাতে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল টম, বাম হাতে রাখল সিগ সাওয়ার তাকাল ডিগবার্টের চোখে 'বুঝতেই পারছ, অন্যজনকে খতম করতে না পারলে নিরাপদে বেরোতে পারব না।'

মৃদু মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্শাল, চলে গেল করিডোরে ওখান থেকে বলল, 'করিডোর ফাঁকা, একটা একটা করে দরজা পেরিয়ে যাব আমরা

তা-ই করল ওরা ধীর পায়ে টিপা মুইকে নিয়ে সামনে বাড়ল জেরাল্ড সবচেয়ে কাছের একযিট দিয়ে পৌঁছতে পারবে গাড়ির কাছে কিন্তু সেক্ষেত্রে ঘুরে যেতে হবে দালান। কোথাও কোনও আড়াল থাকবে না তার চেয়ে করিডোর ধরে যাওয়া ভাল অফিসঘর বা লবিতে আড়াল পাবে

দশ মিনিট পর মেইন লবির সামনে পৌঁছল ওরা। জেরাল্ড ও ডিগবার্ট ধারণা করছে, পঞ্চম লোকটা ভাবতেও পারবে না, আগের গোলাগুলির এলাকা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ওরা। দীর্ঘ লবিতে চোখ বোলাল জেরাল্ড। বড় করে দম নিল। ঘরে অনেক ফাঁকা জায়গা। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে প্রায় কোনও কাভারই নেই।

পরস্পরকে একবার দেখে নিল জেরাল্ড ও ডিগবার্ট, তারপর দরজা খুলে পা রাখল লবিতে। লম্বা এক জায়গা ফাঁকা। প্রতি দু'কদম যাওয়ার পর ঝট্ করে ঘুরে চারপাশ দেখে নিচ্ছে ওরা। গতি অত্যন্ত ধীর। সতর্ক, যেকোনও নড়াচড়ার জন্য তৈরি। কোমরের কাছে সিগ সাওয়ার ধরেছে জেরাল্ড। আরেক হাতে ধরে আছে মেয়েটাকে। দুই উযিতে ষাট রাউণ্ডের ক্লিপ আটকে নিয়েছে ডিগবার্ট।

পিঁপড়ার গতিতে চলেছে ওরা।

তখনই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টিপা মুই।

ওর চোখ অনুসরণ করে কয়েক কদম সরে গেল জেরাল্ড, আড়াল করে ফেলেছে টিপা মুইকে– একই সময়ে টিপতে শুরু করল ট্রিগার।

বিকট 'বুম!' আওয়াজ তুলল সিগ সাওয়ার। উগরে দিল বুলেট। টিপা মুইকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিয়েছে জেরাল্ড।

একই সময়ে দেয়ালের কাছের এক কাউন্টারের দিকে গুলি শুরু করেছে ডিগবার্ট।

আততায়ীর বুলেটের আওয়াজ শোনেনি জেরাল্ড, টের পেল কানের পাশ দিয়ে বাতাসে ঝাপটা তুলে বেরিয়ে গেছে বুলেট। বুঝে গেল ও, ওই লোকের কাছে সাইলেন্সার আছে। চোখের কোণে ডিগবার্টকে দেখল। গুঙিয়ে উঠেছে সে। ছিটকে পিছিয়ে গেল। ওদিকে মনোযোগ নেই জেরাল্ডের, এক সেকেণ্ড বাড়তি

সময় নিল ডেড এইম করবার জন্য।

নীরব এক বুলেট ছিলে গেল ওর ডান বাহুর ত্বক। পাত্তা দিল না জেরাল্ড, তাক করেছে কাউন্টারের নির্দিষ্ট জায়গায়। আটকে ফেলেছে দম, কাঁপছে না হাত। লোকটা এবার মাথা তুলুক, তা হলেই...

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা।

পর পর দশবার ট্রিগার টিপল জেরাল্ড। প্রথম গুলিটা লাগল কাউন্টারে, পরের নয়টা বুলেট ফুটো করে দিল লোকটার বুক। পিছলে মেঝেতে নামল লাশ।

এখনও চারটে গুলি আছে, ম্যাগাযিন পাল্টে নিল না জেরাল্ড, ঘুরে চাইল মেঝেতে পড়ে থাকা ডিগবার্টের দিকে। সে পুরু হাত ভরে দিয়েছে ভেস্টের নীচে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রাগী মুখ। দরদর করে ঘামছে। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘোঁৎ করে উঠল। ভেস্টে লেগে আটকে আছে বুলেট, নীল করে দিয়েছে বুকের এক অংশ। বিরক্তি নিয়ে জেরাল্ডকে দেখল সে।

মাথা দোলাল জেরাল্ড।

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়াল ডিগবার্ট। নিচু স্বরে বলল, 'চলো বেরিয়ে যাই, বেশি সময় পাব না।'

পরের তিন মিনিটে লিংকন গাড়িতে চেপে বসল ওরা। ইন্সটিটিউটে আসবার একমাত্র রাস্তা ধরে রওনা হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শাল। জ্বেলেও নিভিয়ে দিল হেডলাইট। সামনের রাস্তা ধরে আসছে পুলিশের কয়েকটা গাড়ি, মাথার ওপর ঝলমলে বাতি।

ঝড়ের গতিতে রাস্তা থেকে সরে গেল ডিগবার্ট, বিশ বছুরী ছোকরার মত উঠতে লাগল পাহাড়ি সরু এক রাস্তায়। ওটা আগে দেখেনি জেরাল্ড। পাহাড়ের কাঁধে উঠে থামল *পাথর ভাঙা*। ঘুরিয়ে নিল গাড়ি। ফিরতি পথের দিকে তাক করেছে লিংকনের নাক। ব্রেক লাইট এড়াতে ব্যবহার করছে পার্কিং লাইট। ওই

কৌশল জেরাল্ড শিখেছে ডিগবার্টের কাছ থেকেই।

চুপ করে চোখ রাখল ওরা নীচের রাস্তার ওপর।

ঝড়ের গতি তুলে দূরের ইন্সটিটিউটের পার্কিং লটে গিয়ে ঢুকল পুলিশের গাড়ি। পুরো সিল করে দেবে এলাকা।

আবারও পাহাড়ি রাস্তায় নেমে এল ডিগবার্ট, চলল শহরের উদ্দেশে। পিছনের সিটে শুয়ে আছে টিপা, পাশেই জেরাল্ড।

মাত্র আধ ঘণ্টা পর মার্সি জেনারেল হসপিটালে পৌঁছে গেল ডিগবার্টের লিংকন। গাড়ি রাখল সে ইমার্জেন্সি সেকশনের সামনে। কাজে এল জেরাল্ডের ক্রেডেনশিয়াল। ওর নির্দেশে দেরি না করে টিপা মুইকে স্ট্রেচারে তুলে নিল কয়েকজন আর্দালি। জরুরি বিভাগে ঢুকে পড়বার আগেই জেরাল্ড গলা উঁচু করে বলল, 'টিপা, তুমি আমার কথা শুনছ?'

মাথা দোলাল মেয়েটা।

স্ট্রেচার নিয়ে থমকে গেছে আর্দালিরা।

'তুমি প্রথমেই যোগাযোগ করবে ইউনাইটেড স্টেট্স্ মার্শাল্স্ অফিসে! ওটা ওয়াশিংটনে! বলবে কথা বলতে চাও মার্শাল ফ্র্যাঙ্ক করেলির সঙ্গে! মনে থাকবে তো, টিপা? ফ্র্যাঙ্ক করেলি! যা জানো সব বলবে ওঁকে! আরও জানাবে, উনি যেন সতর্ক করে দেন আলাস্কার মার্শালদেরকে! বলবে যেকোনও সময়ে ওদের সাহায্য লাগবে আমার! আর বলবে, শীঘ্রিই যোগাযোগ করব আমি!'

ওর হাত ধরে ফেলল টিপা মুই, ফিসফিস করে বলল, 'সবই বলব। সাবধানে থাকবেন! ধন্যবাদ।'

জড়ো হয়েছে বেশ কয়েকজন আর্দালি ও মেল নার্স, থমকে গেছে জেরাল্ডের কথা শুনে। অপেক্ষা করছে, তাদের আগে ইমার্জেন্সি রুমে ঢুকবে ও।

ধমকে উঠল জেরাল্ড, 'এই মেয়ে ফেডারেল উইটনেস! ওয়াশিংটন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর মার্শাল ডিভিশনের সঙ্গে

যোগাযোগ করো! তাদেরকে বলবে, মার্শাল টম জেরাল্ড রেখে গেছে এই মেয়েকে!'

ভয় ফুটে উঠল আর্দালি ও মেল নার্সদের চেহারায়। আইনের প্যাঁচে পড়তে চায় কে!

'যাও, এক্ষুণি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো!'

লোকগুলো ব্যস্ত হয়ে টিপা মুইকে নিয়ে ইমার্জেন্সি সেকশনে ঢুকে যেতে গাড়িতে এসে উঠল জেরাল্ড। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তুমুল গতি তুলল ডিগবার্ট। চারবার বাঁক নিয়ে নিশ্চিত হলো পিছনে লাগেনি কেউ। এবার চলল নিজের বাড়ির দিকে।

আট

সিরামের আইসোটনিক ডিস্টিলেশন গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। টেকনিশিয়ান খুবই সতর্ক, তৈরি করছে বিশ সিসি তরল। এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে কাঁচের ভায়ালে জড় হচ্ছে সিরাম। কাজটা খুবই ধৈর্যের। কিন্তু তিনঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর প্রায় ভরে এসেছে ভায়াল। ওই তরল এখন পরীক্ষা করতে হবে মানুষের ওপর।

ডক্টর গ্রেবারের পাশেই আছে ডক্টর মারিয়া বারগিট, হাতে ক্লিপবোর্ড। 'ইলেকট্রন স্ক্যান আর ক্রস-চেক করার পর যদি দেখি রিসেপ্টর ও ট্র্যান্সমিটার জিনের রিওপেনিং বা সাইক্লাইযেশন নেই, সেক্ষেত্রে কাজে নামব আমরা।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল গ্রেবার, 'বোধহয় দেখেছ এখনও

আস্ত আছে কি না লিনিয়ার ইন্ট্রনগুলো?'

'নিশ্চয়ই,' মাথা দোলাল মারিয়া, 'এখন আর মিউটেশনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। রোগ সারিয়ে তোলা আর দীর্ঘায়ু করা এখন হাতের মুঠোয়।'

'ঠিকই বলেছ,' তৃপ্ত মনে হলো গ্রেবারকে। 'সময় হয়ে এল প্রথম ল্যাবোরেটরি টেস্টের।'

'ডক্টর... জানি কত বড় কাজে নেমেছি, কিন্তু ভুললে চলবে না এরই ভেতর মস্ত দুর্যোগও ডেকে এনেছি আমরা। আপনার কি মনে হচ্ছে না আরও অনেক সতর্ক হওয়া উচিত? ...ভাল হতো না নির্জন কোথাও টেস্ট সাবজেক্টকে আটকে রেখে এক্সপেরিমেন্ট করলে?'

অন্তর থেকে হাসল গ্রেবার, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস। 'মারিয়া... আসলে ঝুঁকিহীন কিছুই নেই বিশ্বে। তবে নিজেদের ওপর ব্যবহার না করে অযোগ্য লোকের ওপর পরীক্ষা করব আমরা। তাতে ক্ষতি হবে না। বর্তমান এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তো বুঝতেই পারছ। এখন সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে হবে। নিশ্চয়ই আশা করো না নিরানব্বই পার্সেন্ট ডিএনএ-র চেয়েও কম, অযোগ্য কোনও স্তন্যপায়ীর ওপর সিরাম পরীক্ষা করব? আমাদের দরকার হোমো সেপিয়েন্স। যার ডিএনএ-র সঙ্গে অনেক মিল আমাদের দেবতার। বুঝতেই পারছ, আমাদের পরীক্ষা সফল হলে ক্ষতি হবে না মানুষটার। বরং বাঁচবে হাজার বছর। কিন্তু যদি সফল না হই, আমরা বুঝব কীভাবে তৈরি করতে হবে সিরাম। লক্ষ্যের আরও কাছে পৌঁছে যাব। তাই না?'

'ভয় পাচ্ছি, আবারও না দানব তৈরি হয়, ডক্টর,' বলল মারিয়া বারগিট। 'ভাবুন একবার ডেমিয়েনের কথা!'

হেসে ফেলল গ্রেবার। 'তুমি কি সত্যিই ভাবছ নিরাপত্তা-ব্যবস্থা না রেখেই সিরাম টেস্ট করব? পরীক্ষার কারণে কী হতে

পারে, সেসব আগেই ভেবে দেখেছি। নিশ্চিত হয়েছি কোনও বিপদ হবে না, কেউ হামলা করবে না আমাদের পাতাল এই ফ্যাসিলিটিতে। এসব নিয়ে আর ভাববে না, মারিয়া। নিশ্চিন্তে থাকো।'

ল্যাব পারসোনেলদের দিকে চাইল মারিয়া বারগিট। 'আমি এসব বলছি, ডক্টর, কারণ ভীষণ ভয় পেয়েছে আমাদের ল্যাবের টেকনিশিয়ানরা। এতে ক্ষতি হবে কাজের। মস্ত কোনও ভুলও হতে পারে। নিশ্চয়ই জানেন, স্যর, অন্যান্য ফ্যাসিলিটির অসংখ্য ডেটা হারিয়ে যাওয়ায় প্রতিদিন প্রায় বিশ ঘণ্টা করে কাজ করছে ওরা। পরিশ্রান্ত, ভীত, ভাবতে শুরু করেছে যেকোনও সময়ে বড় কোনও ভুল করে বসবে।'

'সত্যিই এমন হতে পারে,' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'আর সে কথা মাথায় রেখেই ডিস্টিলেশন প্রোসেসের প্রতিটি পদে চোখ রাখছি আমি। আগামীকাল বিকেলের আগেই তৈরি করব প্রথম গবেষণামূলক সিরাম, আর এর পরদিন জানব সফল হলাম কি না।'

গ্রেবারের কথায় মুগ্ধ হলো না ডক্টর মারিয়া বারগিট। 'আর সত্যিই যদি সিরামের জন্যে সৃষ্টি হয় ডেমিয়েনের মত আরেকটা দানব?'

'আগেই বলেছি,' কাজের দিকে ঘুরল গ্রেবার, 'মিউটেশনের সামান্য লক্ষণ দেখলেই টেস্ট সাবজেক্টকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। মরদেহ অটোপসি করলেই জানব কী অবস্থায় আছে ইলেকট্রো মলিকিউলার অবস্থা।' বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল সে। মনে হলো বাচ্চা মেয়েকে বোঝাতে চাইছে। 'মারিয়া, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর। আহত হবে না কেউ, বড়জোর ক্ষতিগ্রস্ত হবে টেস্ট সাবজেক্ট। আর তারপর যখন নিখুঁত হবে আমাদের সিরাম, হাজার দিক থেকে উপকৃত হব আমরা।'

নীরবে বসের দিকে চেয়ে রইল মারিয়া বারগিট।

'একবার ভাবো, মারিয়া, কী লুকিয়ে আছে ওই দেবতার রক্তে,' বলল গ্রেবার, 'প্রতিটি রোগের বিরুদ্ধে তৈরি থাকবে মানুষের ইমিউন সিস্টেম। ক্যানসার বা এইচআইভির মত সব ভয়ঙ্কর অসুখ তখন কোনও রোগই নয়। হাজার বছর বাঁচবে মানুষ। এর চেয়ে ভাল কিছুও হতে পারে– আমরা হয়তো হয়ে উঠব অমর।' মহিলার চোখে চোখ রাখল। 'এর মানে বুঝতে পারো, মারিয়া?'

সামান্য দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলাল ডক্টর বারগিট। 'বুঝতে পারছি, স্যর। কিন্তু... বার-বার ভয় হচ্ছে, মস্ত কোনও ভুল না করে ফেলি আমরা। বলছি না টেস্ট করা অনুচিত, কিন্তু ভাল হতো টেস্ট সাবজেক্টকে বন্দি করে দূরে কোথাও রেখে পরীক্ষা করলে।'

'প্রায় তা-ই করা হবে,' বলল গ্রেবার, 'টেস্ট সাবজেক্টকে নিরাপদ জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করব।' নতুন করে আবারও মাইক্রোস্কোপের দিকে ফিরল সে। 'ঠিক আছে, মারিয়া, এবার ভেরিফাই করব সিরামের স্যাম্পল। মনে করি না মিউটেশনের সম্ভাবনা আছে, তবুও দেখব। আমিও চাই না ডেমিয়েনের মত দৈত্য হয়ে উঠুক আর কেউ। তবে... আমাদের ওই দানবের লাশ... পরবর্তী সময়ে কাজে আসবে গবেষণায়।'

প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে গায়ের জোর, এককে উঁচু তাক থেকে আরেক তাকে লাফিয়ে উঠছে সে, তারপর একবার সমতল জমিতে নামতে পারলেই ছুটছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। নিজেও জানে না, কেন অন্তর বলছে, যেতে হবে ওদিকেই। অন্তরের কালো অজানা কী যেন ঠেলছে তাকে। কোনও জানোয়ার মেরে মাংস খেয়ে নিয়ে দেরি না করে আবারও রওনা হচ্ছে। পিছনে পড়ছে মাইলের পর

মাইল পাহাড়, জঙ্গল। ক্লান্তি নেই কোনও।

একটু আগে হত্যা করেছে একটা বুল এল্‌ক্‌। ভেঙে দিয়েছিল ওটার ঘাড়। পেট পুরে খেয়েছে লাল মাংস, তারপর আবারও শুরু করেছে ছুটতে। টের পাচ্ছে, ফিরে পেয়েছে সব। এখন আর প্রয়োজন নেই বিশ্রামের, দেহে অসীম শক্তি। যদিও দম নিলে জ্বলছে সামান্য পোড়া ফুসফুস। মাংস খাওয়ার পর পরতের পর পরত ক্ষমতা যেন জমা হচ্ছে দেহে।

কখনও কখনও আঁধারে থামছে কালো কোনও গাছের পিছনে, বসে পড়ছে হামাগুড়ি দিয়ে। শুঁকে দেখছে বাতাস। মাটি খুঁড়ে বের করে খেয়ে নিচ্ছে মাটিসহ শেকড়। অনেক আগেই বুঝে গেছে, কিছু গাছের পাতা বা শেকড় খেলে কাজে আসে, দ্রুত সেরে যায় ক্ষত। এমনই হওয়ার কথা। আগেই ফিরে পেয়েছে দৃষ্টিশক্তি, রাতেও দেখছে দিনের মত। ওর চোখ খুঁজছে এক লোককে। তার সঙ্গে থাকবে একটা কালো নেকড়ে। ওই লোকটা আর ওই নেকড়েকে দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলবে সে। তাদের কথা ভাবতে গেলেই রেগে উঠছে, খুবলে দিচ্ছে আশপাশের গাছের কাণ্ড। প্রায় দৌড়ের গতি তুলে ছুটে চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

ওই লোককে পেতে হবে নাগালে। ওকে ব্যথা দিয়েছে সে। দুনিয়ার যেখানে, যত দূরে যাক ওই লোক বা তার নেকড়ে, তাদের রক্ষা নেই। বুক ছিঁড়ে তারিয়ে তারিয়ে খাবে ওদের হৃৎপিণ্ড, মাথা ফাটিয়ে খাবে মগজ। যারা সামনে পড়েছে, তাদের বেশিরভাগের হৃৎপিণ্ড ও মগজ খেয়েছে সে। এভাবে খুঁজতে শুরু করে একসময় পেয়ে যাবে তার দলের অন্য ভাইদেরকে। তারা অপেক্ষা করছে নেতার জন্যে। আগের মতই দল বেঁধে রাতে ঘুরবে ওরা জঙ্গলে, গ্রামে গিয়ে খুন করবে নশ্বর মানুষগুলোকে।

অন্ধকারে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল চাঁদের দিকে উঁচু করল সে কালো নখ, খাবলে ধরতে চাইল শীতল, হালকা বাতাস। গলা চিরে

বেরিয়ে এল ভয়ঙ্কর বিকট গর্জন। পাঁচ মাইলের ভিতর সমস্ত জানোয়ার বুঝে গেল, খেপে গেছে জঙ্গলের রাজা!

নয়

মাসুদ রানার বুকে মুখ গুঁজে আছে জিনা।

ওর কালচে-সোনালি চুলে আলতো হাত বোলাচ্ছে রানা। কিছুই বলছে না জিনা, তবে কী ভাবছে, বুঝতে পারছে রানা।

মন খারাপ জিনার।

একটু আগে পরস্পরকে আদর করেছে ওরা।

পরিশ্রান্ত জিনা হঠাৎ নিচু স্বরে বলতে লাগল ওর কৈশোরের ভাল লাগা আর ভয়ের কথা। কিছুক্ষণ পর জানাল, গত ক'দিন কাটিয়েছে কী ভীষণ আতঙ্কে।

জিনা থেমে যাওয়ার পরেও চুপ করে থাকল রানা।

আরও কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল জিনা, 'তুমিও ওটাকে ভয় পাও, তা-ই না, রানা?'

মৃদু হাসল রানা।

ওর ওই হাসি দেখে সব বুঝে গেল জিনা

'হ্যাঁ, ভয় পাই,' বলল রানা।

'কিন্তু তার পরেও ওটার পেছনে যাবে।'

মৃদু স্বরে বলল রানা, 'হ্যাঁ।'

কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকল জিনা। পাঁজরে রানার পুরনো এক ক্ষতর ওপর হাত বোলাল। 'তুমি আসলে ব্যথাকে

পাত্তা দাও না, তা-ই না?'

জিনার গাল স্পর্শ করল রানার ঠোঁট। ফিসফিস করে বলল, 'রীতিমত ভয় পাই। তাই ব্যথা পেতে চাই না।'

'কিন্তু কখনও ভয় পাও না ঝুঁকি নিতে,' বলল জিনা, 'বহুবার ঠেলে দিয়েছ নিজেকে মস্ত সব বিপদে। তোমাকে রক্ষা করেছে সৌভাগ্য, দুঃসাহস আর দক্ষতা। কিন্তু, রানা, একদিন যদি ফুরিয়ে যায় সৌভাগ্য?'

'তা হলে ধরে নেব খেলা খতম,' হাসল রানা।

ফিসফিস করল জিনা, 'বলতে চাও, কোনও মেয়ে বেঁধে ফেলবে তোমাকে, আর তখনই ফুরাবে সৌভাগ্য? আমি কিন্তু তোমাকে বাঁধতে চাইব না।' একটু পর বলল, 'খুব কষ্ট পাব তুমি মারা গেলে। কেউ তো অমর নয়, রানা। আর তোমাকে খুন করতে চাইছে ওই রাক্ষস। অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। তুমি নিজেও জানো। অথচ, যাবেই। এমন এক দানবের সঙ্গে লড়বে, যাকে খুন করা যায় না।'

চুপ করে আছে রানা।

'তোমাকে ঝুঁকি নিতে হবে, এমনও নয়,' বলল জিনা।

'আমরা এ-বিষয়ে আগেও আলাপ করেছি,' জিনার ঠোঁট বুজিয়ে দিল রানা চুমু দিয়ে। 'এবার বিশ্রাম নাও। তোমার ঘুম দরকার।'

'আমি ঘুমাতে পারছি না।'

মৃদু হাসল রানা। 'চেষ্টা করো, পারবে।'

চোখ বুজল জিনা।

ওদের সঙ্গী হলো নীরবতা।

'ওটাও তোমাকে ভয় পায়,' বলল জিনা, 'তাই মেরে ফেলতে চাইছে।'

আঙুল বুলিয়ে দিল রানা জিনার গালে। 'ঘুমাও।'

রানার বুকে মুখ গুঁজল জিনা। দশ মিনিট পর ভারী হয়ে এল শ্বাস। মুখটা দেখাল বাচ্চা মেয়ের মত। ঘুমিয়ে পড়বার আগে ফিসফিস করে বলল, 'আমাদেরকে মেরে ফেলার আগেই ওটাকে মেরে ফেলো, রানা...'

চুপ করে জেগে থাকল রানা।

পেরিয়ে গেল অনেকক্ষণ, তারপর ঘুমের ভিতর কাত হয়ে অন্যদিকে ফিরল জিনা। অজান্তেই চাদর টেনে ঢেকে নিয়েছে দেহ।

সাবধানে উঠে বসল রানা, নেমে পড়ল মেঝেতে। চোখে ঘুম নেই। নীরবে পরে নিল পোশাক, দরজার কাছে গিয়ে আরেকবার দেখল জিনাকে। জরুরি কাজ আছে, তাতে রয়েছে মস্ত বিপদের ঝুঁকি।

দরজা খুলতেই সামনের মেঝেতে জেগে গেল কালো নেকড়ে।

শুয়ে থাকা জিনাকে আঙুল তাক করে দেখিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়াল হাণ্টার, গিয়ে ঢুকল ঘরে।

রানা না আসা পর্যন্ত পাহারা দেবে মেয়েটাকে দুনিয়ার সেরা বডিগার্ড!

নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে বেরোল রানা। কান পাতল, কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ভাল করেই জানে, সৈনিকরা পাহারা দিচ্ছে কমপ্লেক্স। গোপনে এড়িয়ে যেতে হবে তাদেরকে। খুঁজে বের করবে এমন এক লোকের ঘর, যাকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না ও।

ইনফার্মারি থেকে বেরিয়ে করিডোরে থামল। মনে রেখেছে আসবার পথের প্রতিটি বাঁক। প্ল্যান করে কাজে নেমেছে, কিন্তু দরকার পড়লে দেরি না করে পাল্টে নেবে সেটা।

থমথম করছে চারপাশ। কোনও আওয়াজ নেই।

ক্ষিপ্র চিতার মত রওনা হয়ে গেল রানা, অন্তর শুনছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত।

'কঠোর শাস্তি পেতে হবে ওদেরকে,' বলল প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। ফুটছে ভোরের ধূসর আলো। নদীর ওপরের আকাশে হলদে রং, একটু পর মুখ তুলবে সূর্য। বইছে শীতল হাওয়া। অদ্ভুত ভেজা গন্ধে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে।

টেলিফোন বুদ থেকে পুলিশে যোগাযোগ করেছিল ওরা, যাতে সত্যিকারের পুলিশ যায় ওই ইন্সটিটিউটে। ভিতরে ঢুকলেই যা বুঝবার বুঝবে তারা, চোখ এড়াবে না গোলাগুলির চিহ্ন। লাশ পেলেই বের করবে তাদের পরিচয়। মার্শাল টম জেরাল্ডকে খুঁজবে পুলিশ, কারণ ওই ইন্সটিটিউটে বহু জায়গায় আছে ওর আঙুলের ছাপ। এ ছাড়া রয়েছে খালি গুলির খোসা। ওর পিছু নিতে দেরি করবে না এফবিআই। কিন্তু যতই বাধা দিক এনএসএ, ততক্ষণে কেস গুছিয়ে নেবে ও।

পরে কিছুই করতে পারবে না সিআইএ।

মেজাজ খিঁচড়ে আছে জেরাল্ডের, রাগে জ্বলছে বুক। ওর এই রাগ কাজে আসবে আলাস্কার শেষ রিসার্চ স্টেশনে গেলে। খুঁজে বের করবে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে, জানবে তার পেটের কথা।

আইনী পথে কাজটা করা কঠিন, কিন্তু এসব নিয়ে ভাবছে না ও। এমনিতেই নিয়েছে মস্ত ঝুঁকি। এখন থামবে না, দেখে ছাড়বে এর শেষ। আশা করছে, কাজে সহায়তা করবে মার্শাল করেলি।

'ডিগ, আমি আলাস্কায় যাচ্ছি।'

'আমিও।'

পাশের জানালা দিয়ে দূরে চেয়ে আছে জেরাল্ড, মাথা নাড়ল। 'ডিগ, লড়াইটা তোমার না। এরই ভেতর কিছু লাশ পড়েছে তোমার উচিত হবে না আরও জড়িয়ে যাওয়া। এমনিতেই অনেক

করেছ আমার জন্যে।'

'একটা কথা মন দিয়ে শোনো, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট, 'আমি যখন মার্শাল, তুমি তখনও প্রাইমারি স্কুলে। হয়তো খেয়াল করোনি, চিরকালের একাকী মানুষ তুমি। নিজ হাতে ট্রেনিং দিয়েছি। আর ভাবছ বড় হয়ে গেছ। কিন্তু কথাটা ঠিক না। একদল খুনির সঙ্গে লড়তে চলেছ। তোমাকে এত বড় বিপদে ফেলে সরে যাওয়ার লোক আমি নই।' কর্কশ হাসি হাসল *পাথর ভাঙা*। সে হাসিতে রস নেই। 'তোমাকে যেদিন পথ চলতে ছেড়ে দেব, সেদিন নিজের মাথায় গ্রেনেড ধরে খুলব পিন।' মাথা নাড়ল। 'না, স্যর। গলা পর্যন্ত ডুবে গেছি আমরা। এক মেয়ের জন্যে বোকামি করে মরবে, তা হতে দেব না। ...হ্যাঁ, স্যর, কথাটা মগজে গেঁথে নাও। লড়াই আমরা নিয়ে যাব ওদের কাছে।'

প্রাক্তন বসকে দেখে নিয়ে আনমনে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'তো কী করতে চাও?'

'প্রথম কথা, কমার্শিয়াল বিমানে যাব না,' বলল ডিগবার্ট। 'আমার এক বন্ধু আছে মিলিটারিতে। ওর কাজ হবে মিলিটারি উড়োজাহাজে করে আমাদের আলাস্কায় পাঠিয়ে দেয়া। আমাদের নাম প্রকাশ পাবে না ওখানে নেমে জোগাড় করে নেব হেলিকপ্টার। ওটা সহজেই পাবে ক্রেডেনশিয়াল দেখালে। বুঝতে পেরেছ?'

'এতে সমস্যা নেই,' হাসল জেরাল্ড, 'আগেই বলে রেখেছি।'

'গুড।' ডানদিকে বাঁক নিল ডিগবার্ট। 'মনে আছে কীভাবে চালাতে হবে হেলিকপ্টার?'

'অনেক দিন চালাই না ওদিকে চলে ব্ল্যাকহক কপ্টার, তবে মনে হয় না সমস্যা হবে।'

'ঠিক আছে, বাসায় পৌঁছেই মালপত্র নিয়ে চলে যাব

মিলিটারি বেসে। রওনা হব দুপুরে। দশ ঘণ্টার ফ্লাইট। তারপর ওখান থেকে কপ্টার নিয়ে যাব তোমার ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। ক্রেডেনশিয়ালটা এখনও আমার কাছেই আছে, আর তোমার আছে ইনভেস্টিগেশনের জন্যে ফেডারেল রিযার্ভেশন। আমাদের সরিয়ে দেয়ার আগেই শেষ করব কাজ।' সামান্য দ্বিধা করল ডিগবার্ট। 'তবে একটা কথা বলে রাখি, টম, যা করার করতে হবে ঝটপট। কপাল ভাল থাকলে বড়জোর পাব একটা দিন, তারপর তোমাকে সরিয়ে দেয়া হবে ওই কেস থেকে।'

'জানি,' মাথা দোলাল জেরাল্ড। ঠিক করল, বিমানে উঠে ঘুমিয়ে নেবে কয়েক ঘণ্টা।

'চিন্তা কোরো না, বাছা,' নিজের বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল ডিগবার্ট। 'ভল্ট থেকে নেব স্পেশাল মাল। কেউ লাগতে এলে খবর আছে তার।'

দশ

ভোর হওয়ার আগেই ফিরেছে রানা, দেখেছে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে জিনা; ওকে না ডেকে হান্টারকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে আবার। এখন ওর পরনে নতুন পোশাক। কালো কমব্যাট শার্ট নিয়েছে মিলিটারি স্টোর থেকে। করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করে চলল ক্যান্টিনের দিকে। রাতে ভালভাবে ঘুরে দেখেছে গোটা ইন্সটলেশন।

আগের সব ফ্যাসিলিটি ছিল দুর্বল কাঠামোর, তৈরি করা হয়েছিল মন্দার সময়; কিন্তু এখানে চারদিকের দেয়াল স্টেইনলেস স্টিলের। করিডোরে একটু পর পর উজ্জ্বল আলো। এই ফ্যাসিলিটি দামি হাসপাতালের মতই বিলাসবহুল। বৃত্তাকার কমপ্লেক্স মাকড়সার জালের মত। নির্দিষ্ট সব জায়গায় করিডোর। একেবারে ভিতরের বৃত্ত দেখেনি রানা। ধারণা করছে, ওখানে আছে ল্যাবোরেটরি। ওদিকে যাওয়ার সময় পেয়েছে কাঁচা মাটির গন্ধ। ওর ভুল না হয়ে থাকলে স্টেশনের মাঝের গবেষণাগার মাটির কয়েক তলা নীচে। কোথাও কোনও দরজার কবজা নেই। চারদিকে মসৃণ দেয়াল।

এই ফ্যাসিলিটি পাহারার দায়িত্বে মেরিনরা নেই, রয়েছে সত্তরজনেরও বেশি রেঞ্জার সৈনিক। প্রত্যেকের সঙ্গে রাইফেল। পরনে হাই-টেক বডি আর্মার। ওই জিনিস আগে কখনও দেখেনি রানা। প্রথমে ভেবেছিল, মোল্ডেড প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি আর্মার। পরে বুঝেছে, ব্যবহার করা হয়েছে স্পেস এইজ সিরামিক ও ধাতু। কচ্ছপের শক্ত খোলস যেন। একই জিনিসে তৈরি নি-প্যাড, এলবো-প্যাড ও হেলমেট। হেলমেটে আছে নাইট-ভিশন ভাইযর, ইচ্ছা হলে উঠিয়ে রাখা যায়।

ক্লান্ত রানার মনে হচ্ছে হাঁটতে হাঁটতে ঘুমিয়ে পড়বে, কিন্তু চারপাশ আরও ভালভাবে দেখে বুঝল: এই ফ্যাসিলিটি যারা পাহারা দিচ্ছে, তারা ব্যবহার করছে দুনিয়া-সেরা ইকুইপমেন্ট। ভয়ঙ্কর কোনও বিপদ মোকাবিলা করতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

রানার পরনে উলের প্যান্ট, কালো বিডিইউ শার্ট, পায়ে হাঁটু সমান মোকাসিন– হেঁটে যাওয়ার সময় দেখল, পালা বদল হলো সৈনিকদের। ওর দিকে তেমন নজর দিল না কেউ। বুঝে গেল রানা, আগেই এদেরকে ভালভাবে ব্রিফ করেছে কর্তৃপক্ষ। ক্লিয়ারেন্স নেই এমন কেউ ফ্যাসিলিটিতে ঢুকলে তিন পা যাওয়ার

আগেই গ্রেফতার হবে। পাঁচ মিনিট পেরোবার আগেই ক্যান্টিনে পা রাখল রানা। হান্টারের জন্য মস্ত আকারের চারটে স্টেক নেয়ার পর খাবার নিল নিজের জন্য।

খেতে বসে চারপাশে চোখ বোলাল। খেয়াল করছে কারা আসছে বা বেরিয়ে যাচ্ছে। দেয়ালের কাছে একটা সিকিউরিটি ডিভাইসের সামনে থামছে তারা, স্ক্যানারে ধরছে আইডি কার্ড। রানা লক্ষ করেছে, ক্যান্টিন থেকে শুরু করে ইনফার্মারি পর্যন্ত প্রতিটি দরজা খোলা। চারপাশ ঘুরে দেখলে আপত্তি তুলবে না কেউ। মনে মনে হাসল ও। এরা জানে না, ও গভীর রাতে হাঁটতে বেরিয়েছিল। আসলে টেকনোলজির যতই উন্নতি হোক, গলদ রয়েই যায়।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে চাইল রানা। ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'কঠোর নিরাপত্তা,' মন্তব্য করল রানা।

মৃদু নড করে হাসলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'সাধ্যমত করছি, মিস্টার রানা। খুব ভোরেই উঠে পড়েছেন!'

'কখনোই খুব বেশি ঘুমাই না।'

'ভাল,' রানার মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আলাপ করবার মুডে আছেন। 'আপনার বন্ধুদের কী খবর?'

'জানি না তো, ওরা আবার কবে আমার বন্ধু হলো?'

সামান্য বিস্ফারিত হলো লে. কর্নেলের চোখ। 'নাইট শিফটের নার্সের সঙ্গে কথা বলেছি। আগের চেয়ে ভাল আছেন প্রফেসর। একই কথা খাটে তানামুরা আর ওয়েইলারের ক্ষেত্রে। সামান্য পুড়ে গেছে, এ ছাড়া ছোট সব ক্ষত অবশ্য, বিস্ফোরণের সময় মারাত্মকভাবে পিঠ পুড়েছে প্রেস্টনের সেরে উঠবে, যদিও সময় লাগবে আজ বিকেলে ওকে পাঠিয়ে দেয়া হবে কাছের হাসপাতালে।' থেমে যাওয়ার পর আবারও দ্বিধা নিয়ে বললেন

তিনি, ‘হয়তো ভাবছেন, কী করব আমরা এ পর্যায়ে?’

‘আপনারা কী করবেন তা নিয়ে ভেবে দেখিনি।’

কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, ‘তা হলে আপনি জানেন না, আপনার টিমের ব্যাপারে আমরা কী করব?’

‘ওটা এখন আর আমার টিম নয়, লে. কর্নেল,’ বলল রানা, ‘আর্মির তথাকথিত মিশন থেকে সরিয়ে নিয়েছি নিজেকে। প্রফেসর সুস্থ হলেই বিদায় নেব এখান থেকে।’

‘তারপর কোথায় যাবেন?’

‘শিকার ধরতে।’

কী বলা উচিত বুঝলেন না ম্যাক্সিমিলিয়ান। তবে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বললেন, ‘আসলে... বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই... আপনি আমাদের অপারেশনে সমস্যা তৈরি করলে... আমরা কিন্তু আপনাকে গ্রেফতারও করতে পারি। জানেনই তো পরিস্থিতি অস্বাভাবিক, বিষয়টি হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল।’

মন্তব্য বা ইঙ্গিত করেনি রানা, কিন্তু ওর মুখ থমথম করছে দেখেই চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে হান্টার। রানা কালো নেকড়েকে শান্ত করবার আগেই ওটার বুকের গভীর থেকে বেরোল চাপা গর্জন। থরথর করে কাঁপছে ঘরের হালকা সব আসবাবপত্র। ফুলে উঠেছে ভয়ঙ্কর হিংস্র নেকড়ের ঘাড়ের রোম। মনে কোনও ভয় নেই, ব্যথা নেই, দ্বিধা নেই। পরিষ্কার প্রকাশ পেল পাশবিকতা ও শক্তি থমকে গেছে সবাই।

ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, হাত তুললেন ওপরে। আড়ষ্ট স্বরে বললেন, ‘বাছা... হুমকি দিইনি মিস্টার রানাকে। আসলে... হয়েছে কী... আনমনে ভাবছিলাম। ঠিক হয়নি কিছু বলা তোরও উচিত না ঝাঁপিয়ে পড়া। কাজেই...’

‘নিজের হুমকি বন্ধ করুন,’ হান্টারের দিকে না চেয়েই বলল রানা ‘নইলে স্রেফ আপনাকে ছিঁড়ে ফেলবে ও।’

‘কি...কিন্তু... আমি তো হুমকিই দিইনি!’

ভয়ে কাঁপছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। আরও নিচু গর্জন বেরোল হাণ্টারের বুকের গহীন থেকে। অত্যন্ত নীচ মনে হলো কালো নেকড়েকে, বেরিয়ে এসেছে ছোরার মত চারটে শ্বদন্ত।

রানা বুঝল, থামাতে হবে হাণ্টারকে, নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে লে. কর্নেলের ওপর। তিন সেকেণ্ড পর কড়া চোখে কালো নেকড়েকে দেখল রানা। ‘হাণ্টার!’

ক’ মুহূর্ত পর আবারও শুয়ে পড়ল নেকড়ে। কিন্তু নির্মম চোখ ম্যাক্সিমিলিয়ানের ভীত চোখে।

‘গুড লর্ড!’ ফিসফিস করলেন লে. কর্নেল। প্যাণ্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছলেন ঘামে ভেজা মুখ। ভীষণ ভয় পেয়েছেন। নরম সুরে বললেন, ‘এর কোনও দরকার ছিল না... মিস্টার রানা। কোনও দরকারই ছিল না।’

আবারও প্লেটে চোখ রাখল রানা। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি কিছু করিনি, যা করার করেছেন আপনি।’

‘আমি আবার কী করলাম?’

‘অন্যের বাজে আচরণে রেগে যায় হাণ্টার,’ সহজ সুরে বলল রানা।

সামলে নিতে সময় নিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, ভুলেও চাইলেন না নেকড়ের দিকে। ‘মিস্টার রানা... বোঝাতে চাইছিলাম... বিষয়টা এখন জাতীয় পর্যায়ে চলে গেছে। আপনি যখন আর্মির হয়ে কাজ করছিলেন, তখন চুক্তি অনুযায়ী সাধ্যমত সাহায্য করতে চেয়েছি আমরা। কিন্তু, এখন... একা কিছু করতে গেলে আপনাকে নিরাপত্তা দিতে পারব না আমরা।’

‘আপনারা আবার কখন নিরাপত্তা দিলেন?’

‘কিন্তু... আপনি যদি একা যান ওই দানবকে হত্যা করতে, ধরে নিতে পারেন অন্যদের যা হয়েছে, তা-ই হবে আপনার।

কোনও মানুষের সাধ্য নেই ওটাকে খুন করবে।'

এক চুমুক কফি নিল রানা। 'তা আমি বুঝব, লে. কর্নেল। আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।' কাপ নামিয়ে রেখে পরিষ্কার কণ্ঠে বলল, 'যা করার করব হান্টার আর আমি। আপনার লোকদের বলে দেবেন, তারা যেন বিরক্ত না করে আমাদেরকে। প্রফেসরকে হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার পর কী করব, তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তার আগেই নানান সহায়তা দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদও জানিয়ে দেব।'

চুপ করে থাকলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, বোকা নন। এমনিতেই বুক কাঁপিয়ে দিয়েছে ওই নেকড়ে, আর এ লোক কথা বলছে ত্যাড়া ভঙ্গিতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তারপর বললেন, 'মিস্টার রানা, একটা কথা বলতে চাই। আমি কিন্তু এই মিশনে প্রথম থেকেই সত্যি কথা বলেছি। পাহাড়ে বা জঙ্গলে যা হয়েছে, সেজন্য দায়ী নই আমি। আমার যে পদবী, তাতে কখনও কখনও কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কঠিন সব মিশনে পাঠাতে হয় সৈনিকদেরকে। তারা কখনও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে, কখনও পারে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন বা না করুন, কখনও কাউকে এমন কোনও মিশনে পাঠাইনি, যেটা নিজে স্যাবোটাজ করেছি। তানামুরা, ওয়েইলার ও প্রেস্টনের কাছ থেকে পুরো রিপোর্ট পেয়েছি। কোনও মন্তব্য করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে জিনা উইলসন। ...আমি এখানে এসেছি আপনাকে বলতে, সত্যিই যদি কেউ স্যাবোটাজ করে থাকে, আমার সাধ্যমত যা করার করব। বিচারের মুখে দাঁড়াতে হবে স্যাবোটায়ারকে।'

নিজের বুকের অনুভূতিকে বিশ্বাস করে রানা, মাত্র তিন সেকেণ্ড পর ওর অন্তর জানাল, মিথ্যা বলছে না এ। মুখ তুলে ম্যাক্সিমিলিয়ানকে দেখল রানা। গম্ভীর, তবে বন্ধুত্বপূর্ণ শোনাল ওর কণ্ঠ: 'লে. কর্নেল, আমিও বিশ্বাস করি আপনি সৎ মানুষ।

এখানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেন না। আপনাকে ব্যবহার করছে আর কেউ। এবং সে বিষয়ে কিছুই জানা নেই আপনার।'

কৌতূহল নিয়ে রানাকে দেখলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'আপনি আসলে কী বোঝাতে চাইছেন, বলবেন?'

দ্বিধাহীনভাবে বলল রানা, 'কর্নেল, আপনি কি জানেন এসব ফ্যাসিলিটি আসলে কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে?'

'বিষয়টি ক্লাসিফায়েড, মিস্টার রানা।'

'গোপনীয়তার আবরণ রক্ষা করছে সিআইএকে। আর্মির কাছ থেকেও তারা লুকিয়ে রাখছে বহু কিছু।'

'আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন?'

'অসংখ্য সত্য-মিথ্যা আর গোপন তথ্যের ডালা সাজিয়ে বসে আছে সিআইএ। কিন্তু আর্মিকে জানতে দেবে না কিছুই। মরলে মরবে আপনাদের সৈনিক।' সরাসরি ম্যাক্সিমিলিয়ানের চোখে চোখ রাখল রানা 'বলুন তো, কত দিন আগে শেষ ঘুরে দেখেছেন এই ফ্যাসিলিটির ল্যাবোরেটরি, লে. কর্নেল?'

'এ তথ্য আপনাকে দেয়ার মত নয়,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান

'আপনি কখনও ল্যাব দেখার সুযোগই পাননি,' সোজাসাপ্টা বলল রানা।

'আর... তা যদি না-ই দেখে থাকি... তাতে কী যায়-আসে?'

'অনেক কিছু যায়-আসে,' বলল রানা। 'এখানে গোপনে কিছু করছে সিআইএ, কিন্তু ওই বিষয়ে কিছুই জানছেন না আপনি। জানার উপায় রাখছে না তারা। তাদের গোপন সত্য তাদের কাছেই রয়ে গেছে আর আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এক গাদা মিথ্যার ঝুড়ি খুব সম্ভব না জেনেই তাদেরকে মিথ্যার ঝুড়ি বিক্রি করতে সাহায্য করছেন আপনি।'

‘আপনি আন্দাজে এসব বলছেন, মিস্টার রানা।’

‘কখনও ঢুকেছেন এই ফ্যাসিলিটির ল্যাবে?’

‘না,’ কঠোর সুরে বললেন লে. কর্নেল। ‘আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন ল্যাবোরেটরির কাজে কখনও জটিলতা তৈরি না করি।’

‘কেন তা করা হলো?’

‘কারণ তাদের কাজ গোপন।’

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, ‘আমি কিন্তু আপনাকে ডেকে এনে এসব বলছি না, নিজেই আপনি এসেছেন। সিআইএ চাইলেই এ ফ্যাসিলিটির চিফ বা লে. কর্নেলকে ঠেকাতে পারবে না। আপনার দায়িত্ব সব নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রত্যেকের জীবন রক্ষা করা। এবার আমার একটা উপকার করুন। নিজেরও। কিছু একটা অজুহাত তৈরি করে ঢুকে দেখুন আসলে ওই ল্যাবোরেটরিতে কী আছে। অনেক কিছুই জানতে পারবেন।’

চুপ করে বসে আছেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

‘আপনি এই ফ্যাসিলিটির হেড-ম্যান, লে. কর্নেল,’ আবারও বলল রানা, ‘ফ্যাসিলিটির যেকোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার আছে আপনার। আপনি কিন্তু এনএসএ-র হয়ে কাজ করছেন না, চাকরি করছেন ইউনাইটেড স্টেট্স্ আর্মির হয়ে। আপনার দায়িত্ব গোটা ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আর তার ভেতর পড়ে ওই ল্যাবোরেটরিও।’

দীর্ঘ নীরব সময় পেরিয়ে গেল।

‘আপনি আসলে আমাকে কী করতে বলছেন, মিস্টার রানা?’ জানতে চাইলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

লে. কর্নেলের প্রতি সহানুভূতি জাগল রানার। ‘আমি বলতে চাইছি, ডক্টর ডেভিড গ্রেবার ধরে নিয়েছে, আপনি আসলে নিতান্তই বোকা লোক

পাথর হয়ে গেল ম্যাক্সিমিলিয়ানের মুখ।

'আরও আছে,' বলল রানা, ভদ্রলোক কষ্ট পাচ্ছেন বুঝে নিজেরও খারাপ লাগছে ওর, 'গ্রেবার এমন সব গবেষণা করছে, যেগুলো বেআইনী, অসৎ, অনৈতিক এবং প্রেসিডেনশিয়াল ম্যাণ্ডেটের বিপরীত। আর আপনি না বুঝে সাহায্য করছেন তার অপরাধে। এই ফ্যাসিলিটি রক্ষা করতে গিয়ে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কাজেই ইউনাইটেড স্টেট্স্ আর্মির লে. কর্নেল হিসাবে ব্যবহার করুন নিজের ক্ষমতা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, আপনাকে বুদ্ধু ভেবে নিয়ে লেজে খেলাচ্ছে গ্রেবার।'

রাগে লালচে হয়ে গেছে ম্যাক্সিমিলিয়ানের মুখ। ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন, সোজা করে নিলেন কোট। শীতল কণ্ঠে বললেন, 'পরে এ বিষয়ে আবারও কথা হবে।'

হন-হন করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি।

ক্যাণ্টিন থেকে শুরু করে ইনফার্মারি পর্যন্ত প্রতিটি দরজা খোলা পেল রানা, কিন্তু এখন প্রতিটি দরজার পাশে এম-১৬ রাইফেল হাতে মোতায়েন করা হয়েছে দু'জন করে ইউনিফর্মড্ সৈনিক। রানার উদ্দেশে কোনও মন্তব্য করল না তারা, ও নিজেও কিছু বলতে গেল না।

আইসিইউ-এ ঢুকে প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে বিছানায় বসে থাকতে দেখল ও। মনিটরে চোখ রেখে বুঝল, বৃদ্ধের হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক।

কালো নেকড়ের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন সিরাজউদ্দীন। চাইলেন রানার চোখে। দৃষ্টি এখন স্বচ্ছ, কিন্তু মুখ ফ্যাকাসে বললেন, 'এই ফ্যাসিলিটি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত আমাদের, রানা; নইলে আগামী সকালের আগেই খুন হয়ে যেতে পারি।'

তাঁর বেডের পাশে থামল রানা। হাত রাখল বৃদ্ধের বাহুতে।

‘স্যর, ভাববেন না। সবই বুঝতে পারছি। নতুন কিছু তথ্যও পেয়েছি ওই দানবের ব্যাপারে।’

চুপ করে রানার দিকে চেয়ে আছেন সিরাজউদ্দীন।

চোখের কোণে মনিটর দেখল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, ‘আমি ওটার সঙ্গে কথা বলেছি। জবাবও দিয়েছে। সত্যিই একসময় মানুষ ছিল। কিন্তু এসব ফ্যাসিলিটির গবেষণা তাকে করে তুলেছে ওই ভয়ানক দানব।’

বৃদ্ধ হতবাক হবেন ভেবেছিল রানা, কিন্তু আস্তে করে মাথা দোলালেন তিনি। গম্ভীর হয়ে গেল মুখ। বিড়বিড় করে বললেন, ‘এরা একেকটা আস্ত গাধা!’

ব্যাখ্যা করে শোনাতে হলো না বলে খুশি হয়েছে রানা, একটু সামনে ঝুঁকে বলল, ‘বুঝতেই পারছেন, প্রফেসর, ওটা আসছে এই ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করেই।’ বার কয়েক মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। ‘তার আগেই চেষ্টা করব আপনাকে সরিয়ে দেয়ার। দলের অন্যরাও কপ্টারে করে চলে যাবে আপনার সঙ্গে। ওরা নিশ্চিত করবে আপনার নিরাপত্তা।’

‘আমরা চলে যাব, আর একা তুমি দৈত্যের মোকাবিলা করবে,’ আনমনে বললেন সিরাজউদ্দীন।

পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল রানার মুখ। চুপ করে আছে।

ক্লান্ত চেহারায় ওকে দেখলেন সিরাজউদ্দীন, আবারও মাথা দোলালেন হতাশভাবে। ‘জানতাম এমন হবে। সারাজীবন রক্ষা করতে চেয়েছ নিরপরাধীদেরকে। আর এ কারণে সবসময় তোমার প্রশংসা না করে পারিনি। মানুষের সেরা যেসব গুণ, তার সবচেয়ে বড়টা অন্যকে সাহায্য করা; আর সেই গুণ সবসময় তোমার মধ্যে ছিল। কাজেই, আমি জানি তুমি কী করবে। অবাক হইনি। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, কারণ আমি ভালই আছি।’

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন বাঙালি। 'তুমি ভাবছ, বলব ওটার সঙ্গে লড়াই করা মানেই আত্মহত্যা করা। কারণ তুমি বাঁচবে না। ...কিন্তু তা বলব না। সত্যি যদি কেউ খতম করতে পারে ওই দানবকে, তো সে লোক তুমি, রানা।' চুপ হয়ে গেলেন প্রফেসর। একটু পর বললেন, 'একটা কথা বলব, আর তা বলতে গিয়ে অপরাধবোধও কাজ করছে বুকের ভেতর। বাছা, তুমি ওটাকে ঠেকাতে না পারলে কেউ পারবে না। যদি শেষ করতে পারি ওই দানবকে, তো তোমার পাশে থেকে খুশি মনে মরতেও আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আমি বুড়ো, দুর্বল হয়ে গেছি...'

মৃদু হাসল রানা। ঠিক-ঠাক করে দিল প্রফেসরের বালিশ। 'চুপ করে শুয়ে থাকুন, স্যর। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

হাত তুলে বাধা দিলেন সিরাজউদ্দীন, নিচু স্বরে বলতে শুরু করলেন। মন দিয়ে শুনল রানা, বার কয়েক মাথা দোলাল। চলে গেল দরজার কাছে, ওখান থেকে চাইল হাণ্টারের দিকে।

কালো নেকড়ে এতই বড়, সিরাজউদ্দীনের কিউবিকলের চার ভাগের এক ভাগ জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওটার চোখে চাইল রানা, তারপর আঙুল তাক করল প্রফেসরের দিকে। 'গার্ড দে, হাণ্টার!'

নীরবে প্রফেসরের পাশে চলে গেল নেকড়ে, সামনের দুই পা তুলল বিছানার ওপর। দাঁড়িয়ে পড়েছে প্রায়, মনোযোগ দিয়ে দেখছে সিরাজউদ্দীনকে। দৈর্ঘ্যে হাণ্টার প্রায় ছয় ফুট। হাঁপিয়ে চলেছে বরাবরের মতই। খুশি প্রিয় মানুষটাকে কাছে পেয়ে।

মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন।

হাণ্টারকে বসে পড়তে নির্দেশ দেবে রানা, কিন্তু হাত তুলে নীরবে ওকে মানা করলেন তিনি। 'থাক, বাছা। ওর খুশি নষ্ট কোরো না।' মস্ত কালো মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন। 'আমিও খুশি পুরনো বন্ধুকে কাছে পেয়ে।'

এগারো

শক্তিশালী জেট ইঞ্জিনওয়ালা সি-১৪১ ট্র্যান্সপোর্ট বিমানের পেটে উঠে প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্টের দিকে চাইল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড। ওর ওস্তাদ রাইফেলের এক বাক্স নিয়ে ব্যস্ত। ওটার ভিতর একগাদা বুলেট ও অস্ত্র। পেশাদার ভঙ্গিতে পরিষ্কার করছে রাইফেল, পরখ করছে সব যন্ত্রপাতি।

অনেক দিন পর আবারও অ্যাকশনে নেমেছে ডিগ, ভাবল জেরাল্ড। আগের মতই অস্ত্রের বিষয়ে দক্ষ। বিড়বিড় করে হিসাব কষছে বুঝে পেয়েছে কি না সব।

শটগানের মত দুটো এম-৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার দেখল জেরাল্ড। ওটার স্লিঙে এক সারি গ্রেনেড। সন্দেহ নেই, কালো বাজার থেকে ওই মাল জোগাড় করেছে *পাথর ভাঙা*। যদি পাওয়াও যায়, প্রতিটি গ্রেনেডের দাম হবে কমপক্ষে এক শ' পঞ্চাশ ডলার। দুটো ভারী এবং প্রকাণ্ড রাইফেল দেখল জেরাল্ড। দেখতে ডাবল ব্যারেল বন্দুকের মত। ওদিকে আঙুল তুলল ও। 'এগুলো কী, ডিগ?'

একটা তুলে দেখাল প্রাক্তন মার্শাল। ভার্নিস করা অত্যন্ত চকচকে কাঠের বাঁট দুই নলের মুখের পরিধি অস্বাভাবিক বড়। না, ওটা কোনও বন্দুক নয়।

'ওয়েদারবাই .৪৫৪, খুশি মনে বলল ডিগবার্ট। ব্রিচ খুলে দেখাল। 'ব্যবহার করবে .৪৫৪ গ্রেইনের বুলেট। প্রতি সেকেণ্ডে ভেলোসিটি চার হাজার ফুট। এক শ' গজ দূর থেকে ভেঙে দিতে

পারবে মর্দা হাতির মেরুদণ্ড। আর কাছের রেঞ্জে হাতির কাঁধে গুলি বিঁধলে পেছন দিয়ে বেরিয়ে দূরে গিয়ে নাক গুঁজবে বড় কোনও গাছে। স্রেফ মজা পাওয়ার জন্যে গত গ্রীষ্মে গুলি করেছিলাম চার ফুট বৃত্তের এক ওক গাছে। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বুলেট। কাছের রেঞ্জে এর চেয়ে ভয়ঙ্কর রাইফেল আর তৈরি হয়নি।'

প্রকাণ্ড রাইফেলের দিকে চেয়ে রইল জেরাল্ড। ভারী স্টিলের অস্ত্র। নলের দৈর্ঘ্য পুরো বিশ ইঞ্চি। চকচক করছে কালচে পোক্ত ওয়ালনাট বাঁট।

'কিন্তু মাত্র দু'বার গুলি করার সুযোগ পাব, তারপর রিলোড করতে হবে,' বলল জেরাল্ড। 'আর ওটা যদি খুব কাছে থাকে?'

ঘোঁৎ করে উঠল ওর ওস্তাদ। বের করল মস্ত এক রিভলভার।

ওটা ক্যাসাল .৪৫৪ ক্যালিবার, খেয়াল করল জেরাল্ড।

প্রথম-দর্শনে মনে হবে সাধারণ ছয় গুলির রিভলভার, অনেকটা পেটমোটা কোল্ট পিসমেকারের মত। কিন্তু মডিফাই করা ভারী জিনিস। বুকে পাঁচটা বুলেট। বেশি সময় ধরে গান পাউডার পুড়তে দেয়ার জন্য ব্যারেল পুরো ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ।

অস্ত্রের বিষয়ে নিজ সামান্য জ্ঞান থেকে জেরাল্ড বুঝল, এ জিনিস চাইবে আলাস্কার যে-কেউ। ক্যাসালের একটা মাত্র বুলেটে ফেলে দিতে পারবে গ্রিজলি, কোডিয়াক বা বাদামি ভালুককে। অভিজ্ঞরা বলেন, জঙ্গলে কাছ থেকে বড় শিকারি প্রাণী ঠেকাতে হলে একমাত্র হ্যাণ্ডগান হওয়া উচিত ক্যাসাল।

হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট দুটোর একটা বাড়িয়ে দিতেই নিল জেরাল্ড। কাছ থেকে দেখল, সত্যিই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তৈরি অস্ত্র। নিখুঁত অ্যালাইনমেন্ট। অপূর্ব সুন্দর সিলিণ্ডার ও ব্যারেল। ওর মনে পড়ল, ক্যাসালকে বলা হয় হাতে তৈরি দুনিয়ার সেরা হ্যাণ্ড গান। বিরূপ পরিবেশেও খুব নির্ভরযোগ্য

'অনেক যত্নে তৈরি করেছে,' বিড়বিড় করল জেরাল্ড। তাক করল একটা কার্গোর দিকে। টের পেল, এই মুহূর্তে ওর হাতে দুর্দান্ত এক অস্ত্র। 'সত্যিই, ডিগ, বহুৎ টাকা খরচ করেছ এসবের পিছনে!'

'যতটা ভাবছ তত না,' কাজের ফাঁকে বলল ওর ওস্তাদ, 'এখানে একটা, ওখানে আরেকটা, এভাবে জোগাড় করেছি। আসলে বেশ কয়েক বছর সংগ্রহের পর নিজেরই অবাক হতে হয়, এত এল কোথা থেকে? আগে হোক বা পরে, খরচ হয়েই যেত ওই টাকা। তার চেয়ে শখের জিনিস পেলাম, তা-ই ভাল না? তা ছাড়া বউটাও যখন প্রশ্রয় দিচ্ছে।' জেরাল্ডের পাশে এক বাক্স .৪৫৪ ক্যাসাল রাউণ্ড রাখল ডিগবার্ট। 'যাই বলো, নামকরা কারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেখবে বেশ কিছু আর্মার্ড কার, চাইলেও ওর একটাও কিনতে পারবে না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম পয়সায় পাবে অপূর্ব সব অস্ত্র।'

ক্রেটের ভিতর চোখ বোলাল জেরাল্ড। আছে তিরিশ গজ দৈর্ঘ্যের দড়িসহ কল্যাপসিবল গ্র্যাপলিং হুক, গুলির বাক্স, ওয়েদারবাই-এর গুলিভরা বেল্ট, ক্যাসালের হিপ হোলস্টার, এম-৭৯-এর জন্যে স্ট্র্যাপ, দুটো কালো বিডিইউ, দু'জোড়া কালো কমব্যাট বুট এবং ঠিকভাবে ইকুইপমেন্ট বহনের জন্য লোড বেয়ারিং ভেস্ট। এ ছাড়া, ক্যান্টিন, কমপাস, সার্ভাইভাল কিট, মরফিন ও অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশন, একগাদা ছোরা ও দুটো নাইট-ভিশন গগল্স্ও বাদ পড়েনি।

অস্ত্র পরিষ্কার করবার পর উঠে দাঁড়িয়ে শার্ট খুলে ফেলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, জেরাল্ড দেখল গত পাঁচ বছরে একটু নরম হয়নি প্রাক্তন মার্শালের একটা পেশিও। রীতিমত মোষের জোর দেহে।

'কাপড়-চোপড় পরে নাও,' তাড়া দিল সে। ফেটিগ পরতে শুরু করেছে 'দশ ঘণ্টা আকাশে থাকছি। দু'বার খাবার খেয়ে

নেব। যতটা পারো ঘুমিয়ে নেবে। নামার পর রওনা হব কপ্টার নিয়ে।'

আরেকবার অস্ত্রের ক্রেট দেখল জেরাল্ড। বেশ নিরাপদ মনে হলো নিজেকে। কেন এমন লাগছে, জানে না: হতে পারে ওস্তাদের উপস্থিতি, কিংবা হতে পারে নানান মারাত্মক অস্ত্রের সান্নিধ্য।

বিশ মিনিটে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ডিগবার্টের সঙ্গে থাকল ডাবল ব্যারেলের ওয়েদারবাই ও ক্যাসাল। পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছে এম-৭৯ গ্রেনেড লঞ্চার। স্লিঙে দশটা গ্রেনেড। প্রৌঢ় মানুষটার উৎসাহ দেখে অবাক হচ্ছে জেরাল্ড। আজও যেন মেরিন সৈনিক রয়ে গেছে ডিগবার্ট, যেন 'হাল্লা চলেছে যুদ্ধে'। পুরানো বচন মনে পড়ল ওর: একবার যে মেরিন, সে চিরকাল মেরিন।

গ্র্যাপলিং হুক নিজের কাছে রেখেছে জেরাল্ড। বাড়তি ওজন চাপিয়ে দিতে চায়নি ডিগবার্টের ওপর। দেখবার মত দৃশ্য, প্রৌঢ় হাঁটছে খ্যাপা সিংহের মতই।

সশস্ত্র হয়ে নেয়ার পর ওরা ঠিক করল এবার সেরে নেবে দুপুরের খাবার। বাড়তি কথা হলো না ওদের ভেতর। ক্রেট তালা মেরে সংক্ষিপ্ত মই বয়ে উঠে গেল ওপর তলায়।

'কাজ করলেই খিদে বাড়ে,' ঘোঁৎ করে উঠল ডিগবার্ট, 'এসো খেয়ে নেয়া যাক।'

স্টোরেজ বে পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে জেরাল্ড ভাবল, উচিত হলো না বয়স্ক মানুষটাকে মস্ত ওই বিপদে টেনে আনা। কথাটা জানাল।

জবাবে ডিগবার্ট বলল, 'চোপ! পাঁচ বছর পর মনে হচ্ছে বেঁচে আছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আবারও একবার ফিল্ডে নামতে পেরেছি।'

বারো

ভোরের সূর্যের কাঁচা সোনারঙা আলো মিষ্টি লাগছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের, চেয়ে আছে দূরের সবুজ জঙ্গলের দিকে। তখনই নুড়িপাথরে শুনল জুতোর হালকা আওয়াজ। ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখে মিষ্টি হাসি। অবশ্য, মানুষটাকে দেখেই দপ্ করে নিভে গেল তার হাসি।

পাশে এসে দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়ে চোখ রেখেছে মাসুদ রানা। কিছুই বলছে না, বলবেও না বোধহয়।

সুযোগটা নিতে চাইল গ্রেবার, নরম সুরে বলল, 'যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'আমি জানি আপনার কীসের এত কাজ,' ঘুরে চাইল না রানা।

পাশ ফিরে রানাকে দেখল গ্রেবার 'কিছু বললেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা, 'আপনার ডেমিয়েন।'

ডক্টর গ্রেবারের হঠাৎ করেই মনে হলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সূর্য, অস্বাভাবিক তাপ দিতে শুরু করেছে আলাস্কার সকাল।

ঘুরে কঠোর চোখে তাকাল সে রানার চোখে 'সরি? কী বললেন আপনি?'

'বলছিলাম আপনার ডেমিয়েনের কথা,' সহজ সুরে বলল রানা, 'আপনার ঘনিষ্ঠ সহযোগী সে গতকাল কথা হয়েছে তার সঙ্গে নানান সমস্যার ভেতর আছে তার হয়ে আপনাকে

‘‘হ্যালো’’ জানাতে বলেছে।’

গ্রেবারের ধারণা ছিল, কেউ বুঝতে পারে না তার হাসির অর্থ। বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করেছে। গোপন রেখেছে নিজ উদ্দেশ্য। হাস্যরত মুখে শুনেছে সবার কথা, বোকা বানিয়ে দিয়েছে যে-কাউকে। এখনও হাসি-হাসি মুখে বলল, ‘ইয়াং ম্যান, বুঝলাম না কী বলছেন।’

সরাসরি তার চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল রানা। ‘ডেমিয়েন তো আপনার প্রিয় বন্ধু। পরের দিকে একটু বদলে গেছে, এই যা।’

আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল ডেভিড, ‘আপনি ভুল বলছেন। এই নামে কাউকে চিনি না আমি।’

নিষ্ঠুর হাসল রানা। ‘চেনেন, ভাল করেই চেনেন। ও আসছে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে।’

চুপ করে থাকল ডেভিড গ্রেবার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেছে হাসি। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, ‘আপনি খুব বিপজ্জনক এলাকায় বিচরণ করছেন, মিস্টার রানা।’

রানার কুচকুচে কালো মণি থেকে ছিটকে বেরোল আগুনের হলকা। ডেভিড গ্রেবার টের পেল, শুকিয়ে গেছে তার গলা।

‘আপনি ভাল করেই জানেন বিপদ নিয়েই আমার কারবার,’ বলল রানা। চট্ করে দেখে নিল আশপাশে কেউ আছে কি না। ‘কাজেই বিপদের ভয় আমাকে দেখাবেন না। আমি জানি কী তৈরি করেছেন আপনি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, কথাও হয়েছে। লড়াই করেছি সামনাসামনি। আপনি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, এখন বাধ্য হয়ে একে অপরকে মেরে ফেলতে চাইছি আমরা। এর দায় সম্পূর্ণ আপনার। আর তা ভাল করেই জানা থাকা উচিত আপনার। আরও কিছু কথা বলব আপনাকে। এই ঝামেলা দূর হলে, ধ্বংস করে দেব আপনার গবেষণালব্ধ সব ডেটা, ছবি এবং অন্যান্য সব আপনি যে অন্যায়

করেছেন, তা করার অধিকার কোনও মানুষের নেই। এমন এক দানব তৈরি করেছেন, যে হারিয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে। তাকে ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল না আপনার। অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। কাজেই এজন্যে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে আপনাকে।'

পিঠ টানটান করে দাঁড়াল গ্রেবার। আবারও ঠোঁটে ফুটে উঠল হাসি। চোখদুটো যেন ক্ষুরধার ছুরি, চাপা স্বরে বলল, 'মিস্টার রানা, আপনার মত লোক আমার কী ক্ষতি করবে, বলুন তো?' কথাটা বলতে পেরে সন্তুষ্ট। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখুন বরং। আপনি পরিশ্রান্ত। বুঝতে পারছি, মস্ত সব বিপদে পড়ে গুলিয়ে গেছে মাথা। আপনি চাইলে অনায়াসেই আপনাকে কপ্টারে করে পাঠিয়ে দিতে পারি কাছের শহরে...'

'বাঁচবে না আপনার ডেমিয়েন, ডক্টর,' বলল গম্ভীর রানা। 'থাকবে না আপনার কোনও কীর্তি। ব্যস, এটুকুই আমার বক্তব্য। মনে রাখবেন, বন্ধ করে দেয়া হবে এসব ফ্যাসিলিটি।'

সরাসরি চ্যালেঞ্জ শুনে হতবাক হয়ে গেছে লোকটা, রাগে লালচে হয়ে গেল দু'গাল। আরও শীতল হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। 'চেষ্টা করে দেখুন। আসলে এসব ফ্যাসিলিটি বন্ধ করে দেয়া আপনার সাধ্যের বাইরে।'

'সঠিক সময়ে দেখবেন সেটা,' বলল রানা, 'আমার কাজ শেষ হলে যদি বেঁচে থাকেন, জেলে যাবেন আপনারা।'

সরু চোখে রানাকে দেখছে গ্রেবার। 'আপনি বোধহয় জানেন না, মিস্টার রানা, আমি কতখানি ক্ষমতাশালী লোক।'

স্মিত হাসল রানা। 'আমার ধারণা, ডক্টর, আমিও তেমনই কেউ। টক্কর খেলেই টের পাবেন।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে।

একটু পর কঠোর সুরে বলল গ্রেবার, 'আমি আসলেই নিশ্চিত

নই আপনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। ডেমিয়েন মারা গেলেও সমস্যা নেই আমার। কোথাও কোনও প্রমাণ পাবেন না।'

'অভাব হবে না প্রমাণের, ডক্টর,' বলল রানা, 'আপনার বিরুদ্ধে বহু তথ্য সরবরাহ করবে ডেমিয়েনের লাশ।'

বাঁকা হাসল ডেভিড গ্রেবার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। কিন্তু দশ কদম যেতেই পিছন থেকে বলল গ্রেবার, 'আপনি যে পরিস্থিতিতে আছেন, যেকোনও সময়ে খুন হয়ে যেতে পারেন, মিস্টার রানা।'

ঘুরে চাইল রানা, বরফের মত ঠাণ্ডা চোখদুটো। ঠোঁটে শীতল হাসি। সহজ সুরে বলল, 'চিরকাল কেউ বাঁচে না, ডক্টর।'

অসংখ্য গাছের কাণ্ড ও পাতার মাঝ দিয়ে দেখছে সে বহু দূরে রোদের সোনালি আলো। হয়ে উঠেছে খুব সতর্ক। হামলা করবে সামনের ওই শহরে। নাকে আসছে তপ্ত ইলেকট্রিক সার্কিট ও পোড়া তেলের গন্ধ। বাতাসে মানুষের ঘামের কুবাস। দিনের আলো এড়িয়ে ছায়া আর অন্ধকার বেছে নিয়ে সবুজ পাতার আড়াল ব্যবহার করে সামনে বাড়ছে সে।

গভীর অরণ্যে কেউ দেখবে না। লুকিয়ে থাকবে ও। মস্ত বড় সব গাছের কাণ্ড উঠে গেছে এক শ' ফুটেরও বেশি ওপরে, ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে নানানদিকে। ঘন পাতার কারণে মাটিতে নামে না সূর্যের আলো। চারপাশ প্রায় অন্ধকার

ছায়ার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে সে সামনের ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করে। তার কোনও প্রয়োজন নেই বিশ্রাম নেয়ার। বার-বার থেমে দেখে নিচ্ছে চারপাশ মনের চোখে দেখছে ওই লোক আর তার কালো নেকড়েকে আগের মত ভুল করবে না আর, প্রথমেই ছিঁড়ে ফেলবে ওই লোকের গলা বুক চিরে বের করে নেবে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস ছিঁড়ে দু'টুকরো করে দেবে ওই নেকড়ের

বাচ্চাকে!

মাইলের পর মাইল এক নাগাড়ে দৌড়ে চলেছে সে। বুঝতে পারছে, পৌঁছে গেছে শেষ রিসার্চ স্টেশনের খুব কাছে।

হ্যাঁ, ওখানে থাকবে অনেক লোক...

তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই!

বেশ কয়েক ঘণ্টা একাধারে ছুটেছে, এবার কমাল গতি। হাঁপ ধরেছে কিছুটা। খিদেও লেগেছে। নতুন করে শক্তি পেতে চাইলে দরকার রক্ত-মাংস। সেজন্য খুঁজে নিতে হবে শিকার। অসুবিধা নেই, জঙ্গলে অভাব নেই জানোয়ারের। একবার খেয়ে নেয়ার পর আবারও রওনা হবে সে ফ্যাসিলিটি লক্ষ্য করে।

আর রাত নামলে...

খল-খল করে হাসল সে।

সামনেই থাকবে সুস্বাদু একদল লোক!

হ্যাঁ, বাঁচতে দেবে না সে কাউকে!

ইনফার্মারিতে ঢুকে রানা দেখল, প্রফেসর সিরাজউদ্দীন বাঙালির বেড ঘিরে জড় হয়েছে কয়েকজন, মনোযোগ দিয়ে শুনছে বৃদ্ধের বক্তব্য। বেডের একদিকে তানামুরা ও ওয়েইলার, অন্য দিকে চেয়ারে জিনা উইলসন। একটু আগে হেলিকপ্টারে করে দূরের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে আহত প্রেস্টন ওয়েস্টকে। সে বিদায় হয়েছে বলে খুশি তানামুরা, ওয়েইলার ও জিনা। মুখে বলছে না কিছু, কিন্তু কমিউনিকেশন এক্সপার্ট হিসাবে যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারেনি ওই ব্রিটিশ লোকটা।

ভারী গলায় কথা বলছেন প্রফেসর: 'আবারও বলব, বড্ড কষ্ট পেয়েছি, সাহসী মানুষগুলো এভাবে মরে গেল।' চুপ হয়ে গেলেন তিনি, যেন নীরবে সম্মান দেখালেন মৃত সৈনিকদেরকে। 'তাদের জন্যে এখন আর কিছুই করার নেই আমাদের। কিন্তু যারা বেঁচে

আছে, তাদের জন্যে কিছু করা উচিত। আর সে-কারণেই তোমাদের সবাইকে আসতে বলেছি।'

চুপ করে থাকল সবাই। সবার মনোযোগ প্রফেসরের দিকে।

'ক্রোমোসোমাল ম্যানিপুলেশন আসলে,' বললেন তিনি।

চট্ করে জিনা আর রানা পরস্পরকে দেখল। চকচক করছে জাপানি সৈনিকের চোখ। নাক কুঁচকে রেখেছে ওয়েইলার।

'এ ছাড়া ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয় ব্যাপারটার,' বললেন সিরাজউদ্দীন, কণ্ঠে অসীম ক্লান্তি। 'সন্দেহ করেছি আগেই, কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না। আর পরে রানা জানাল ওটা কথা বলতে পারে।'

প্রফেসর এ বিষয়ে আলাপ করতে পারেন ধারণা করে আগেই দলের সবাইকে সংক্ষিপ্তভাবে ব্রিফ করেছে রানা। হতভম্ব হলো না কেউ।

বৃদ্ধ প্রফেসরকে বলল রানা, 'মনে হয়েছিল কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে ওটার। জানত কী বলতে চায়, কিন্তু জিভ নড়ছিল না।'

'স্বাভাবিক,' মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন, 'এমনই হওয়ার কথা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, 'আমাকে রক্ষা করেছ, সেজন্যে আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাদের সবাইকে। নিজের চেষ্টায় কখনও ফিরতে পারতাম না ওই পাহাড়ি এলাকা থেকে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছ তোমরা আমার জন্যে। একবারও ভাবোনি চলে যেতে পারো আমাকে ফেলে। জীবনের মস্ত ঝুঁকি পাত্তা দাওনি, এ সাহসের কোনও তুলনা হয় না। তোমাদের কাছে চিরকালের জন্যে ঋণী হয়ে থাকলাম। ...যাই হোক, যে-কারণে ডেকেছি, তা বলছি। তোমরা হয়তো জানতে চাইবে, কোথা থেকে এল ওই দানব, আসলে সে কে... আমি এর ব্যাখ্যা দিতে পারি, কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ দিতে পারব না। ...গত কয়েক দিন লড়াই

করে হতক্লান্ত তোমরা, কাজেই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বেশি সময়ও নেব না।'

'আপনি বলুন, প্রফেসর,' বলল তানামুরা। 'আমরা শুনছি। আমাদের জানার অধিকার আছে, আসলে ওটা কী।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। 'বেশ, তোমরা জানতে চাও আসলে ওই দানব কে বা কী। সাধ্যমত জানাব তোমাদেরকে। আমার কথা যদি অযৌক্তিক বা অবিশ্বাস্য মনে হয়, তবু বাধা দিয়ো না, আগে পুরোটা শুনো। পরে বিচার করে দেখবে ভুল বলেছি কি না।'

'কখনও কোনও অযৌক্তিক কথা বলতে শুনিনি আপনাকে, স্যর,' বলল রানা।

গম্ভীর মুখে মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'বেশ, বলছি: গতকালও যার সঙ্গে লড়াই করেছ, ওই দানব এর আগে কখনও ছিল না পৃথিবীতে। ওটাকে তৈরি করেছে একদল বিজ্ঞানী। কৃত্রিম জানোয়ার। ওটা স্রষ্টার সৃষ্টি নয়, আমেরিকার জনা কয়েক বদ্ধ উন্মাদ বিজ্ঞানীর কীর্তি। যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে, শক্তি বা গতির দিক থেকে মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত সে। হিংস্রতাও অনেক বেশি। সবাই তা দেখেছ। কিন্তু আদিম মানুষের সাধ্য ছিল না কথা বলার। এটা এক রহস্য। তা হলে কি একই সঙ্গে মানুষ ও আদিম মানুষের জিন বহন করছে সে?' সবাইকে দেখে নিলেন। 'আদিম আমলের মানুষ ছিল প্রায় জানোয়ারের মত, আমাদের ভেতরেও রয়ে গেছে ওই হামলার আগ্রহ, আর সেটা আমরা সামলে সুমলেও রাখি। কিন্তু আমাদের দানব কোনও কিছুকে বাধা বলে মনে করে না, সামলেও রাখে না। বিবেক বা নৈতিকতা তার নেই। শুধু নিজের ইচ্ছা পূরণ করে। আসলে মানুষ ছাড়া অন্য সব প্রাণী তা-ই করে। কোনও ধরনের বাধা ওই দানবের পছন্দ নয়। দ্বিধা না করেই লাশ ফেলে দেয়। রক্ত আর মাংস পছন্দ, তাই

ইচ্ছেমত হামলা করে। ...মানুষের মত প্রতিশোধ নেয়, কথা বলে ইংরেজি ভাষায়। যেটা আদিম মানুষ পারত না।'

প্রফেসর থেমে যাওয়ার পর বলল তানামুরা, 'এর কী ব্যাখ্যা দেবেন আপনি, স্যর?'

'সহজ ব্যাখ্যা দেব,' বললেন সিরাজউদ্দীন, 'প্রাচীন এক বরফে ভরা সংরক্ষিত গুহা থেকে নেয়া হয়েছে মৃত আদিম মানুষের জিন, আর তা মিশিয়ে দেয়া হয়েছে আধুনিক মানুষের দেহে। এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত উত্তর। একসময় আধুনিক মানুষ ছিল সে, কিন্তু এসব রিসার্চ স্টেশনের গবেষণার কারণে হয়ে গেছে আধ-খাপচা এক আদিম মানুষ। না সে আদিম মানুষ, না আধুনিক। অনায়াসেই খুন করে খেয়ে ফেলছে মানুষকে। তাই করত দশ হাজার বছর আগের মানুষ। কথা বলতে পারত না, যোগাযোগ মাধ্যম ছিল প্রাচীন, আবেগ বলতে ছিল শুধু প্রতিহিংসা, রাগ ও লোভ।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'গত ক'দিন তোমরা সাধারণ কোনও জন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করোনি। বহুকাল আগে থেকে মানুষ একটু একটু করে যেসব হিংস্র অনুভূতি দমন করেছে, সেসব বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আঁধার জগতের ওই জানোয়ার শুধু তাই নয়, তার আবার আছে মানুষের মত কূট-বুদ্ধি। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করছে না বলে আগের মতই আদিম কোনও পরিবর্তন নেই তার ভেতর অথচ তার রয়েছে অস্বাভাবিক দৈহিক বা মানসিক শক্তি।'

চুপ করে আছে সবাই।

রানা ভাবছে: এরপর কী করবে। প্রফেসর এখনও দুর্বল ও অসুস্থ তাঁকে সরিয়ে নেয়া যাবে না এখান থেকে। বাধ্য হলে তা-ই করবে, কিন্তু তাতে রয়েছে মস্ত ঝুঁকি। আকাশ-পথে গেলে মানুষটার যেকোনও সময়ে হার্ট অ্যাটাক হতে পারে।

'আধুনিক বিজ্ঞান অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি করেছে,' বললেন

সিরাজউদ্দীন। কারও দিকেই চেয়ে নেই। ‘কিন্তু ওই জ্ঞান কখনও হয়ে উঠছে মানুষের ধ্বংসের মূল। অথচ, স্রষ্টা হয়তো চাননি এভাবে মানুষ নিজেদের সর্বনাশ করুক।’

তানামুরার চোখে চোখ রেখে আবারও প্রফেসরের দিকে চাইল রানা। নরম সুরে বলল, ‘স্যর, আপনি বলেছিলেন চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে, কিন্তু ডাক্তাররা বলেছে, এ মুহূর্তে আপনাকে সরিয়ে নেয়া সম্ভব হবে না। পরে...

‘জানি কী ভাবছ,’ হাত তুলে বাধা দিলেন সিরাজউদ্দীন। ‘এসব রিসার্চ স্টেশনে হামলা করছে বলেই বুঝতে পারছি, জরুরি কিছু খুঁজছে ওটা। এমন কিছু, যা পরিপূর্ণতার জন্যে তার দরকার না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না। আর সেজন্যে যখন আসবে, খুন করবে যাকে পাবে তাকেই। বাঁচতে দেবে না কাউকে। কাজেই এখান থেকে কেউ চলে না গেলে হয়তো রাতেই খুন হবে। বুঝতে পারছি আজ রাতেই হয়তো হামলা করবে ওই দানব, কিন্তু সেজন্য আমি ভীত নই।’

একটু সামনে ঝুঁকল রানা। ‘আপনি থাকছেন, কাজেই আমিও থাকছি। থাকবে হাণ্টারও। সৈনিকরাও ফ্যাসিলিটি ফেলে যাবে না। ওরা ভাবছে যুদ্ধে জিতে যাবে ওটার বিরুদ্ধে। জানি না, হয়তো সত্যিই তা-ই হবে। প্রত্যেকের সঙ্গে আছে প্রচুর গুলি সহ রাইফেল। অন্য সব স্টেশন থেকে অনেক নিরাপদ এই ফ্যাসিলিটি। ওই দানবের জন্যে খুব সহজ হবে না ঢুকে পড়া।’

অন্যদেরকে দেখে নিল রানা, তারপর বলল, ‘আমি খুঁজে বের করব এই রিসার্চ স্টেশনের ল্যাবোরেটরি, দেখব ওখানে কী আছে। ...স্যর, আপনি সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত এখানে থাকছি আমি। ...তানামুরা, টড, জিনা, তোমরা যে সিদ্ধান্তই নাও, তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র নষ্ট হবে না আমার।’

‘আমি থাকছি,’ সোজা জানিয়ে দিল জিনা।

জবাব দিল না তানামুরা, চোখ বলে দিল ভয় নেই অন্তরে।

'নিজেকে ভীতু মানুষ মনে করি না,' বলল টড ওয়েইলার। 'আমিও থাকছি।'

'ধারণা করেছিলাম পরিণতি যাই হোক, তোমরা রয়েই যেতে চাইবে,' বললেন সিরাজউদ্দীন। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'আর এ কারণেই কখনও কষ্টকর হয়ে ওঠে জীবন। তোমাদের কেউ আহত হলে বা মারা গেলে অপরাধবোধে ভুগব আমি। চাই না আমার কারণে মরতে হোক কাউকে। নিশ্চিত জেনো, আসছে ওই দানব। নতুন করে লড়তে হবে তোমাদেরকে। তখন আমার কথা ভুলে যেয়ো। ওটা কিন্তু কোনও দ্বিধা করবে না হত্যা করতে। ভয় নেই ওটার মনে। দয়া বা কোমলতা নেই। ভয়ঙ্কর এক জন্তু। তার বিরুদ্ধে লড়ে জিততে চাইলে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে সব আবেগ। তোমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ওটাকে ধ্বংস করা।'

তাঁর বাহুতে হাত রাখল জিনা, মৃদু হাসল। 'আমরা তা-ই করব, প্রফেসর। বিশ্রাম নিন, ওটাকে শেষ করে আপনাকে ভাল কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

স্নেহ নিয়ে ওর দিকে চাইলেন বাঙালি প্রফেসর। একটু পর আনমনে বললেন, 'ভাবছি, দশ হাজার বছর আগে কী কারণে বিলুপ্ত হলো ওই দানবের পূর্বপুরুষ। আগে ছিল ইকোসিস্টেমের টপ লিস্টে। বলতে গেলে কোনও শত্রু ছিল না ওর। অথচ, ঝাড়ে বংশে শেষ হয়ে গেছে। ধ্বংস হলো কী করে, ভেবে পাইনি।'

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। বিকেল হতে চলল। কয়েক ঘণ্টা পর নামবে আঁধার। বেশি সময় নেই হাতে, তৈরি হয়ে নিতে হবে ওদেরকে।

প্রফেসরের বাহুতে হাত রাখল রানা। নরম সুরে বলল, 'স্যার, বিশ্রাম নিন। আমরা তৈরি থাকব ওটার জন্যে। মনে রাখব একটু

আগে বলা আপনার কথা: দশ হাজার বছর আগে যে কারণেই হোক, বিলুপ্ত হয়েছিল ওরা। একবার যদি তাদেরকে শেষ করে দেয়া হয়ে থাকে, আমরাও পারব এই দানবটাকে শেষ করতে।'

তেরো

প্রাথমিক পরিচয়-পত্র দেখিয়ে, আর্মির তৈরি আইন ও নিয়ম মেনে প্রথমবারের মত রিসার্চ স্টেশনের আর্মারিতে ঢুকল তানামুরা ও জিনা। জাপানি যোদ্ধার পরনে জাঙ্গল ফেটিগ, জিনার গায়ে কুচকুচে কালো বিডিইউ। কালচে-সোনালি ঘন চুল তিন ভাঁজ করে পনি টেইল করেছে। চোখে কালো সানগ্লাস। এখন থেকে পরে থাকলে রাতে যখন নাইট-ভিশন গগল্‌স্‌ পরবে তখন ঘন আঁধারেও পরিষ্কার দেখতে পাবে সব কিছু।

রয়্যাকে রাখা একের পর এক অস্ত্রের ওপর চোখ বোলাল তানামুরা ওর দিকে চেয়ে আছে আর্মির মাস্টার সার্জেন্ট।

কিছুক্ষণ পর বলল তানামুরা, 'ওই দেয়ালের কাছের ক্রেইগ হেভিওয়েইট ব্যারেলের এম-১৪ দিন, সঙ্গে বিশ গুলির দশটা ম্যাগাযিন। এ ছাড়া, .৪৫ ক্যালিবারের চারটে বাড়তি ম্যাগাযিন চাই।'

অস্ত্র ও ম্যাগাযিন কাউন্টারে নামিয়ে রাখল সার্জেন্ট। নেভি সিল সৈনিকদের প্রিয় অস্ত্র এম-১৪, কারণ নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে ওটা। .৩০৮ ক্যালিবারের বুলেট থামিয়ে দিতে পারে ছুটন্ত মোষ। ওই অস্ত্রকে বলা যেতে পারে একটা শিল্প।

'টাইটেনিয়ামের ফায়ারিং পিন বসানো আছে কাঁচের বেড়ে, মসৃণভাবে কাজ করবে,' মন্তব্য করল সার্জেন্ট। 'আগেও ব্যবহার করা হয়েছে ওই .৪৫, কাজেই ধরে নিতে পারেন এ-দুটো অস্ত্র কোনও ঝামেলা করবে না।'

কিছুই না বলে রাইফেল তুলে নিল তানামুরা, ভিতরে ভরল ম্যাগাযিন, পরক্ষণে খুলে ফেলল। 'রাতের আগেই প্র্যাকটিস করতে চাই, সেক্ষেত্রে কোথায় যেতে হবে আমাকে?'

'বেসের পিছনে ফায়ারিং রেঞ্জ। এক শ' গজ টার্গেটে জিরো ইন করতে লাগবে বড়জোর দু'মিনিট। কোনও স্কোপ লাগবে?'

'নিজের চোখই যথেষ্ট,' বিড়বিড় করল জাপানি যোদ্ধা। সংগ্রহ করে নিল নিজের জন্য বেল্ট, ম্যাগাযিন ও রিভলভারের হিপ হোলস্টার।

ওর নেয়া শেষ হলে নরম সুরে বলল জিনা, 'আমার লাগবে .৫০ ক্যালিবারের ব্যারেটের জন্য তিরিশটা বুলেট। এ ছাড়া, সাতটা বাড়তি ম্যাগাযিন। পরিষ্কার করার কিটও চাই।'

'কোনও সমস্যা নেই,' বলল সার্জেন্ট। এক মিনিটের ভিতর সব বুঝিয়ে দিল সে।

'রেঞ্জে দেখা হবে,' জিনাকে বলল তানামুরা। 'আগে থেকে মতিগতি না বুঝে ব্যবহার করি না কোনও অস্ত্র।'

'আধ ঘণ্টা পর দেখা হবে,' বলল জিনা। ছোট এক ডাফল ব্যাগে ভরল অ্যামিউনিশন ও ম্যাগাযিন। 'তার আগে পরিষ্কার করব ব্যারেট, তেলও দেব। মাউণ্টে স্কোপটা ঠিকমত বসাব। আমার ধারণা, ঝাঁকি খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে অ্যালাইনমেণ্ট।'

'হতেই পারে। তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। অস্ত্র পরীক্ষা করার পর প্রস্তুতি নিতে হবে রাতের জন্যে।'

'রাত নামতে কতক্ষণ বাকি?' সার্জেন্টের কাছে জানতে চাইল জিনা।

‘আরও তিন ঘণ্টা, ম্যাম।’

‘যথেষ্ট সময়। ঠিক আছে, আধ ঘণ্টা পর দেখা হবে রেঞ্জে।’

দরজা পেরিয়ে চলে গেল দীর্ঘদেহী জাপানি সৈনিক। সারি সারি অস্ত্রের দিকে মনোযোগ দিল জিনা। খুঁজছে এমন কোনও অস্ত্র, যেটা ভেদ করবে দানবের পুরু চামড়া। ‘আমাদের দলের টড ওয়েইলার কী নিয়েছে?’ জানতে চাইল। উপযুক্ত কোনও অস্ত্র দেখছে না।

‘ওই বিরাট লোকটা?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওই যে যার গাল পোড়া?’

‘হুঁ।’ একটু বিরক্ত হলো জিনা। ‘আপনার মনে আছে সে কি নিয়েছে?’

একটা ক্লিপবোর্ড তুলে নিয়ে শিস বাজাল সার্জেন্ট। ‘বাপরে! ওই লোকই তো খালি করে দিয়েছে আমাদের স্টোর। প্রথমে নিয়েছে বারো গেজের পঞ্চাশটা ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম শটগান রাউণ্ড, তারপর নিয়েছে .৫০ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগলের চল্লিশটা বুলেট। ভাবলাম আর কিছু নেবে না, কিন্তু কীসের কী, এরপর নিল দশটা অ্যান্টিপার্সোনেল গ্রেনেড।’ চোখে ভীতি নিয়ে জিনাকে দেখল সে।

চুপ করে আছে জিনা পাহাড়ে-জঙ্গলে ওদের টিম কী মোকাবিলা করেছে, তা নিয়ে আলাপ হয়েছে রেঞ্জার সৈনিকদের ভিতর। সবাই এখন জানে, পাহাড়ে ওদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলেছে ওই দানব এই বেসে ওরা আসবার পর সতর্ক হয়ে গেছে সবাই। এখন প্রত্যেকের সঙ্গে ভারী ক্যালিবারের রাইফেল বা রিভলভার এমন কী নিরাপদ বেসের বুকে বসেও শোল্ডার হোলস্টারে .৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার রাখছে মাস্টার সার্জেন্ট। আরেকটা হোলস্টার ঝুলছে উরুর পাশে। নিয়ম ভেঙে পাশের

দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গ্যারান্ড। একসময় ওটা ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সেলফ লোডিং ব্যাটল রাইফেল।

ভাবল জিনা, সবাই জানে আমাদের টিমের কপালে কী ঘটেছে। এরপরেও যদি সত্যিই বিধ্বস্ত হয় এই ফ্যাসিলিটি, তাতে সময় লাগবে অনেক।

'অবস্থা কি অতই খারাপ, ম্যাম?' জানতে চাইল সার্জেন্ট। সরু করে ফেলেছে চোখ।

ভুরু কুঁচকে ভেবে নিল জিনা, তারপর আস্তে করে মাথা দোলাল। 'সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু হতে পারে।' সরাসরি সার্জেন্টের চোখে চাইল। 'আর দুঃখের কথা, তখন ওই পুরনো গ্যারান্ড আপনার কোনও কাজে আসবে না।'

হতবাক হয়ে গেল লোকটা। নার্ভাস হয়ে জানতে চাইল, 'কোন্ অস্ত্র কাজে আসবে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল জিনা। 'প্রার্থনা।'

হাঁ হয়ে গেছে সার্জেন্ট।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল জিনা, 'শেষ বুলেট রাখুন নিজের জন্যে। কারণ ওটা আপনাকে ধরলে অনেক বেশি কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।'

কাঁচ-ঢাকা আইসিইউ-এর ছোট্ট কিউবিকলের বাইরে দাঁড়িয়ে অচেতন প্রফেসর সিরাজউদ্দীনকে দেখছে কুটিল মনের বিজ্ঞানী ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। আবারও জ্ঞান হারিয়েছেন বাঙালি বৃদ্ধ। কড়া ওষুধ দেয়া হয়েছে ব্লাড প্রেশার কমাতে তাতে আগের চেয়ে নিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস।

ধীরে ধীরে ঠোঁটে হাসি ফুটল ডক্টর গ্রেবারের সাবধানে ডান পকেট থেকে নিল সিরিঞ্জ। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল প্লাস্টিকের

সেফটি ক্যাপ।

যা করবার ঝটপট, কেউ দেখবে না কী করা হয়েছে। কোনও ঝামেলাও হবে না, চুপচাপ প্রফেসরের আইভি ক্যানিউলার ভিতর ইনজেক্ট করবে ওর এক্সপেরিমেন্টাল সিরাম, তারপর গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে ল্যাবোরেটরি থেকে দেখবে কী ঘটে। যদি ঠিকভাবে দানব তৈরির রিসেপ্টর আর ট্র্যান্সমিটার জিন সরিয়ে নেয়া হয়ে থাকে, এই সিরামের কারণে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠবে বাঙালি প্রফেসর। আর, তা যদি না হয়, জেনেটিক ট্র্যান্সফর্মেশনের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে খুন হবে লোকটা। তাতে কী-ই বা যায় আসে? বড়জোর মরবে বুড়ো-হাবড়া এক অকর্মা লোক। অথচ, ভাবাই যায় না কত বিরাট উপকার হবে বিজ্ঞানের। এজন্য দু'-এক শ' লোক বলি দিতে দ্বিধা করবে না অনেকেই, আর তাদেরই একজন ডেভিড গ্রেবার।

একবার নিখুঁতভাবে কাজ করলেই বন্ধ করা হবে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা। কখনোই এ সিরাম পৌঁছবে না সাধারণ মানুষের হাতে। উপকৃত হবে দুনিয়ার নামকরা ক্ষমতাশালী নেতা-নেত্রীরা। তাদের থাকবে না কোনও রোগ, বাঁচবে শত-সহস্র বছর, হয়তো একসময় হয়ে উঠবে অমর। আর সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের সঙ্গে কোনও তফাৎ থাকবে না তাদের।

আসলে কিছুদিনের ভিতর আমেরিকা হয়ে উঠবে গোটা পৃথিবীর মালিক। হাজার হাজার বছর ধরে আমেরিকানরা শাসন করবে দুনিয়ার সমস্ত জাতির মানুষকে। আমেরিকানদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করতে পারবে না কেউ। ইতিহাসে যা হয়নি কখনও, তাই করবে আমেরিকানরা তাদের রাজত্ব চলবে লাখ লাখ বছর ধরে।

ফাঁকা আইসিইউ-তে ঢুকে মাত্র একজন নার্সকে দেখেছে ডেভিড গ্রেবার। মেয়েটা বসে আছে মনিটরের সামনে। মাঝে মাঝে প্রফেসরের ভাইটাল সাইন দেখে নোটিফিকেশন নিচ্ছে।

পাত্তা না দিয়ে প্রফেসরের রুমের দিকে চলল গ্রেবার। কে বাধা দেবে, তাকে একবার দেখে নিয়ে কাজে মন দিল নার্স। এবার নিশ্চিন্তে বাঙালি বুড়ো-হাবড়ার শরীরে সিরাম ইনজেক্ট করবে গ্রেবার। মনে মনে হাসল। দেখা যাক কী হয়!

সত্যিই হয়তো এই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে পারবে ওই দানব। সেক্ষেত্রে খুন হবে অসংখ্য সৈনিক। হয়তো স্টিলের দেয়াল ছিঁড়ে ঢুকবে ফ্যাসিলিটিতে, কিন্তু ভল্টের ভিতর নিজের লোকসহ নিরাপদে থাকবে সে। কারও সাধ্য নেই তার কোনও ক্ষতি করে।

পা টিপে টিপে নির্দিষ্ট রুমের দরজার দিকে চলেছে গ্রেবার, অথচ কিছুই জানেন না অচেতন, অসুস্থ প্রফেসর। ঘরে ঢুকে সাবধানে সিরিঞ্জের মুখ থেকে প্লাস্টিকের কাভার সরাল সে।

চার সেকেণ্ড... ব্যস, তাতেই হবে... দরকার মাত্র চারটে সেকেণ্ড...

আইভির ইনজেকশন পোর্টের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল গ্রেবার, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে জটিল হাসি। এবার...

ঠিক তখনই বেড ঘুরে এদিকে এল বিশাল, কালো কী যেন! ওটার বুক থেকে বেরোল নিচু গর্জন। ঘরের মাঝে মস্ত নেকড়ে দেখে হাঁ হয়ে গেল গ্রেবার। হিংস্র চোখে চেয়ে আছে ওটা তার দিকে! মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে সাদা, ক্ষুরধার দাঁত! মাথার পিছনে লেপ্টে গেছে দুই কান, ফুলে উঠেছে শক্তিশালী কাঁধ!

প্রফেসর আর গ্রেবারের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে বুক কাঁপিয়ে দেয়া আরেকটা নিচু গর্জন ছাড়ল কালো নেকড়ে। থরথর করে কাঁপছে মেঝের টাইল্‌স্।

দরদর করে ঘামতে লাগল ডেভিড গ্রেবার, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে দেহ জুড়ে অদ্ভুত এক কাঁপুনি। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। নার্সকে ডাক দেবে, কিন্তু গলা দিয়ে বেরোল না আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিসফিস করল, 'হায়, ঈশ্বর! ...আমি... বাছা...

আস্তে করে হাত দোলাল বাতাসে। ‘দূরে... থাকো, বা-বাছা! ...লক্ষ্মী কুকুর!’

সামনে থেকে নড়ল না কালো নেকড়ে। চিতাবাঘের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে ওটার চোখ।

কিছুক্ষণ পর গ্রেবার বুঝল: যেহেতু এখনও খুন হয়নি, কাজেই সম্ভাবনা আছে, তা করবে না নেকড়ে। একটু সাহস পেল গ্রেবার, টিপে দিল নার্সকে ডাক দেয়ার কলিং বেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘরে ঢুকল নার্স তার চোখ প্রথমে পড়ল নেকড়ের ওপর।

‘হান্টার!’ কড়া সুরে ডাকল।

নড়ল না নেকড়ে, তবে পিছিয়ে গেল আধ ফুট। কিন্তু চোখ সরল না ডেভিড গ্রেবারের ওপর থেকে।

নেকড়ে সামান্য পিছিয়ে গেছে দেখে সাহস ফিরে পেল গ্রেবার, গলা স্থির রেখে নার্সকে বলল, ‘নার্স, এটা কী? এটা কেন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে?’

‘তেমনই আদেশ দেয়া হয়েছে, স্যর।’

‘কে আদেশ দিয়েছে?’

‘লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, স্যর।’

চুপ করে আছে গ্রেবার, কয়েক সেকেণ্ড পর বড় করে দম নিয়ে বলল, ‘বলো তো, কী কারণে এমন নির্দেশ দিলেন তিনি? উনি কি জানেন না হাসপাতালের নিয়ম? কী কারণে একটা কুকুর রাখা হবে আইসিইউ-তে?’

‘ওটা নেকড়ে, স্যর।’

‘তাতে আমার কিছুই না!’ চোখে রাগ নিয়ে নার্সকে দেখল গ্রেবার। ‘কুকুর না নেকড়ে সেটা বড় কথা নয়, এখানে কেন ওটা?’

নার্সের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে হেভিলি আর্মড় এক যুবতী

কমাণ্ডো। পনি টেইল করেছে কালচে-সোনালি চুল। পরনে কালো ফেটিগ। বেল্টে দুটো পিস্তল, কাঁধের স্লিঙে প্রকাণ্ড এক রাইফেল। সন্দেহ নিয়ে গ্রেবারকে দেখছে সে। জানতে চাইল নিষ্কম্প কণ্ঠে, 'এখানে কী চাই আপনার?'

'হাসপাতালের আইসিইউ-এর নিয়ম ভেঙেছেন, কাজেই যা বলার লে. কর্নেলকেই বলব আমি,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল গ্রেবার।

'হাণ্টার,' নেকড়ের দিকে চেয়ে নিচু স্বরে বলল যুবতী, 'ডাউন!'

গ্রেবারের ওপর থেকে চোখ সরাল না নেকড়ে।

বিজ্ঞানী বুঝল, এখন প্রফেসরের দিকে এগোলেই খুন হবে সে।

'হাণ্টার!' আবারও নির্দেশ দিল যুবতী কমাণ্ডো। 'ডাউন!'

নড়ল না নেকড়ে।

গ্রেবারের দিকে চোখ সরু করে চাইল মেয়েটা। 'ডক্টর, আপনাকে পছন্দ করছে না হাণ্টার।'

গ্রেবারের মেরুদণ্ড বেয়ে বইছে হিমশীতল স্রোত। চেহারায় ছাপ পড়ল ভয়ের। 'আমি এই ফ্যাসিলিটির সিনিয়র মেডিকেল স্টাফ... ইয়ে...

'লেফটেন্যাণ্ট,' বলল যুবতী।

'লেফটেন্যাণ্ট,' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'হ্যাঁ, লেফটেন্যাণ্ট, আমি ফ্যাসিলিটির সিনিয়র মেডিকেল সুপারভাইযার। তোমাকে নির্দেশ দিলাম, ওই নেকড়েকে সরিয়ে না নেয়া গেলে, দেরি না করে গুলি করবে ওটাকে।' খুব সাবধানে ইণ্টারকমের দিকে হাত বাড়াল সে।

চাপা গর্জন ছাড়ল হাণ্টার।

'গার্ডরা আসার আগেই ওটাকে সরিয়ে নাও,' নিচু স্বরে বলল গ্রেবার। কণ্ঠে কোনও হুমকি নেই।

ফুলে উঠেছে হান্টারের কালো রোম, বাতাসে চাপা গর্জন। যে কারণেই হোক, ভয়ঙ্কর খেপে গেছে নেকড়ে। কারণ বুঝতে পারল না জিনা। 'না, ডক্টর,' সতর্ক সুরে বলল ও, 'আমার মনে হয় না এখন ওকে স্পর্শ করা উচিত।'

হান্টারকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে জিনা।

ইন্টারকমের বাটন টিপল গ্রেবার।

নেকড়ের দিকে চেয়ে আছে জিনা, চোখে সামান্য ভয়। কড়া সুরে বলল, 'হান্টার! শুয়ে পড়ো! শুয়ে পড়ো!'

নড়ল না মস্ত নেকড়ে।

ইন্টারকমে নিচু স্বরে কথা বলছে গ্রেবার। কয়েক সেকেণ্ড পর রেখে দিল রিসিভার। জিনা ও নেকড়েকে দেখে নিয়ে ঠোঁটে ফুটল সরু হাসি। 'দুশ্চিন্তা কোরো না, লেফটেন্যান্ট। কাজে আসবে এমন একদল লোককে ডেকে পাঠিয়েছি, ত্রিশ সেকেণ্ডে পৌঁছে যাবে তারা। দেরি করবে না ওটাকে খুন করতে।'

সত্যিই কোথা থেকে যেন ছুটে এল এক স্কোয়াড সৈনিক। জিনা দেখল, সংখ্যায় তারা ছয়জন। পুরোপুরি সশস্ত্র। ঝট্ করে নেকড়ের দিকে তাক করল এম-১৬।

পথ ছাড়ল না জিনা, যদিও ভয় পেয়েছে। সৈনিকদের উদ্দেশে কড়া সুরে বলল, 'সার্জেন্ট, আমি সিনিয়র অফিসার এখানে!'

'ক্-কিন্তু...'

'কোনও কিন্তু নেই,' ধমক দিল জিনা, 'সিনিয়র অফিসার হিসেবে নির্দেশ দিচ্ছি, এখনই ডেকে আনো লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে, যাও!'

শক্তপোক্ত দেহের সার্জেন্টের বাম কাঁধে ৮২তম এয়ারবোর্ন লেখা। নেকড়েকে একবার দেখে নিয়ে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, লেফটেন্যান্টের নির্দেশ পালন করো!'

তার এক সৈনিক রেডিয়ো করল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানকে।

তখনই সৈনিকদের মাঝ দিয়ে এল রানা, কারও অনুমতির তোয়াক্কা না নিয়েই ঢুকল কিউবিকলে। থামল না, কোনও মনোযোগও দিল না সৈনিক বা জিনার দিকে। ঘাড় ধরে পিছিয়ে নিতে চাইল নেকড়েকে।

বাধা তৈরি করে হাঁচড়েপাচড়ে একই জায়গায় রয়ে যেতে চাইল হাণ্টার। জোর খাটিয়ে সরাতে গিয়ে চাপা স্বরে বলল রানা, 'নো, হাণ্টার!'

কিছুতেই নড়বে না নেকড়ে।

চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'প্রফেসরকে পাহারা দে!'

খুব বিরক্ত মনে হলো হাণ্টারকে, কঠোর চোখে চেয়ে আছে গ্রেবারের চোখে। মাথা নাড়ল বার কয়েক, হতাশ।

সময় ব্যয় না করে ডক্টর গ্রেবারের সামনে চলে গেল রানা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অল্প অল্প কাঁপছে।

তখনই তার হাতে ওষুধের সিরিঞ্জ লক্ষ করল রানা।

তার হাত খপ্ করে ধরে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে সিরিঞ্জটা নিয়ে নিল ও। একবার দেখল সিরিঞ্জের ভিতরের স্বচ্ছ হলদে তরল। জানতে চাইল, 'এটার ভেতরে কী, ডক্টর?'

'ব্যথা কমিয়ে দেয়ার ওষুধ।'

'তাই?' প্রফেসরকে একবার দেখল রানা 'মনে তো হচ্ছে না তাঁর কোনও ব্যথা আছে ' ডক্টরের চোখে চোখ রাখল রানা। 'ঠিক আছে, পরে দেখব ওটা কীসের।'

'ভাবছেন এ জিনিসের মেডিকেল পরীক্ষা করতে পারবেন আপনি?' বিদ্রূপের সুরে বলল গ্রেবার, 'ট্রমার এ রোগীর চিকিৎসা ব্যাহত করেছেন। চাইলে জোর করে আপনাদেরকে বের করে দিতে পারি এই ফ্যাসিলিটি থেকে। অথবা প্রয়োজন বোধ করলে আটকে রাখতে পারি এই ফ্যাসিলিটির জেলখানায়।'

'মনে করি না তা পারবেন, ডক্টর,' অলস ভঙ্গিতে জিনার

হাতে সিরিঞ্জ দিল রানা, 'কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বোধহয় ভুলে গেছেন, এ ফ্যাসিলিটির দায়-দায়িত্ব এখনও আর্মির হাতে। আমাকে সরিয়ে দিতে চাইলে আগে অনুমতি নিতে হবে লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের কাছ থেকে।'

দৈর্ঘ্যে রানার চেয়ে বেশি গ্রেবার, অবশ্য পেশিবহুল নয়। প্রতিপক্ষের চেয়ে লম্বা বলে সুযোগটা নিতে চাইল সে। সামনে থেমে উঁচু থেকে চোখ রাখল রানার চোখে। 'একটা কথা মনে রাখবেন, ওই জন্তু হামলা করেছিল আমার ওপর। আর এ কারণে মরতে হবে ওটাকে।'

মৃদু হাসল রানা। 'হাণ্টার সত্যিই হামলা করলে আইসিইউ-তে নয়, শুয়ে থাকতেন কবরে। সেক্ষেত্রে হাণ্টার আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলে, কবর ছেড়ে লাফিয়ে পালাত অন্য লাশগুলোও।'

'ওটা অত্যন্ত হিংস্র কুকুর।'

'ওটা কুকুর নয়, নেকড়ে।'

'ওটা কী তাতে কিছুই যায়-আসে না! আমার দায়িত্বে বাধা দিয়েছে! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক জন্তু, কাজেই তাকে শেষ করে দিতে হবে, অথবা বের করে দিতে হবে এই বেস থেকে।'

'সঠিক সময়ে চলে যাবে এখান থেকে, ডক্টর; আমি যখন ওকে নিয়ে যাব কোথাও। বা যখন সুস্থ হবেন প্রফেসর। আর ততক্ষণ নিজ দায়িত্ব পালন করবে ও, থাকবে এই ঘরে। পাহারা দেবে প্রফেসরকে।'

নাক কুঁচকে ফেলল গ্রেবার, 'এমনিতেই গার্ড দেয়া হয়েছে, মিস্টার রানা।'

জবাবে মৃদু হাসল রানা।

পেরিয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত, তারপর চোখ সরু করে বলল ডক্টর গ্রেবার, 'ও, তা হলে আপনিই সে-লোক, একদল পেশাদার

সৈনিককে নিয়ে গিয়েছিলেন জঙ্গলে তাদেরকে মেরে সাফ করতে?' মাথা নাড়ল আপত্তির ভঙ্গিতে। 'অবাক হচ্ছি না আপনার বেপরোয়া আচরণ দেখে। আগেই বলেছি এখানে গার্ড রয়েছে, তার পরেও আপনি আইসিইউ-তে রেখেছেন ওই উন্মাদ নেকড়েকে।

'আপনি কোনও গার্ড পাবেন না যে ঘুমাবে না, ডক্টর,' বলল রানা। 'কিন্তু হান্টার ঘুমাবে না। আপনার যদি এতই আপত্তি থাকে, যাতে পাহারা না দেয় হান্টার, আপনি যোগাযোগ করুন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের সঙ্গে। অনুমতি যা দেয়ার তিনিই দিয়েছেন।'

'আমি তা-ই করব, যোগাযোগ করব তাঁর সঙ্গে।'

তখনই দরজা পেরিয়ে এলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, একটু হাঁপিয়ে গেছেন। লাল হয়ে গেছে গাল। কম্পাউণ্ডের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। 'কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন, ডক্টর,' বললেন তিনি। সামনে বাড়লেন কয়েক পা। 'এখানে কী ধরনের সমস্যা?'

হান্টারের দিকে আঙুল তুলল গ্রেবার। কণ্ঠে প্রকাশ পেল রাগ, 'সমস্যা ওই পশু, কর্নেল। এটা হসপিটাল ফ্যাসিলিটি, কোনও কেনেল নয়। আশা করি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা বা নিরাপত্তার জন্যে কোনও বুনো জন্তুকে এই কম্পাউণ্ডে ঢুকতে দেয়ার নিয়ম নেই। বিশেষ করে যদি হয় এমন এক ফ্যাসিলিটি, যেখানে সবাই ভয় পাচ্ছে, যেকোনও সময়ে আসবে মস্ত বিপদ। কাজেই সিনিয়র মেডিকেল সুপারভাইযার হিসাবে পরামর্শ দিচ্ছি: দেরি না করে সরিয়ে দেয়া হোক ওই নেকড়েকে, বা মেরে ফেলা হোক।'

একবার হান্টারকে দেখলেন লে. কর্নেল, তারপর চাইলেন ডক্টরের চোখে। 'আমার মনে হচ্ছে না আপনি আহত হয়েছেন।'

'সময়মত গার্ড এসে পড়েছিল, নইলে হামলা করত।'

'তাই?' থুতনি উঁচু করলেন রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'তা হলে আপনি ভাবছিলেন হামলা হবে আপনার ওপর?'

কর্নেলের কথার সুরে আহত হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে বলল গ্রেবার, 'অবশ্যই! যেকোনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক ভয় পাবে। ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু ওটা। মারাত্মক বুনো। ইনফার্মারিতে নয়, ওটাকে রাখা উচিত খাঁচায়।'

'এই ফ্যাসিলিটি থেকে দূরের হাসপাতালে পাঠাবার আগে, ডক্টর সিরাজউদ্দীনের বিপদ হতে পারে বলেই, তাঁকে পাহারা দেবে ওই নেকড়ে। তখন ফ্যাসিলিটি ছেড়ে যাবে হান্টিং টিমও। ...এবার খুশি হয়েছেন?'

তর্ক করবার জন্য মুখ খুলেছিল গ্রেবার, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিলেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, 'এ বিষয়ে আর কোনও কথা হবে না, ডক্টর।' ভাল করেই বোঝেন তাঁর দায়িত্ব। 'ভুলে যাবেন না, এই ফ্যাসিলিটির কমাণ্ড আমার হাতে। এবং প্রফেসরকে পাহারা দেয়ার জন্যে থাকছে ওই নেকড়ে। উচ্চপদস্থ কোনও অফিসারের কাছ থেকে অন্য কোনও নির্দেশ না এলে এই নিয়মই চলবে। আপনি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে পারেন, সেজন্যে আগেই অনুমতি দিয়ে রাখলাম আপনাকে।'

রাগে কাঁপছে গ্রেবার, কিন্তু কথা বলল সহজ সুরে, 'অবশ্যই দেরি না করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি, কর্নেল। এতে কোনও সন্দেহ রাখবেন না মনে। দেখা যাক আসলে কে আছে এই ফ্যাসিলিটির চার্জে।'

'যা ভাল বোঝেন,' জবাবে বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

'বেশ,' তাঁকে পাশ কাটিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও থামল গ্রেবার জিনার সামনে। বাড়িয়ে দিল হাত। 'ওই সিরিঞ্জ, লেফটেন্যান্ট।'

'ওটা আমার কাছেই থাকবে,' আস্তে করে জিনার হাত থেকে

জিনিসটা নিল রানা। 'ঘুম ভাঙলে হয়তো এই ওষুধ পরীক্ষা করতে চাইবেন প্রফেসর।' অপলক চোখে গ্রেবারের চোখ দেখল রানা। 'নাকি আপনি চান না সিরিঞ্জের ভেতর কি আছে তা কেউ পরীক্ষা করে দেখুক?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রেবারের চেহারা, একটা কথাও না বলে বেরিয়ে গেল সে ঘর ছেড়ে।

সিরিঞ্জের দিকে চেয়ে কুঁচকে গেছে রানার ভুরু।

ওকে বলল জিনা, 'ফেরত দিলে না কেন?'

হলদে তরল চোখের সামনে তুলল রানা। বলল, 'কেউ কিছু লুকাতে চাইলে ধরে নিতে পারো সে ভাল কিছু করছে না।'

চোদ্দ

পড়ন্ত দুপুরে স্প্যারেভোহ্ এয়ার বেস থেকে মডিফায়েড ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হলো ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড ও তার ওস্তাদ। আকাশে উঠে দেখতে পেল সূর্যটাকে অনেক তাজা দেখাচ্ছে। কিন্তু জেরাল্ড ভাল করেই জানে, এটা স্রেফ চোখের ভুল। বাস্তবে উচ্চতার কারণে এমন দেখাচ্ছে সমতল থেকে যত ওপরে উঠবে, ততই বাড়বে দিনের আলো।

সবচেয়ে কাছের শহর থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে চার শ' একর নিয়ে এয়ার বেস। আর শ' পাঁচেক মাইল দূরে বুনো এলাকায় ওই শেষ রিসার্চ স্টেশন তাতে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, প্রতি ঘণ্টায় তিন শ' মাইল বেগে ছুটবে কপ্টার। ওটার রেঞ্জ

পাক্কা পনেরো শ’ মাইল। অনায়াসে পৌঁছবে গন্তব্যে, ফিরেও আসতে পারবে।

অ্যাটাক কপ্টার সহজেই চালাতে পারছে জেরাল্ড।

ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করবার পর বুঝে গেছে বেসের কমাণ্ডার, ডেপুটি মার্শাল আলাস্কায় এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজে। তাই দেরি হয়নি তাকে হেলিকপ্টার বুঝিয়ে দিতে।

মাত্র দশ মিনিটে দরকারী মালপত্র কপ্টারে তুলে নিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক ডিগবার্ট, বিশ মিনিট পর রওনা হয়েছে ওরা। তার আগে পুরো দশ মিনিট জেরাল্ডকে ব্ল্যাকহকের নতুন সব ফিচার কীভাবে কাজ করে, তা বুঝিয়ে দিয়েছে আর্মির এক পাইলট। জেরাল্ডের মনে হয়েছে, আগে যেসব কপ্টার চালিয়ে দেখেছে, এর তুলনায় সেগুলো ছিল গরুর গাড়ি, আর ব্ল্যাকহক হচ্ছে সত্যিকারের লিমাযিন।

শক্তিশালী জোড়া টার্বো ইঞ্জিনের আধুনিক সাইলেন্সারের কারণে প্রায় আওয়াজই করে না এই হেলিকপ্টার, বড়জোর শোনা যায় রোটরের খাপাটি-খাপাটি আওয়াজ। সিভিলিয়ান আকাশযান এই ব্ল্যাকহক, আবার একইসঙ্গে সশস্ত্র গানশিপও; যদিও জেরাল্ড ভাবছে না ৩০ এমএম কামান ওর কোনও কাজে আসবে।

আকাশে নয় হাজার ফুট উঠে বরফে ছাওয়া শ্বেত দেয়ালের মত প্রথম সারির পাহাড় পেরিয়ে গেল জেরাল্ড। পথ দেখাল মেগেলান ন্যাভিগেশনাল সিস্টেম। নিজের তেমন কিছুই করবার থাকল না ওর। ডিসপ্লেতে চোখ রেখে দেখল, আরও ওপরে উঠছে যান্ত্রিক ফড়িং। প্রয়োজন পড়লে সর্বোচ্চ উচ্চতা ব্যবহার করে টপকে যাবে সামনের বারো হাজার ফুট উঁচু পর্বত। তাতে সমস্যা হবে না, কিন্তু এ কপ্টারের খারাপ দিক, কেবিন মোটেও প্রেশারাইযড্ নয়। এদিকে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ব্যবহার না করলে

বারো হাজার ফুট উচ্চতায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলবার সম্ভাবনা রয়েছে।

চট্ করে জেরাল্ড দেখে নিল, স্বাভাবিক আছে হাইড্রোলিক প্রেশার। ওভারহিট বা ওভারকুল্ড নয় ইঞ্জিন। কোথাও সমস্যা নেই পিচ ও রোটর স্পিডে। পিছনের স্ট্যাবিলাইযার সম্পূর্ণ কমপিউটারাইয্ড্, আপনা-আপনিই বাতাস ও পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে।

আগে কখনও কমপিউটার চালিত রিয়ার রোটর ব্লেড ও অ্যান্টি-টর্ক কন্ট্রোল্ড হেলিকপ্টার চালায়নি জেরাল্ড, কিন্তু দেখতে না দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেল। বুঝে গেল, গাড়ির চেয়েও সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই জিনিস।

'কতক্ষণ পর মাটিতে নামব, বাছা?' মাইকে জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'পাঁচ শ' মাইল তো, লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা,' হেডসেটে জবাব দিল জেরাল্ড। ইচ্ছা হলে ব্যবহার করতে পারবে ক্লোকিং ডিভাইস, সেক্ষেত্রে অনেক কমে যাবে ইঞ্জিন ও টার্বোর ঘ্যান-ঘ্যান আওয়াজ। তাতে সহজ হবে আলাপ করা। কিন্তু ওই সিরামিক শিল্ড ব্যবহার করলে বাড়তে শুরু করবে হাইড্রোলিক টেম্পারেচার। জেরাল্ডের মনে পড়ল, আর্মির পাইলট বলেছে, একেকবারে পনেরো মিনিটের বেশি ব্যবহার করা উচিত হবে না সাউণ্ড ড্যাম্পেনিং সিস্টেম, নইলে ক্ষতি হবে ইঞ্জিনের।

'তা হলে দিনের আলো থাকতেই পৌঁছে যাব,' মন্তব্য করল ডিগবার্ট। চোখ রেখেছে মাইল কে মাইল জুড়ে নিথর হয়ে জমে থাকা বিশাল, ধবল পর্বতে, ওটা মিশেছে গিয়ে সেই বহু দূরের দিগন্তে।

'সন্ধ্যা হওয়ার অন্তত দু' ঘণ্টা আগেই।'

'সময় নিয়ে ঘুরে দেখব ফ্যাসিলিটি, আর তুমি সে-সুযোগে

কথা বলবে ওই ডক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সঙ্গে।'

'প্রথম সুযোগে,' বলল জেরাল্ড। 'লোকটা যদি বুঝতে পারে আমরা ওখানে যাব, তৈরি হয়ে বসে থাকবে। আর আমার ধারণা, বাস্তবে তা-ই হবে। সরাসরি যোগাযোগ করবে ওয়াশিংটনে, তার বসকে জানিয়ে দেবে, ঝামেলা করতে এসেছে দুই মার্শাল। শুধু তাই নয়, ব্যাটা নিজেও ঝামেলা করবে। লুকিয়ে ফেলবে যা নিয়ে রিসার্চ করছে।' মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'এমনিতেই ঝামেলার ভেতর আছি। ওয়াশিংটনে মানুষ খুন করে এসেছি বলে জেলও হতে পারে।'

ঘোঁৎ করে উঠল ডিগবার্ট। 'আগে হোক আর পরে, বাছা, জবাবদিহি করতেই হবে। কিন্তু দুশ্চিন্তা কোরো না। আসল কথা, আমাদেরকে আটকে ফেলার আগেই রওনা হয়ে গেছি। সেটা বুদ্ধিমানের কাজই হয়েছে। যদি ওয়াশিংটনে রয়ে যেতে, ওরা তোমাকে একের পর এক স্টেটমেণ্ট দিতে বাধ্য করত। কোনও কৌশলে আটকে রাখত অন্তত কয়েকটা দিন। গোলাগুলি করেছ বলে বোর্ড বসিয়ে তোমাকে সাসপেণ্ড করলেও অবাক হতাম না। ঠিক কাজই করেছ। সব সমস্যা কেটে যাওয়ার পর সাক্ষী হিসেবে তোমাকে সমর্থন দেব আমি। পরে বলতে পারব, যা ঘটেছে, তা কোনওভাবেই ঠেকাতে পারতে না। আর সব আইন মেনেই করা হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে দূরে চেয়ে আছে জেরাল্ড, কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'পরের কথা ভাবছি না, বস্। আমরা যা করে এসেছি ওয়াশিংটনে, তার চেয়েও খারাপ কিছু আছে আলাস্কায়।' সামান্য বিরতি নিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, এখানে না এলেই হয়তো ভাল করতাম।'

হাসল ডিগবার্ট, চট্ করে দেখে নিল স্যাণ্ডাৎকে। 'তুমি শুধু মনে রেখো: নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে তোমাকে, বাছা।

আমরা ওই দানবকে খুন করতে এখানে আসিনি। আমাদের কাজ খুঁজে বের করা, কী ঘটছে এসব রিসার্চ স্টেশনে। তথ্য প্রমাণ জোগাড় করব, সেসব পাঠিয়ে দেব উচ্চ পর্যায়ের অফিসারদের কাছে। তারপর তারাই ঠিক করবে কী করবে।' একটু পর বলল, 'ভুললে চলবে না, এসবের বাইরেও আমাদের দায়িত্ব আছে। খুন করে ফেলা হয়েছে প্রতিভাবান এক মহিলা বিজ্ঞানীকে, মেরে ফেলতে চেয়েছে আরেকজনকে। খুন করতে চেয়েছে তোমাকে। ভাল সূত্র পেয়েই এসেছি এখানে, খামোকা সময় নষ্ট করছি না।'

'ঝামেলায় নাক ডুবিয়ে দেয়া সহজ, বেরিয়ে যাওয়া কঠিন,' মন্তব্য করল জেরাল্ড। একটু পর বলল, 'বহু দূরে চলে এসেছি আমরা, ওস্তাদ। এখন তদন্ত বাদ দিয়ে ফিরে গেলে এক শ' গুণ খারাপ হবে। লোকে হাসবে আমাদেরকে নিয়ে। বুঝতে পারছি, এমন এক পর্যায়ে আছি, এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়া অনেক সহজ।'

আস্তে করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিগবার্ট। হেলান দিয়ে বসল সিটে। বুজে ফেলল চোখ।

চেয়ে আছে জেরাল্ড তুষার ছাওয়া সব চূড়ার দিকে। পিছিয়ে চলেছে ওগুলো একটার পর একটা। ও জানে, বরফে-ঢাকা এই এলাকা কত কঠিন ও রুক্ষ। বরফ-ভরা উপত্যকা, র‍্যাভিন, তুষার-ঝড় বা গ্লেসিয়ারে সহজেই হারিয়ে যায় মানুষ। মাসুদ রানার কথা মনে পড়ল ওর। শুনেছে ওই লোক বর্তমান দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকার, জঙ্গলের বিষয়ে খুবই দক্ষ– এমন একজন, যে অন্য অনেকের চেয়ে অনেক ভালভাবে চেনে বুনো এলাকা। কেন যেন জেরাল্ডের মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে আলাপ করলে জরুরি কিছু তথ্য পাবে ও।

মনে মনে বলল জেরাল্ড, গপ্পবাজ ডক্টর ডেভিড গ্রেবার ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে মাসুদ রানার কথা। তার নাকি গুরুত্বই নেই

এই গোটা অপারেশনে! তাই যদি হয়, তো গ্রেবার ভয় পাচ্ছে কেন মাসুদ রানাকে?

পনেরো

দিগন্তে চোখ রেখে রানা বুঝতে চাইছে, কতক্ষণ পর নামবে সন্ধ্যা। আজ রাতে দেখা দেবে কঙ্কালের করোটির মত ভাঙা চাঁদ। তাতে বড় কোনও সমস্যা নেই, তিরিশ মিলিয়ন মোমবাতির সমান উজ্জ্বল আলো দেবে পেরিমিটারের নির্দিষ্ট সব জায়গায় বসিয়ে দেয়া স্পট লাইট।

কম্পাউণ্ডে কোনও ছায়া থাকবে না। চট্ করে যে তারকাঁটার বেড়া পেরিয়েই লুকিয়ে পড়বে ওই দানব, সে-সম্ভাবনা নেই। অবশ্য, আগেও দিনের আলোয় হামলা করেছে ওটা।

নিখুঁতভাবে গুলি করতে হবে, তাই অস্ত্রের তাক ঠিক করতে চাঁদমারিতে এসেছে জিনা ও তানামুরা। লক্ষ্যস্থির করতে আধ ঘণ্টা ধরে এম্-১৪ রাইফেল দিয়ে কমপক্ষে এক শ' গুলি ছুঁড়েছে জাপানি যোদ্ধা। এখন পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী। হ্যাঁ, বিপদের সময়ে ডুবিয়ে দেবে না তার অস্ত্র।

ওদিকে মাত্র তিরিশটা গুলি খরচ করেছে জিনা। অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছে স্কোপ। ওটা ব্যবহার করবে কাছের টার্গেটে।

বিস্ময়কর, এক হাজার গজ দূরের টার্গেটের চেয়ে এক শ' গজ দূরের লক্ষ্যে অনেক কম নিখুঁত ব্যারেট। তাতে যে মস্ত কোনও ক্ষতি হবে, তা নয়। বুলস্ আই-এ না বিঁধে আধ ইঞ্চি

দূরে লাগবে বুলেট।

এ বিষয়ে জানা আছে জিনার। আসলে এক শ' গজ দূরে সুপারসনিক বুলেট সরতে থাকে বাতাসে। দু' শ' বা তিন শ' গজ দূরে আসে স্থিরতা। ওই পর্যন্ত যেতে সময় নেবে বুলেট এক সেকেণ্ডের মাত্র দশ ভাগ সময়। আর তারপর রাইফ্‌লিঙের তৈরি মোচড় সামলে লক্ষ্যভেদ করতে ছুটবে নিজ গতিপথে। কথাটা বলেওছে রানাকে।

মনে মনে জিনার প্রশংসা করেছে রানা। ভাল করেই জানে, ঠিক বলেছে মেয়েটা। এমনই হবে ব্যারেট রাইফেলের ক্ষেত্রে। জিনা নিখুঁতভাবে শিখে নিয়েছে বুলেটের ব্যালিস্টিক্‌স্‌, উইণ্ডেজ, বুলেট স্পিড, প্লেসমেণ্ট ও তার পতন। এ সম্পর্কে আরও কিছু ওকে জানাতে পারত রানা, কিন্তু ইচ্ছা হয়নি মুখ খুলতে। মুখ খুললে ওর অতীত জানতে চাইবে মেয়েটা।

এই মুহূর্তে পাশাপাশি বসে আছে রানা ও জিনা। অলস ভঙ্গিতে ব্যারেট রাইফেল পরিষ্কার করছে জিনা।

গতরাতে ওদের দু'জনের অন্তরঙ্গ সময়ের কথা ভাবছে রানা। কে জানে, ক্ষণিকের এ ভালবাসা কী প্রভাব ফেলবে ওদের ওপর!

এ বিষয়ে কিছু বলত রানা, কিন্তু দেখল ওর দিকে চেয়ে আছে তানামুরা। এইমাত্র টার্গেটে বিশ রাউণ্ড গুলি করেছে সে। অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে, যেন মানতে পারছে না, সত্যিই ভালবেসে ফেলেছে তার রাইফেলটাকে। তার চেয়েও বড় কথা, জিনার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে সে!

তানামুরার জানা নেই কতটা দক্ষ জিনা। কিন্তু মেয়েটার মনের নরম অনুভূতি, দুর্বলকে সাহায্যের ইচ্ছে, বুদ্ধি, জ্ঞান বা অন্তরের স্বচ্ছতা যেকোনও মেয়ের চেয়ে বেশি। মনের ভিতর খচ্‌ করে কাঁটা বিঁধল তানামুরার। অদ্ভুত মেয়ে এই জিনা, ওকে পেলে হয়তো সুখী হতো সে নিজের জীবনে। কিন্তু বুঝে গেছে, মেয়েটা

ভালবাসে মাসুদ রানাকে।

রানার দিকে চেয়ে হাসছে জিনা। পরীক্ষা করছে ব্যারেট। নিচু সুরে বলল, 'পুরো সুস্থ হয়ে উঠেছ, রানা। যদিও রাতে মুখ দেখে মনে হয়েছিল ঘুমিয়ে পড়বে ক্লান্তিতে।' মিষ্টি করে হাসল। 'তবুও দশে দশ দেব তোমাকে।'

মৃদু হাসল রানা। 'চাইনি ঘুমিয়ে পড়তে।'

রানা বুঝে গেছে, গতরাতে যা হয়েছে, সেজন্য মনে কোনও অপরাধবোধ নেই জিনার।

'আমি চেয়েছিলাম,' লাল হলো জিনার মুখ। 'তুমি অদ্ভুত মানুষ, রানা। হয়তো মানুষই নও!'

'তা হলে কী?'

'স্বর্গ থেকে পড়ে যাওয়া কোনও দেবতা।'

'আমি আবার স্রষ্টার বিরুদ্ধে কী করলাম, যে ফেলে দিল?' ভুরু নাচাল রানা।

'তা জানি না। তবে রাতে মনে হয়েছিল, আমি কচি বাচ্চা মেয়ে! কেউ আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল, আর' হঠাৎ অতি ব্যস্ত হয়ে ম্যাগাযিন সাফ করতে লাগল জিনা। 'সত্যিই, জাদু জানো তুমি!'

জিনার দিকে চেয়ে চুপ রইল রানা।

'বলো তো, কবে বিয়ে করবে তুমি? দাওয়াত পাব তো!'

জবাব দিল না রানা। ওর অন্তর বলল, যা হওয়ার নয়, তা নিয়ে ভাবতে যেয়ো না। জিনার দিকে চাইল, আর, তখনই ধোঁয়া তোলা এম-১৪ থেকে চোখ সরিয়ে ওদেরকে দেখল তানামুরা। রানা জানল না, কীসের কষ্ট জাপানি যোদ্ধার বুকে।

নিচু কণ্ঠে বলল জিনা, 'আশা করি মিষ্টি কোনও মেয়েকে বিয়ে করবে তুমি, রানা? ভাবছি না কারও রোমান্টিক প্রেমিক হবে তুমি, কিন্তু তোমার বউ তবু ভারি সুখী হবে। নির্দ্বিধায় ভরসা

করতে পারবে তোমার ওপর।'

রানা চট্ করে বুঝল, ওর মনের চাপ কমিয়ে দিতে হালকা সব কথা বলছে জিনা। নিজে মানসিক চাপে আছে বেচারি। যদিও গোপন করছে তা। সামনে অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর লড়াই, আর সেই বিপদ মোকাবিলা করতে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হচ্ছে ওকে; অথচ এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ মনস্থির রাখা সাধ্যের বাইরে মানুষের।

টেবিলের পাশে থামল তানামুরা, হাত বাড়িয়ে নিল ক্লিনিং কিট। 'যথেষ্ট প্র্যাকটিস করেছি।' হঠাৎ খেয়াল করল ওর উপস্থিতির কারণে চুপ হয়ে গেছে রানা ও জিনা। 'ও... সরি... আমি বুঝি বিরক্ত করলাম?'

'মোটেও না,' হাসল জিনা। 'গতরাতে ভালভাবে ঘুমাতে পেরেছেন?'

দু'চোখ সরু হয়ে গেল তানামুরার, চট্ করে দেখল রানাকে, তারপর আন্তরিক হাসল। 'ঘুম? নাহ্, ওই জিনিস মোটেও হয়নি। আমি ছাড়া আমার চেনা আরও কেউ রাতে ঘুমাতে পারেনি, তা জানি।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'সত্যিই অবাক লাগে, শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে মানুষের মন কীভাবে পরস্পরে বাঁধা পড়ে! আসলে একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা লড়লে আরেকজনকে যতটা চেনা যায়, ততটা চেনা যায় না দশ বছরেও। আর লড়াই শেষ হওয়ার পর বোঝা যায়, পরস্পরের অন্তরের খবর জানা হয়ে গেছে। কখনও দেখেছি, এজন্যে একেবারে বদলে গেছে মানুষের জীবন।'

কোনও মন্তব্য করল না জিনা, ম্লানও হলো না ওর ঠোঁটের হাসি।

জিনার দিকে একবার চেয়ে ফায়ারিং রেঞ্জটা দেখল রানা, তারপর চোখ রাখল তানামুরার চোখে। 'ঠিক কথাই বলেছ।'

দক্ষ হাতে এম-১৪ রাইফেল খুলতে লাগল তানামুরা, নিচু

স্বরে বলল, 'আসলে যুদ্ধ অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। মিথ্যা বলব না, যাদের পাশে লড়াই করেছি, তারাই আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদেরই বিশ্বাস করেছি, যারা নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে আমার জন্য। মনে পড়ে না কেউ তারা কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ...দিনের আলোয় সবাই সাহস দেখাতে পারে, কিন্তু রাতের আঁধারে যখন একা থেকেছি আমরা, ঠিকই বুকে চেপে বসতে চেয়েছে ভয়। আর সেই ভয় যে জয় করেছে, তাকে অবশ্যই বলব: ভাই, তুমি রাতের আঁধারে ভয় পাওয়ার মানুষই নও। তোমাকে হাজারো সালাম।'

রানা বুঝে গেল, ওর উদ্দেশেই এ কথা বলেছে তানামুরা।

ব্যস্ত হাতে অস্ত্র জোড়া দিচ্ছে তানামুরা। একটু দূর থেকেও রানা টের পেল, তাপ বেরোচ্ছে রাইফেলের নল ও রিসিভার থেকে। সেদিকে যেন খেয়ালই নেই জাপানি যোদ্ধার। মনোযোগ দিয়ে পরিষ্কার করছে নলের ভিতরাংশ। তানামুরা যেন দেখেও দেখেনি চুপ হয়ে গেছে অন্য দু'জন।

দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে এল চাপা আওয়াজ। ঘুরে ওদিকে চাইল রানা। আকাশে চোখ রেখে দেখল, অনেক দূরের ব্লাফ পেরিয়ে আসছে রুপালি এক হেলিকপ্টার। কয়েক সেকেণ্ড পর রানা চিনতে পারল, ওটা ব্ল্যাকহক—যান্ত্রিক ফড়িং। সর্বোচ্চ গতি তুলে আসছে অনেক নীচ দিয়ে।

'অতিথি আসছে,' মন্তব্য করল রানা।

পড়ন্ত সূর্যের লালচে আলো ঠেকাতে কপালে হাত রেখে ওদিকে চাইল জিনা। 'মনে হয় না আরও সৈনিক আসছে। এরই ভেতর এই ফ্যাসিলিটিতে জড় হয়েছে আর্মি রেঞ্জারের এক শ'র বেশি সৈনিক।' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'ওটা কোনও গানশিপ নয়। র‍্যাকে মিসাইল নেই। কে জানে কে আসছে... নতুন কোনও হান্টিং পার্টি?'

‘না,’ জবাবে বলল রানা। ‘একই ভুল করবে না। অন্য পরিকল্পনা আছে। হয়তো বন্দি করতে চাইবে ওই দানবকে। বাধ্য হলে তখন খুন করবে।’

‘কপ্টারের লোকগুলো হয়তো ভিআইপি?’ আনমনে বলল জিনা।

এম-১৪-এর পার্টস্ জোড়া দিয়েছে তানামুরা, ভুরু কুঁচকে দেখল অগ্রসরমান হেলিকপ্টার। দেখতে না দেখতে খুব কাছে চলে এল ওটা, তারপর ধীরে সুস্থে নেমে পড়ল হেলিপ্যাডে। কয়েক সেকেণ্ড পর ওটা থেকে নামল দু’জন লোক। তাদের একজন গ্রিজলি ভালুকের মত বিশাল, সঙ্গে একগাদা ভারী অস্ত্র। অন্যজন দৈর্ঘ্যে তার চেয়ে অনেক খাটো। অবশ্য বোঝা গেল শারীরিকভাবে পুরোপুরি ফিট। হন-হন করে হাঁটতে শুরু করে ঢুকে পড়ল স্টেশনে। তার আগে সৈনিকদের দেখিয়ে দিয়েছে কোনও ক্রেডেনশিয়াল। খটাস্ করে স্যালিউট দিয়েছে সৈনিকরা। খুলে দিয়েছে স্টিলের দরজা।

‘কে জানে কোন্ আপদ,’ বিড়বিড় করল তানামুরা। পরিবেশ ভাল লাগছে না ওর। ‘এক শ’ সৈনিকের সঙ্গে যোগ দিল আরও দু’জন। তাতে তেমন কিছুই যাবে আসবে না। শেষ পর্যন্ত হারতে হবে আমাদের সবাইকে। বিধ্বস্ত করে দেবে দানব এই ফ্যাসিলিটি।’

ভুরু কুঁচকে হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে রইল সে। ধীরে ধীরে কমে এল চার পাখার রোটরের গতি, তারপর থেমে গেল সমান্তরাল চরকি কাটা। রানার দিকে ফিরল তানামুরা, ‘খোঁজ নেয়া উচিত না আমাদের? এদের কাউকে বিশ্বাস করতে পারব না আমরা।’

‘ওয়েইলার কোথায় গেছে?’ জানতে চাইল রানা। তুলে নিল মারলিন রাইফেল। ‘ও জানতে চাইবে এখানে কী ঘটছে।’

'এরা কিলার টিম?' স্নাইপার রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল জিনা। 'দেখে মনে হলো না খুব বন্ধুত্বমূলক আচরণ করবে। দু'জনই পেশাদার।'

'পেশাদার, কিন্তু কী পেশার দার?' বলল তানামুরা।

'কে জানে,' মাথা নাড়ল জিনা। 'সহজ লোক হবে না এরা। ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার চালাতে হলে লাগে ছয় মাস ট্রেনিং। আর মিলিটারির লোক না হলে ওটার ধারেকাছে কাউকে ভিড়তে দেয়া হয় না। হতে হবে মেরিন সৈনিক, নইলে আর্মির লোক।'

চুপ করে কী যেন ভাবল রানা, তারপর চাইল তানামুরার দিকে। 'এক কাজ করো, তানামুরা, দেরি না করে খুঁজে বের করো ওয়েইলারকে। এদিকে জিনা আর আমি খোঁজ নিয়ে দেখি এরা কী কারণে এসেছে।'

'হাই,' মাথা দুলিয়ে বলল তানামুরা, তুলে নিল এম-১৪। 'ওয়েইলারকে পেলেই জানাব নতুন লোক এসেছে, তারপর আধ ঘণ্টার ভেতর চলে যাব ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। ওখানে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, তিরিশ মিনিট পর দেখা হবে,' ফ্যাসিলিটির দিকে পা বাড়াল রানা। একবার দেখল, আঁধার হয়ে আসতে শুরু করেছে দূরের জঙ্গল। 'সতর্ক থেকো সবাই। এখন যেকোনও সময়ে আসবে আক্রমণ। আজই পৌঁছে যাবে ওটা। দেরি করবে না হামলা করতে।'

ষোলো

ঘন অরণ্যে প্রায় ঘুটঘুটে আঁধারেও পরিষ্কার দেখছে সে, চোখ সরু করে চেয়ে আছে দূরে। বেশ কিছুক্ষণ আগে সামনের ওই মাঠে নেমেছে রুপালি একটা হেলিকপ্টার। যান্ত্রিক ফড়িং থেকে নেমে দালানে গিয়ে ঢুকেছে দুই লোক। বেশ হোমরাচোমরা বলেই মনে হলো। এখনও বেরোয়নি। ওদিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে তারকাঁটা ঘেরা কম্পাউণ্ডে চোখ রাখল সে।

আগের অন্য সব রিসার্চ স্টেশনের চেয়ে অনেক বেশি সৈনিক ও কুকুর রাখা হয়েছে এ ফ্যাসিলিটিতে। এরা ভাবছে তাদের ওপর হামলা করতে পারবে না কেউ।

খল-খল শব্দে হাসল ডেমিয়েন।

ভাল কোনও জায়গা বাছাই করে ভিতরে ঢুকে পড়বে সে।

একটু পর নামবে সন্ধ্যার আঁধার।

অসংখ্য বাতি জ্বেলে চারপাশ দিন করে রেখেছে লোকগুলো।

তাতে কোনওই সমস্যা নেই।

আত্মসন্তুষ্টি বোধ করছে সে। পেট পুরে মাংস খেয়েছে বলে পেয়ে গেছে প্রচুর শক্তি। আগের মতই সুস্থ লাগছে এখন। সামনের ফ্যাসিলিটিতে হামলা করেই সঙ্গে সঙ্গে খিদে লাগবে না। আর এরপর তো পাবে তাজা মানুষের সুস্বাদু রক্ত, মাংস, মগজ, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস। নরহত্যা করতে করতে একদিক থেকে শুরু করে কম্পাউণ্ডের আরেকদিকে যাবে। বাইরের লোকগুলোকে শেষ

করবার পর স্টিলের পোর্টাল বা দরজা উপড়ে নেবে একটানে। ভিতরে যারা থাকবে, তাদেরও বক্ষা নেই কারও!

ছায়ার ভিতর মোটাসোটা ওক গাছের মত পোক্ত পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘষল দু'হাতের তালু, পুরু সব নখ আওয়াজ তুলল 'ক্লিট-ক্লিট'।

আর বেশিক্ষণ নেই, তারপর...

ফ্যাসিলিটির কাছে পৌঁছে গেছে সে, আরেকটু সামনে বাড়লে আলো এসে পড়বে তার ওপর। সবার আগে ওই আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। তার চাই ঘুটঘুটে আঁধার। সেই আঁধারে সে হয়ে উঠবে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট। ধ্বংস করবে মানুষের সব সৃষ্টি। বরাবরের মতই খুন করবে শত শত মানুষ।

এসব মানুষ সহজেই ভয় পায়, এদের জন্যে তেমন কোনও অনুভূতি নেই তার বুকে। শুধু বুঝতে পারে, বুকে টগবগ করছে ব্যস্ত রক্ত। আরও শক্তি আসে তখন শরীরে। কাঁধে গরম তেলের মত ফুটতে থাকে কেমিকেল, তাতে বেড়ে যায় গতি, কমিয়ে দেয় ব্যথার অনুভূতি। শীতল মাটিতে নখ আঁচড়াল সে, সরিয়ে দিল বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা পচা পাতা।

কুঁজো হয়ে গোপন এক ঘেসো পথে চলল সে। আছে গাছের আড়ালে। এ আঁধারে তাকে খুঁজে পাবে না কোনও নাইট-ভিশন ডিভাইস। ব্যাপারটা মনে রয়ে গেছে তার। আঁধারে কীভাবে যেন তার মতই দেখতে পায় মানুষ। অবশ্য, তাতে তাকে ঠেকাতে পারে না তারা।

আঁধারও তার কাছে দিনের মত পরিষ্কার। আর আজ আকাশে চাঁদ উঠেছে বলে গাছ দেখাচ্ছে সাদা আগুনের মত। অন্ধকার হচ্ছে ফ্যাকাসে ছায়া। গত কয়েক সপ্তাহের ভেতর যত জীবিত জন্তু এদিক দিয়ে গেছে, তাদের গায়ের গন্ধ লেপ্টে আছে গাছের কাণ্ড, পাতা, বাতাস বা মাটিতে।

নিজেকে অতিমানব মনে হচ্ছে তার, কিন্তু অন্তরে জানে, এখনও পূর্বপুরুষের মত দেবতা হয়ে উঠতে পারেনি সে।

আর তাই বুঝতে পারছে, সামনের ওই ফ্যাসিলিটিতে হামলা করতেই হবে। ওখানে আছে তার রক্তের জন্য জরুরি আরও কিছু কেমিকেল। ওগুলো তাকে করে তুলবে তার ভাইদের মতই নিখুঁত। আর এরপর বাঁচবে সে হাজার বছর ধরে।

ঈশ্বরের মতই ধ্বংস নেই তার।

তৈরি করবে আঁধার রাজত্ব।

যখন খুশি প্রাণ নেবে মানুষের।

মজা করে খাবে তাদের মাংস।

আহ্, কী ফুর্তিই না হবে!

গাছের মাঝ দিয়ে ফিসফিস করে বয়ে যাওয়া মিষ্টি হাওয়ায় লম্বা লম্বা পদক্ষেপে হেঁটে চলেছে সে– ভয়ঙ্কর এক দানবীয় দেবতা। এক ছায়া থেকে চলে যাচ্ছে আরেক ছায়ায়। বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় দাঁত, হাসছে সে খুনের নেশায়।

আসছি আমি, তৈরি থাক্ তোরা!

উপড়ে খেয়ে নেব তোদের কলজে, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস!

আহ্, কী মজা মানুষের তাজা রক্ত ও মাংস!

'তা হলে আপনিই বিখ্যাত ট্র্যাকার ও অভিযাত্রী মাসুদ রানা,' বলল টম জেরাল্ড, অপমান করতে বা অপমানিত হতে রাজি নয়, তাই সতর্ক। কুচকুচে কালো মণির দিকে চেয়ে ওর মনে হলো, এই লোক মোটেও সাধারণ কেউ নয়।

'বিখ্যাত কি না জানি না, তবে আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা। 'আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের আইসিইউ-তে মুখোমুখি চেয়ারে বসে আছে টম জেরাল্ড ও মাসুদ রানা। একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে

বাঙালি বৃদ্ধের। নার্সকে বলে দিয়েছেন, ব্যথানাশক কোনও ওষুধ নেবেন না। ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে তাঁর। সেই সঙ্গে রয়েছে বুকে ব্যথা। তবুও মনোযোগ দিয়েছেন সামনের দু'জনের কথা শুনবেন বলে। নিয়মিত বিপ্-বিপ্ আওয়াজ তুলছে হৃৎস্পন্দনের মনিটর। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা আপাতত নেই।

'আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে,' বলল জেরাল্ড।

ডেপুটি মার্শাল যেকোনও কারণেই হোক, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছে না ওকে, টের পেল রানা। লোকটার কণ্ঠ তা-ই বলছে।

'বহু দূর থেকে এসেছি, মিস্টার রানা,' আবারও বলল জেরাল্ড। 'তার আগে নানান ধরনের ঝামেলায় ছিলাম। দরকারী কিছু প্রশ্ন করব। আশা করি নষ্ট হবে না আপনার সময়।'

চট্ করে একবার প্রফেসরকে দেখে নিল রানা। 'আপনাকে সাহায্য করতে পারব কি না, জানি না। তবে চেষ্টা করব, মার্শাল...'

'আমাকে টম বা জেরাল্ড বলে ডাকলেই হবে।'

মৃদু মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে, জেরাল্ড, আবারও বলছি, আমি বা আমার দলের কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে কি না, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই।' একবার জিনাকে দেখে নিল। 'এই ফ্যাসিলিটিতে আমরা ক'জন মানুষ, যাদের গোপন করার মত কিছুই নেই। যা জানতে চান, জিজ্ঞেস করুন। অবশ্য, তার আগে বলুন, আপনার সঙ্গে ইনি কে? অস্ত্র দেখে বুঝতে পারছি, ভালুক শিকারের জন্যে তৈরি হয়েছেন।'

একবার ডিগবার্টকে দেখে নিয়ে হাসল জেরাল্ড। 'সরি, আগেই আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয়া উচিত ছিল। ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু– হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, প্রাক্তন মার্শাল। আমার তদন্তে সহায়তা দেয়ার জন্যে এসেছেন। পাশাপাশি কাজ করছি আমরা এই কেসে। *পাথর ভাঙা* বলে ডাকতে পারেন তাঁকে। সবাই

ডাকে ওই নামেই।'

হাসি-হাসি মুখে রানা ও জিনাকে দেখল ডিগবার্ট। 'জরুরি কাজ নেই, তাই জুটে গেছি ওর সঙ্গে। যদি আমার সামনে আলাপ করতে আপত্তি থাকে আপনাদের, ঘুরে আসতে পারি চারপাশ। কারও পেখম নেড়ে দিয়ে অসন্তুষ্ট করতে চাই না।'

কয়েক মুহূর্ত শক্তপোক্ত প্রৌঢ়কে দেখল রানা, তারপর বলল, 'এমনিই জানতে চেয়েছি। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমারও একই অনুভূতি, রানা,' হাসল ডিগবার্ট। 'আসুন আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই ''মিস্টার'' জিনিসটা। ওটা অন্তরের সঙ্গে আরেক অন্তরের মাঝে দেয়াল তৈরি করে।'

মৃদু হাসল রানা। বুঝে গেছে হামবড়া ভঙ্গি বা সন্দেহজনক কিছু নেই এদের বুকে। যা বলবার বা করবার, সরাসরি বলবে বা করবে। দায়িত্ব নিয়ে এসেছে, তা পালন করতে চাইছে। *পাথর ভাঙার* একগাদা অস্ত্র দেখে রানা বুঝেছে, বাড়তি কথা বলতে হবে না তাকে। আগেই এরা জানে এখানে পরিস্থিতি কেমন, এবং সেজন্য প্রস্তুতিও নিয়েছে।

'আপনি আসলে কী জানতে চাইছেন, জেরাল্ড?'

আয়েস করে চেয়ারের পিঠে হেলান দিল ডেপুটি মার্শাল। বুকের ওপর ভাঁজ করেছে দু'হাত। কনুই পর্যন্ত গুটিয়ে রেখেছে কালো বিডিইউ-এর হাতা। রানা বুঝল, অফিসে বা কোর্টে বেশিক্ষণ বসে থাকবার লোক নয় জেরাল্ড, দৌড়ঝাঁপ করে নিজেকে ফিট রেখেছে। এ কারণে মনে মনে তার প্রশংসা করল ও। এই যুবক জানে, লড়াই করে টিকে থাকতে হলে শারীরিক শক্তি, ধৈর্য, সহনশীলতা ও দক্ষতা ধরে রাখতে হবে তাকে।

'যা আগেই জেনেছেন, তা নতুন করে বলতে চাই না, কারণ আপনি সম্ভবত এসব বিষয়ে আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন,'

সহজ সরল সুরে বলল জেরাল্ড। 'এককথায়, আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যেন খুঁজে বের করি কোন্ প্রাণী বারোটা বাজাচ্ছে এসব রিসার্চ স্টেশনের। এবং কেন তা করছে। মোটামুটি ওই একই দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আপনাকেও।' চোখের পলক পড়ল না জেরাল্ডের। 'শুনেছি কী হয়েছে আপনার টিমের। এই ফ্যাসিলিটিতে নেমেই দেখা করেছি সিওর সঙ্গে। এসব লুকিয়ে রাখেননি তিনি।' সামান্য বিরতি নিল সে। তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত, রানা। আগে যুদ্ধে লোক নিয়ে গেছি আমিও, আর মারা পড়েছে তাদের কেউ কেউ। কাজেই বুঝতে পারছি আপনার দুঃখটা। আসলে এই কষ্ট কখনও ভুলে যাওয়ার নয়।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'এ কারণে আমার সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে গেছে আর্মির।'

'স্বাভাবিক।'

'আপনি আসলে কী বিষয়ে জানতে চাইছেন?' বলল রানা।

খুক-খুক করে কেশে নেয়ার পর এক চুমুক কফি নিল জেরাল্ড, তারপর বলল, 'আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, ঠিক ক'বার দেখেছেন ওই জানোয়ারটাকে?'

ওই দানবের বিষয়ে তথ্য চাইছে সমবয়সী যুবক, আর তাতে কোনও ভণিতাও নেই। 'বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে,' বলল রানা। 'অন্তত চার-পাঁচবার।'

'প্রতিবার লড়াই হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

চুপ করে রানার চোখে চেয়ে রইল জেরাল্ড, ভাবছে কী করে বাঁচল মানুষটা! কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'আপনি বাঁচলেন কী করে? আমি যা শুনেছি ওটার সম্পর্কে... আসলে... মেরে সাফ করে দিয়েছে একের পর এক রিসার্চ স্টেশনের সবাইকে।'

জেরাল্ডের চোখে নিষ্কম্প চোখ রেখে বলল রানা, 'আমরা

কয়েকজন বেঁচে যাই, জেরাল্ড। এখনও জানি না কী করে তা সম্ভব হলো। গেরিলা লড়াইয়ের কৌশলে হামলা করেছে ওটা, প্রয়োজনে পিছিয়ে গেছে। প্রতি হামলায় আমাদের সঙ্গে ওটার লড়াই হয়েছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আমাদের নিয়ে খেলেছে বলতে পারেন। আর তারপর একসময় হয়ে উঠল সিরিয়াস। কিন্তু ততক্ষণে আমরা উঠে পড়লাম হেলিকপ্টারে। এরপর সোজা এসে নেমেছি এখানে।'

বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড। 'আপনি বলতে চাইছেন, এসব হামলা ছিল সংক্ষিপ্ত ও তীব্র। আপনারা ওটাকে খুন করতে চাইলেই পিছিয়ে লুকিয়ে পড়েছে?'

'ওটাকে খুন করার অস্ত্র আমাদের কাছে ছিল না, জেরাল্ড,' সহজ সুরে বলল রানা। 'ওই জন্তুর চামড়া এতই পুরু, ছোট ক্যালিবারের অস্ত্রের গুলিতে কিছুই হয় না তার। এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভালভাবে বোঝাতে পারবেন প্রফেসর। সাধারণ কোনও বুলেটে কোনও ব্যথাই পায় না ওটা। ব্যথা পেয়েছে একমাত্র ব্যারেট রাইফেল ব্যবহার করলে। ওটার বুলেট ভেদ করতে পেরেছে তার চামড়া। সংক্ষেপে বললে, জঙ্গলে-পাহাড়ে যে লড়াই হয়েছে, সেসব ছিল সংক্ষিপ্ত সময়ের, আর ভয়ঙ্কর। প্রতি হামলায় সময় ব্যয় হয়েছে বড়জোর এক মিনিট।'

'তাই?' চমকে গেছে জেরাল্ড। 'আগেও বলেছেন, ওটা পিছিয়ে গেছে। আপনাদেরকে নিয়ে খেলেছে। কিন্তু হিংস্র জানোয়ার কখনও এভাবে মানুষের সঙ্গে খেলে না। এ বিষয়টা আমি পুরো বুঝতে পারিনি।'

কোনও জবাব দিল না রানা।

'এ সত্যিই বিস্ময়কর,' আবারও বলল জেরাল্ড, 'হামলা করছে, খুন করছে, খেয়ে ফেলছে মানুষ, তারপর আবারও রওনা হচ্ছে কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে। যেন ঘুরছে ভালুকের মত, বা বাঘের

মত।’

রানা বা জিনা এ বিষয়ে কোনও তথ্য দিল না।

একবার মনে হলো রানার, বলে দিই, ওটা আসলে মানুষই ছিল। পরে হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর এক দানব বা রাক্ষস।

কিন্তু ইচ্ছাটা দমন করল রানা।

‘তার মানে বার-বার ফিরে এসে হামলা করেছে, অথচ আপনাদের সবাইকে আগেই মেরে ফেলতে পারত,’ বলল জেরাল্ড। ‘তার মানে কোনও না কোনও কারণে কৌশল পাল্টে নিয়েছে। ওটা যেহেতু জানোয়ার, অভ্যেসের দাস। তা হলে নতুন করে প্ল্যান পাল্টে নিল কেন? নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল ওটার?’ রানার চোখে তাকাল জেরাল্ড। ‘রানা, বোধহয় কিছু তথ্য গোপন করছেন আপনি। দয়া করে সেসব আমাকে জানান।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, ‘মার্শাল, একটা কথা মনে রাখুন, ওটা সাধারণ কোনও জানোয়ার নয়। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না, তবুও বলব: ওটা কোনও জন্তু নয়।’

মনে হলো না হতবাক হলো জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে রানাকে দেখছে ডিগবার্ট।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল জেরাল্ড, ‘তা হলে কী, রানা?’

রানা বুঝে গেছে, কিছু গোপন রাখতে এখানে আসেনি ডেপুটি মার্শাল, ছোট করতে চাইছে না ওকে, দেখাতেও চাইছে না নিজ ক্ষমতা। সত্যের কাছ দিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো ওর, ধীর কণ্ঠে বলল রানা, ‘আমার ধারণা, ওটা অনাবিষ্কৃত কোনও স্পিশিস, জেরাল্ড। অনেকটা মানুষের মতই, বাঘের চেয়েও হিংস্র। বাঘের মতই অ্যামবুশ করে, যদিও তার চিন্তা মানুষের মতই স্বচ্ছ। দু’পায়ে ভর করে হাঁটে। কিন্তু যেকোনও হিংস্র চার-পেয়ে জন্তুর চেয়ে ঢের বেশি দৈহিক ক্ষমতা। বাঘ বা সিংহের মত একই

এলাকায় রাজত্ব করতে আসেনি সে, তার চাই গোটা পৃথিবী। রাতে হামলা করে, কিন্তু প্রয়োজন পড়লে শিকার ধরে দিনের আলোতেও। চলে নিজের ইচ্ছেমত।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড, চোখ সরাতে পারল না রানার চোখ থেকে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এর আগে এই ধরনের কোনও জন্তুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে, রানা?'

'না,' এককথায় মানা করে দিল রানা।

'ওই জন্তুর বিষয়ে আগে কখনও কোনও গল্প শুনেছেন?'

'না।'

'তা হলে বলুন কী করে ওটার ব্যাখ্যা দেবেন?'

'আমি তো কোনও ব্যাখ্যা দিচ্ছি না, জেরাল্ড। আমি শুধু বলছি, কী দেখেছি।'

ঠোঁট মুড়ে কী যেন ভাবতে লাগল টম জেরাল্ড। চুপ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে ডিগবার্ট, কুঁচকে গেছে ভুরু। গভীরভাবে ভাবছে সে।

পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকবার পর বলল জেরাল্ড, 'রানা, বুঝতে পারছি, আপনি আমাকে কোনও মিথ্যা বলেননি। ওটার বিষয়ে যা ভেবেছেন, তাই বলেছেন। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছি, সব কথা আপনি বলেননি। আপনাকে বা আপনার দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ইউনিফর্ম পরা একদল লোক, কাজেই কাউকেই বিশ্বাস করছেন না আপনি। কিন্তু এদিকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। ...সরি, কিন্তু আপনার জন্যে খারাপ কিছু সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি।' রানা চুপ করে আছে। কয়েক মুহূর্ত পর বলল জেরাল্ড, 'প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানী নিনা সয়্যারকে মেরে ফেলা হয়েছে। খুন করার চেষ্টা হয়েছে টিপা মুইকে। আমি নিজেও আহত হই ওদের হামলায়।'

নীরবতা নামল ঘরে।

কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল রানা, 'কারা খুন করেছে নিনা সয়্যারকে?'

'জানি না, তবে নিজেরাও খুন হয়ে গেছে ডিগবার্ট ও আমার হাতে,' বলল জেরাল্ড।

'গুড,' আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'আর টিপা মুই?'

'হাসপাতালে। তার কাছ থেকে তথ্য পেয়েই এখানে এসেছি। আমাকে বলেছে, আপনি হয়তো এমন কিছু তথ্য দিতে পারবেন, যেটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে আমার কাছে।'

'ঠিক আছে, মার্শাল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'মন দিয়ে শুনুন: আপনি কোনও সাধারণ জন্তুর বিরুদ্ধে লড়বেন না। আপনার লড়তে হবে জেনেটিক এক রাক্ষসের বিরুদ্ধে। কথা বলতে পারে ওটা। হামলা করলে ঝড়ের চেয়েও বেশি হয় গতি। গুলি করেও আহত করা যায় না, এমনই তার চামড়া।' ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের বিস্ময় লক্ষ করছে রানা। 'শত শত গুলি করেছি আমরা ওটার দেহে, কিছুই হয়নি। এত গুলি করা হলে খুন হয়ে যেত অন্তত এক শ' সৈনিক। তারপরেও ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমাদের ওপর। কোনও ক্ষত তৈরি হয়নি তার দেহে। খুব যে ব্যথা পেয়েছে, তাও নয়। তাকে আহত করতে হলে একমাত্র উপায় ছোরা ব্যবহার করা।'

'ছোরা?' অবাক চোখে রানাকে দেখল জেরাল্ড। 'বুলেট যেখানে কাজ করে না, সেখানে কী করবে ছোরা? তা ছাড়া, আপনারা গেলেন কী করে ওটার অত কাছে? আপনার কথা থেকে মনে হয়েছে, কাছে পৌছে গিয়েই আপনাদেরকে খুন করেছে ওটা।'

'ছোরার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়, মার্শাল,' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন প্রফেসর সিরাজউদ্দীন। 'এটা আসলে সাধারণ কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেস দিয়েই বুঝিয়ে দেয়া যায়।'

বৃদ্ধের দিকে চেয়ে আছে টম জেরাল্ড।

নিচু স্বরে বলতে লাগলেন বাঙালি প্রফেসর, 'ওই দানবের এপিডারমাল মলিকিউলার স্ট্রাকচার অনেকটা রাইনোসরাসের মত। আপনি তো জানেন, দুনিয়ার আর সব প্রাণীর ত্বকের চেয়ে পুরু গণ্ডারের চামড়া? চট্ করে এ ধরনের চামড়া চিরে দিতে পারে না ভোঁতা বুলেট বা শ্র্যাপনেল, যদি না হয় তীক্ষ্ণ। ওই চামড়া খুব পুরু হতে হবে, এমনও নয়। আসল কথা ওটার কমপোযিশন।'

'আরেকটু খুলে বলবেন?' চেয়ারে ঝুঁকে বসল জেরাল্ড।

মাথা দোলালেন সিরাজউদ্দীন। গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করলেন, 'বিষয়টি খুব জটিল নয়, মার্শাল, এ জন্যে জানতে হবে সামান্য এনালজি। এ বিষয়ে কিছু পড়েছেন কখনও?'

হ্যাঁ-সূচক মাথা দোলাল জেরাল্ড।

'তো আপনি জানেন বুলেট আঘাত হানলে তৈরি হয় নির্দিষ্ট জায়গায় ট্রমা। এখন ধরুন, কোনও সিল্কের রুমালের দু'প্রান্ত টানটান করে ধরে মাঝে গুলি করলে, এত দ্রুত শিথিল হবে সিল্কের রুমাল, আসলে প্রায় কোনও আঘাতই লাগবে না। ওটা বুলেটের আঘাত ছড়িয়ে দেবে চারপাশে। তা-ই হয়েছে ওই দানবের চামড়ায়। নির্দিষ্ট জায়গার ফাইবার টিস্যু বুলেটের আঘাত ছড়িয়ে দিয়েছে সারা শরীরে, ফলে তৈরি হয়নি কোনও ক্ষত। ধরুন, কোনও বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ছুঁড়ে দিলেন আকাশে, তারপর গুলি করলেন ওটার ওপর। ...কী হবে? ওটার ওজন সিল্কের রুমালের চেয়ে বেশি, কিন্তু বুলেটের আঘাত চারপাশে ছড়িয়ে দেবে ওটার টিস্যু, তৈরি হবে শকওয়েভ। এভাবেও বলতে পারি: শান্ত পুকুরে ঢিল মারলে, তৈরি হবে পানির সমতলে ঢেউয়ের কম্পন। তেমনই হয়েছে দানবের চামড়ায়। রাইফেল বা পিস্তল দিয়ে যত গুলিই করা হোক, সহজেই ওই আঘাত নানানদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার ত্বক। আসলে, অবিশ্বাস্য নিরাপত্তা বলয়

আছে দানবের দেহে। সেটা তার ত্বক। আর জিনার রাইফেল...' জিনার দিকে চাইলেন সিরাজউদ্দীন।

'ব্যারেট,' নাম মনে করিয়ে দিল মেয়েটা।

'হ্যাঁ, জিনা, ব্যারেট,' মাথা দোলালেন তিনি। 'ওটা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু তারপরেও ভালভাবে ক্ষত তৈরি করতে পারেনি দানবের এপিডারমিসে। ...বলো তো, জিনা, তোমার অস্ত্রের ভেলোসিটি কত?'

'তিন শ' গ্রেইন বুলেট,' তথ্য দিল জিনা। 'ভেতরে রয়েছে ১,১১০ হজ্‌ডন পাউডার। মিশনে আসার আগে পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রতি সেকেণ্ডে বুলেট গেছে ৪,৩৭৪ ফুট দূরে। পরে এক্সপ্লোসিভ ডেটোনেশন যেন হয়, সেজন্যে ব্যবহার করেছি সিএফআই। আমার ধারণা, তাতে গতি বেড়েছে পাঁচ হাজার ফুট পার সেকেণ্ডেরও বেশি। তা ছাড়া, ব্যবহার করেছি ১৯৫ গ্রেইনের টেফলন টিপ্‌ড্‌ বুলেট। ছোট বুলেট, যাতে বাড়ে ভেলোসিটি। উইণ্ডেজের কথাও মাথায় রেখেছি।' আস্তে করে মাথা দোলাল জিনা। 'আমার ধারণা, ব্যারেটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করেছি ওই বুলেট ছুঁড়তে গিয়ে। বারুদ আরও বেশি দিলে ফেটে যেত রাইফেলের চেম্বার ও নল।'

'ঠিক,' বললেন সিরাজউদ্দীন, 'দানবের চামড়া যে পরিমাণ সহ্য করতে পারে, তার চেয়েও জোরে আঘাত হেনেছে তোমার বুলেট। সাবসনিক অ্যামিউনিশন বড়জোর টোকা দিয়েছে তার ত্বকে। কিন্তু যখন ঢের বেশি দ্রুতগামী বুলেট ভেদ করল চামড়া, চমকে গেল ব্যথা পেয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক, এই ফ্যাসিলিটির সৈনিকদের সবার হাতে ব্যারেটের মত রাইফেল নেই। তাদের অস্ত্র কোনও কাজেই আসবে না। শেষে হয়তো কেউ ঠেকাতে পারবে না ওটার হামলা।'

চিন্তাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল জেরাল্ড, 'আপনার কথাই হয়তো সঠিক

হবে, প্রফেসর। কিন্তু আপনার কথা অনুযায়ী, ব্যারেটের মত রাইফেলের বুলেট তার দেহে তৈরি করবে ট্রমা বা সামান্য সব ক্ষত। সেক্ষেত্রে পিছিয়েও যেতে পারে।'

'হয়তো,' শুয়ে পড়লেন সিরাজউদ্দীন। আরও বাড়ছে বুকের ব্যথা। 'কিন্তু সত্যিই যদি খুব দ্রুত নিরাময় হয় ওটার দেহ, সেরে উঠবে ঝটপট। আমাদের কাজ হবে বুলেটের পর বুলেট ছুঁড়ে ওকে ব্যথা দিয়ে সরিয়ে রাখা। দেহে যদি ক্ষত তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে ওটার কেমিকেল রিযার্ভে টান পড়বে। কমতে থাকবে শক্তি ও সহিষ্ণুতা। তাতে কমবে গতিও। বাড়তি সুবিধা পাব আমরা। ...এ কারণেই জিনার বুলেট গায়ে লাগতে পালিয়ে গিয়েছিল। আহত বলে নয়, শক্‌ড্‌ হয়ে দুর্বল হয়েছে মানসিকভাবে। তবে ভুললে চলবে না, এসব আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে তার দেহ। মিউটেশনের কারণে নতুন সব হামলা ঠেকাতে শিখে যাচ্ছে। ক্রমেই দৈহিকভাবে হয়ে উঠছে আরও ক্ষমতাশালী। দ্রুত মেরে ফেলতে না পারলে, একসময় এমন হবে, মানুষের তৈরি কোনও অস্ত্রে তার কিছুই হবে না। সব প্রাণীকে এভাবেই রক্ষা করে প্রকৃতি।'

চুপ হয়ে গেলেন সিরাজউদ্দীন। হাঁপিয়ে গেছেন।

'আপনাকে বোধহয় ক্লান্ত করে ফেলেছি,' তাঁর দিকে চেয়ে বলল জেরাল্ড।

'পরে আবারও আলাপ হবে,' বলল রানা। 'স্যর, আপাতত বিশ্রাম নিন।'

'না, ঠিক আছি, রানা,' দুর্বল হাত তুললেন প্রফেসর। 'একটু পরে বিশ্রাম নেব, তার আগে আরেকটা কথা বলে রাখি: ওই দানবের চামড়ায় রয়েছে কয়েকটা স্তর। আর এ কারণেই ধারালো ছোরা বা তলোয়ার কেটে দিতে পেরেছে ত্বক। বিষয়টি ঠিক পিরামিডাল পেনিট্রেশনের মত। তীক্ষ্ণ এক অংশ ভেদ করেছে

ত্বক। তখন আর বাধা দিতে পারেনি গায়ের চামড়া বা মাংস।'

প্রফেসর খুবই ক্লান্ত, বুঝে গেছে জেরাল্ড। নরম সুরে বলল, 'সময় দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, স্যর।' রানাকে দেখল একবার, তারপর চোখ চলে গেল ঘরের বাইরে।

গোপনে আলাপ করতে ইনফার্মারি থেকে বিদায় করে দিয়েছে নার্সকে, আপাতত ডিসপ্লে মনিটর করছে জিনা। আবারও রানার দিকে চাইল জেরাল্ড, নিচু স্বরে বলল, 'রানা, বলুন তো, আসলে কতটা শক্তিশালী ওটা? কেউ হয়তো বলবে গরিলার মত, কিন্তু ওই ধরনের মন্তব্য চাইছি না। সঠিক ক্ষমতা জানতে চাইছি।'

'শক্তি?' সরাসরি জেরাল্ডের চোখে চোখ রাখল রানা। 'মনে করুন, মোকাবিলা করতে হবে দশটা বাঘের হামলা।'

'আপনার কোনও ভুল হলো না তো?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জেরাল্ড।

'না,' মাথা নাড়ল গম্ভীর রানা, 'ট্র্যাক করেছি, লড়তেও হয়েছে ওটার সঙ্গে। বেঁচে আছি, তার মূল কারণ, আসলে ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু অনেকেই সাহায্য পায়নি ভাগ্যের। আরেকটা কথা মনে রাখবেন, ওটা স্রষ্টার তৈরি নয়, মানুষের তৈরি। আর এ কারণেই কেউ কেউ চাইছে, মরলে মানুষ মরুক, কিন্তু ওটা যেন বেঁচে থাকে।'

কুঁচকে গেল জেরাল্ডের ভুরু। চুপ করে আছে।

'মনে রাখুন, ওটা অচেনা কোনও প্রজাতি নয়,' বলল রানা। 'হাজার হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন করে গবেষণার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। নইলে এত দিনে ওটার মত একদল দানব দেখা যেত আলাস্কার উত্তর পাহাড়ে। কিন্তু পাওয়া যায়নি তাদের হাড়গোড় বা অস্ত্র। আসলে দশ হাজার বছর আগে মারা পড়েছে ওই জাতের প্রতিটি জানোয়ার।'

রানার দিকে চেয়ে জেরাল্ডের মনে পড়ল, ডক্টর গ্রেবারের

বাড়ির ওই ম্যাগাযিনের কথা। এখন বুঝতে শুরু করেছে অনেক কিছুই।

'আমাদের জানা নেই, ওই জানোয়ারের পূর্বপুরুষের লাশ আবিষ্কার করেছে কে, কিন্তু এটা জানি, ওটার জিন ব্যবহার করেই তৈরি করা হয়েছে নতুন এই রাক্ষস,' বলল রানা। 'যারা এর জন্য দায়ী, তাদের আছে গভীর কোনও উদ্দেশ্য।'

চুপ করে আছে জেরাল্ড।

'যখন জানবেন, কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ওই রাক্ষসকে, তখন আপনি এ-ও বুঝবেন, কেন খুন করা হয়েছে নিনা সয়্যারকে,' বলল রানা। 'এ বিষয়ে সামান্য ধারণা হয়েছে আমার। তবে কোনও প্রমাণ দেখাতে পারব না।'

'জেন্স সিমন্স?' চট্ করে জানতে চাইল জেরাল্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। সরকারী কোনও প্রজেক্ট নয় এটা। প্রথম থেকেই ছিল তার ব্যক্তিগত আগ্রহ। অবশ্য, সরকারী অনেকে এর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে নিজেদের। বড় কোনও স্বার্থ আছে তাদের। হয়তো সিআইএ, বা অন্য কোনও এজেন্সি সাহায্য করছে গ্রেবারকে। শুরু থেকেই এই প্রজেক্টের হেড সে।'

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, 'এবার বোধহয় কাজে নামার সময়, জেরাল্ড। পাখি ধরে পুরতে হবে খাঁচায়।'

ঠিক তখনই কিউবিকলে পা রাখল ডক্টর গ্রেবার। সাদা অ্যাপ্রনের পকেটে রেখেছে দু'হাত।

একটু অবাক হয়ে তাকে দেখল রানা ও জেরাল্ড।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল গ্রেবার।

ঘরে যেন শুরু হয়েছে সরকারী দুই অফিশিয়ালের ক্ষমতার লড়াই। রানার মনে হলো, আগ্রাসী ভঙ্গিতে গ্রেবারের দিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড, যদিও একটা কথাও বলেনি।

ক' মুহূর্ত পর বিজ্ঞানীর সামনে চলে গেল জেরাল্ড, সরাসরি চোখে চোখ রেখে বলল, 'আপনি তো একজন ডাক্তার, সারিয়ে তোলেন রোগীকে, প্রয়োজন পড়লে অপারেশন করেন গুরুতর অসুস্থ মানুষের দেহে; একটা কথা বলুন তো, ডক্টর, তা হলে জিয়োলজিস্ট বা কমপিউটার এক্সপার্টের ভূমিকায় কী করছেন আপনি এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে? আরেকটা কথা, কী এত জরুরি সমস্যা হয়ে গেল এখানে যে আমার তদন্ত শেষ হয়নি জেনেও আপনাকে চলে আসতে হলো এই বিরান ভূমিতে?'

কঠোর সুরের এসব প্রশ্ন শুনে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল গ্রেবারের। চট্ করে একবার দেখে নিল রানাকে। তারপর বলল, 'বুঝতে পারছি শুনছিলেন মিস্টার রানার কল্পকাহিনি। একের পর এক উদ্ভট অভিযোগ তুলছেন তিনি।' বাচ্চাদের দুষ্টুমি সহ্য করছে এমন ভঙ্গিতে হাসল সে। 'সত্যি বলতে, আমি আঁধারে আছি ওই জানোয়ারের বিষয়ে। কী তার অতীত? এল কোথা থেকে? আমি অবশ্য মেনে নিতে পারিনি মিস্টার রানার থিয়োরি।'

'কী সেই থিয়োরি, ডক্টর?' জানতে চাইল জেরাল্ড।

চুপ করে আছে রানা।

ওর দিকে চেয়ে সামান্য বিস্ফারিত হলো গ্রেবারের দু'চোখ। সহজ সুরে বলল, 'বুঝতে পারছি, আপনার কান ভারি করেছেন মিস্টার রানা তাঁর জানোয়ারের থিয়োরি দিয়ে।'

'সেই থিয়োরি কী?' আবারও বলল জেরাল্ড, এবার কণ্ঠ কঠোর।

হেসে ফেলে কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। 'ভুল না হয়ে থাকলে, আমার চেয়ে বহু গুণ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব বলতে পারবেন মিস্টার রানা, মার্শাল। তাঁর অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক থিয়োরি শুনিনি, ব্যস্ত ছিলাম অন্য চিন্তায়।'

কেউ যে তার কথা বিশেষ পাত্তা দিচ্ছে না, তা চট্ করে বুঝে

গেল গ্রেবার। যে কারণেই হোক, ছোট চোখে দেখা হচ্ছে তাকে।

'হ্যাঁ, মিস্টার রানার থিয়োরি উনি বলেছেন,' বলল জেরাল্ড। 'কিন্তু আমি বিজ্ঞানী নই, ডক্টর গ্রেবার। আপনিই বরং বলুন, কেন তাঁর থিয়োরি ঠিক নয়। আমার মনে হয়েছে, সঠিক পথেই ভাবছেন মিস্টার রানা।'

'আসলে,' জেরাল্ডের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল গ্রেবার, 'হয়তো মিস্টার রানার মত করে আমাকে প্রশিক্ষিত করা হয়নি অ্যানথ্রোপোলজি বা জেনেটিক্স বিষয়ে, মার্শাল? আমার জানা আছে শুধু প্রাথমিক বিষয়গুলো। ...মিস্টার রানা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার কোথাও ভুল হয়ে থাকলে তা ধরিয়ে দেবেন। আপনার থিয়োরি অনুযায়ী, ওই জানোয়ার সৃষ্টি করা হয়েছে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে। আর এসব দুর্গম রিসার্চ স্টেশনে সাইসমিক অ্যাকটিভিটি মনিটর না করে আমরা বেআইনী কিছু করছি।'

গ্রেবার থেমে যাওয়ার পর জানতে চাইল জেরাল্ড, 'ওঁর থিয়োরি কী কারণে উড়িয়ে দেয়া হবে?'

'অপমান করতে চাই না মিস্টার রানাকে, কিন্তু তাঁর মতামত কোনওভাবেই মেনে নেয়া সম্ভব নয় সুস্থ মনের কোনও মানুষের পক্ষে। সত্যিই যদি এসব ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করে তৈরি করা হতো ওই দানবকে– যদিও তা হয়নি– সেক্ষেত্রে মস্ত একটা প্রশ্ন রয়ে যেত: কী কারণে তৈরি করা হলো ওই দৈত্যকে? বাস্তব কথা হচ্ছে, ওটা প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে আমাদের প্রোগ্রাম। নতুন করে আবারও সব গুছিয়ে নিতে পারব না। সেই ফাণ্ড আর দেবে না কংগ্রেশনাল কমিটি। বুঝতেই পারছেন, বৃথা হয়ে গেছে আমাদের এতজনের এত পরিশ্রম। আমরাই যদি সৃষ্টি করতাম ওই দানবকে, সেক্ষেত্রে কী প্রাপ্তি হতো আমাদের? মেরে সাফ করে দিয়েছে ওটা আমাদের দলের বহু সৈনিক, বিজ্ঞানী ও তাদের সহকারীকে।'

সামান্য বিরতি নিয়ে আবারও শুরু করল সে, 'জেনেটিক্স সম্বন্ধে যতটুকু শুনেছি বা জেনেছি, তাতে বর্তমান বিজ্ঞানের সাধ্য নেই তৈরি করবে ওই ধরনের কোনও জানোয়ার।' সামান্য দ্বিধা করল, মনে হলো কথাটা বলবে কি না ভাবছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তা ছাড়া, স্বাভাবিক অবস্থায় ভাল যেকোনও ডিএনএ-র মলিকিউলার স্ট্রাকচার টিকে থাকবে দুই থেকে তিন হাজার বছর। এটা আমার কথা নয়, মস্ত সব বিজ্ঞানীর মন্তব্য। কিন্তু আমার ভুল না হয়ে থাকলে প্রফেসর সিরাজউদ্দীন ধারণা করছেন, ওই জানোয়ার এসেছে প্লেইস্টোসেন আমল থেকে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশ হাজার বছর আগের। কিন্তু কোনওভাবেই অত আগের ডিএনএ রয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্তর থেকেই শ্রদ্ধা করি তাঁকে, কিন্তু মেনে নিতে পারব না তাঁর থিয়োরি। ডিএনএ বা হিম ইউনিটের রক্ত সংরক্ষিত থাকলেও পাঁচ হাজার বছর ধরেও রয়ে যেত না।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। 'না, আপনারা যা-ই ভাবুন, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত, ভুল হচ্ছে আপনাদের। বুঝতে পারছি, যে কারণেই হোক, সন্দেহ করছেন আমাকে, ভাবছেন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়েছি; কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। মিথ্যা বলব না, ক্লাসিফায়েড কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে এসব রিসার্চ স্টেশনের, কিন্তু সেসব জানাতে পারব না কাউকে। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সেসব কাজ ক্লাসিফায়েড বলেই সুপারভাইয় করা হচ্ছে ল্যাংলি থেকে।' মিষ্টি হাসল গ্রেবার। তারপর আবারও খেই ধরল, 'মিস্টার রানা যা-ই ভাবুন, আমাদের সেসব কাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওই দানবের। হাজারো কোটি ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও নেই দশ হাজার বছর আগের কোনও দানব ফিরে আসবে। আর সত্যি যদি মস্ত কোনও বিজ্ঞানী নতুন করে তৈরি করত ওসব দানব; সেটা কিন্তু হতো ভয়ঙ্কর অনৈতিক কাজ।

উচিত নয় স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের প্রতিযোগিতা। ...মিস্টার রানার কথায় অপমানিত হইনি, একাধিক মানুষের চিন্তা একইরকম হবে, এমনও নয়। বিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য বেশি জানি বলেই, এ কারণে নিজেও খানিকটা অপমান করে ফেলেছি মিস্টার রানাকে। সত্যিই বলছি, সেজন্য আমি দুঃখিত। আমার সাধ্যের ভেতর এমন কোনও সাহায্য আপনাদের লাগলে, জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না।'

মৃদু হাসল রানা। 'বুঝলাম আপনার অন্তরটা পরিষ্কার।'

'যা বিজ্ঞানের বাইরে, সে বিষয়ে কথা বলব না, এর বেশি কিছুই বলার নেই আমার,' বলল গ্রেবার।

চট্ করে হাতঘড়ি দেখল রানা। বাইরে এতক্ষণে নামতে শুরু করেছে আঁধার। জ্বেলে দেয়া হয়েছে সব সিকিউরিটি ল্যাম্প। আর আধ ঘণ্টা পর জ্বলবে বিশাল আকৃতির সব স্পটলাইট, দিন করে দেবে গোটা কম্পাউণ্ড।

ডক্টর গ্রেবারকে বলল রানা, 'ডক্টর, কিছুদিনের ভেতর ষাট মিলিয়ন ডলারের তিনটে ইন্সটলেশন হারিয়েছেন আপনি। এক দানবের হাতে মারা পড়েছে এক শ'রও বেশি মানুষ। ওটা কোনও জন্তু নয়, হামলা করেছে একের পর এক রিসার্চ স্টেশনে, কারণ কিছু খুঁজছে সে। এমন কিছু, যা আছে আপনার কাছে। সহজেই বুঝতে পারছি, এসব রিসার্চ স্টেশন খুঁজে দেখা জরুরি তার জন্যে। আর আপনি একমাত্র মানুষ, যিনি বলছেন আসলে এসব রিসার্চ স্টেশনে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নেই। আমাদের একটু খুলে বলবেন, কেন এত কম গুরুত্বপূর্ণ এসব ফ্যাসিলিটি?'

সমস্ত জবাব প্র্যাকটিস করে জিভের কাছে রেখে দিয়েছে ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। এ কারণে মনে মনে পিঠ চাপড়ে দিল নিজের।

'মিস্টার রানা, বোকা লোক নন আপনি, শিক্ষিত একজন। নামডাকও আছে আন্তর্জাতিকভাবে। আমার তা নেই, সাধারণ

এক বিজ্ঞানী। সেনেট ইন্টেলিজেন্স সাবকমিটির পলিসির বাইরে যেতে পারি না। প্রতি বছর চারবার সদস্যদের কাছে জবাবদিহি দিতে হয়। আপনার রয়েছে থিয়োরি, আর সেগুলো যে একেবারে উড়িয়ে দেব, তাও সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওগুলো যৌক্তিক বলে মনে হয়নি আমার।' সরাসরি রানার চোখে তাকাল সে। 'আপনার হাতে অবিশ্বাস্য ওই থিয়োরির বিষয়ে সামান্যতম প্রমাণ থেকে থাকলে, বিনা দ্বিধায় মনোযোগ দিয়ে সবই শুনব। বুঝতে পারছি, আপনার মনে সন্দেহ জন্মেছে, কিন্তু আগে তো আপনার দেখাতে হবে যথেষ্ট প্রমাণ। নইলে আমরা বিশ্বাস করব কীসের ভিত্তিতে! আমরা একদল উন্মাদ বিজ্ঞানী নই যে ভয়ঙ্কর কোনও জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করব, আর সেই কারণে মস্ত কোনও ভুলে খুন হবে শত শত নিরীহ মানুষ– মিস্টার রানা, একটু ভেবে দেখুন, এ কি সম্ভব?'

রানা বুঝল, আপাতত তার বক্তৃতা শেষ করেছে লোকটা।

নীরবতা নেমেছে ঘরে।

কয়েক সেকেণ্ড পর মার্শাল জেরাল্ডের দিকে ফিরল গ্রেবার। 'বোধহয় আপাতত আর কোনও প্রশ্ন নেই, মার্শাল? এখানে এসেছি ডক্টর সিরাজউদ্দীনকে দেখতে। ঠিক গতিতেই চলছে তাঁর হৃৎপিণ্ড। মনে হচ্ছে না আর কোনও বিপদ হবে। কাজেই এবার ফিরতে চাই ল্যাবে। ক্লাসিফায়েড এক্সপেরিমেন্ট চলছে ওখানে। সুপারভাইয ও ভেরিফিকেশনের কাজটা আমাকেই করতে হবে।'

'সামান্য দু'-একটা প্রশ্ন করব,' বলল জেরাল্ড। 'দেরি করিয়ে দেব না আপনাকে। আমার প্রথম প্রশ্ন: এই কমপ্লেক্স কত তলা, ডক্টর?'

'সমতল থেকে ওপরে তিনতলা। মাটির নীচে একতলা ওটা স্টোরেজ এরিয়া।' ওয়্যারহাউস হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। আর সায়েণ্টিফিক সব ইকুইপমেন্ট থাকে এই তলায়। ওপরের দুই

তলা ব্যবহার করা হয় অফিস ও আর্মির ব্যারাক হিসেবে। এ ছাড়া মেডিকেল স্টাফও ওখানেই থাকে।'

'বেযমেন্ট ঘুরে দেখব,' বলল টম জেরাল্ড। 'আমি জানতে চাই ওখানে কী ধরনের ইকুইপমেন্ট রাখা হয়েছে।'

'অবশ্যই, মার্শাল,' মাথা দোলাল গ্রেবার, 'যেকোনও সময়ে দেখতে যেতে পারেন ব্যারাক বা সায়েন্স ফ্যাসিলিটি। আশা করি এরপর আর সন্দেহ থাকবে না মনে।' বাম হাত তুলে হাতঘড়ি দেখল গ্রেবার। 'এখনও একটু সময় দিতে পারব। আপনার আপত্তি না থাকলে চলুন, ঘুরিয়ে দেখাই চারপাশ।'

'ভাল হয় তা হলে,' বলল জেরাল্ড।

বড় করে দম ফেলল ডেভিড গ্রেবার, যেন আপত্তিসত্ত্বেও রাজি হতে হয়েছে বাচ্চা ছেলের আবদারে। 'ঠিক আছে, তবে মনে হয় না পুরো ইনভেন্টরি আজই দেখে শেষ করতে পারবেন। সমস্যা নেই, কালকে আবারও শুরু করবেন।' হাতের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিল সে। 'প্রথমে কোথায় যেতে চান?'

'দেখি কোথা থেকে শুরু করি,' বলল জেরাল্ড।

মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের চোখে বিরক্তি ও রাগ দেখল রানা। যদিও চট্ করে মিলিয়ে গেল সেসব। সেখানে দেখা দিল বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি 'আসলে সারি সারি কার্ডবোর্ডের বাক্স ছাড়া দেখার মত তেমন কিছুই নেই। বেশিরভাগই কমপিউটারের ইকুইপমেন্ট, খাবার, ব্ল্যাঙ্কেট বা ভেহিকেলের পার্টস্। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দরকারী সব জিনিস আগে থেকেই এনে রাখতে হয়। ছয় মাসের মালপত্র মজুদ রাখি আমরা।' আরেকবার দরজা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিল, সে ব্যস্ত লোক, ইতিমধ্যে নষ্ট হয়েছে যথেষ্ট সময়। 'আগে স্থির করুন কোথা থেকে শুরু করবেন, মার্শাল।'

তাকে কিছু না বলে ডিগবার্টকে বলল জেরাল্ড, 'চারপাশ ঘুরে

দেখব। দরকার পড়লে পরে তোমাকে ডেকে নেব।’

হাণ্টারের দিকে চাইল রানা। নিচু স্বরে বলল, ‘গার্ড দে।’

প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের বেড়ে দু’পা তুলে দিল হাণ্টার, হাঁপিয়ে চলেছে। চকচকে চোখে দেখছে মানুষটাকে। বিছানা থেকে পা নামিয়ে পায়চারি শুরু করল ছোট্ট ঘরে। এখান থেকে সরবে না প্রাণ থাকতে।

ওর দিকে চেয়ে হাসলেন সিরাজউদ্দীন।

টম জেরাল্ডের দিকে চাইল রানা। ‘আপনার আপত্তি না থাকলে আমিও সঙ্গে যেতে চাই। ঘুরে দেখব চারপাশ।’

‘কোনও আপত্তি নেই,’ বলল জেরাল্ড। ডেস্ক থেকে তুলে নিল ওয়েদারবি .৪৫৪ রাইফেল। ব্রিচ খুলে নিশ্চিত হলো, ভিতরে আছে ব্রাসের দানবীয় দুই শেল। ধাতব আওয়াজ তুলে আবারও আটকে নিল চেম্বার। টের পেল, সত্যিই তুলনা নেই এই অস্ত্রের ভারসাম্যের। ‘চলুন, ডক্টর গ্রেবার, আপনি আমাদের ট্যুর গাইড।’

‘আমি প্রফেসরের সঙ্গে রয়ে যাচ্ছি,’ রানাকে বলল জিনা। ‘নার্স ফিরলে চলে যাব আমার পযিশনে। আমাকে বোধহয় রাখা হবে ছাতে।’

ওর উদ্দেশে মাথা দোলাল রানা।

সামান্য ঠোঁট নেড়ে নীরবে বুঝিয়ে দিল জিনা, ‘সাবধানে থেকো, রানা!’

সতেরো

কম্পাউণ্ডে টহল দিতে বেরিয়ে চারপাশে চোখ রেখেছে সতর্ক তানামুরা ও ওয়েইলার। দুপুরে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে ওরা। আর্মি ইণ্টেলিজেন্স থেকে ডিব্রিফ করা হয়েছে ওদেরকে।

ওই ঘর থেকে বেরিয়ে দেরি না করে লড়াইয়ের জন্য অস্ত্র জোগাড় করেছে ওয়েইলার। এখন ওর বুকে আড়াআড়িভাবে ঝুলছে দুটো ব্যাণ্ডোলিয়ার, তাতে কমপক্ষে এক 'শ'টা শটগানের কার্তুজ। এ ছাড়া, ওর কাঁধে স্লিঙে রয়েছে সেমি-অটোমেটিক স্ট্রিট সুইপার– ওটা খাটো নলের বন্দুক। রিভলভারের সিলিণ্ডারের মতই গোল ম্যাগাযিন, ভিতরে বারোটা গুলি। কোমরের হোলস্টারে রেখেছে ডাবল ব্যারেলের আরেকটা কাটা বন্দুক। পাশাপাশি দুই নল বড়জোর আট ইঞ্চি দীর্ঘ। আগেই কেটে দেয়া হয়েছে স্টক। ওখানে এখন আরামদায়ক পিস্তল গ্রিপ। হোলস্টার থেকে খপ্ করে তুলে নিয়েই গুলি করতে পারবে। ডান উরুতে .৫০ ক্যালিবারের ডেযার্ট ঈগল সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। কমব্যাট বেল্টে বাড়তি কয়েকটা ম্যাগাযিন। গলার কাছে ইলাস্টিকের স্ট্র্যাপে নাইট-ভিশন গগল্স্। মাঝে মাঝে নিজেকে বেশ নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে ওয়েইলারের। কিন্তু ভাল করেই জানে, সত্যি ওই দানবের মুখোমুখি হলে হয়তো কোনও কাজেই আসবে না এসব অস্ত্র।

তানামুরার পিঠে ঝুলছে ধারালো কাটানা, হাতে এম-১৪। এ

ছাড়া রয়েছে ভারী সব অস্ত্র। কোমরের দু'পাশের হোলস্টারে দুই .৪৫ ক্যালিবারের পিস্তল, বুকে কমপক্ষে আটটা অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড। লড়াইয়ের সময় অ্যাড্রেনালিনের কারণে ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে, তাই সাদা এক ফালি টেপ দিয়ে সিকিয়োর করেছে প্রতিটি পিন। যথেষ্ট জোরে টান না দিলে খুলবে না ওগুলো।

ওর কমব্যাটের কৌশল বুঝে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়েইলার, 'আসলেই ভাল করেছ এভাবে পিন আটকে। আফগানিস্তানের মরুভূমিতে এক ধরনের কাঁটা-ঝোপ আছে, ওগুলোর টান লেগে ফেটে যেতে দেখেছি গ্রেনেড। ঝোপঝাড় থেকে বেরোচ্ছে তরুণ ক'জন সৈনিক, এমন সময় ফাটল একজনের গ্রেনেড। টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল সবাই। তারপর থেকে এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না গ্রেনেড জিনিসটাকে।'

'সতর্ক হওয়া ভাল, বিশেষ করে যুদ্ধে,' বলল তানামুরা।

'তোমার ধারণা আজ রাতেই আসছে ওটা, তাই না?' হঠাৎ জানতে চাইল ওয়েইলার।

'হুঁ।'

নীরবতা নামল দু'জনের মাঝে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল ওয়েইলার, 'তুমি এত নিশ্চিত কেন? ওটার হামলা করার বিশেষ কোনও জরুরি কারণ আছে?'

কম্পাউণ্ডের বাইরে পাহাড়ি এলাকায় নেমে এসেছে গাঢ় ছায়া। ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে দালানের বুকে বড়সড় ঘড়িটা দেখল তানামুরা। কুঁচকে গেল ভুরু। 'ওটা আসবেই। আসবে আসলে রানার জন্যে।'

'রানার জন্যে?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল তানামুরা, 'লড়াই হলে ওদের দু'জনের একজনকে মরতেই হবে।'

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কারণে সহজেই জেনে গেছে সে কোথায় আছে বাইরের লিসেনিং পোস্ট। ভেবেছিল হামলা করবে আচমকা, কিন্তু হতাশ হতে হয়েছে। অনেকক্ষণ আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে ওই একাকী ঘাঁটি। তখনই রাতের আঁধারে হঠাৎ করেই বহু দূর থেকে ভেসে এল করুণ এক বিলাপ-ধ্বনি।

মুখ তুলে ওদিকে চাইল সে। হেসে ফেলল খল-খল শব্দে।

হ্যাঁ, এক থাবা মেরে ওদিকের এক নেকড়েকে খতম করে দিয়েছে সে, আরাম করে খেয়েছে মগজ। ওই ছিন্নভিন্ন লাশ দেখে কাঁদছে এখন ওটার সঙ্গিনী।

সে ছাড়া কেউ বুঝবে না, খুন করতে আসলে কী আনন্দ।

লাশটার বুকে পা রেখে কী ভালই না লেগেছিল!

তারপর আরাম করে খেল মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও পিছনের দু'পায়ের মাংস। তাতে ফিরে এসেছে শরীরে পূর্ণ শক্তি।

আবারও ঘুরে চাইল কম্পাউণ্ডের দিকে। গলা থেকে বেরোল ঘড়-ঘড় আওয়াজ। বুঝতে চাইল কোথায় হামলা করবে প্রথমে।

ফ্যাসিলিটির ভিতরে টিলার গায়ে গাছের গুঁড়ির এক কুটির, ছাত ঝোপঝাড় ও কাদা-মাটির। কাছেই এক বাঙ্কার। দুই জায়গা থেকেই আসছে মানুষের গায়ের কড়া গন্ধ।

গুঁড়ির কুটিরের দেয়ালে বা বাঙ্কারের মাঝে নজর রাখবার জায়গা। এদিকে কোনও দরজা নেই। গোপন দরজা পিছন দিকে। হ্যাঁ, সতর্ক হয়ে উঠেছে লোকগুলো। এ কারণেই কাউকে রাখা হয়নি কাঁটাতারের এদিকে। আর ওই তারকাঁটার দেয়াল অন্যান্য সব ফ্যাসিলিটির বেড়ার চেয়ে অনেক উঁচু ও পোক্ত।

কম্পাউণ্ড থেকে তিন শ' ফুট দূরে জঙ্গলের আঁধারে চুপ করে বসে আছে সে। মনোযোগ কম্পাউণ্ডের ভেতরে। টহল দিচ্ছে সশস্ত্র সৈনিক ও পাহারাদার কুকুর। দূরে একের পর এক

ভেহিকেল। এখানে ওখানে উঁচু টাওয়ার। ওখানে নড়ছে লোক।

ঝোপের মত ভুরু কুঁচকে এসব ফ্যাসিলিটির রুটিন মনে করতে চাইল সে।

কোথায় যেন থাকবে বেশিরভাগ সৈনিক?

কম্পাউণ্ডের পিছনে মস্ত বড় দালানের দিকে চাইল লাল দু'চোখে। ওদিক থেকে আসছে যন্ত্রপাতির গর্জন। ওই যন্ত্রের কারণে বেড়ায় থাকে ইলেকট্রিসিটি। খুব সাদা বাতিও জ্বলে। আর ওসব যন্ত্র একবার থামলে অন্ধকারে অসহায় হয়ে ওঠে মানুষ।

উঠে দাঁড়াল সে। হাঁটুর কাছে ঝুলছে বনমানুষের হাতের মত দুই দীর্ঘ, পেশিবহুল হাত। কাঁচা মাংস ও মগজ খেতে পেয়েছে বলে ফিরেছে দেহের সমস্ত শক্তি। বড় করে দম নিতেই ফুলে উঠল পিপের মত মস্ত বুক। পুরু মোটা দুই ঠোঁটে ফুটে উঠল টিটকারির হাসি। তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর বুক ভরে গেল ক্রোধে।

এবার মাফ নেই ওই মাসুদ রানার!

মাফ নেই ওই নেকড়েরও!

কাউকে ছাড়বে না সে!

সামনের ওই ফ্যাসিলিটি খুবই দুর্গম, কিন্তু সে যখন হামলা করবে, কারও সাধ্য হবে না ঠেকায় তাকে।

বুকে সামান্য ভয় নেই। ছুটতে শুরু করে উঠে যেতে লাগল ফ্যাসিলিটির দিকের টিলায়। চোখ রেখেছে মাটিতে। কোথাও কোনও তার দেখলে আরও সতর্ক হবে। আগেও ব্যথা দিয়েছে ওসব তার। ওগুলো বিপজ্জনক। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর জোরালো আওয়াজ তোলা দালানের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

প্রথমেই নষ্ট করে দিতে হবে বৈদ্যুতিক মেশিন।

কোমর সমান উঁচু ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগোল সে।

‘এটা কী, ডক্টর গ্রেবার?’ নীরব পাতাল-ঘরে জানতে চাইল টম জেরাল্ড।

ওর দিকে এগোল ডক্টর গ্রেবার। ‘ও, এটা? ব্যাকআপ ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক মনিটর। আমরা আসলে জানতে চাইছি সানস্পটের সঙ্গে টেকটোনিক প্লেটের নড়াচড়ার কোনও সম্পর্ক আছে কি না। এখন পর্যন্ত কোনও যোগাযোগ দেখা যায়নি। কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই আমরা। ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং।’

দেয়ালের ক্রো-বার থেকে সরল জেরাল্ড। ‘চলুন, আশপাশ ঘুরে দেখি।’

‘অবশ্যই, মার্শাল। যেকোনও কিছু দেখতে চাইতে পারেন।’

একটু পর কাঠের এক ক্রেট খুলল জেরাল্ড, সরিয়ে ফেলল স্টাইরোফোম ও কার্ডবোর্ড। ভিতরের জিনিসটা বের না করেই সামনের ও পিছনের দিক হাতড়ে দেখল। মনে হলো ওটা কোনও মনিটর। সামনে বাড়ল জেরাল্ড। মস্ত ঘরে সারি সারি বাক্সে খাবার, ফিউয়েল, স্পেয়ার পার্টস্, ওয়েপন্স, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। এ ঘর নানান দরকারী মালপত্রে ভরা। হাঁটতে শুরু করে কুঁচকে গেল জেরাল্ডের ভুরু।

ওদিকে পাতাল-ঘরের আরেক প্রান্তে মাসুদ রানা, জেরাল্ডের মতই চোখ বোলাচ্ছে অসংখ্য মালপত্রে। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর সব বাদ দিয়ে দেখতে চাইল, এ ঘরে আসলে কী নেই। ভাল করেই জানে, রহস্যময় কিছু থাকলে মার্শালের কথায় এখানে আসত না গ্রেবার। এখানে সন্দেহজনক কিছু থাকলে, তা লুকিয়ে রাখা হয়েছে ভালভাবেই।

রানা ভাবতে লাগল, নিজে গ্রেবার হলে কী করত।

বোঝা কঠিন!

গ্রেবার যদি কুমির হতো, মৃতদেহ লুকিয়ে রাখত কোনও গাছের ডালের নীচে। পচলে খেত।

ভালুক হলে ধুলো দিয়ে ঢেকে দিত শিকারের দেহ। কয়েক দিন ধরে একটু একটু করে খেত মাংস।

মৃতদেহ নিজের বাড়ি থেকে দূরে লুকিয়ে রাখবে শেয়াল। ঢেকে দেবে পাতা দিয়ে। বাড়ির এত কাছে রাখবে না যে এসে হামলা করবে হিংস্র প্রাণী।

বাঘ হলে লাশ নিয়ে গোপন কোনও জায়গায় রেখে ঢেকে দিত পাতা দিয়ে। পুরো এক সপ্তাহ ধরে প্রতি এক ঘণ্টা পর পর খেত মাংস।

অবলা জানোয়ার নয় গ্রেবার, অত্যন্ত চতুর।

লুকিয়ে রেখেছে কিছু, বা গোপন করছে।

ওই যে একটু দূরে আরেকটা বাক্স খুলেছে জেরাল্ড। পাশেই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি গ্রেবার, দু'হাত ভাঁজ করেছে বুকে। তার দিকে চেয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। দেয়াল ঠাণ্ডা ও মসৃণ। আরও কিছু মনে পড়তে চাইছে ওর। কিন্তু সেটা কী?

আস্তে করে বসে পড়ল রানা, হাত রাখল মেঝেতে।

একই অনুভূতি, শীতল ও মসৃণ।

কিন্তু কী যেন অস্বাভাবিক।

চোখ বুজে বসে রইল রানা।

পাঁচ সেকেণ্ড পর বুঝল, খুব মৃদু কাঁপছে মেঝে।

এটাই যদি বেযমেণ্ট হয়, তা হলে নীচে কাঁপে কী?

চোখ মেলল না রানা, মেঝে থেকে সামান্য তুলল দু'হাতের আঙুল। আলতো করে মেঝে ছুঁয়ে রইল ওর নখ। দেহের অন্য যেকোনও অংশের চেয়ে অনেক বেশি নার্ভ থাকে নখের প্রান্তে।

অপেক্ষা করছে রানা চুপ করে।

ওই যে, আবারও কম্পন!

নিয়মিত চলছে বিরতি নিয়ে!

খুব সাবধানে মেঝে স্পর্শ না করলে বোঝাই যায় না কিছু!

ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। মাটির ওপরের ফ্যাসিলিটির বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় কমপ্লেক্সের পিছনের শেডের প্রকাণ্ড জেনারেটার থেকে। ওটা যথেষ্ট দূরে। ওটার কারণে কাঁপছে না মেঝে।

অন্য কিছু চলছে।

তা ওপরে নেই, আছে মেঝের নীচে।

চোখ মেলে রানা দেখল, সার্চের কাজে জেরাল্ডকে সাহায্য করছে গ্রেবার। নতুন করে মিলিটারি ক্রেট খুলে দেখছে তারা। উঠে দাঁড়িয়ে তাদের দশ ফুট দূরে পৌঁছে গেল রানা, ওখানে থেমে বলল, 'আমি ফিরে যাচ্ছি, জেরাল্ড।' ঘুরে রওনা হয়ে গেল। 'এখানে সন্দেহজনক কিছুই নেই, যাচ্ছি জিনার সঙ্গে কথা বলতে।'

ভুরু কুঁচকে ওর পিঠ দেখল জেরাল্ড। 'আমরা এখনও পুরো ঘর দেখিনি, রানা! অন্য দিকটা দেখুন, অস্বাভাবিক কিছু তো থাকতেও পারে!'

'সময় নেই,' হাঁটবার গতি কমল না রানার। 'ছাতে গিয়ে দেখতে হবে আমার লোকজন ঠিক পযিশন নিয়েছে কি না। বাকি কাজ আপনি শেষ করে আসুন।'

বিশ ফুট যেতে না যেতেই পিছন থেকে বলল গ্রেবার, 'এলিভেটারের সুইচ টিপলে নিজেই ওটা প্রথমতলায় থামবে।'

জবাব দিল না রানা, খুব হতাশ লোকের মত থামল গিয়ে এলিভেটারের দরজার সামনে। টের পেল ধুক-পুক করছে বুক।

গ্রেবার এখনও ওর দিকে চেয়ে থাকলে ধরা পড়বে ও।

খুলতে শুরু করেছে লিফটের দরজা।

তখনই গ্রেবারের কাছে কী যেন জানতে চাইল জেরাল্ড।

চোখের কোণে রানা দেখল, মার্শালের দিকে ফিরছে লোকটা।

এ সুযোগে ঝট্ করে এলিভেটারের দরজা থেকে সরে কয়েক

সারি বাক্সের আড়াল নিল রানা। দূর থেকে চোখ রাখল লোক দু'জনের ওপর।

তিন সেকেণ্ড পর বন্ধ হলো এলিভেটারের দরজা।

তখনই এলিভেটারের দিকে আবারও চাইল গ্রেবার, কুঁচকে গেল ভুরু। শত্রুর নিশ্চিত পরাজয় নিজ চোখে দেখতে পেল না বলে বিরক্ত। আবারও সামনে বাড়ল জেরাল্ড। ওর সঙ্গে চলল গ্রেবার। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মার্শালকে সন্তুষ্ট করতে।

ওয়্যারহাউসের আরও দূরে সরল তারা। উল্টো দিকে গেল রানা। কয়েকবার ঝুঁকে স্পর্শ করল মেঝে। কিন্তু পশ্চিম থেকে খুঁজতে শুরু করে পুবে পেল বেশি কম্পন। এ ছাড়া মেঝের তলায় রয়েছে খুব মৃদু গুঞ্জন। ওদিকে মনোযোগ দিয়েছে, এমন সময় রানা টের পেল, কেউ একজন আসছে ওর দিকে!

ঝট্ করে সরে গিয়ে একটু দূরের ছায়া দেখল রানা। আড়াল নিল কয়েকটা ক্রেটের। জায়গাটা কোনও বড় ফ্রিয রাখার মত। ওখান থেকে চোখ রাখল এলিভেটারের ওপর।

লিফটের দরজার সামনে গ্রেবার ও জেরাল্ড।

মার্শালের কথা পরিষ্কার শুনল রানা। 'আমার কাজ শেষ হয়নি,' বিরক্তি ঝরল কণ্ঠে, 'আগামীকাল পর্যন্ত সার্চ বন্ধ রাখছি। এরপর শুরু করব নতুন করে।'

'অবশ্যই,' বলল গ্রেবার। 'আপনার যা ইচ্ছে, মার্শাল।'

দশ সেকেণ্ড পর বন্ধ হলো এলিভেটারের দরজা।

ক্রেটের ওদিক থেকে বেরিয়ে এল রানা। মস্ত ঘরে আর কেউ নেই। জ্বলছে প্রতিটি ফ্লুরেসেণ্ট বাতি। রানা আন্দাজ করল, বাতি এখানে সারাদিন-সারারাত এভাবেই জ্বলে।

আবারও হাঁটতে শুরু করে চলে এল ঘরের পুবে। কম্পনের কেন্দ্রবিন্দু এখানেই। ওর ধারণা: এদিকে আছে কোনও কুলিং সিস্টেম। এ কারণেই ঠাণ্ডা বা গরম প্রবাহ বের করে দেয়ার জন্য

দরকার ভেন্টিলেশন।

খুঁজতে শুরু করে মেঝেতে পেল ছোট দুটো ভেন্ট। হতাশ হলো না, কিছুক্ষণ পর একটু দূরেই মিলল বড় একটা ভেন্ট। বুঝে গেল, ছোট দু'ভেন্ট ঠাণ্ডা বা গরম সরিয়ে দেয়ার জন্য, কিন্তু বড়টার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা– বের করছে মেঝের নীচের ব্যবহৃত বাতাস।

ভারী এক ক্রেট সরিয়ে দেয়ালের ভেন্ট বের করতে সময় লাগল দশ মিনিট। তিক্ত হাসল রানা। ভেন্টিলেশন গ্রিলের সামনে হাত রাখতেই টের পেল, ওদিক থেকে আসছে উষ্ণ বাতাস।

ওদিকেই রয়েছে আসল গবেষণাগার!

অথচ ডক্টর গ্রেবার ওটার কথা উল্লেখই করেনি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরিবেশটা বুঝতে চাইল রানা। ওদিকের হাওয়ায় কাগজ, কালি, মানুষের ঘাম ও ইলেকট্রিকাল সার্কিটের গন্ধ। মনে মনে বলল ও, 'তোমার গোপন কিছুই আর থাকল না, ডক্টর গ্রেবার।'

আঠারো

প্রকাণ্ড কোনও রাক্ষসের আগুনঝরা মস্ত চোখের মত ওসব আলো। এতই উজ্জ্বল, যেন গায়ে এসে পড়ছে গনগনে তাপ। মাথার ওপর দিয়ে ওই আলো গিয়ে পড়েছে টিলার পাথুরে বুকে। এক মুহূর্তের জন্য থামল সে, তারপর হাঁটতে লাগল আবারও। নীচের বিরান ঢালে গিয়ে পড়েছে চোখ।

কঠিন ছিল ফ্যাসিলিটির পিছনের ছাউনির কাছে পৌঁছানো। এরই ভিতর চারবার থমকে গিয়ে তার দিকে ঘুরে চেয়েছে টহলরত একদল কুকুর। কিন্তু ওরা চাইলেও পাথরের পিছনে দেখতে পেত না তাকে। কোনও গন্ধও নেই, কারণ তাদের দিক থেকেই আসছে হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে কুকুরগুলোকে নিয়ে আবারও সামনে বেড়েছে সৈনিকরা। কিন্তু একটু পর পর কুকুর নিয়ে আসছে তারা। এ কারণে একেকবারে মাত্র কয়েক পা সামনে বাড়তে পারছে সে। একবার বাধ্য হয়ে শুয়েও পড়তে হয়েছিল পাথর খণ্ডের পিছনে।

বুকের ভিতর কোথায় যেন কাজ করছে শঙ্কা, এ জন্যে খেপে আছে নিজের ওপর। বুকে ওই ভয় জাগছে একজন লোকের কথা ভাবতে গিয়ে। শুয়ে পড়ে ক্রল শুরু করে একবার মাথা ঝাঁকাল সে।

মাসুদ রানা!

তোর মাফ নেই!

মরতেই হবে তোকে!

মরবে তোর নেকড়েও!

হামাগুড়ি দিয়ে আরও দ্রুত চলতে গিয়ে ভাবল, প্রায় নিখুঁত হয়ে উঠেছে দেহ। আর সেজন্যে বুকে গর্ব আসা স্বাভাবিক। অবশ্য, ঝিলিক দিয়ে মনে আসছে অপছন্দের সব ভাবনা। এ থেকে বুঝতে পারছে, পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়নি সচেতনতা। হঠাৎ কখনও কখনও মনে হচ্ছে, কোন্ মোহে এত মস্ত বড় ভুল করল সে!

যাক ওসব!

আর বেশিক্ষণ বিরক্ত করবে না এসব চিন্তা।

সামনের ফ্যাসিলিটিতে আছে অমর হওয়ার সুধা।

এমনিতেই কমে গেছে বয়স। মিউটেট হওয়ার পর বাড়ছে

শক্তি। দরকার হলে সহ্য করবে অকল্পনীয় কষ্ট। বেড়েও গেছে চাতুরি। এসবই করে তুলবে তাকে পৃথিবীর বুকে তুলনাহীন এক সম্রাট। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, সে হয়ে উঠেছে দুনিয়ার সেরা শিকারি।

এক মাইল দূরের নেকড়ের গায়ের গন্ধ পাচ্ছে অনায়াসে। অরণ্যের ছায়াভরা শেওলার মেঝেতে জমে আছে শত শত বছরের পাতা ও পচে যাওয়া গাছপালা; কিন্তু ওসব গন্ধ পাত্তা না দিয়েও খুঁজে বের করছে দরকারী লতা বা গুল্ম। দেখতে পাচ্ছে আঁধারে দিনের মত।

দোআঁশলা মাটিতে পাতার আস্তরের তলে যেসব গাছ ও গুল্ম জন্মেছে, সেগুলো সারিয়ে দিতে পারে রোগ ও ক্ষত। এসব ব্যবহার করে প্রায় সব প্রাণী। আর তাদের মতই সব জেনে গেছে সে-ও। বলে দিতে পারবে, পরের টিলার ওদিকে কী ধরনের জন্তু মরেছে। নীরবতায় সামান্য কোনও সরু ডাল ভেঙে গেলেও, তা বাতাসে ভাঙল না অন্য কারণে, বুঝবে পরিষ্কার। শেষ নেই তার দৈহিক ক্ষমতা, ক্রোধ বা গৌরবের।

সত্যি সে হয়ে উঠেছে সত্যিকারের ঈশ্বর!

কোনও মানুষ ওকে দেখলে আঁৎকে উঠবে, আঁধারে বড় বড় দাঁত আর কালো নখওয়ালা ভয়ঙ্কর এক দানব সে। ক্লান্তি নেই তার। শিকার ধরতে ছুটবে মাইলের পর মাইল। আসলে দৈহিক শক্তির দিক থেকে প্রায় নিখুঁত সে, 'অন্য কোনও শিকারি জানোয়ার তার কাছে কিছুই নয়।

বাঘ?

ছোহ্!

সিংহ?

হ্যাৎ!

ক্রল করতে করতে ভাবছে সেঃ না, আসলে কোনও মানুষকে

ভয় পাই না আমি। বিশেষ করে মাসুদ রানাকে তো নয়ই!

কিন্তু তাকে ব্যথা দিয়েছে ওই লোক– মাসুদ রানা!

এরপর তাকে কোনও সুযোগই দেবে না সে।

দু'হাতে চেপে ধরবে তার গলা, সরু করে দেবে দড়ির মত।

ব্যাটা হাড়ে হাড়ে বুঝবে মরণ কাকে বলে।

তার আগে বুঝবে পরাজয় কেমন কষ্টের।

তখন আরও টের পাবে, সত্যিকারের ভয় কী জিনিস।

ওই ভয় পেতে হবে সামনের ফ্যাসিলিটির সবাইকে।

মাফ পাবে না কেউ!

অবশ্য, আপাতত তাকে দেখবে না তারা।

যদিও নিজে দূর থেকে সবই দেখবে সে। তারপর যখন হামলা করবে, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে তাদের।

খল-খল শব্দে হাসল ডেমিয়েন।

আসলে কী দুর্বল ওই মানুষের বাচ্চারা!

চাইলেও কখনও তার মত হতে পারবে না!

রাতের আঁধারে দেখেও না ওরা।

দু'হাতে ধরবে ভাল কোনও শিকার?

ছোহ্! হ্যাৎ!

নিজেরাই তো সামান্য শিকার! কিন্তু তাদের লবণ ভরা রক্ত-মাংসে কী যেন আছে, বড়ই সুস্বাদু!

হ্যাঁ, সে ছাড়া কেউ বুঝবে না মানুষের রক্ত, মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস বা মাংস কচ-কচ করে খেতে কী মজা!

হ্যাঁ, তোরা অপেক্ষা কর!

আসছি তোদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে!

উনিশ

শীতল, মসৃণ, সাদা দেয়াল থেকে চকচকে অ্যালিউমিনিয়ামের ভেণ্টিলেশন কাভারের স্ক্রু খুলতে পাক্কা দশ মিনিট লেগেছে রানার। কাজটা শেষ করে উঁকি দিল নীচের চৌকো, দীর্ঘ শাফটে। বুঝে গেল, অনায়াসেই নেমে যেতে পারবে যে-কেউ। মোটামুটি বুঝে গেছে নীচে কী আছে। তবে নেমে গিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখবার সময় হবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধায় আছে।

কিছুক্ষণ কান পাতল।

না, কোথাও গোলাগুলির আওয়াজ নেই।

বাজছে না অ্যালার্ম।

তাতে অবশ্য স্বস্তি পাওয়ার উপায় নেই। যেকোনও সময়ে শুরু হবে দানব বা ওই রাক্ষসের বিরুদ্ধে মানুষের সশস্ত্র ও মানসিক লড়াই।

রানা নিশ্চিত, আজ রাতেই হামলা করবে ওটা। গত কয়েক দিনে হয়ে উঠেছে অত্যন্ত চতুর ও সতর্ক। প্রথম সুযোগেই বইয়ে দেবে রক্তের বন্যা। যতক্ষণে বাজবে অ্যালার্ম, ততক্ষণে হয়তো মেরে সাফ করে দেবে পঞ্চাশ-ষাটজন সৈনিক। সেক্ষেত্রে লড়াই শুরু হওয়ার আগেই অর্ধেক হেরে যাবে ওরা।

ট্র্যাকিঙের কাজটা নেয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে, তা নিয়ে ভাবছে রানা।

দানবটা প্রথম রিসার্চ স্টেশন বিধ্বস্ত করে দেয়ার পর

ওদেরকে জড় করা হয়েছিল লড়াইয়ের জন্য। অথচ শুরু হতেই স্যাবোটাজ করা হয়েছে ওদের অভিযান। মানুষের মত বুদ্ধি নিয়ে নরখাদক ওই দানব হামলা করেছে বার-বার। খুঁজছে তার জন্য খুব জরুরি কিছু, এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

আর এই শাফটের নীচে ওই ল্যাবোরেটরিতেই রয়েছে সব প্রশ্নের জবাব। যে সিরামের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে দৈত্য, বলা যেতে পারে ওটার কারণেই খুন হয়েছে শত শত মানুষ। ওই সিরাম না পেলে থামবে না ওটা, মরবে আরও শত শত লোক।

অন্তরে তাগিদ অনুভব করল রানা। ওর যাওয়া উচিত ওই ল্যাবোরেটরিতে। সব দেখে আসবে, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে।

বোকা লোক নয় ডক্টর ডেভিড গ্রেবার, একটু পরেই খেয়াল করবে ফ্যাসিলিটির কোথাও নেই ও। সন্দেহ হবে তার, হয়তো ছুটে আসবে ল্যাবোরেটরিতে বিপদ দূর করতে।

কাজেই কিছু করতে চাইলে দেরি করা উচিত হবে না ওর।

খাপের বাউয়ি ছোরা আলগা করে নিল রানা, ওটা ছাড়া অস্ত্র বলতে নিজ হাতে তৈরি টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব দিয়ে বানানো মৃত্যুযন্ত্রটা। মৃত্যুর ঝুঁকি দেখলে ব্যবহার করবে।

মাউন্টেন ক্লাইমারের মত শাফটে নামল রানা, নানান কোনা ব্যবহার করে নীরবে নেমে চলেছে ঘুটঘুটে আঁধারে।

নীচ থেকে আসা হাওয়া যা ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক শীতল; বোধহয় এই ব্যবস্থা হয়েছে ল্যাবোরেটরির কমপিউটার ইকুইপমেণ্ট ঠাণ্ডা রাখতে। নীরবে পুরো এক মিনিট নামল রানা, তারপর থেমে গেল সামনে স্টিলের জালি বা গ্রিল। একটু দূরের ডেস্কে মস্ত এক হলদেটে কমপিউটার।

ওপরের গ্রিলের মত নয়, এই গ্রিল ঘরের একপাশের নিচু দেয়ালে। স্ক্রু নেই বলে খুলে ফেলা সহজ। এক ফুট নামলেই

মেঝে। চারপাশ দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা, আটকে দিল গ্রিল। বুঝল, হাজির হয়েছে মস্ত এক ল্যাবোরেটরির বদ্ধ ও শীতল কামরায়। অনেকটা ব্যাঙ্কের প্রকাণ্ড কোনও ভল্টের মত।

ছাত অনেক উঁচু। গুন-গুন আওয়াজ তুলছে কমপিউটার টার্মিনাল। দূরে মানুষের কণ্ঠস্বর। পেটমোটা হলদে কমপিউটারের আড়াল থেকে ওদিকে চোখ রাখল রানা।

বিশাল এই ঘরকে যে-কেউ বলবে অত্যাধুনিক সায়েন্স কমপ্লেক্স। চারপাশে হাজারো ধরনের বৈজ্ঞানিক জিনিস-পত্র।

ওর দিকে পিঠ দিয়ে ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে লোকগুলো। মাল্টি-মনিটরওয়ালা কমপিউটার ডায়াসে চোখ রেখেছে চারজন ল্যাব টেকনিশিয়ান। ঘরের মাঝে অনেকটা ওপরে সাদা ছাতের কাছে ঝুলছে দীর্ঘ এক গোল টিউব। ভিতরটা কুচকুচে কালো। মনে হচ্ছে, ওটার জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই ল্যাবোরেটরি।

এক ডেস্ক থেকে আরেক ডেস্কের পিছনে আড়াল নিয়ে খুব সতর্ক পায়ে এগোতে লাগল রানা। মনে মনে বলল, তোমাদের কোনও দিকেই হুঁশ নেই দেখছি! আর এ কারণেই আগের সব ফ্যাসিলিটিতে হামলা করে সবাইকে মেরে ফেলতে পেরেছে ডেমিয়েন। চর্চা করছে বিজ্ঞানের, অথচ মানসিক ও দৈহিকভাবে নিজেদেরকে করে তুলেছে দুর্বল আর অসহায়

নিজেদের রুটিনের বাইরে কিছুই করবে না এরা। দেখছেও না কখন ঘরে এসে ঢুকেছে এক অচেনা লোক। সবার চোখ যার যার যন্ত্রের পর্দায়। একসময়ে এসব মেশিন তৈরি করেছে এদের মতই বিজ্ঞানীরা, কিন্তু পরবর্তী সময়ে এরা হয়ে উঠেছে মেশিন নির্ভর। হারিয়ে ফেলেছে স্বাভাবিক দক্ষতা ও সচেতনতা। যদি ওই দানবের বদলে রানা এখানে হামলা করত, এদেরকে মেরে সাফ করতে লাগত বড়জোর এক মিনিট।

চকচকে মঞ্চের মত একটা জায়গায় রয়েছে অত্যন্ত দামি,

কালো এক কমপিউটার। ওটার পিছনে থেমে আরেকবার চারপাশ দেখল রানা। কেউ দেখছে না ওকে। কমপিউটারের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে মনোযোগ দিল কালো মনিটরে। পর্দায় কিছু ব্লাড অ্যানালিসিস চার্ট, কমপ্লেক্স হিম ইউনিটের ব্রেকডাউন রেশিয়ো, ইলেক্ট্রোলাইট্স্, রিসেপ্টর সেল ও জেনোমের হিসাব।

এসব কী, তা বুঝতে শুরু করেছে রানা।

গত কয়েক বছর দুনিয়ার সেরা নামকরা জেনেটিক্স স্কলার আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালির সঙ্গে মিশে উপকার হয়েছে ওর, সহজেই বুঝছে কিছু ডেটা। এসব আসলে ডিএনএ স্ট্র্যাণ্ডের মলিকিউলার ডায়াগ্রাম।

কি-প্যাডে স্পর্শ করল রানা, তারপর আরও তথ্য পাওয়ার জন্য স্ক্রল করল। একটু পর কোনও আওয়াজ না করেই টাইপ করল ডিরেক্টরি/পয। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্গতিতে পর্দায় ভেসে উঠল একের পর এক ফাইলের নাম, বাদ পড়ল না সাব-টপিক্সও। কার্সার নিয়ে গেল স্পিশিস লেখা ফাইলের ওপর, তারপর টিপে দিল এণ্টার কী।

এক সেকেণ্ডও লাগল না, পর্দায় এল রঙিন ছবি। ওই দানবের বিরুদ্ধে পুরো তিন দিন জঙ্গলে-পাহাড়ে লড়াই করেছে ওরা। সাধারণ ছবি নয়, দেখিয়ে দেয়া হচ্ছে কীভাবে চলে তার শরীরের পেশি, রক্ত চলাচল ও মস্তিষ্কের তরঙ্গ। প্রচণ্ড ক্রোধের সময় কেমন হয় তার চেহারা। নীচে বড় করে লেখা: পরের প্রজেক্ট সিরাম এইচডি-৬৭ এবং তার ফলাফল।

এরপর কিছুই লেখা নেই।

বোধহয় কাজ শুরু করা হয়নি ওই প্রজেক্টে।

এসব দেখতে দেখতে চট্ করে চারপাশে চোখ বোলাল রানা। মাত্র পঁচিশ ফুট দূরে সবচেয়ে কাছের টেকনিশিয়ান, ঝুঁকে দেখছে নিজের মনিটরে কী যেন।

কমপিউটার টেকনোলজির সঙ্গে পরিচিত বলে 'এইচডি-৬৭' টাইপ করল রানা। যা এল পর্দায়, তাতে অবাক হলো না।

নর্থ রিজ এক্সপ্লোরেশন অ্যাণ্ড দ্য ল্যাবোরেটরি

নর্থ রিজ থেকে পাওয়া প্রোটোটাইপ অচেনা স্পিশিসের ডিএনএ সিনথেসাইয হয়েছে এই ল্যাবোরেটরির জন্য। মূল উদ্দেশ্য: ইনজেকশন ও এক্সপেরিমেন্টেশন। অসফল হতে হয়েছে স্পিশিস এন-৪, এন-৫ এবং এন-৬-এর বিষয়ে। শেষজনের ডিএনএ রেকর্ড হয়েছে রাত ৯:৩০:০৫ সময়ে। এইচডি-৬৭ সিরাম থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে হোমো সেপিয়েন্স-এর ট্র্যান্সমিটার ৯২.৪ মলিকিউল ও রিসেপ্টর জিনের ডুয়াল-স্ট্র্যাণ্ড।

প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে ০০:০১:০৩ সময়ে।

আইএ ইনজেকশন আনরিফাইণ্ড এইচডি-৬৭ সিরাম ব্যবহার করা হয়েছে এন-৬-এর ওপর ১১:০০:২০ সময়ে।

এরপর আরও কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে ফাইলে। মাঝের এক প্যারাগ্রাফে লেখা: প্রতিটি হোস্ট সিস্টেমকে নাইট্রাস অক্সাইড দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে ৭৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে। নতুন করে শুদ্ধ করা হয়েছে এইচডি-৬৭ ১৫:০০:০০ ঘণ্টায়।

ফাইল আরও পড়তে শুরু করেও থেমে গেল রানা। চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। আবার চোখ রাখল পর্দায়। জানতে ইচ্ছে হলো ওর 'সিকিউরিটি ভিডিয়ো, স্টেশন ওয়ান' ফাইলে কী আছে। ক্লিক করল আইকনে।

পর্দায় চালু হলো সাদা-কালো ছায়াছবি। ওপরে লেখা: ৪৫:১৩:০৫ সময়কালের।

পর্দার মাঝ থেকে নীচের অংশ ছায়াছবি। দেখা গেল ল্যাবের টেকনিশিয়ানদেরকে। মেঝের কাছে ঝুলছে কাঁচের এক আধার। ওখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে এক লোককে। নড়ছে না একেবারে। পরক্ষণে যা ঘটল, হতবাক হয়ে গেল রানা। প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে

গেল লোকটা, ছিটকে পড়ল মেঝেতে। খামচে ছিঁড়ে ফেলছে শার্ট ও গেঞ্জি। বিস্ফারিত হলো দুই চোখ। ছবি আছে, কিন্তু শব্দ নেই, বিকট হাঁ করে চিৎকার জুড়েছে লোকটা। মুচড়ে যাচ্ছে তার শরীর মেঝেতে। বদলে যেতে শুরু করেছে চেহারা।

অবাক হয়ে দেখছে রানা।

ঝর-ঝর করে মাথা থেকে খসে গেল লোকটার সব চুল। মনে হলো আগুনে পুড়ছে সে, ডাঙায় তোলা মাছের মত বার-বার আছাড় খাচ্ছে নানানদিকে। তারপর একসময় একদম শিথিল হয়ে গেল দেহ।

সময় দেখানো হলো পর্দায়।

তারপর আবারও এল ছায়াছবি।

ধীরে ধীরে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল বিকৃত চেহারার ভয়ঙ্কর এক লোক। যেন হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড এক দানব। হাত তুলল কিছু ধরতে।

অবাক হয়ে তাকে দেখছে টেকনিশিয়ানরা, চোখে-মুখে ভয়। বুকের কাছে ধরেছে ক্লিপবোর্ড।

বড় করে দম নিল দানব। খুব ধীর গতিতে সামনে বাড়ল।

এবার বোঝা গেল, সে আছে প্লেক্সিগ্লাসের ওদিকে।

দু'হাতের মারাত্মক দুই আঘাতে চুরমার করল সে বুলেটপ্রুফ প্লেক্সিগ্লাস। পরক্ষণে ঝাঁপ দিল সামনের লোকগুলোর ওপর।

পরের এক মিনিটে খুন হয়ে গেল সবাই।

মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে ছাতের কাছে ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঝুলন্ত শবাধারটা দেখল রানা। বুঝে গেছে, ওটার ভিতর রয়েছে নিষ্ঠুর এক সত্য। তখনই দেখল চোখের কোণে নড়াচড়া।

ওর কাছে পৌঁছে গেছে সেই চার টেকনিশিয়ান!

একবার চিৎকার দিলেই ধরা পড়বে ও। ঝড়ের গতিতে নড়ে উঠল রানা, ডানদিকের লোকটার গলা চেপে ধরেই আছড়ে ফেলল

বুক-সমান কমপিউটার টার্মিনালের ওপর। খাপ থেকে বাউয়ি ছোরা বের করেই ওটার ডগা ঠেকিয়ে দিল লোকটার গলায়।

একদম স্থির হয়ে গেল টেকনিশিয়ান, চোখে ভীষণ ভয়।

'কেউ নড়বে না, নইলে...' হুমকি দিল রানা।

বরফের মূর্তি হয়ে গেছে অন্য তিনজন।

'কিছুই স্পর্শ করবে না,' ধমক দিল রানা। বাম হাতে খামচে ধরল বামদিকের লোকটার ঘাড়, টেনে আনল টার্মিনালে পড়ে থাকা লোকটার পাশে। অন্য দু'জনের একজন মহিলা। তাকে কড়া সুরে বলল রানা, 'ওই কফিনের বাতি জ্বেলে দাও। ভেতরে কী আছে দেখতে চাই।'

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না মহিলা, দুই পা সামনে বেড়ে টিপে দিল কমপিউটারের কি-বোর্ডের একটা বাটন।

তার আগেই টেকনিশিয়ানদের আওতার বাইরে সরে গেছে রানা। খেয়াল করল, শবাধারের ভিতর সবুজ আলো।

পরিষ্কার দেখল দানবীয় এক মুখ। তার উষ্কখুষ্ক চুল ভাসছে সবুজ তরলে। গম্বুজের মত ফোলা কপাল। পুরু ভুরু যেন ঘন ঝোপ। গর্তে কালো চোখ। চ্যাপ্টা নাকের দু'দিকে পাথর সদৃশ শক্ত দুই গাল। এবড়োখেবড়ো চোয়াল। বাঁকা, মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে চারটে ক্ষুরধার শ্বদন্ত। পূর্ণ-বয়স্ক মর্দা গরিলার ঘাড় বা কাঁধের চেয়েও প্রকাণ্ড তার ঘাড় ও কাঁধ। পেশিবহুল হাত ও পা অকল্পনীয় শক্তিশালী। সারা শরীরে কর্কশ রোম।

ওটা মানুষ না, অন্য কিছু।

নিজে রানা অ্যাকশনে দেখেছে ওটার উত্তর-পুরুষকে।

গতি চিতার মত, ভারী যেকোনও পুরুষমানুষকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে বিশ ফুট দূরে।

শবাধারের প্রাণীটা মৃত, কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো হাজার হাজার বছর ধরেই পড়ে ছিল বরফের তলে। নইলে এত মসৃণ

হতো না মুখ ও দেহের ত্বক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোঁতা হয়নি কালো ছোরার মত ধারালো নখ।

আস্তে করে দম নিল রানা, মনে মনে বলল, মস্ত বড় ভুল করেছে এরা। উচিত ছিল না ওই দানবকে নতুন করে জন্ম দেয়া।

চিন্তা এল ওর মনে: কী কারণে এরা চেয়েছে বেঁচে থাকুক ডেমিয়েন! তাতে কী পাবে এরা?

এই প্রশ্নের জবাব পেতে হবে ওকে।

কান পাতল রানা।

ওপরে বাজছে না কোনও অ্যালার্ম। ব্যস্ততা নেই কারও, নইলে ছাতে থাকত ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ।

পালাতে শুরু করেনি টেকনিশিয়ানরা। হঠাৎ করেই নিজে ও হাজির হয়েছে বলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে এরা।

এবার এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ম্যাক্সিমিলিয়ানকে জানিয়ে দিতে হবে কী আছে এই ল্যাবোরেটরিতে।

তখনই টিং শব্দ শুনল রানা।

পিছনে খুলে গেছে এলিভেটারের দরজা।

বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন।

পায়ের আওয়াজ শুনল রানা।

সব মিলে ছয় বা সাতজন।

হ্যাঁ, ছয় জোড়া মিলিটারি বুট।

মৃদু কিঁচকিঁচ আওয়াজ তুলল দামি শ্যুর সোল।

ওটার মালিক বোধহয় ডক্টর ডেভিড গ্রেবার।

খাপে ছোরা রেখে দিল রানা, না ঘুরে চেয়ে রইল শবাধারের ওই দানবের দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ওর পাশে থামল গ্রেবার, মুখে রাগ বা হতাশার কোনও ছাপ নেই। আসলে কোনও কারণেই বিস্মিত হয় না সে বুকে ভাঁজ করে রেখেছে দু'হাত। ভাব দেখে মনে হলো

হতবাক হয়ে দেখছে ছাতের কাছে ঝুলন্ত কোনও অপূর্ব পেইণ্টিং। কয়েক মুহূর্ত পর ঝিকমিকে সাদা দাঁত বের করে হাসল, যেন অবাক হয়েছে এখানে রানাকে দেখে।

'আচ্ছা, তা হলে তুমি জেনে গেছ,' খুশি-খুশি সুরে বলল।

বলবার মত কিছুই নেই, চুপ থাকল রানা। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'এই তথ্য লুকিয়ে রাখলে কী করে?'

হাসল গ্রেবার। 'তাতে ভুল করিনি, মিস্টার রানা।'

এই লোক আবারও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, বুঝল রানা। আগের মতই আসমানের ওপর থেকে দেখছে ওকে– সামান্য এক শিকারি, ট্র্যাকার।

চট্ করে দেখে নিল রানা, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকধারী ছয়জন সশস্ত্র সৈনিক। সহজ সুরে বলল ও, 'এবার বোধহয় মেরে ফেলা হবে আমাকে?'

কোনও জবাব দিল না গ্রেবার। আগের মতই স্বাভাবিক।

রানা বুঝে গেল, এসব সৈনিক রেগুলার মিলিটারির সদস্য নয়। এই গবেষণাগার পাহারা দেয়ার জন্য আনা হয়েছে এদেরকে।

কী করে বেরিয়ে যাবে ভাবতে শুরু করে প্রথমেই মনে পড়ল ওর জিনার কথা। হামলা হবে সেজন্য দলের অন্যদের সঙ্গে আছে জিনা। আশা করা যায় না ওর কাছ থেকে সাহায্য পাবে। গ্রেবারের দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

'তুমি আসলেই উন্মাদ, গ্রেবার।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল ডাক্তার। 'কেউ কেউ তা ভাবতেই পারে। কিন্তু আমি একমত নই। ...তার প্রমাণ দেব? যেমন আগেই ভেবেছি তুমি এখানে এসে ঢুকবে, ঠিক তা-ই তো হলো। আমরা আসলে দু'জনই বাস্তব জগতের মানুষ। কমও হয়নি আমাদের অভিজ্ঞতা। যে যার পথে ভাল করেছি। অবশ্য, বাধ্য

হয়েই বেআইনী, বিপজ্জনক পথে কালো সব গোপনীয়তা বজায় রেখে চলতে হয়েছে আমাকে। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। আশা করি আমার অপারগতা বুঝবে তুমি, রানা। উপায় নেই, তোমাকে শেষ করে দিতেই হচ্ছে।'

শত্রুর চোখে চোখ রেখে ভয় খুঁজল সে।

মহাবিরক্ত হলো, ও জিনিস নেই রানার চোখে।

মৃদু হাসল রানা। 'জানো, গ্রেবার, অনেক মানুষ মারা গেছে আমার হাতে, কিন্তু অন্যায় না করে খুন হয়নি কেউ।'

লালচে হয়ে গেল গ্রেবারের দুই গাল। মনে হলো অপমানিত হয়েছে। কঠিন হয়ে উঠল চোখের চাহনি। আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, 'তাই? তোমার মত ওই কথা বলতে পারব না আমি।'

বিশ

দুর্গম ফ্যাসিলিটির মস্ত দালানের ছাতের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে জিনা উইলসন, হাতে ব্যারেট রাইফেল। চেয়ে আছে দূরের আঁধারে। কিছুক্ষণ পর খালি এক ক্রেটের ওপর বাইপডে ঠিকভাবে রাখল রাইফেল। ওর অস্ত্র অন্যদের চেয়ে ভারী, এর পাশে কিছুই নয় এম-১৬। পাশের টেবিলে গুলিভরা দুটো ম্যাগাযিন রেখেছে জিনা। আরাম করে বসে পড়ল পিছনের গদিওয়ালা বেঞ্চে। ওকে দেয়া হয়েছে সেরা জায়গা, যাতে লক্ষ্যভেদ করতে পারে বেড়ার কাছে।

মিলিটারি থেকে বিনকিউলার দিতে চাইলেও নিতে রাজি

হয়নি জিনা, তার বদলে নিয়েছে জেনারেশন থ্রি নাইটকোয়েস্ট স্টারলাইট স্কোপ। প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বাম হাতে। জিনিসটা বড়জোর ওর পাঞ্জার সমান। স্বাভাবিক দৃশ্যকে পুরো ৪৫,০০০ গুণ বড় করবে দুই পাউণ্ডের মোনোকিউলার। প্রতি তিন বা চার মিনিট পর পর ওটা দিয়ে বেড়া, ঝোপঝাড় ও আশপাশ দেখছে জিনা।

দালানের চারদিকে পাহারা দিচ্ছে পঞ্চাশজন সৈনিক। বেশিরভাগের কাছে হালকা অটোমেটিক অস্ত্র। অবশ্য তাদেরকে সহায়তা দেবে এম-৬০ মেশিনগানসহ একজন সৈনিক। তার গুলি জোগান দেবে আরেকজন। এ ছাড়া কম্পাউণ্ডে টহল দিচ্ছে চার বা ছয়জনের অ্যাটাক স্কোয়াড, সঙ্গে রয়েছে শিকারি কুকুর। প্রতি দলে দুটো করে। কঠোরভাবে পাহারা দেয়া হচ্ছে বেড়া।

ফ্যাসিলিটিতে অস্ত্র, অসংখ্য সৈনিক ও শিকারি কুকুর রয়েছে, কোথাও কোনও ত্রুটি রাখা হয়নি কাজে। ছাত থেকে চারপাশ দেখে বুঝে গেল জিনা, নিজে কোনওভাবেই এতজনকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে পারত না এ কম্পাউণ্ডে। কাঁটাতারে চলছে অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎ। জিজ্ঞেস করেছিল জিনা, আর্মি থেকে বলা হয়েছে, ব্যবহার করা হচ্ছে পঁচিশ হাজার ভোল্ট। দালানের পিছনে বিকট আওয়াজ তুলে ছাউনির ভিতর চলছে বেশ কয়েকটা জেনারেটার। তাদের পেট ভরাতে কাছেই রয়েছে দশ হাজার গ্যালনের ট্যাঙ্কার তেল যোগান দিতে পারবে রাতভর।

ছাতে যারা রয়েছে, কেউ কথা বলছে না জিনার সঙ্গে। এটাই নিয়ম। আসলে কথা কম বলে স্নাইপাররা। লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে গভীর মনোযোগ দিতে হয় তাদেরকে। নির্বিকার চেহারায় বসে আছে জিনা। হঠাৎ ভাবল: কোথায় গেল রানা? নিরাপদ কোথাও আছে তো?

অস্বাভাবিক ভুতুড়ে পরিবেশে কেমন যেন লাগছে জিনার।

ভাবছে, অদূর ভবিষ্যতে অপেক্ষা করছে রক্তাক্ত প্রাণপণ লড়াই। কে বাঁচবে আর কে মরবে, কেউ জানে না। খুব চাপ পড়ছে মনে। যদিও ট্রেনিং দেয়া হয়েছে, যাতে নিয়ন্ত্রণ থাকে নিজের ওপর। কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে ওর রানার জন্য।

মানুষটা কোথায় গেল?

কী করছে এখন?

মস্ত কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?

সিরিঞ্জ হাতে ওই ডাক্তার লোকটা...

'আপনি এদিকে মাসুদ রানাকে দেখেছেন?' পিছন থেকে এল গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ঘুরে জিনা দেখল, দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল টম জেরাল্ড। পাশেই বিশালদেহী *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। দু'জনের হাতেই .৪৫৪ ডাবল ব্যারেলের ওয়েদারবাই হান্টিং রাইফেল। বুকের ফিতা থেকে ঝুলছে পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের ব্রাসের বুলেট। এ ছাড়া *পাথর ভাঙার* পিঠে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। কোমরে পুরো তিরিশ বুলেটের ছয়টি ম্যাগাযিন। রেগুলেশন ইশ্যু গানবেল্টে চারটে অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড।

ভুরু কুঁচকে বলল জিনা, 'না, দেখিনি। আপনার সঙ্গেই না ছিল?'

'ছিল। কিন্তু বলল ছাতে আসবে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে,' বলল জেরাল্ড। 'তারপর নাকি যাবে বেড়া দেখতে।'

চিন্তা করতে গিয়ে সরু হয়ে গেল জিনার চোখ। 'ও তো আসেনি। এটা কতক্ষণ আগের কথা?'

'বিশ-তিরিশ মিনিট।'

ছাতে চোখ বোলাতে শুরু করেছে *পাথর ভাঙা*

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, কিছুই বলল না কেউ। তারপর বলল জিনা, 'আমাদের কারও যাওয়া উচিত ওর খোঁজে। এমন

লোক নয় যে এক কথা বলে অন্য কাজ করবে।' সামান্য রাগ প্রকাশ পেল ওর কণ্ঠে, 'না, এখানে আসেনি ও।'

মাথা দোলাল জেরাল্ড। আধ পাক ঘুরে বলল, 'ঠিক আছে, আমি গিয়ে দেখছি কোথায় গেছে।'

'কাজটা আমি নিলাম,' জেরাল্ডের বাহুতে ভারী হাত রাখল *পাথর ভাঙা*, 'আগেও দেখেছি এই ধরনের ফ্যাসিলিটি। হারিয়ে যাওয়া খুব কঠিন নয়। বিশেষ করে মোটর পুলে। মাসুদ রানা ওদিকে সার্চ করতে গিয়ে থাকলে, সাহায্য করতে পারব। কাজ শেষ হলে ওকে নিয়ে ফিরব ছাতে।'

'তা হলে খুবই ভাল হয়,' বলল জেরাল্ড, 'তবে ওকে বোলো, যত দ্রুত সম্ভব যেন চলে আসে এখানে। অন্যদের চেয়ে ও অনেক বেশি চেনে ওই জানোয়ারটাকে। হয়তো বলে দিতে পারবে এরপর কী করবে।'

মাথা নাড়ল জিনা। 'রানা ছাতে থাকতে চায়নি, মার্শাল। ওর ইচ্ছে, বাইরের ওই খোলা মাঠে লড়বে ওটার সঙ্গে।'

'কিন্তু ওই দানবকে শিকার করা বা তার বিরুদ্ধে লড়াই নয়, অন্য আরেকটা কাজেও তাকে দরকার,' অধৈর্যের ছাপ পড়ল জেরাল্ডের কণ্ঠে। 'রানা জানে ওই দানবের মন, আর এ সুযোগটা পেলে অন্য সব ফ্যাসিলিটির চেয়ে ভালভাবে পাল্টা হামলা করতে পারব আমরা। যুদ্ধের সব বিষয়ে দায়িত্বে আছেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে একমত– আমাদেরকে জয়ী হতে হলে সাহায্য চাই রানার। আমরা যত বেশি বুঝতে পারব ওই দানবের মন, ততই ভাল। কপাল ভাল থাকলে যুদ্ধে জিতেও যেতে পারি।'

মাথা নিচু করে রওনা হয়ে গেছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, কী যেন ভাবছে। পিছনে না ফিরে বলল, 'তোমরা তৈরি থেকো। আমি খুঁজতে গেলাম।' কী যেন মনে পড়তে ঘুরে চাইল। 'টম, রানা

তোমাকে বলেছিল ছাতে আসবে?'

'হ্যাঁ।' মাথা দোলাল জেরাল্ড।

ভুরু কুঁচকে চাইল ডিগবার্ট। 'তখন কোথায় ছিলে তোমরা?'

'বেযমেন্টে। ইনভেন্টরি দেখছিলাম। তবে আমার আগেই চলে আসে।'

'তাই?' আবারও রওনা হলো ডিগবার্ট।

কিছু বলতে হাঁ করেছিল জেরাল্ড, কিন্তু তার আগেই বলল জিনা, 'দেখুন, আপনার সঙ্গে তর্ক করার মুড নেই আমার। রানা কোনও নির্দেশ দিলে তা পালন করব। আপনার কিছু বলার থাকলে রানাকে খুঁজে বের করে ওকেই বলুন।'

খপ্ করে মুখ বন্ধ করল জেরাল্ড। আস্তে করে মাথা দোলাল। চোখ গেল ছাতের আরেক দিকে।

অ্যান্টেনা ও ডিশ ভরা ছাতে হেঁটে আসছেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন কমাণ্ড সেণ্টার। ঢুকে পড়লেন নিজ দরবারে। ওখানে রয়েছে বেশ কয়েকটা ফিল্ড টেলিফোন, একজন সার্জেণ্ট ও তরুণ এক কমিউনিকেশন অফিসার। শেষজন ইউএইচএফ রেডিয়ো ব্যবহার করে নির্দেশ পাঠিয়ে দেবে সৈনিকদের কাছে।

সোজা হেঁটে গিয়ে কমাণ্ড সেণ্টারে ঢুকল জেরাল্ড।

'ইভিনিং, মার্শাল,' বললেন ম্যাক্সিমিলিয়ান, বাইরের লোক দেখে একটু বিরক্ত সই করে দিলেন ক্লিপবোর্ডে। দেখে নিলেন কোমরে ঝুলন্ত হোলস্টারের .৪৫ কোল্ট রিভলভার।

প্রথমবারের মত ম্যাক্সিমিলিয়ানকে রণ পোশাকে দেখছে জেরাল্ড। অবশ্য মুখ খুলল অন্য বিষয়ে: 'লে. কর্নেল, আমার ধারণা মাঠে না রেখে, বাড়তি সুবিধা পাব আমরা রানাকে কমাণ্ড সেণ্টারে রাখলে

ফাঁকা চোখে মার্শালকে দেখলেন লে. কর্নেল। ...অ্যাঁ?'

'আমি বলছি,' নতুন করে শুরু করল জেরাল্ড, 'রানা একমাত্র মানুষ যে বুঝতে পারবে ওই দানবের মনে কখন কী চলছে, কাজেই উচিত ওকে কমাণ্ড সেণ্টারে রাখা।'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান।

জেরাল্ডের মনে হলো, কিছুই শুনছে না লোকটা। কখনও কখনও কারও এমন হয় যুদ্ধের সময়, কাজই করে না মাথা। জেরাল্ড বুঝল, এই লোককে জোর করে কথা শুনিয়ে তারপর কাজে বাধ্য করতে হবে। 'লে. কর্নেল, কমাণ্ড সেণ্টারে এমন এক লোক রাখা উচিত, যে আগে থেকেই বুঝতে পারবে কী করবে ওই দানব। আর তাই আমি চাই পরামর্শক হিসাবে এখানে থাকুক মাসুদ রানা।'

মাথা দোলালেন ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, তাঁকে বলুন আমরা চাই উনি যেন এখানে আসেন।' নার্ভাস চোখে চারপাশ দেখলেন তিনি। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন।'

একুশ

এই অত্যাধুনিক গবেষণাগারে কী ধরনের ইকুইপমেণ্ট ও কমপিউটার টার্মিনাল আছে গম্ভীর চেহারায় দেখছে রানা আগেই দেখে নিয়েছে কোথায় একমাত্র স্টিলের দরজা এখনও স্থির করেনি কী করবে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, ওকে যদি মরতেই হয়, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই নরকের কীট ডেভিড গ্রেবারকে জানে বাঁচতে দেবে না কোনওভাবেই সিদ্ধান্ত হয়ে যেতেই আদায়

করতে চাইল সময়। বেশ কিছু প্রশ্ন জন্মেছে মনে, সেগুলোর জবাব জানতে পারলে ভাল হয়।

'তা হলে তুমি প্রথম থেকেই এসবের সঙ্গে জড়িত?'

মৃদু হাসল ডক্টর গ্রেবার। 'ঠিক ধরেছ। তবে জড়িয়ে নিয়েছি ক্ষমতাশালী একদল লোককেও। নইলে এত সুবিধা পেতাম না। তাদের কারও আছে সরকারী ক্ষমতা, কারও কারও কোটি কোটি ডলার। সবাই চাইছে সফল হই। কারণ, ওই জানোয়ারের কাছ থেকে ডিএনএ নেয়ার পর দেখা গেছে, দেড় হাজার বছর বাঁচত ওটা। তাই ওটার সাহায্য নিয়ে তৈরি করছি অত্যন্ত জরুরি একটি সিরাম। বলতে পারো অমর হওয়ার সুধা। যাদের দেয়া হবে, তারা বাঁচবে এক থেকে দেড় হাজার বছর। তাদের কখনও কোনও রোগ-বালাই হবে না। বুঝতেই পারছ, ব্যস্ত হয়ে আমাকে সাহায্য করেছে অনেকেই।'

'ও, এ কারণেই বুঝি বিনা দোষে মেরে ফেলতে দ্বিধা করোনি ডক্টর নিনা সয়্যারের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে?' আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাদের চাই দীর্ঘায়ু।'

সামান্য দুলে উঠে হাসতে শুরু করেছে গ্রেবার।

রানার মনে হলো, এখনই খুন করা উচিত নরপিশাচটাকে। নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত।

'আসলে, রানা, তোমাকে যা ভেবেছি, তার চেয়ে অনেক বোকা লোক তুমি,' রানাকে দেখল গ্রেবার, 'সত্যিই ভেবেছিলে এত কিছু একা আমি করেছি? আসলে এসব অসম্ভব ছিল একটা মাত্র এজেন্সির পক্ষে। না, রানা, সরকারের নানান বিভাগের একদল বড় কর্মকর্তা এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তারা সবসময় থাকে ছায়ার ভেতর।'

চুপ করে আছে রানা।

'এখন মনে হচ্ছে তুমি আসলে আস্ত হাঁদা, রানা। তবে

বেচারা ডেমিয়েনের ব্যাপারে সবই প্রায় মিলিয়ে ফেলেছিলে।'

'ও আবার বেচারা হলো কী করে?'

আন্তরিক হাসল গ্রেবার। 'বেচারাই তো! ওকে দানব বলো বা অর্ধমানব, বা যা খুশি, কিন্তু একসময় ছিল আমারই সহকারী।' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'ও জানত না, তখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি সিরাম। ব্যস্ত হয়ে পুশ করল নিজ রক্তে। আগে ছিল প্রতিভাবান তরুণ বিজ্ঞানী, কিন্তু হয়ে গেল সামান্য এক জানোয়ার। দৈহিকভাবে শক্তিশালী, কিন্তু খতম হয়ে গেল ওর মগজটা। আমার ভুল না হয়ে থাকলে তুমি নিজেও দেখেছ ভিডিয়ো। সেই রাতে ডেমিয়েন...' পবিত্র যাজকের মত ধীরে ধীরে হাত নাড়ল গ্রেবার। 'দেবতা না হয়ে হলো ভয়ঙ্কর হিংস্র এক নরখাদক দানব।'

ঝুলন্ত শবাধারের দিকে চাইল না রানা। 'ঝুঁকি নিয়েছে সে, আর তার পেছনে ছিলে তুমি?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। 'আসলে কেউ জানত না মানব দেহে কী প্রতিক্রিয়া হবে ওই সিরামের। ডেমিয়েন ধরে নিয়েছিল নিখুঁত করে ফেলেছে ওটা। আগে বেবুনের দেহে দেয়া হয়েছিল। পযিটিভ কিছু চিহ্নও দেখা গিয়েছিল। যাই হোক, সেই বিকেলে আমাকে ফোন করল ডেমিয়েন, অনুমতি চাইল, নিজ দেহে সিরাম নিতে চায়। এত বড় সুযোগ ছাড়ি কী করে! পারলে বাঁচুক হাজার বছর!'

'তুমি অনুমতি দিয়ে দিলে?'

'সন্দেহ কী! নিজেও চলে গেলাম প্রথম সুযোগে। আমাদের দ্বিতীয় দল ওকে আটকে জেলে রাখল, কিন্তু রাতে খুলে দিলাম দরজা। তারপর পরিত্যাগ করলাম ওই ফ্যাসিলিটি।'

'আসলে তুমি বা তোমার দলের সবাই ভুলে গেলে মানুষ চিরকালের জন্যে আসে না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

‘তুমি বিজ্ঞান পড়েছ, রানা? মানব দেহের সেলিউলার মডিউল কেন বুড়ো হয়, কেউ জানে না। বহু দিন ধরে ওই রহস্য নিয়ে ভাবছে বিজ্ঞানীরা। আমিও তাদের একজন। এখন আমার বয়স পুরো ষাট বছর। বুড়ো হইনি। অথচ ভেঙে যেতে শুরু করেছিল মন। আর ক’টা দিন, তারপর মরতেই হবে। চিরকাল ধরেই এসব চিন্তা তাড়িয়ে বেড়ায় মানুষকে। তরুণরা মৃত্যুর কথা ভাবে না, কিন্তু ওই চিন্তা ছাড়া আর কিছুই থাকে না বুড়ো মানুষের মনে। দোষ দিতে পারবে না, ওই মানসিক যন্ত্রণা বা মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছি। বড়জোর বলতে পারো, ঈশ্বর বা আমার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান থাকিনি। বেশ অনেক বছর ধরেই খুঁজছি অমর হওয়ার সুধা। তা যদি না-ও পাওয়া যায়, বাড়িয়ে যেন নিতে পারি আয়ু।’

দ্বিধা করল ডেভিড গ্রেবার। ভাবতে শুরু করেছে কী যেন।

এ সুযোগে অর্ধচন্দ্রের মত ঘিরে রাখা ছয় সৈনিকের দিকে মনোযোগ দিল রানা। তাদের হাতে এম-১৬। পরনে কালো ইউনিফর্ম, মাথায় কালো ব্যালাক্লাভা। চোখের সাদা অংশ ও মণি ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্তরে বুঝে গেল রানা, এদের কাজ এই ল্যাবোরেটরি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষকে সরিয়ে দেয়া। শুধু তাই নয়, এদের আরেকটা কাজ বাড়াবাড়ি করে ফেলা লোককে গুম করে ফেলা।

‘ঈশ্বর যদি থেকেও থাকেন, স্বর্গ থেকে মানুষকে জগতে নামিয়ে দেয়া উচিত হয়নি তাঁর,’ আবারও মুখ খুলল গ্রেবার। ‘সবই যদি জানেন, তো মানুষকে সুযোগ দিলেন কেন আপেল খেতে? আর পৃথিবীতে আসার পর থেকেই অসীম কষ্ট সহ্য করে চলেছে মানুষ। জেনারেশনের পর জেনারেশন। এই সমস্যা দূর করতে চেয়েছি আমি। আমার সিরাম নিখুঁত হলে প্রয়োজন পড়বে না কোনও ঈশ্বরের। অবশ্য, তোমার মত কেউ কেউ বলবে:

গবেষণার নামে খুন করা হচ্ছে অনেক মানুষকে! এর জবাব সোজা: কয়েক শ'জন কেন, হাজার মানুষ মরলেও আবিষ্কার করা জরুরি অমর হওয়ার সূত্র। আর, বিশ্বাস করো বা না, রানা, পৌঁছে গেছি মস্ত এক প্রাপ্তির একেবারে কাছে। সাফল্য চলে এসেছে হাতের প্রায় মুঠোয়।'

গ্রেবারের চোখে চোখ রেখে বলল রানা, 'অন্যের জীবন নিয়ে জুয়া খেলার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'এমনিতেই ওরা প্রত্যেকে আগামী এক শ' বছরের ভেতর মরত,' গ্রেবারের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, বুঝিয়ে দিতে পেরেছে মূল কথা। 'আর প্রফেসর সিরাজউদ্দীনের ইন্সটিটিউটের ওই মহিলা বিজ্ঞানীকে সরিয়ে দিতে হয়েছে নিরাপত্তার কারণে। মৃত্যু সবসময় কষ্টকর, কিন্তু বিশ্বাস করো বা না, তাকে না মেরে কোনও উপায় ছিল না। এটা ভেবে দেখো, কত দিনই বা বাঁচত ওই মেয়ে? আরও পঞ্চাশ বছর? ষাট? ভুগত এক শ'টা রোগে। তারপর একদিন মরে পড়ে থাকত বিছানায়। ততদিনে শেষ তার মনের সব ইচ্ছে। প্রতিদিন বার-বার বলত, হে, ঈশ্বর, দয়া করে তুলে নিয়ে যাও!' মাথা নাড়ল গ্রেবার 'কিন্তু, আমি, হ্যাঁ, এই আমি, মানুষকে দেব চিরকালীন যৌবন। ওই মেয়ে যদি পেত আমার তৈরি অমৃত, সে কখনও চাইত পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে? না, রানা, ওই মেয়ে আমার পা ধরে পড়ে থাকত, যাতে ওকে অমর করে দিই দেবতারা যে ক্ষমতা পায়নি, সেটা পেতে চলেছি এই ল্যাবোরেটরিতে। এক শ' বছর বেঁচে থাকার চেয়ে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকা অনেক আনন্দের। অস্বীকার করতে পারবে?'

রানার চোখ সবুজ তরলে ভাসমান দানবের দেহে। দু' সেকেণ্ড পর বলল, 'বলছ ওটার মত হওয়া উচিত সবার?'

'না, তা বলছি না,' মাথা নাড়ল গ্রেবার। 'ওটা একটা দৈত্য।

অর্ধমানব। ভয়ঙ্কর দানব। সত্যি বলতে ওটাকে কোনও ক্যাটাগরিতেই রাখতে পারিনি। তাতে কোনও ক্ষতি হয়েছে, তা-ও নয়। সে ছিল দীর্ঘায়ু, এবং তার বিষয়ে যা জানতে চেয়েছি, তা পেরেছি। ওটার হাড়ে যে হিম, মানে হিমোগ্লোবিন ইউনিট পেয়েছি, ওখান থেকেই এসেছে জাদুর মত কোডিং। সেগুলোর দরকারী অংশ নিয়ে তৈরি করেছি আমরা অমৃত। এত দিনে কাজ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু মাঝখান থেকে সমস্যা করল ডেমিয়েনের এক্সপেরিমেন্ট। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, ভুলই করেছি ওকে সিরাম ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়ে। উচিত ছিল আগেই ওকে পৃথিবী থেকে দূর করে দেয়া।'

'তোমার মস্ত ভুল ও নির্লজ্জ লোভের কারণে খুন হয়ে গেছে কয়েক শ' মানুষ, গ্রেবার,' বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'এসব কোনও দুর্ঘটনা নয়, ঠাণ্ডা মাথার খুন।'

'তুমি বুঝতে চাইছ না, ওই এক্সপেরিমেন্টের কারণে অনেক তথ্য পেয়েছি আমরা,' অভিমানী কণ্ঠে বলল গ্রেবার। 'ডেমিয়েন দ্বিতীয়বার হামলা করতেই প্রথমবারের মত বুঝলাম, এর ভাল দিকও আছে।'

থমথম করছে রানার মুখ। 'তার মানে, স্বীকার করছ, ইচ্ছে করেই ওদেরকে খুন করিয়েছ ঠাণ্ডা মাথায়। এসব নৃশংস খুন, গ্রেবার। তোমার ওই দানবের চেয়ে অনেক বড় রক্তপিশাচ তুমি নিজে। যা চেয়েছ, তা পেয়ে যেতেই খুন করিয়ে দিলে একদল মানুষকে। যাতে গোপন থাকে তোমার সিরামের কথা।'

বিকারহীন চেহারায় রানাকে দেখছে লোকটা। হঠাৎ মৃদু হেসে বলল, 'রানা, তুমিই তো বলেছ, কেউ বাঁচে না চিরকাল।'

বাইশ

‘চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি মোটেও ভাল ঠেকছে না,’ চাপা স্বরে বলল ওয়েইলার।

মোটর পুলের লিসেনিং পোস্টে ঢুকে বলল তানামুরা, ‘নাইট-ভিশন ব্যবহার করো। সহজেই ছায়া দেখার কথা তোমার।’

‘সলিড স্টিল ভেদ করবে না নাইট-ভিশন, তানামুরা। চেক করেছি ওদিকের জঙ্গল আর পাথুরে এলাকা। কাছেই কোথাও আছে সে। আমার অন্তর বলছে খুবই কাছে।’

বুক ও উরুর কাছে তানামুরার এম-১৪-এ১। গানবেল্টের বামদিকে বাড়তি ম্যাগাযিন ও অ্যান্টি-পারসোনেল গ্রেনেড। নানান জাতের শটগান নিয়ে তানামুরার সঙ্গে ঘুরছে ওয়েইলার। স্ট্রিট-সুইপারের পেটে বারোটা ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম শেল। ট্রিগার টিপলেই রওনা হবে লক্ষ্যভেদ করতে। বিশালদেহী সৈনিকের প্রথম পছন্দ ওটা।

জঙ্গলের দিকে চেয়ে আছে ওরা, এমন সময় হঠাৎ করেই হেডফোনে স্ট্যাটিক শুনল তানামুরা, তারপর কথা। ভুরু কুঁচকে গেল ওর।

হেডফোন বিরক্তিকর বলে সঙ্গে আনেনি ওয়েইলার। চোখ সরু করে চেয়ে রইল জাপানি যোদ্ধার দিকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর জবাব দিল তানামুরা, ‘না... না... আমরা দেখিনি। হাই। দেখলেই জানাব।’ আবারও জঙ্গলের দিকে চোখ

ফেরাল তানামুরা।

'ওদিক থেকে কী বলল?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

'মার্শাল টম জেরাল্ড,' বলল তানামুরা, 'সে রানাকে খুঁজছে। কোথাও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।'

চোখ সরু করে এদিক ওদিক দেখল ওয়েইলার। 'তাই তো, খেয়ালই ছিল না রানার কথা! অনেকক্ষণ হলো দেখছি না। সে এমন লোক নয় যে যুদ্ধে পিছিয়ে যাবে। ওর নেকড়েটা কোথায়?'

'পাহারা দিচ্ছে আইসিইউ-তে প্রফেসরকে। লিসেনিং পোস্টের ডিউটিতে আসার আগে গিয়েছিলাম ওখানে।' চুপ হয়ে গেল তানামুরা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'ঠিকই বলেছ, লুকিয়ে পড়ার লোক নয় মাসুদ রানা।'

ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না ওয়েইলারের। 'আমাদের বোধহয় খুঁজতে যাওয়া উচিত,' বলল নিচু স্বরে। পরক্ষণে বুঝে গেল এই অবস্থায় লিসেনিং পোস্টের ভাইটাল পযিশন ফেলে এখানে ওখানে ঘুরতে পারবে না। দানব হাজির হলে চট্ করে সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে, শুরু হয়েছে হামলা, নইলে সম্পূর্ণ তৈরি থাকবে না সৈনিকদল। আরেকটা কথা, কমাণ্ড সেন্টারের এত লোকবল নেই যে নতুন করে কাউকে পাঠাবে। সেই সময়ও নেই। মন খুঁত-খুঁত করছে ওয়েইলারের। মনে এল একের পর এক দুশ্চিন্তা। কিছুক্ষণ পর দ্বিধা নিয়ে বলল, 'তোমার কি মনে হয়, তানামুরা, জঙ্গলে গেছে ওই দানবের সঙ্গে লড়তে? মানে, আগেও তো একবার গেছিল...'

'না,' সোজা মানা করে দিল আত্মবিশ্বাসী তানামুরা, 'সেবার আমাদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল। রানা সাহসী লোক, কিন্তু পাগল নয়। ওর জ্ঞানের অভাব আছে তা মনে করি না। বাধ্য না হলে ঝুঁকি নেবে না। ঝুঁকির তুলনায় প্রাপ্তি বেশি হলে তখন ভাববে কী করবে। ...বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া

তারকাঁটার বেড়ার ওদিকে একা ওই জঙ্গলের আঁধারে যাবে? না। অস্ত্র ও লোকজন এদিকে। আশা করা যায় ভোর পর্যন্ত ওটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব আমরা। আর তারপর কপাল ভাল থাকলে হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নেয়া হবে আমাদেরকে। একা পড়ে থাকবে ওই দানব।'

'হেলিকপ্টারে করে আজই সরিয়ে নিতে পারত,' আপত্তির সুরে বলল ওয়েইলার। 'তা করেনি। কালকেও করবে না। ওদের হাতে বা ওই দানবের হাতে জিম্মি হয়ে গেছি আমরা। আগে মারতে হবে দানব শালাকে। নইলে ছাড়বে না সিআইএ বা আর্মি। ওটা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করবে, তা চাইছে না কেউ। মরলে মরব আমরা। আর যদি ধরা পড়ে দানব, সংবাদ-মাধ্যম বা সাধারণ মানুষ জানার আগেই সরিয়ে ফেলা হবে ওটাকে। সরকারী দলের নেতা শালাদেরকে কে জানাবে, এখানে আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে! এটা আমাদের সমস্যা, ওদের না। শালারা দূরে বসে শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করবে। রেগে উঠবে ওই নরখাদকটাকে আমরা মারতে পারছি না কেন। বড় বড় বুলি ঝাড়বে। ...আর তা ছাড়া, অনেক বেশি জেনে গেছি। ওয়াশিংটনের কুকুরগুলো খুশিই হবে আমরা মরে ভূত হলে। সাক্ষী থাকল না।' রেগে গিয়ে মাথা নাড়ল ওয়েইলার। 'ধরে নাও, ওসব কুকুর আমাদেরকে এখানেই রাখবে। হয় মরবে ওই দানব, নইলে আমরা। এটা আমি বুঝে গেছি।'

মাথা দোলাল তানামুরা। ঠিক কথাই বলেছে পোড়ামুখো ওয়েইলার। তিক্ত হয়ে গেল ওর মন। ঝুঁকি আছে জেনেই এ কাজটা নিয়েছিল। পেশাদার সৈনিক সে, কখনও নালিশ করবে না কারও কাছে। ঘুরে ওয়েইলারের দিকে চাইল। ঠোঁটে সামান্য হাসি, কালো দুই চোখে কৌতুক। 'জানো, ওয়েইলার, এক সময়ে যুদ্ধে সম্মান পাওয়ার কথা ভাবতাম।'

'এখন চাও না?' জানতে চাইল ওয়েইলার।

'আর্মির জন্যে? জীবনেও না!' ফিসফিস করল তানামুরা, 'সম্মান চাই তাদের জন্যে, যারা আমার পাশে লড়াই করেছে।'

চুপ করে কী যেন ভাবছে ওয়েইলার। একটু পর বলল, 'কে জানে, আমরা হয়তো ধুলোর ভেতর ওই দানবের নাক ডলে দিতে পারব। ভালুক শিকারের অস্ত্র আছে আমাদের কাছে। তা ছাড়া, দলেও আমরা ভারী। সহজ হবে না ওটার জন্যে জিতে যাওয়া।'

আস্তে করে মাথা দোলাল তানামুরা, কুঁচকে গেল ভুরু। 'দেখা যাক আমরা জিতি কি না।'

রুক্ষ পাথুরে এলাকায় বড় এক পাথরের পিছনে গা ঢাকা দিয়ে আছে সে, ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় ভাসছে ভীরু মানুষের মৃদু কণ্ঠস্বর। দালানের পিছনে ছাউনিতে সগর্জনে চলছে ভারী সব ইঞ্জিন। খুব কাছেই আছে সে, চাইলে এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারবে বেড়া। কিন্তু টের পাচ্ছে অদৃশ্য শক্তি আছে ওসব তারে। কী যেন নাম ওটার...

বিপজ্জনক!

খুবই বিপজ্জনক!

একবার ওই বাধা পেরোলেই শুরু হবে সত্যিকারের লড়াই।

অন্তত এক শ' ফুট দূরের নিচু কণ্ঠ বুঝিয়ে দিচ্ছে কী যেন।

হ্যাঁ, এমনই ছিল আদিম আমলেও।

জঙ্গলে, পর্বতে বা গ্রামে।

ভয় পেয়েছে মানুষগুলো।

কিন্তু মরিয়া হয়ে হামলাও করতে পারে উল্টো।

বদ্ধ এক রক্ত-জমাট পরিবেশ।

যেকোনও সময়ে যা খুশি হবে।

ছুটন্ত শিকারি জানোয়ারের মত বুকে টগবগ করে ফুটছে তপ্ত

রক্ত, চুপ করে শুয়ে আছে সে, নিথর। একটু পর ঝাঁপিয়ে পড়বে শিকারের ওপর।

হঠাৎ আর ভেসে এল না কোনও কণ্ঠস্বর।

সামান্য ভুরু কুঁচকে পাথরের ওদিক থেকে চাইল সে।

ওই যে, দূরে বেড়ার ওদিকে টহল দিচ্ছে প্রহরীরা।

তাদের অস্ত্র কোনও কাজেই আসবে না।

সঙ্গে কোনও মেয়েলোকও নেই। তার মানে, যে মেয়েলোক ব্যথা দেয়, সে এদের সঙ্গে নেই। ওই মেয়ের জন্যেই পাঁজর থেকে দরদর করে গরম, কালো রক্ত পড়েছে তার।

হ্যাঁ, ওই বেটি বিপজ্জনক! খুব ব্যথা দিতে পারে!

তাকে মেরে ফেলতে হবে!

ওই মেয়েলোক বা ওই মাসুদ রানাকে ভয় পায় না সে।

নেকড়েটাকেও ভয় পায় না।

তিন জোরালো থাবা মেরে খুন করবে ওই তিন শয়তানকে।

তারপর?

আঁধারে খুন করবে লোকগুলোকে।

কারও সাধ্যি নেই বাধা দেয়।

মরার আগে ওরা ছাড়বে করুণ চিৎকার।

পালাতে চাইবে কেউ কেউ। কিন্তু বাঁচবে না।

এক এক করে শেষ করবে সব ক'টাকে।

সবাইকে খুন করবে ভেবে বুকের গভীর থেকে উঠল সন্তুষ্ট ঘড়ঘড়ে আওয়াজ।

খুব কাছেই সব শিকার। নিঃশব্দে হামলা করবে, ওরা বুঝবেই না ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে।

ভয় পেয়ে পালাতে চাইবে অস্ত্র ফেলে।

কিন্তু বাঁচবে না কেউ।

রওনা হয়ে গেল সে নিঃশব্দে। চলেছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

শিকার ধরতে এত নিখুঁত নয় ক্ষুধার্ত বাঘও।

প্রয়োজনে দিনের পর দিন পিছু নিয়ে সঠিক সময়ে অ্যামবুশ করবে। আর ওপর থেকে শিকারের চোখে চোখ রেখে গর্জন ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময় যে আনন্দ, তার কোনও তুলনা আছে?

কী চিৎকারই না ছাড়ে মানুষ!

বুকে, মুখে বা মাথার ওপর হাত তুলে প্রাণভিক্ষা চায়।

আর তাদের বুক খুবলে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ছিঁড়ে নিয়ে বা খুলি ফাটিয়ে মগজ খেতে শুরু করলে তখন মনে হয়: সত্যিই সে এই পৃথিবীর রাজা!

তেইশ

'তোমার অনুমতি নিয়েই নিজের দেহে সিরাম পুশ করেছিল ডেমিয়েন,' বলল রানা। 'আর তুমি বলতে চাইছ, এর দায়-দায়িত্ব তোমার নয়?'

'আমি ওকে বাধ্য করিনি নিজের শরীরে ইঞ্জেক্ট করতে,' বলল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। 'অমানুষ হয়ে গেছে। নিজ হাতে খুন করেছে ওর কলিগদেরকে। তাতে আমার কিছুই করার ছিল না। আমি এমন লোক নই যে ওদের জন্যে কাঁদব। অসফল হয় ওই এক্সপেরিমেন্ট। অবশ্য, দৈহিকভাবে ডেমিয়েন হয়ে গেল ওই দানবের মত। আহত হলে খুব দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল সুস্থ। মানুষের হাত থেকে রক্ষা পেলে বাঁচবে এক হাজার বা দেড়

হাজার বছর। কিন্তু সে জীবন জানোয়ারের জীবন। শেষে মরবে একা কোনও পাহাড়ি গুহা বা গহীন জঙ্গলে। আমরা অবশ্য পরবর্তী সময়ে দানবের ডিএনএ-র ক্ষতিকর অংশ ছেঁটে ফেলে দিয়েছি।' চকচক করছে গ্রেবারের দু'চোখ। 'হ্যাঁ, রানা, আমরা তৈরি করেছি নিখুঁত সিরাম। ওটা ব্যবহার করলে মানুষ বাঁচবে দেড় হাজার বছর! শুধু তা-ই নয়, দানবের মত বাঁচতে হবে না, মানুষ থাকবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শত শত বছর ধরে যে যার কাজে দক্ষতা অর্জন করবে। ...কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রায় অমর হওয়ার ওই সুধা দেয়া হবে শুধু হাতে গোনা ক'জন মানুষকে।' হাসল ডেভিড গ্রেবার। 'আর দুঃখের কথা, তুমি তাদের মধ্যে নেই।'

'তুমি আসলে কখনোই চাওনি খুন হোক ডেমিয়েন, তাই না?' জানতে চাইল রানা। পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে ওর। ওকে সিরাম দেয়া হবে না, সেজন্য নয়। এই উন্মাদ বিজ্ঞানী আমেরিকার বাছাই করা একদল নিষ্ঠুর, লোভী, নরপিশাচকে সিরাম দেবে। আর তারা আগামী হাজার বছর ধরে যা খুশি তাই করবে গোটা মানবজাতির ওপর।

'কী যেন বললে?' চোখ পিটপিট করল গ্রেবার। 'ও, হ্যাঁ।' পিঠে দুই হাত বাঁধল সে, মনে হলো ছাত্রদের জন্য লেকচার দেবে মস্ত জ্ঞানী কোনও অধ্যাপক। 'হ্যাঁ, রানা, কখনও কখনও ভেবেছি ওর টিকে থাকা জরুরি। তা হলে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে থাকবে অনেকে। আড়ালে চলে যেতে পারব আমরা। তার চেয়েও বড় সুবিধে, অপ্রয়োজনীয় লোকগুলোকে মেরে সাফ করবে ও। গোপন রয়ে যাবে আমাদের আবিষ্কার। ওসব ফ্যাসিলিটির রিসার্চ টিম বা আর্মির সৈনিকদেরকে পরে আর কোনও দরকার ছিল না। সেই সময়ে তোমাদের জড়ানো হলো ওই মিশনে। ভাবলাম, মারা পড়বে অথবা, মরবে ডেমিয়েন। তোমরা মরো বা ডেমিয়েন,

কোনওটাই অপছন্দের ছিল না আমার। সত্যিই যদি ধরতে ওকে, এরপর কী করতাম তা ভেবেছি কখনও কখনও। ঝামেলা হয়ে যেত আসলে। আর পরেও ধরা পড়লে ঝামেলা হবে, তাই প্রথম সুযোগে ওকে শেষ করে দেব আমরা।'

চোখের কোণে ছায়া নড়তে দেখেই সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। দ্বিতীয়বার চাইল না ওদিকে। ঝুঁকি নিল, একটু সরে গেল ডেভিড গ্রেবারের দিকে।

তেরছা চোখে ওকে দেখল লোকটা, সরে গেল না নিজে।

নড়ল না সৈনিকরা। অবশ্য, শক্ত হাতে ধরে আছে রাইফেল।

'আর কিছুই গোপন রইল না তোমার,' সরাসরি সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা। 'আগেই জেনে গেছি ডেমিয়েন কী খুঁজছে। এ-ও আন্দাজ করেছি, ইচ্ছে করলে ঠেকাতে পারতে ওকে, তা করোনি।'

মুহূর্তের জন্য বিস্ময় দেখা দিল লোকটার চোখে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'তুমি কি আসলেই বোকা, রানা? বুঝতে পারছ না এবার মরতে হবে তোমাকে?'

'একসময় মরতে হবে তোমাকেও,' বলল রানা।

বাঁকা হাসল গ্রেবার। 'বলো দেখি, প্রথমে কোন্ সূত্র দেখে বুঝলে আমাদের আবিষ্কৃত সিরাম খুঁজছে ডেমিয়েন? এমন হতে পারত, কোনও কারণে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে ও। অথচ, প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিলে– দানবের চাই খুব জরুরি কিছু। ...সন্দেহ করলে কী কারণে? জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

রানা একটু আগে দেখে নিয়েছে, মস্ত, কালো কমপিউটারের পাশে পড়েছে সেই ছায়া। যে-ই হোক, কোনও আওয়াজ করেনি। জানা খুব প্রয়োজন আসলে সে কে। হয়তো জিনা বা জেরাল্ড। অথবা হয়তো ওই ভয়ঙ্কর দানব! সেক্ষেত্রে বাঁচবে না এই ঘরের কেউ।

হয়তো গোপন কোনও সুড়ঙ্গ আছে এখানে আসার। আর্মির কাছে নেই সেই ব্লুপ্রিন্ট। তারা কিছুই জানে না। মোকাসিনের ভিতর পা নেড়ে তৈরি হয়ে গেল রানা। প্রয়োজন পড়লে ঝাঁপ দেবে যেকোনও দিকে। বিজ্ঞানী যা জানতে চেয়েছে, তা বলতে আপত্তি নেই ওর, তাতে বাড়তি সময় পাবে।

'প্রথমে বুঝলাম রিসার্চ স্টেশনে পৌঁছে,' হালকা টিটকারি রানার কণ্ঠে, 'ওটা ছিল তোমার প্রথম ভুল।'

'তাই?' ভুরু উঁচু করল গ্রেবার। 'ওখানে কী পেলে? তোমরা পৌঁছে যাওয়ার অনেক আগেই সব সরিয়ে ফেলেছিল আমাদের স্যানিটেশন টিম। একই কাজ করেছে অন্য স্টেশনেও।'

ডাক্তারের কথা পাত্তা দিল না রানা। 'জানি। কোনও খুঁত রাখেনি। আর ওটাই ওদের ভুল। অত নিখুঁত কাজ না করলে সন্দেহ হতো না। ভালভাবে পরিষ্কার করেছে ভুল জায়গা।'

'বুঝলাম না।'

'আসলে মানুষ বা কোনও প্রাণী কোনও না কোনও চিহ্ন রাখেই,' বলল রানা। খেয়াল করল, কমপিউটারের কাছের ওই ছায়া নেই। 'স্টেশনে হামলা করে সৈনিক বা সবাইকে খুন করেছে ওই জন্তু, ওখানে আছে হাত-পায়ের অনেক ছাপ। দানবের নখের আঁচড়, মেঝে বা দেয়ালে রক্তের দাগের অভাব নেই। কোথায় গেছে, কী করতে চেয়েছে, কোন্ দিকে ঘুরেছে, কী ভাবছিল– সবই বুঝতে পেরেছি। সবই ছিল খোলা বইয়ের মত। কাউকে শুধু বুঝতে হবে কীভাবে পড়তে হবে ওই বই।'

'আচ্ছা?' মাথা দোলাল গ্রেবার। 'বুঝলাম। কিন্তু কী করে বুঝলে ওটা আসলে কী চাইছে? এটা কিন্তু পরিষ্কার হলো না।'

'ওই স্টেশনের প্রতিটি ঘরে আছে কাহিনির একটা করে পাতা,' বলে চুপ হয়ে গেল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কিন্তু একটা ঘরে কোনও কাহিনির অংশ নেই।'

চট্ করে বুঝে গেল ডাক্তার। মৃদু হেসে বলল, 'ভল্ট।'

'হ্যাঁ, ভল্ট। সারা স্টেশন তোলপাড় হলেও ওই ভল্টে কিছুই ভাঙচুর করা হয়নি। যেন হারিয়ে গেছে কাহিনির একটা পাতা।' লোকটার চোখে চোখ রাখল রানা। 'গোটা ভল্ট খুঁজেও ওই দৈত্যের তেমন কোনও চিহ্ন পেলাম না। তখনই বুঝলাম, কোথাও মস্ত কোনও গাফিলতি হয়েছে কারও। নতুন করে আবারও সার্চ করলাম ভল্ট। বুঝে গেলাম, তোমার লোকদের পরনে ছিল বায়োহ্যাযার্ড সুট। খুব ভালভাবে চারপাশ পরিষ্কার করেছে।'

'তা-ই,' হাসল গ্রেবার, বিড়ালের মত মজা পাচ্ছে শিকারকে ফাঁদে ফেলে খেলতে। 'আর ফ্রিয খুলে পেলে কিছু তথ্য।'

মাথা দোলাল রানা। 'ভাবলাম, কেন দানবের ছাপ মুছে ফেলা হলো এই ঘরে? কাজেই মন দিলাম ইনভেন্টরির ম্যানিফেস্টে। ওখানে থাকার কথা একগাদা সিরাম, আছেও অনেক। কিন্তু...' গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা।

'একটা নেই,' মাথা দোলাল সায়েন্টিস্ট।

'হ্যাঁ, একটা নেই।'

'এইচডি-৬৭,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল গ্রেবার।

'তখনও বুঝিনি পুরো গুরুত্ব, তবে জানতাম এর কোনও ব্যাখ্যা থাকবে। পরে ভাবতে গিয়ে বুঝলাম, গল্পের আস্ত একটা পৃষ্ঠা লুকিয়ে ফেলেছে কেউ। আর অনেক পরে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তখনই বুঝলাম, তুমিই সরিয়ে ফেলেছ ওই হারিয়ে যাওয়া পৃষ্ঠা।'

জ্বলজ্বল করছে লোকটার চোখ। 'তা হলে ভালভাবে সব মিলিয়ে ফেললে। কিন্তু তাতে লাভ কী হলো?'

'তা পরে বুঝবে,' বলল রানা, 'আগে শেষ করি কথা। ...আসলে অতি গর্ব শেষ করেছে তোমাকে। তুমি ধরে নিলে যা

করছ, সবই আসলে ঠিক। লোভ পেয়ে বসল তোমাকে। স্বপ্ন দেখতে লাগলে দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীর চেয়ারে বসবে। ভুলে গেলে মানবিকতা।'

ভুরু কুঁচকে ফেলেছে গ্রেবার।

কথা শেষ করতে চাইল রানা, 'গতকাল রাতে তুমি যখন নিজের ঘরে ঘুমিয়ে ছিলে, তখন অনেকটা সময় কাটিয়ে এলাম ওখান থেকে।'

প্রথমবারের মত গ্রেবারের চোখে ভয় দেখল রানা।

'পুরো ঘর সার্চ করেছি,' বলল রানা। 'ভাল কোনও সূত্র ছিল না, কাজেই ভয় নেই। নিয়ম মেনে চলো, তাই দরকারী জিনিস রাখো ল্যাবোরেটরিতে। ...তা হলে বলো তো, কী পেলাম তোমার ঘরে? জানতে চাও?'

'কী?' গলা শুকিয়ে গেছে গ্রেবারের।

'বললে লজ্জা পাবে না তো?'

'না।'

'ঘুমিয়ে পড়ার সময় যে বইটা পড়ছিলে, ওটা ঘাঁটলাম।'

আস্তে করে মাথা দোলাল গ্রেবার। বিড়বিড় করে বলল, 'ও, হার্ট অভ ডার্কনেস। ...অনেক কিছু খেয়াল করো তুমি।'

'অভ্যেস।' রানা আবারও দেখেছে ওই ছায়া। ওটা একের পর এক ডেস্ক পেরিয়ে চলে যাচ্ছে সৈনিকদের পিছনে। 'জোসেফ কনরাডের বই কেন, তা ভাবলাম। সাধারণ মানুষ যখন বিপদের সময় স্রষ্টার কাছে সাহায্য চাইবে, সে সময়ে তুমি কী করলে? তার চেয়েও বড় কথা, হলুদ দাগ দিয়ে রেখেছ একটা লাইন: "The mind of man is capable of anything because everything is buried inside it-- all the past as well as all the future."'

প্রশংসার হাসি হাসল গ্রেবার 'তো সবই বুঝে গেলে তুমি।'

'বুঝলাম ওই এইচডি-৬৭ সিরাম না পাওয়া পর্যন্ত থামবে না ওই দানব।' বুকে সামান্য ভয় নেই রানার। মরতে হলে তার আগে খতম করবে গ্রেবারকে।

নীরবতা নেমেছে ঘরে। ওর দিকে চেয়ে আছে প্রত্যেকে।

যেকোনও সময়ে মেরে ফেলা হবে ওকে।

'বাইরের ওই দানব ল্যাবোরেটরির দানবের ডিএনএ-র কোডিং চাইছে, নইলে পাবে না পূর্বপুরুষের অনেক স্মৃতি।' গ্রেবারের চোখে তাকাল রানা। 'কিন্তু ওটা জানে না, তোমাদের সিরাম অসম্পূর্ণ, তাই না?'

'তা-ই ছিল। সেই কারণেই একের পর এক স্টেশনে হামলা করেছে ডেমিয়েন। এখন বোধহয় নিখুঁত করা গেছে সিরাম।'

'হয়তো।'

'ব্রাভো, রানা; ব্রাভো!' হাসল গ্রেবার। 'সত্যিই অবাক করেছ। বিশ্বাস করা কঠিন, হতদরিদ্র, অশিক্ষিত এক দেশের লোক হয়েও এতটা বুঝতে পেরেছ। আবারও কংগ্র্যাচুলেশন্স, রানা। যদিও খারাপ লাগছে, কোনওভাবেই তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না।' গার্ডদের দিকে ফিরল গ্রেবার। 'এবার, দুঃখিত, রানা, বিদায় নেবে তুমি পৃথিবী ছেড়ে।'

তখনই বিদ্যুদ্বেগে সামনে বেড়ে দড়াম করে গ্রেবারের বুকে ক্রিকেট ব্যাটের মত গিয়ে লাগল রানা। আট হাত-পায়ে জড়াজড়ি করে পড়ল ওরা কমপিউটার ডায়াসের ওদিকে নানানদিকে ছিটকে গেল কাগজ ও স্টেশনারি জিনিসপত্র। পরের সেকেণ্ডে লাফ দিয়ে উঠেই গ্রেবারের ঘাড় ধরে টেনে তুলল রানা। বর্মের মত ধরল ওকে নিজের সামনে। বাম হাতে বাউয়ি নাইফ, ধারালো ফলা ঠেসে ধরেছে লোকটার গলায়।

রানা ধমক দেয়ার আগেই দু'হাত আকাশে তুলে চিৎকার ছাড়ল গ্রেবার, 'গার্ডস্! গার্ডস্! যে যেখানে আছ, ওখানেই

থাকো!’ এখন আর তার কণ্ঠে সেই সমাহিত বৈজ্ঞানিকের ভাব নেই। বড় বড় হয়ে উঠেছে দুই চোখ। কাঁপছে সারা শরীর।

তখনই মস্ত এক বুক-শেলফের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, হাতে দোনলা ওয়েদারবাই রাইফেল। তার বাদামি ভেস্টে ঝুলছে পিস্তল ও গ্রেনেড। কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত চামড়ার ব্যাণ্ডোলিয়ারে আঙুলের চেয়েও দীর্ঘ সব বুলেট। আবছাভাবে *পাথর ভাঙার* পিঠে অ্যাসল্ট রাইফেল দেখল রানা।

‘অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!’ বদ্ধ ঘরে গমগম করে উঠল ডিগবার্টের হুঙ্কার।

ঝট করে ঘুরেই ওর দিকে রাইফেল তাক করতে চাইল সৈনিকরা।

ওই একই সময়ে ঘুরতে শুরু করেই বুকে গুলি নিয়ে ছিটকে গেল প্রথম সৈনিক এক কমপিউটারের ওপর। ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে পাঁজর। ওয়েদারবাই-এর নল থেকে ছয় ফুটি লাল আগুনের লকলকে জিভ চাটল বাতাস। নল ঘুরিয়েই আবারও গুলি করল ডিগবার্ট। বিকট এক আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পিছনের মেঝেতে গিয়ে পড়ল দ্বিতীয় সৈনিক।

তখনই ঠেলে গ্রেবারকে মেঝেতে ফেলে দিল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়ল তার পাশে।

পরক্ষণে ল্যাবোরেটরিতে আরম্ভ হলো তুমুল গোলাগুলি।

চব্বিশ

চকচকে রুপালি স্টিলের প্রকাণ্ড দালান থেকে বেরিয়ে এসে মোটর পুলে ঢুকে প্রতি সেকেণ্ডে আরও বিরক্ত হয়ে উঠছে ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড, ঘুরে দেখছে একের পর এক ট্রাক, হামভি, ট্র্যান্সপোর্টার ট্রাক ও ট্যাঙ্কার। এদিকে কোথাও নেই মাসুদ রানা। তাকে খুঁজতে গিয়ে উধাও হয়েছে *পাথর ভাঙা*। মস্ত ছাউনির নীচে ঘুটঘুটে আঁধার। লুকিয়ে পড়তে পারবে যে-কেউ। জেরাল্ড বুঝতে পারছে, ফ্যাসিলিটি থেকে নাইট-ভিশন জোগাড় না করে ভুল করেছে।

আসবার পথে থেমে খবর নিয়েছে ডজনখানেক লিসেনিং পোস্টে, ওখান থেকে জানিয়ে দিয়েছে সৈনিকরা, এদিকে আসেনি মাসুদ রানা। এখনও বেড়ার কাছের লিসেনিং পোস্টে তানামুরা বা ওয়েইলারের সঙ্গে দেখা হয়নি জেরাল্ডের। রানা বলেছিল ওদিকেই যাবে। হন-হন করে হাঁটতে হাঁটতে ছাউনির সামনে পৌঁছে গেল জেরাল্ড। কাছেই গর্জন ছাড়ছে ভারী কয়েকটি জেনারেটার, জোগান দিচ্ছে গোটা ফ্যাসিলিটির বৈদ্যুতিক চাহিদা তখনই হঠাৎ সামনের দৃশ্য দেখে থমকে গেল জেরাল্ড

বেড়া পেরিয়ে অন্তত বিশ ফুট ওপর দিয়ে আসছে কী যেন!

ভুতুড়ে ধূসর কুয়াশা?

গতি তুমুল!

দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে দু'হাত

কৌতূহলী চোখে চেয়েই দ্বিতীয় সেকেণ্ডে জেরাল্ড বুঝে গেল কী ঘটছে! ওর গলা দিয়ে বেরোল বোবার আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ড ওপরে-নীচে সরল না ওটা, তারপর অনেক দূর পেরিয়ে নামল এদিকের মাটিতে। গুলির মত যে জোরালো ধুপ্ আওয়াজ উঠল, তাতে একইসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ওটার দিকে চাইল অন্তত এক শ'জন সৈনিক।

শুরুতেই গুলি করেনি বলে নিজেকে চাবুক-পেটা করতে ইচ্ছে হলো জেরাল্ডের। কেন যেন মনে হয়েছিল, ঘুরেই পালাবে ওটা। আর তখুনি আরেক মস্ত লাফে গিয়ে পড়ল ছাউনির পাশে রাখা সবুজ ট্যাঙ্কারের সামনে।

হুঁশ ফিরতেই কাঁধে ওয়েদারবাই তুলে গুলি করল জেরাল্ড। পুরো নিশ্চিত হতে পারল না গুলি লাগাতে পেরেছে কি না। পরক্ষণে আরেক লাফে নামল ওটা দূরের ট্রাক ও দালানের মাঝের ঘন ঘাসে, ফলে হারিয়ে গেল নামবার সব আওয়াজ।

ইণ্টারকম সিস্টেমে লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ানের জোরালো কণ্ঠ, 'হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার!'

ওই নির্দেশের কারণ বুঝতে পারছে জেরাল্ড

ভীত সৈনিকদের কেউ কেউ কখনও যুদ্ধে যায়নি, বোকার মত হাজার হাজার গ্যালন অকটেনের ট্যাঙ্কে গুলি করলে এক সেকেণ্ডে উড়ে যাবে আশপাশের সব। নিজেও জেরাল্ড একেবারে শেষ মুহূর্তে বিপদটা বুঝতে পেরে গুলি করেছে দানবের উর্ধ্বাঙ্গ লক্ষ্য করে। সে-কারণেই নিশ্চিত নয় লক্ষ্যে লাগল কি না।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড।

কুয়াশা-ভরা কালো রাতে বাদুড়ের মত উড়ে আসতে দেখেছে দানবটাকে, কিন্তু সেজন্য মোটেও তৈরি ছিল না। যখন জোর আওয়াজ তুলে নামল মাটিতে, তখনও পুরো বিশ্বাস করেনি নিজ চোখকে। পুরো দু'সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে লোলুপ চোখে দালান

দেখেছে ওটা! এখন ওই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জন্য খচ-খচ করছে মন। ভাল সুযোগ হারিয়ে বসেছে।

গুলি পাঠিয়ে ওয়েদারবাই-এর ব্রিচ খুলে নতুন বুলেট ভরে নিয়েছে জেরাল্ড। এজন্য মনে মনে এখন চাপড়ে দিল নিজের পিঠ– ওকেও তো বাঁচতে হবে!

দশজন করে সৈনিকের তিনটা দল ছুটে পেরিয়ে গেল ওকে, পযিশন নিল মোটর পুলের সামনে। জেনারেটারের জোরালো আওয়াজ ছাপিয়ে হেঁড়ে গলায় একের পর এক নির্দেশ দিচ্ছে তাদের অফিসাররা। জিপ ও ট্রাকের মাঝের সরু পথ ধরে ঝেড়ে দৌড় দিয়ে ভাবল জেরাল্ড, ওটা যেদিকেই থাকুক, থাকবে ভেহিকেলের জন্য বরাদ্দ করা তিন একর জমিতেই।

তখনই এক সেকেণ্ডের জন্য শুরু হয়েই আচমকা থেমে গেল করুণ এক বীভৎস চিৎকার। পরক্ষণে ব্রাশ ফায়ার হলো এম-১৬ রাইফেল থেকে। ভীষণ ভয় পেয়ে সংক্ষিপ্ত চিৎকার ছাড়ল আরেকজন। তারপর আবারও নামল নীরবতা। কী ঘটছে বুঝে গেল জেরাল্ড। এসব চিৎকার এসেছে পুলের প্রথম লিসেনিং পোস্ট থেকে। তার মানে খুন হয়ে গেছে ওদিকের দুই সৈনিক।

ভয়ে জড়সড় হয়ে যাওয়া এক প্লাটুন সৈনিক একটু দূরেই, মোটর পুলের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে চলেছে অস্ত্র হাতে। উত্তর দিকে ছুটল পনেরোজনের দুটো দল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল অন্তত চল্লিশজন সৈনিক সাবধানে সবাই ঢুকে পড়ল সারি সারি গাড়ির মাঝের সরু সব পথে।

এক পা এক পা করে সামনে বাড়ছে সবাই, সতর্ক।

সার্জেন্ট ও লেফটেন্যান্টরা বার-বার বলছে: 'সাবধান! চোখ চারদিকে!'

কিন্তু প্রায়-আঁধারে বিশাল এই এলাকায় নজর রাখা অত্যন্ত কঠিন বড় সব গাড়ির কারণে চারপাশে অসংখ্য ছায়া।

বিঘার পর বিঘা জমি, দূরে চাইল জেরাল্ড। তখনই ওদিক থেকে এল ভীতিকর আর্তচিৎকার। কালো কী যেন ছিটকে সরে গেল আরেক দিকে। রাগে-ক্ষোভে দাঁতে দাঁত চাপল জেরাল্ড। খুন হয়ে গেছে আরও দুই সৈনিক।

বিদ্যুতের গতি তুলে নানানদিকে গিয়ে খুন করছে দানব।

ছুটবার গতি বাড়িয়ে এলাকার তিন ভাগের এক ভাগ জমি পেরিয়ে গেল সৈনিকরা। কিন্তু রাতের আঁধারে দূর থেকে আসছে আর্তনাদ, তারপর থেমে যাচ্ছে সব। আবারও নীরবতা। তানামুরা ও ওয়েইলারের কথা মনে পড়ল জেরাল্ডের, যোগাযোগ করতে চাইল থ্রোট মাইকে। কয়েকবার রেডিয়োতে ডাকলেও সতর্ক করা গেল না তাদেরকে।

ওদিক থেকে কোনও সাড়া নেই।

স্টেডিয়ামে ব্যবহৃত ফ্লাডলাইটের সাদা আলোয় চোখ তুলে দেখল ওয়েইলার, ঘামে ভিজে গেছে তানামুরার মুখ। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জাপানি, এক হাতে কাটানা, অন্য হাতে .৪৫ পিস্তল। ভীষণ খেপে গেছে বলে চোখে হিংস্র দৃষ্টি। দেখে নিল ওপরের দিক, তারপর আরও কুঁজো হয়ে চোখ বোলাল ওদের পাশের ট্রাকের নীচে। সোজা হয়ে হতাশায় মাথা নাড়ল। চাপা স্বরে বলল, 'কুকুরটা আমাদের দিক থেকে উত্তর দিকে যাচ্ছে। হামলা করছে একটার পর একটা লিসেনিং পোস্টে।'

'ওটার পেছনে যেতে চাও?' জানতে চাইল ওয়েইলার। ঝটকা দিয়ে ঠিক করে নিল কাঁধের ব্যাণ্ডোলিয়ার।

মাথা নাড়ল তানামুরা। 'না... উচিত হবে না। এমনিতেই এদিকে আসবে। কাউকে ছাড়ছে না।' হিসাব কষতে শুরু করে একটু পর বলল, 'হ্যাঁ, ওটা খুঁজে নেবে। কিন্তু অন্যদের যেভাবে বেকায়দা অবস্থায় পেয়েছে, তা পাবে না আমাদেরকে।

'অ্যামবুশ করতে চাও?' ফিসফিস করল ওয়েইলার।

'ওই দানব আর আমাদের মাঝে আরেকটা লিসেনিং পোস্ট আছে। খুন করছে নিয়ম ধরে, বুকে ভয় নেই। আমাদের আগের লিসেনিং পোস্টের দুই সৈনিককে খুন করবে আগে।' আরও কঠোর হয়ে গেল তানামুরার সরু চোখের দৃষ্টি। 'কাজে লাগাতে হবে ওই সুযোগটা। কিন্তু এরপরে ও আমাদের ওপর হামলা করবে।' দু'সেকেণ্ড পর বলল, 'তোমার কি মনে হয় ওটার চামড়া ভেদ করবে ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম বুলেট?'

'জানি না, ভেদ করার কথা ট্যাঙ্কের আর্মার। কিন্তু নিশ্চিত নই যথেষ্ট ভেলোসিটি দেবে কি না ম্যাগনাম শেল। ব্যথা ঠিকই পাবে।' আস্তে করে মাথা নাড়ল ওয়েইলার, বড় করে দম নিয়ে কপাল থেকে ঝেড়ে ফেলল ঘাম।

'তাই যথেষ্ট,' কুঁজো হয়ে সামনের ট্র্যান্সপোর্টারের তলা দিয়ে চোখ চালাল তানামুরা।

ফ্যাসিলিটির শেষমাথা থেকে এল অন্তত বিশটা রাইফেলের ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ, নরক হয়ে উঠল চারপাশ।

সেই আওয়াজের ওপর দিয়ে এল দানবীয়, ভয়ানক হুঙ্কার।

ওদিক থেকে আসছে অসহায় একদল মানুষের আর্তচিৎকার, ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে তাদেরকে। বন্ধ হয়ে গেল নিয়মিত গুলির নিয়ন্ত্রিত আওয়াজ, বদলে থেমে থেমে চলল গুলি।

দূরে মাযল ব্লাস্টের সাদা আলো দেখল তানামুরা। ভয়ে পাগল হয়ে চারপাশে গুলি ছুঁড়ছে ওদিকের লোকগুলো।

'এ-ই সুযোগ, যা করার এখনই,' কর্কশ হলো তানামুরার কণ্ঠ, 'ওরা যুদ্ধে ব্যস্ত, আমরা চলে যাব লিসেনিং পোস্টের পেছনে। ওদের ওপর চড়াও হবে ওটা, আর তখনই গেঁথে ফেলব। দৌড় শুরু করো!'

লুকিয়ে থেকে লাভ হবে না, মাঠের শেষমাথা লক্ষ্য করে

ঝেড়ে দৌড় দিল দু'জন। ওদিকে থেমে থেমে চলছে গুলি। কখনও কখনও করুণ আর্তনাদ। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করেই লিসেনিং পোস্টের পিছনে পৌঁছল ওরা। একটা হামভির হুডের ওপর এম-১৪ রাখল তানামুরা, চালু করল স্টারলাইট স্কোপ। সরে গেল ওয়েইলার, এক ট্র্যান্সপোর্ট ট্রাকের পিছনের বেড়ে পেতে রাখা তাঁবুর ভিতর গিয়ে ঢুকল। কমপক্ষে তিরিশ ফুট পরিষ্কার দেখবে।

ওদেরকে বিস্মিত করে পিছনে শুরু হলো গোলাগুলি ও হৈ-চৈ। ওদিকটা মোটর পুলের সামনের দিক।

হতবাক হয়ে গেছে তানামুরা ও ওয়েইলার। মাঝে অবস্থান নেয়া তিরিশজনের একটি দলকে পাশ কাটিয়ে মস্ত জমি পেরোতে মাত্র পনেরো সেকেণ্ড নিয়েছে দানব! সার্চ করতে শুরু করেছিল দক্ষিণের একটি দল, হামলা করেছে তাদের ওপর।

'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করল ওয়েইলার, বিস্মিত। ওদের কপাল ভাল যে পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে জানে বেঁচে ফিরে এসেছে। এই ফ্যাসিলিটিতে যা করছে দানব, বোঝা যাচ্ছে, ক্রমেই আরও শক্তিশালী ও চতুর হয়ে উঠেছে ওটা।

ওদের এক শ' গজ পিছনে গর্জে উঠল রাইফেল। মনে হলো, কোনও টার্গেট না দেখেই আন্দাজে গুলি করা হচ্ছে আঁধারে। তারপর একটু দূরে, নিঃশব্দে নাকে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল দশ টনের এক ট্রাক! হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল ওয়েইলার। তখনই দেখল, সিংহের মত তুমুল বেগে ছিটকে উড়ে এল প্রকাণ্ড আকারের এক লোক! ধুপ্ করে নামল ওর ট্রাকের ফেণ্ডারের দশ ফুট সামনে, পরক্ষণে সামনে বাড়ল ছিটকে।

হাঁটু গেড়ে গুলি করবার আগেই লিসেনিং পোস্টের একজনের ওপর চড়াও হলো দানব। সৈনিকের গলা খপ্ করে ধরেই এক টানে ছিঁড়ে নিল মাথাটা। শুরু হয়েই থেমে গেল বেচারার

চিৎকার। ঝট্‌পট্‌ গুলি করল তার সঙ্গী, কিন্তু বুলেট গেল দূর দিয়ে। তখনই তার বুকে নামল প্রচণ্ড থাবা, খড়ের মত ছিঁড়েখুঁড়ে গেল সৈনিকের কেভলার ভেস্ট। মাত্র দুই সেকেণ্ডের ব্যবধানে খুন হয়ে গেছে দুই সৈনিক!

লাশদুটো মেঝেতে পড়বার আগেই ট্রিগার টিপল ওয়েইলার। অস্ত্রের নলের মুখে ঝিকিয়ে উঠল বজ্রবিদ্যুতের মত সাদা আগুন। পরের সেকেণ্ডে লাফিয়ে ট্রাক থেকে নামল বিশালদেহী কমাণ্ডো, দেখল ট্রাকের পিছনের দরজায় হেলান দিয়েছে দানব, আহত কাঁধে ডান হাত।

রক্তিম চোখে রাগ নিয়ে ওয়েইলারকে দেখল। ব্যথার কাতর ধ্বনি নেই, বড় বড় দাঁতের ওপাশ থেকে এল ভয়ানক এক হুঙ্কার!

ওয়েইলারের মনে হলো, ওই আওয়াজ বাড়ি মেরেছে ওর শক্তপোক্ত বর্মে। নিজেও গর্জে উঠে আবারও টিপ দিল ট্রিগারে। আবছাভাবে শুনল, পিছনে চলছে গুলি। পরের কয়েক সেকেণ্ডে পৌঁছবে কয়েকজন সৈনিক। কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক।

একটু ভাঁজ করা দু'পায়ে ঝড়ের গতি নিয়ে তেড়ে এল বিকটদর্শন দানব, সামনে বাড়িয়ে দিয়েছে পেশিবহুল দীর্ঘ দু'হাত। বার-বার ট্রিগার টিপল ওয়েইলার। ব্যবহার করছে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও মানসিক জোর। নিশ্চিত করছে যেন লক্ষ্যভেদ করে বারোটা বুলেটের প্রতিটি। আবছাভাবে টের পেল, একটা হামভির হুড টপকে এদিকে পড়েই হাঁটু গেড়ে বসল তানামুরা, পরক্ষণে গুলি করল।

একই সময়ে ওয়েইলারের ওপর হামলে পড়ল দানব।

শেষ গুলি খরচ করল পোড়ামুখো কমাণ্ডো।

ওর মনে হলো, প্রকাণ্ড এক ধূসর দেয়াল আড়াল করে দিল কালো রাত ও তারাগুলোকে। ওপর থেকে ওর দিকে চাইল প্রকাণ্ড রাক্ষস, বেরিয়ে পড়েছে বড় বড় দাঁত। ওপরে তুলল দু'হাত, কিন্তু

হামলা করবার আগেই তার বুকের কাছে ঢুকে গেল ওয়েইলার, খাপ থেকে বের করে ফেলেছে বাউয়ি নাইফ, এবার গেঁথে দেবে দানবের বুকে...

'না, ওয়েইলার!' হায়-হায় করে উঠল তানামুরা। ওই একই সময়ে দেখল প্রকাণ্ডদেহী কমাণ্ডোর বুক ছিঁড়ে ফেলল দানব। ছিটকে পিছনে গিয়ে পড়ল ওয়েইলারের ক্ষত-বিক্ষত লাশ। ঘুরেই তানামুরার দিকে চাইল দানব। শাবলের মত দাঁত বেরোতেই মুখে ফুটে উঠল এক চিলতে ভয়ঙ্কর হাসি।

তানামুরা চট্ করে দেখে নিল চারপাশ। বিশ সেকেণ্ডে পৌঁছবে বেশ কয়েকজন সৈনিক। হাঁটু গেড়ে গুলি শুরু করল ও। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে খরচ করল তিরিশ বুলেটের ম্যাগাযিন। কিছুই পাত্তা না দিয়ে গুলি সহ্য করে সামনে বাড়ছে দানব। কোনও তাড়া নেই তার। নতুন ম্যাগাযিন ভরে গুলি করল তানামুরা, কোনও কাজেই আসছে না ওর রাইফেল। নিশ্চিত পায়ে আসছে দানব।

শেষ কয়েকটা বুলেট ফুরিয়ে এল তানামুরার। বুঝে গেল, ধীর পায়ে এগিয়ে এসে খুন করতে চায় ওটা। অনেক বেশি আনন্দ পাবে চেনা শত্রু নিধন করে। পাঁচ ফুট দূরে পৌঁছে দাঁত বের করে ভয়ানক এক হুঙ্কার ছাড়ল ডেমিয়েন।

বোধহয় ভেবেছে, অন্যদের মত ভীষণ ভয়ে চিৎকার করব, ভাবল তানামুরা। আবারও তুলল রাইফেল, যেন বুকে ভয় নেই ওর।

লোলুপ চোখে ওকে দেখে নিয়ে মাথার ওপরে দু'হাত তুলল দানব, এবার শেষ করবে শিকারকে। তার আগে হাসল ভয়ানক নিষ্ঠুরভাবে।

তখনই বিদ্যুদ্বেগে নড়ে উঠল তানামুরা। সারাজীবন কেণ্ডো প্র্যাকটিস করেছে, ঝট্ করে হাত থেকে ছেড়ে দিল রাইফেল,

একই সময়ে বের করে নিল কাটানা; কোমর ও কাঁধের সমস্ত জোরে একপাশ থেকে চালাল তলোয়ার। রাইফেল ছেড়ে দেয়া থেকে শুরু করে কাটানা বের করে আঘাত হানবার মাঝে সময় লেগেছে মাত্র আধ সেকেণ্ড।

স্বাভাবিক কোনও মানুষের ওপর ওই আঘাত হানলে কোমর থেকে দু'টুকরো হয়ে যেত সে। কিন্তু এক পা সামনে বাড়ল দানব। মুখ নিচু করে দেখল বুক থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোচ্ছে কালো রক্ত। পরক্ষণে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তানামুরাকে দেখল সে।

তার দিকে বিস্ময় ও ক্রোধ নিয়ে চেয়ে আছে জাপানি যোদ্ধা। বুঝে গেছে, পরেরবার সাহায্য করবে না কপাল। প্রথমবার দানবের গর্বের সুবিধাটা পেয়েছিল। কিন্তু এখন ওটা জানে আহত করতে পারে কাটানা। কাজেই ভুল করবে না।

এমন সময়ে এদিকের সাইটে পৌঁছল সৈনিকদের প্লাটুন। দেরি হলো না গুলি করতে। এক লাফে সরে গেল তানামুরা। অন্তত এক শ'টা বুলেট লাগল দানবের দেহে। চারপাশ ভরে উঠেছে ধোঁয়া ও কান ফাটানো আওয়াজে। তানামুরা খেয়াল করল, দানবের চামড়ায় লাগছে অসংখ্য বুলেট, ছিটকে যাচ্ছে বা চ্যাপ্টা হয়ে নীচে পড়ছে। একটা বুলেটও ভেদ করতে পারছে না ত্বক!

খেপে গিয়ে শত বুলেটের হামলা পরোয়া না করে এগোল তানামুরাকে ধরবার জন্য।

তলোয়ার নিয়ে আবারও তৈরি হয়ে গেল জাপানি সৈনিক। দু'হাতে ধরেছে কাটানার বাঁট। ভাল করেই জানে, ওকে খুন করতে পারবে রাক্ষসটা। ও নিজে চাইলেও খুন করতে পারবে না ওকে। তবুও বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল তানামুরা। বেশিরভাগ মানুষের চেয়ে অনেক দ্রুত সে।

ক্ষুধার্ত সিংহের মত দানবটা ছুটে আসতেই মাটিতে পড়েই শরীর গড়িয়ে দিল, সরে গেল তিরিশ টনের এক ডুলির নীচে।

শেষ মুহূর্তে থেমে যেতে না পেরে প্রকাণ্ড ট্র্যান্সপোর্ট ভেহিকেলের দরজায় বাড়ি খেল দানব। ভীষণভাবে দুলে উঠল মস্ত গাড়ি। চুরচুর হয়ে গেল জানালার কাঁচগুলো। পরক্ষণে তানামুরা দেখল, রাগে উন্মাদ হয়ে স্টিলের দরজা উপড়ে নিল দানব, ছুঁড়ে ফেলে দিল অন্তত তিরিশ ফুট দূরের ছায়ায়।

ঝুঁকে ক্যাবের নীচে হাত ভরল দানব, খুঁজতে শুরু করেছে তানামুরাকে। পায়ের কাছে থাবা পড়তেই কুমিরের মত ক্রল করে উল্টো দিকে বেরিয়ে এল জাপানি যোদ্ধা। হাড়ে হাড়ে জানেঃ এ খেলায় জিতবে না, মরতেই হবে! শত শত গুলি হচ্ছে দানবকে লক্ষ্য করে। নানান দিকে ছুটছে বুলেট। ফুটো হচ্ছে ডুলি, টায়ার, ভেহিকেল, বাতি বা ছিঁড়ছে বেড়া– কিন্তু আহত হচ্ছে না ওই দানব! রাতের আঁধারে চিৎকার ও গর্জন ছাড়ছে, চড়াও হচ্ছে একের পর এক সারি সৈনিকের ওপর। একজনকে খুন করেই ছুটে যাচ্ছে পরেরজনের ওপর হামলা করতে। ওই দুই হাতের আওতায় যে পড়ছে, মরতে হচ্ছে তাকে।

হতবাক হয়ে গেছে তানামুরা, গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। লড়াইয়ের সময় টের পাওয়া যায় না নিজে আহত কি না, তাই বুক, পেট, কাঁধ ও ঊরু হাতড়ে দেখল। আসলেই জখম হয়নি। গাড়ির ওদিকে চলছে খণ্ড লড়াই। বার-বার সৈনিকদের ওপর হামলা করছে দানব।

তানামুরা খুঁজল ওর রাইফেল, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ওটা ধোঁয়াভরা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে, হাত মুঠো করে অদৃশ্য কাউকে অভিশাপ দিল জাপানি যোদ্ধা। তখনই রকেটের গতি তুলে ওর বুকে লাগল কী যেন। ছিটকে পড়ে গেল তানামুরা। গড়ান দিয়ে উঠে বসল বটে, আর নিতে পারল না দম। বুঝে

গেছে কী হয়েছে: বুকের ভেস্টে লেগেছে লক্ষ্যহারা এক .২২৩ বুলেট। নিজে টার্গেট ছিল না ও। বদ্ধ জায়গায় এত গুলি চলছে, নিরাপদ নয় কেউ।

কয়েক সেকেণ্ড পর দম নিতে পারল তানামুরা। অবশ লাগছে শরীর, আঁচড়ে-পাছড়ে খুলে ফেলল ভারী লোড বেয়ারিং ভেস্ট, ফেলে দিল মাটিতে। চোখে এখনও দেখছে আঁধার। ঢিলে করে দিল বুলেটপ্রুফ ভেস্টের দুই ভেলক্রো স্ট্র্যাপ। তাতে লাগল একটু স্বস্তি। এতই ক্লান্ত যে গুঙিয়ে উঠল।

না, ভেস্ট ভেদ করে বুলেট বেঁধেনি বুকে।

উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু রাত সাদা, বাতাসও কেমন হালকা আর গরম। ঝাপসা লাগছে সব।

উঠে দাঁড়িয়ে এক পা সামনে বাড়ল তানামুরা, তারপর হঠাৎ করেই কালো হয়ে গেল চারপাশ।

পঁচিশ

একটা ডেস্কের ওপর হাতি-মারা রাইফেল রেখেই উঠে বসতে গেল *পাথর ভাঙা* হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, আর ঠিক তখন কোনও কারণ ছাড়াই ডক্টর গ্রেবারের দিকে ঘুরে চাইল রানা; একটু সরেই ছোরার বাঁট দিয়ে মারল জোর গুঁতো। খটাস্ করে লাগল ওটা ডক্টরের কানের পাশে। উঠে বসতে শুরু করেছিল সে, নার্ভ সেন্টারে বেকায়দাভাবে লাগতেই ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে। শিথিল হয়ে গেছে দেহ, নিশ্চিন্তে অজ্ঞান

চারপাশ দেখে নিল রানা, একটু দূরে দ্বিতীয় সৈনিকের রাইফেল। কিন্তু তাও এতটা কাছে নয় যে আওতার ভিতর পাবে। চট্ করে ডেস্কের ওপর দিয়ে চারপাশ দেখল ও। চার সৈনিক গুলি করছে ডিগবার্টের ঘাঁটি লক্ষ্য করে। আপাতত ওর কথা মনে নেই কারও।

সামনে এগিয়ে দ্বিতীয় সৈনিকের এম-১৬ রাইফেল তুলে নিল রানা। গড়িয়ে দিল শরীর, থামল পুরু স্টিলের এক ডেস্কের আড়ালে। ওর নড়াচড়া টের পেয়েছে সৈনিকরা, গুলি করল স্টিলের ডেস্কের প্যানেলে।

ওখানে থামল না রানা, ক্রল করে পেরিয়ে গেল অন্তত ছয়টা ডেস্ক। পিঠ ঠেকিয়ে বসল একদিকের দেয়ালে। ম্যাগাযিন বের করে দেখল কয়টা গুলি। ঘামছে দরদর করে। হ্যাঁ, পুরো তিরিশটা বুলেটই আছে ম্যাগাযিনে। টিপে ফুল অটোমেটিক-এ নিল সিলেক্টর সুইচ। চেম্বারে দিল গুলি। দেখে নিল অফ আছে সেফটি ক্যাচ। শক্ত হাতে রাইফেল ধরে অংশ নিল যুদ্ধে।

নতুন করে গুলি ভরার ঝামেলার কারণে ওয়েদারবাই দিয়ে দুটো গুলি করবার পর অস্ত্রটা সরিয়ে রেখেছে ডিগবার্ট। এখন হাতে সেমি-অটোমেটিক পিস্তল।

ওদিকে ব্যস্ত হয়ে ওকে কোণঠাসা করতে চাইছে কালো পোশাকের সৈনিকরা। আর তখনই তাদের দু'জনের দিকে মনোযোগ দিল রানা। একটা ডেস্কের কোনা থেকে নল বের করে টিপে দিল ট্রিগার।

রিকয়েল থেকে বুঝল, ওপর দিয়ে গেছে বুলেট। নল নামিয়ে লক্ষ্যস্থির করল নতুন করে। এবার লাগল দুই সৈনিকের বুকে। বাড়তি কয়েকটা বুলেট উড়িয়ে দিল লোক দু'জনের আশপাশের ইকুইপমেন্ট। লক্ষ্যহীনভাবে মেঝেতে ও ছাতে লাগল সৈনিকদের অস্ত্রের গুলি।

ততক্ষণে সরে গেছে রানা অন্য দিকে। মনে মনে প্রশংসা করল সৈনিকের অস্ত্রের। ৩০.৩০ ক্যালিবারের চেয়ে অনেক ভাল, তবে অস্ত্র হিসাবে এম-১৬ রাইফেলও পুরো নিখুঁত নয়। তা ছাড়া, বাড়তি ম্যাগাযিন নেই ওর কাছে। বাঁচিয়ে রাখতে হবে বুলেট।

গুলি করছে জীবিত দুই সৈনিক ডিগবার্টকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু তার কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না কোনও সুবিধা। গুলির পাশাপাশি তুমুল গালিও চালাচ্ছে ডিগবার্ট সমানে। হালকা এম-১৬-এর বুলেটের তুলনায় ভারী আওয়াজ তুলছে তার বুলেট। আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

আওয়াজ শুনে রানা বুঝল, কোথায় আছে সে।

তারপর একদম থেমে গেল গোলাগুলি।

চমকে গেছে রানা, ল্যাবোরেটরির যেদিকে যেতে চেয়েছে, ওদিকের ছাত থেকে এসেছে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজ। থরথর করে কেঁপে উঠেছে মেঝে, দেয়াল ও ছাত।

রানা বুঝে গেল, কী চালু হয়েছে। টের পেয়ে গেল, যত দ্রুত সম্ভব ওকে যেতে হবে উপরে। পাশে থাকতে হবে যুদ্ধরত সৈনিকদের।

অকটেনের ট্যাঙ্কার বিস্ফোরিত হতেই কম্পাউণ্ডের তিন ভাগের এক ভাগ জমি ভরে গেল লাল আগুনে।

'হায়, ঈশ্বর!' বিড়বিড় করল জিনা।

আগে আর পরে এমনই হবে ভেবেছিল, চলবে উল্টোপাল্টা গোলাগুলি। বুলেট লেগেছে অকটেনের ট্যাঙ্কে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে ওটা। কম্পাউণ্ডে শুরু হয়েছে আগুনের লাল-নীল হলকার ঢেউ। আগুনের ঝড় শুরু হতেই তৈরি হয়েছে উত্তপ্ত দমকা হাওয়া।

অন্তত তিরিশজন সৈনিককে দেখল জিনা, তাদের পোশাকে

ধরে গেছে লেলিহান আগুন। মোটর পুল লক্ষ্য করে দৌড় দিল তারা। অন্য সৈনিকরা চেপে ধরে মাটিতে ফেলে দিল তাদেরকে। চাপড় দিয়ে নেভাতে চাইছে আগুন। আগুনের কমলা ঝড়ের দাপটে আকাশে ছিটিয়ে উঠেছে অনেক কিছুই। ধ্বংসযজ্ঞ দেখে আস্তে করে মাথা নাড়ল জিনা।

এ দৃশ্য আগে কখনও দেখেনি। যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে গোটা পৃথিবী। লড়াই চলছে নরকের দেবতার সঙ্গে মানুষের। আর আজ রাতে হয়তো খুন হবে সব ক'জন মানুষ। বাঁচবে না কেউ। রক্ষা নেই ওরও।

দূরে হারকিউলিসের মত মস্ত আকারের এক লোককে দেখে সচেতনতা ফিরে পেল জিনা। না, ওটা কোনও মানুষ নয়, ভয়ঙ্কর কোনও দানব। গতি তার দ্রুত নয়, আবার মন্থরও নয়। একটার পর একটা হামভি পেরিয়ে আসছে এদিকে। খতম করছে মাটিতে পড়ে থাকা পুড়তে থাকা সৈনিকদেরকে।

তাকে চিনতে ভুল হলো না জিনার।

মাথা ভরা ধূসর চুল। লাল চোখদুটো স্কোপের মত।

নিজেও স্কোপে চোখ রেখেছে জিনা। অফ করে দিল রাইফেলের সেফটি ক্যাচ। অন্তর থেকে বুঝে গেছে: ওর বুলেটের গন্তব্য এক শ' বিশ গজ দূরে।

আগুনে পুড়তে পুড়তে ছটফট করছে সামনের লোকটা। তার বুক খুবলে মাংস বের করতে ঝুঁকল দানব ।

পয়েন্ট অভ এইম কণ্ট্যাক্ট দেখল জিনা, তারপর টিপে দিল ট্রিগার। এক পলকের জন্য অন্ধ হয়ে গেল ব্যারেটের লেলিহান আগুনের ঝলকে। পরক্ষণে দেখল, কয়েক ফুট পিছিয়ে গেছে ওটা। তখনই একটা হামভির পাশে উঠে দাঁড়াল এক সৈনিক, রাইফেল তুলেই গুলি করল সামনে দাঁড়ানো দানবের বুকে। নিজেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না গালে প্রচণ্ড এক চাপড় খেয়ে।

মাথাটা উড়ে গেল আরেক দিকে।

জ্বলন্ত ট্যাঙ্কারের কাছের জেনারেটার থেকে এল পরের বিস্ফোরণ। ভীষণভাবে থরথর করে কেঁপে উঠল চারপাশের পর্বত। বিস্ফোরিত হয়েছে ছাউনির ভিতর ইমার্জেন্সি সময়ের জন্য জমিয়ে রাখা হাজার হাজার গ্যালন অকটেন। ছোটখাটো নিউক্লিয়ার বোমার মত আগুন ও ধোঁয়ার মস্ত এক ছাতি উঠল আকাশে। তিন শ' গজ দূরের ওই আগুন মুখ পুড়িয়ে দিতে চাইল জিনার। বিস্ফোরণের প্রলয়ঙ্করী আওয়াজ হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড গর্জন। বাড়ি খেয়ে ফিরল পাহাড়ে পাহাড়ে, যেন ধ্বংস হচ্ছে গোটা পৃথিবী।

সেকেণ্ডারি কনকাশন আসতেই গলা ফাটিয়ে হুঁশিয়ার করল জিনা, ঝট্ করে শুয়ে পড়ল মেঝেতে। ওই কনকাশন ওয়েভ ভয়ানকভাবে কাঁপিয়ে দিল গোটা দালান। ছিটকে নানানদিকে গেল ছাতের সব অ্যান্টেনা ও ডিশ।

প্রাথমিক শক সামলে নিয়েই উঠে দাঁড়াল জিনা, স্টারলাইট স্কোপে চোখ রেখে আগুনের কমলা আলোয় খুঁজল দানবকে। যে হামভির পাশে ছিল, সেখানে নেই সে। কিছুই হয়নি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। সৈনিকদের সর্বনাশ করছে, তাও নয়, কম্পাউণ্ডের মাঝে জড় হয়েছে তারা।

গেল কোথায় পিশাচটা!

স্কোপ ঘোরাল জিনা, ব্যস্ত হয়ে খুঁজছে। তিন সেকেণ্ড পর ওদিকের দৃশ্য দেখে বিড়বিড় করল, 'হায়, ঈশ্বর!'

মাত্র বিশ ফুট দূরে এক ট্রাকের ক্যাবের ছাতে লাফিয়ে উঠেছে ওটা! তখনই রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল জিনা। কিন্তু রাইফেল গর্জে উঠতেই বুঝল, মিস করবে টার্গেট। দ্বিতীয়বারের মত কাঁধে ঠেকিয়ে নিল কুঁদো, ভুলে গেল স্কোপের কথা। এত কম রেঞ্জে ওটা লাগবে না।

ছাতে দাঁড়িয়ে থাকা দশজন সৈনিক গুলি করল ওরই মত। নীচে ছুটে গেল একরাশ বুলেট। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নেমে গেল ওটা, পরক্ষণে ছিটকে গেল সামনে। যেন খ্যাপা কোনও ষাঁড়। প্রচণ্ড গতি নিয়ে জোরালো ধুম্ আওয়াজ তুলে লাগল ফ্যাসিলিটির স্টিলের দরজায়। কয়েক পশলা বুলেট লাগল তার দেহে। কিন্তু সেদিকে কোনও খেয়াল নেই, আরও কয়েক গুঁতো দিয়েই ছিঁড়ে ফেলল দরজার কবজা ও বোল্ট। ঢুকে এল ফ্যাসিলিটির ভিতরে।

ছাতে আতঙ্কে জমে গেল সৈনিকরা, পরিষ্কার দেখেছে কীভাবে খুন হয়েছে সৈনিকরা মোটর পুলে। ভীত অফিসারদের কাছ থেকে এল উল্টোপাল্টা নির্দেশ। কেউ বুঝতে পারছে না কী করবে। এমন সময় ভীত কণ্ঠে ধমক দিলেন লে. কর্নেল রব ম্যাক্সিমিলিয়ান। 'সরে যাও! এরপর গুলি করা হবে এম-৬০ থেকে!'

মার্কিন বাহিনীর স্মল আর্মস্ হিসাবে ভিয়েতনামে সেরা অস্ত্র ছিল ওই ফুল অটোমেটিক মেশিনগান। ছাতের একমাত্র দরজার দিকে তাক করা হলো ওটা।

মরলে মরবে, বাঁচলে বাঁচবে, নিজেদেরকে সামলে নিয়েছে সাহসী সৈনিকরা। যে যার অস্ত্র তাক করল দরজার দিকে। ওই দানব যদি সত্যিই ঝাঁক ঝাঁক গুলি ঠেলে এগোয়, কিছুই করবার থাকবে না।

ছাতের খাটো দেয়ালের পাশে আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনা। দেখে নিল চারপাশ। মনে পড়েছে রানার পরামর্শ। বুজে ফেলল চোখ, শান্ত করতে চাইল মনকে। ধীরে ধীরে কয়েকবার নিল দম। বুঝে নিতে চাইল, এরপর কী করা উচিত ওর। নিজেকে জিজ্ঞেস করল, ওটা কি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসবে? মাথা নাড়ল। আগে বার-বার চমকে দিয়েছে ওদেরকে। এমন কিছু

করবে, যেটা আশাই করা যায় না।

'এবারও চমকে দেবে,' ফিসফিস করে নিজেকে বলল। ঝেড়ে দৌড় দিল দালানের দক্ষিণ দিক লক্ষ্য করে। পৌঁছে গিয়ে নীচে চাইল সতর্ক চোখে। কেউ নেই এদিকে। আরেক দৌড়ে পুবের রেলিঙে পৌঁছল জিনা। সামনেই সিঁড়িঘর। চিৎকার করে ওকে সাবধান করল বেশ কয়েকজন সৈনিক।

'সিঁড়িঘরের দরজার দিকে তাক করা হয়েছে মেশিনগান!'

'জিনা উইলসন, সরে এসো!'

'সরে যাও!'

'দরজা ভেঙে গেলেই মেশিনগান চালু হবে!'

'বোকা মেয়ে...'

ওদিকে মনোযোগ না দিয়ে ছাতের রেলিঙের কিনারা দেখছে জিনা। দৌড়ে এসে হাঁফিয়ে গেছে।

না, এদিকেও তো নেই ওটা!

'সরে যাও, জিনা উইলসন!' রাগ ও ক্ষোভ নিয়ে ধমকে উঠল এক বয়স্ক সৈনিক।

দরদর করে ঘামছে জিনা। উত্তর দিকের রেলিং লক্ষ্য করে দৌড়াতে শুরু করেছে। আকাশের এক শ' ফুট ওপরে জিভ চাটছে লালচে আগুন। কয়েক পা যেতে না যেতেই সেই আলোয় ওটাকে দেখল জিনা। কিন্তু ওকে দেখেনি সে। মাটি থেকে মস্ত এক লাফে তিরিশ ফুট উঠে নেমেছে ছাতের কিনারায়। টপকে এল রেলিং। কুঁজো হয়ে একবার দেখল চারপাশ। তার দিকে পিঠ দিয়ে রেখেছে সৈনিকরা, জানেও না পিছনে পৌঁছে গেছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। থমকে দাঁড়িয়ে গেল জিনা, ঘুরেই তুলল ব্যারেট রাইফেল, চাইল সাইটের ভিতর দিয়ে। তখনই ওর দিকে ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল ওটা। শাবলের মত দাঁত বের করে হাসতে শুরু করেছে।

জিনা বুঝে গেছে, আজ হোক বা কাল, একদিন মরতেই

হবে। পেশাদার সৈনিকের ট্রেনিংও ওকে উদ্বুদ্ধ করল: যতক্ষণ মারা না পড়ছ, লড়াই করার চেষ্টা করো!

গুলি করল জিনা। বুলেট গিয়ে লাগল দানবের বুকের ওপরাংশে। পিছনের দেয়ালে পিঠ ঠেকল দানবের। হিসাব কষে ফেলেছে জিনা, ম্যাগাযিনে আছে মাত্র দুটো বুলেট। দানবটা লাফিয়ে সোজা হতেই আবার গুলি করল ও। বুকে লাগল ভারী বুলেট, থরথর করে কেঁপে উঠে ছাতে উপুড় হয়ে আছাড় খেল দানব। কিন্তু ধীরে ধীরে হাঁটু ও হাতের জোরে আবারও উঠে দাঁড়াচ্ছে। গলা দিয়ে বেরোল চাপা গর্জন। প্রায় খালি ম্যাগাযিন খুলে আরেকটা ভরে নিল জিনা। রাইফেলে এখন আছে পাঁচটা বুলেট।

ছাতের সৈনিকরা বুঝে গেছে, অকস্মাৎ হামলা করেছে দানব। ঘুরেই লক্ষ্য ঠিক করে নিল তারা, পশলা পশলা বুলেট গেল ওদিকে। ব্যথা লাগছে ওটার, বুলেটের আঘাতে ছড়ে যাচ্ছে চামড়া, হাত-পায়ের কোথাও কোথাও পুড়েও গেছে, দেহ থেকে ঝরছে কালো রক্ত, উঠে দাঁড়িয়েই ছুটে গেল জিনার দিকে।

ভুরু কুঁচকে পাথরের মূর্তি হয়ে আছে জিনা, আর কিছুই করবার নেই ওর।

নাকি আছে?

দাঁতে দাঁত চেপে গুলি করল। দীর্ঘ ব্যারেলের মুখ থেকে বেরোচ্ছে ছয় ফুটি কমলা আগুন। ব্যথায় গর্জে উঠল দানব, প্রচণ্ড সব ধাক্কা খেয়ে থমকে যেতে হচ্ছে তাকে। আবারও তার দিকে রাইফেল তাক করল জিনা। পরের বুলেট আবারও লাগল বুকে। ব্যারেটের লাল আগুনের ঝিলিকে আলোকিত হয়ে উঠেছে ছাত। শেষ গুলির পর জিনা দেখল, ছিঁড়ে গেছে দানবের গলা ও ঘাড়ের এক অংশের মাংস।

তবুও দাঁড়িয়ে ভারসাম্য পাওয়ার জন্য টলমল করছে। মনে

হলো চলে গেছে শকের ভিতর। মারাত্মকভাবে আহত। বাঁকা হয়ে দাঁড়াল। দু'হাতে ধরল আহত গলা।

পিছনে রেলিং, পিছাতে পারবে না জিনা। খালি ম্যাগাযিন ফেলে ক্লিক আওয়াজে ভরে নিল নতুন একটা। তাতে সময় লাগল দু'সেকেণ্ড। ছয় ইঞ্চি বুলেট এবার বিঁধিয়ে দেবে শত্রুর হৃৎপিণ্ডে। কিন্তু ওর দিকে খেয়াল নেই ওটার। টলতে শুরু করে গোঙাচ্ছে, চলল আরেক দিকে। এক হাতে চেপে ধরেছে গলা।

'অ্যাই!' চিৎকার করল জিনা। 'পালাচ্ছ কোথায়?'

টলমল করতে করতে সৈনিকদের দিকে চলেছে সে।

'জিনা!' তখনই চিৎকার করল এক সৈনিক, 'সরো ওদিক থেকে!'

সৈনিকদের খুব কাছে পৌঁছে গেছে দানব।

জিনা ও সৈনিকরা রয়েছে পরস্পরের লাইন অভ ফায়ার-এ। জিনা খুন হবে বলে দানবের দিকে গুলি করছে না সৈনিকরা। এদিকে ব্যারেট ব্যবহার করছে না জিনা, কারণ গুলিবিদ্ধ হতে পারে সৈনিকরা।

আর দশ কদম গেলেই সৈনিকদের মাঝে গিয়ে পড়বে দানব।

এদিকে জিনার সময় নেই যে সরে যাবে কোনওদিকে।

মানুষগুলোর চেহারায় আতঙ্ক দেখল জিনা।

এবার গুলি ওদেরকে করতেই হবে!

ঘাড় ফিরিয়ে ছাতের কিনারা দেখল জিনা। তিরিশ ফুট নীচে জমিন। ওখানে রয়েছে জং ধরা কিচেন ডোর। একপাশে বড়সড় কয়েকটা ট্র্যাশ ক্যান। ভরে গেছে আবর্জনায়। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ সময় ভাবল জিনা, পরক্ষণে ব্যারেট রাইফেল হাতে টপকে গেল রেলিং, উড়াল দিল রাতের আঁধারে। পড়তে শুরু করে চিৎকার করল, 'খুন করো ওটাকে!'

সাঁই-সাঁই করে নীচে পড়ছে জিনা। ওর পিছনে সাদা হয়ে

গেল আকাশ। ছাতে শুনল আহত এক ভয়ানক গর্জন। পরের সেকেণ্ডে দড়াম করে কী যেন লাগল জিনার পিঠে।

ব্যথা, বড্ড ব্যথা!

কীসে যেন ঠাস্ করে লাগল মাথা।

চুলগুলো বিছিয়ে গেল মুখের ওপর।

চোখে নামল নিকষ কালো আঁধার।

ছাব্বিশ

রক্তে একরাশ অ্যাড্রেনালিন, মন চাইছে এখনই ছুটবে ছাতে, কিন্তু নিজেকে সামলে রেখেছে রানা। এখন কোনও ভুল করলে মরতে হবে। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ক্রল করতে লাগল রানা।

একইসঙ্গে থেমে গিয়েছিল দুই পক্ষ, এবার নতুন উদ্যমে চলল গোলাগুলি।

দক্ষ মেরিন সৈনিক প্রাক্তন মার্শাল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট, প্রতিপক্ষকে সামান্য সুযোগও দিচ্ছে না। বরং তাকেই একটু ভয় পাচ্ছে রানা। যেভাবে গুলি করছে সে, ওকেই না গেঁথে ফেলে!

এদিকে নীরবে ক্রল করে শেষ দুই সৈনিকের পিছনে পৌঁছে বাঘের মত খাপ পেতে বসে আছে রানা।

কংক্রিটের এক পিলারের আড়াল থেকে উঁকি দিল।

ওই যে, ধূসর পোশাক পরে বসে আছে হ্যাঙ্ক!

দাঁত খিঁচিয়ে গুলি করছে। সামনে উল্টে ফেলা ডেস্ক। এক সৈনিক গুলি শুরু করবার আগেই ঝট্ করে সরে গেল রানা। ওর

আশপাশের দেয়াল, মেঝে, ছাত ও নানান ইকুইপমেন্টে লাগছে একরাশ গুলি। ওই গুলিবর্ষণ থেমে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করল ও, তারপর পিলারের আড়াল থেকে এম-১৬-এর নল বের করে গুলি পাঠাল।

কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে শুয়ে পড়ল সৈনিক।

কিন্তু ঘুরেই রাইফেল তাক করল তার সঙ্গী।

আগেই পিলারের ওদিকে লুকিয়ে পড়েছে রানা। দেয়াল ও পিলার ক্ষত-বিক্ষত করে নানানদিকে ছিটকে গেল সৈনিকের বুলেট। তখনই শোনা গেল ডিগবার্টের টিটকারি: 'আরে, শালা, ভুলে গেলি দুলাভাইয়ের কথা?'

ওদিকে উঁকি না দিয়েও রানা বুঝে গেল শেষ সৈনিককে বাগে পেয়ে গেছে ডিগবার্ট।

একরাশ ৭.৬২ এমএম বুলেট খ্যার-খ্যার আওয়াজ তুলল। ওর রাইফেল একে-৪৭। তবে নল কাটা।

পাঁচ সেকেণ্ড পর আবারও উঁকি দিল রানা।

ওদিকের মেঝেতে শুয়ে আছে কালো পোশাকধারী সৈনিক। উড়ে গেছে আস্ত মুখ।

খটাং আওয়াজ তুলে মেঝেতে পড়ল ব্যানানা ক্লিপ। আটকে নেয়া হলো রাইফেলে নতুন ম্যাগাযিন। পিলারের আড়াল থেকে রানা বেরিয়ে আসতেই ওর দিকে চাইল ডিগবার্ট। দাঁত বেরিয়ে গেল চওড়া হাসিতে। চোখ টিপল, 'কী বুঝলে, বাছা?'

'বুঝলাম আপনি মোটেও সুবিধার লোক না,' হাসল রানাও।

'বাছা, ওই একই কথা বলে তোমার চাচী!'

মাথা দোলাল রানা। বুঝে গেছে, আপাতত প্রায় বধির হয়ে গেছে গোলাগুলির আওয়াজে। এম-১৬ থেকে খুলল ম্যাগাযিন, মরা এক সৈনিকের পাশ থেকে নিল ব্যাণ্ডোলিয়ার ওটাতে আছে ছয়টা ম্যাগাযিন। একটা আটকে নিল রাইফেলে। বোল্ট পিছিয়ে

নিয়ে চেম্বারে পাঠিয়ে দিল বুলেট। এবার এক নাগাড়ে করতে পারবে তিরিশটা গুলি। ওয়েদারবাই তুলে নিয়ে ওর দিকে এল ডিগবার্ট। খটাস্ করে বন্ধ করল প্রকাণ্ড রাইফেলের ব্রিচ।

'আমাদের ছাড়াই দানবের সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে ওরা,' বলল ডিগবার্ট। উত্তেজনার ছাপ নেই কণ্ঠে। 'কিন্তু আমাদেরও তো নাচতে হবে?'

'হুঁ, চাচী যখন দেখছে না আপনি কার সঙ্গে নাচছেন।'

'আমেরিকান সৈনিক গো-হারা হারছে,' বলল ডিগবার্ট, 'এখানে আসার আগে সবই শুনেছি জেরাল্ডের কাছে। ওই সিরাম ভরে দেয়া উচিত ওই শুঁটকি ডাক্তারের পোঁদে। তা হলে যদি শালা মানুষ হয়! যথেষ্ট প্রমাণও আছে আমাদের কাছে। এদের মাফ নেই।' তাড়া দিল ডিগবার্ট, 'চলো, বাছা, নাচে যোগ দিই!'

প্রৌঢ়ের অনুরোধ না শুনে খুঁজে বের করল রানা সিরাম মডিউল। দেখে নিল ওখানে লেখা: এইচডি-৬৭। জিনিসটা চেপ্টে যাওয়া প্লাস্টিকের স্যালাইন ব্যাগের মত দেখতে। ল্যাবোরেটরি থেকে কালো এক ক্যানভাস ব্যাগ নিয়ে তার ভিতর রাখল জিনিসটা। কোমরে গুঁজে নিল কালো ব্যাগ।

'এবার কী করতে চাও, বাছা?' জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'আরেকটা কাজ,' বলল রানা। পরক্ষণে এম-১৬ তুলেই গুলি করল ঝুলন্ত শবাধার লক্ষ্য করে। বিস্ফোরিত হলো সবুজ তরলে ভরা আধার। ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও তামার কয়েলে বয়ে গেল ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ। একই সময়ে খণ্ড খণ্ড হলো ওই দানবের দেহ ও তারবাহিত কফিন।

আরও দুটো ম্যাগাযিন ব্যবহার করে আশপাশের সব চুর-চুর করে দিল রানা। দানবের দেহের খণ্ডাংশ পোড়াতে শুরু করেছে তামার কয়েল। শর্ট সার্কিট হয়েছে ওদিকের সব কিছুতে।

'এবার কী?' গুলি থামবার পর জানতে চাইল ডিগবার্ট।

'চলুন, যাওয়া যাক,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'তুমি দেখি, বাছা, আমার চেয়েও এক কাঠি সরেস,' বিড়বিড় করল ডিগবার্ট।

ওরা চলে এল লিফটের সামনে। টিপে দিল রানা দেয়ালের সুইচ। দেখলে মনে হবে পাশের ওই স্টিলের দরজা মস্ত কোনও রেফ্রিযারেটারের। ঘাড় ফিরিয়ে মাটিতে শোয়া গ্রেবারকে দেখাল *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট, ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইল বদমাশটাকে এখানেই খতম করে দেয়া উচিত কি না। মাথা নাড়ল রানা।

লিফটের কবাট খুলে যেতেই দু'জন উঠে পড়ল। বড়সড় লিফট। ওদের পিছন পিছন ভিতরে ঢুকল শীতল হাওয়া। কয়েক সেকেণ্ড পর চওড়া দরজা বন্ধ হয়ে ওপরে উঠতে লাগল লিফট।

মাত্র একটা নতুন তথ্য পেয়েছে রানা ল্যাবোরেটরিতে। তা নিয়ে ভাবছে। বাইরে যে দানব হামলা করছে, তার বেঁচে থাকবার কথা মানুষের অন্তত দশ গুণ বেশি। গুলি করে তাকে আহত করা যায় না। যা খুশি করছে, ঠেকাতে পারছে না কেউ।

তখনই টিং শব্দে খুলে গেল লিফটের দরজা।

সামনের আকাশে আগুন ও ধোঁয়া। চলছে রাইফেলের বিক্ষিপ্ত গুলির আওয়াজ। আঁধারে ছোটাছুটি করছে সৈনিকরা। আরও দূরে শোনা গেল বিকট এক ভয়ঙ্কর আওয়াজ। আগুনে বিস্ফোরিত হয়েছে কিছু। ওই আওয়াজ শুনে চমকে গেছে রানা। ভাবল, আমার কাছে ওই সিরাম। ওটা চায় ওই দানব। এবার ওটাকে টেনে আনতে হবে নিজের দিকে।

লিফট থেকে বেরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে একটু দূরের লেলিহান আগুন দেখে ভুরু কুঁচকে ফেলল ডিগবার্ট। জানের ভয়ে পালিয়ে গেছে দালানের ভিতরের অফিশিয়ালরা ঘুরে চাইল সে রানার দিকে। 'বাছা, এত ধোঁয়ার ভেতর তো কিছুই দেখব না!' খক-খক করে কেশে ফেলল 'ওই শয়তানটা নষ্ট করে দিয়েছে

বিদ্যুৎ সংযোগ! তুমি কোন্‌দিকে যেতে চাও? আমি যদি পারি, খুঁজে বের করব টমকে!'

ঝড়ের গতিতে সামনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রানা, ডিগবার্টের উদ্দেশে বলল, 'যাচ্ছি ছাতে! ওটাকে যদি দেখতে পাই, নিজের দিকে টেনে নেব!'

'কও কী, বাছা!' রানা ওপরে চলে গেছে দেখে কম্পাউণ্ডে বেরিয়ে এল ডিগবার্ট।

দূরে আর্তচিৎকার।

খুন করে ফেলা হচ্ছে সৈনিকদেরকে।

সাতাশ

কোথাও কোনও ব্যথা নেই, খুব অলস লাগছে নিজেকে, পিঠের নীচে কী যেন টের পেয়ে কাত হলো জিনা। নীচে ওটা একটা টিনের টুকরো। আনমনে হাত বাড়িয়ে পেয়ে গেল ব্যারেট রাইফেলের বাঁট। তখনই বুঝল, ছাত থেকে পড়ে জ্ঞান হারায় আবর্জনার ভিতর।

কাত হয়ে হাতের জোরে উঠে বসল জিনা। ওপর থেকে আছাড় খেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি লেগে অবশ হয়ে গেছে শরীর। ঈশ্বর জানেন ভেঙেছে কয়টা হাড়। শরীর চলছে এখনও শুধু অ্যাড্রেনালিনের স্রোতের জোরে। তাই তেমন ব্যথাও নেই।

কোলে ব্যারেট রাইফেল তুলে নিল জিনা, কিন্তু হাত ফস্কে পড়ে গেল ওটা বড় করে দম নিয়ে চারপাশে চাইল।

না, আর কেউ ওর মত ছাত থেকে লাফ দেয়নি। ফ্যাসিলিটির আরেক প্রান্তে হৈ-চৈ তুলছে একদল ভীত লোক।

উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যারেট রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে নিল জিনা। প্রয়োজন পড়লে কোমরের কাছ থেকে গুলি করবে। বোল্ট টেনে চেম্বারে পাঠাল রাউণ্ড।

রওনা হয়ে গিয়ে ভাবল, জানি না কী ধরনের ক্ষত হয়েছে দেহে। কিন্তু, ভালভাবেই তো হাঁটতে পারছি!

দালানের কোনা ঘুরে দেখল ওদিকটা স্টোরেজ ছাউনি, কালো হয়ে গেছে আগুনে পুড়ে।

হাজারবার যে ট্রেনিং নিয়েছে, তা কাজে এল ওর। চট্ করে দেখল লোড বেয়ারিং ভেস্টে এখনও পাঁচটা ম্যাগাযিন। দালানের পিছনে পৌঁছে থমকে বুঝল, আশপাশে নেই কুঁজো ওই দানব। একটু দূরে পড়ে আছে একদল সৈনিক। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে হাত-পা-বুক-কোমর-ঊরু। লাশ হয়ে গেছে বেশিরভাগ। এখনও বেঁচে আছে কেউ কেউ, সহ্য করছে প্রচণ্ড ব্যথা। চিকিৎসা না পেলে আগামী কিছুক্ষণের ভিতর মরবে।

চোখ সরু করে চারপাশ দেখল জিনা। না, এদিকে নেই ওই দানব। ছাতেও নেই। একটু দূরে কেঁউ-কেঁউ করছে কয়েকটা জার্মান শেফার্ড কুকুর। মনে হলো ভীষণ ব্যথা দেয়া হয়েছে ওগুলোকে।

দালানের আরেক কোণে ধূসর এক প্রকাণ্ডদেহী লোক!

দেরি না করে কাঁধে ব্যারেট রাইফেল তুলল জিনা। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল, এমন সময় পিছনের আগুনের শিখার পটভূমিতে রাইফেল হাতে ডিগবার্টকে চিনতে পারল।

হাতের ইশারা করল সে।

দ্রুত প্রায় দৌড়ে প্রৌঢ়ের সামনে গিয়ে থামল জিনা। সারা শরীরের ব্যথায় অস্থির লাগছে ওর। হাঁফাতে শুরু করে বলল,

‘আমার... মনে হয়... ওটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে!’

রাগে বিকৃত চেহারায় জানতে চাইল ডিগবার্ট, ‘বেঁচে আছে ক’জন?’

কয়েক সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, তারপর মাথা নাড়ল জিনা। ‘বেশি নেই, সবাই প্রায় শেষ। বাকিরা মরছে। আগে কখনও এমন দেখিনি। যারা আহত, তাদের জন্যে কিছুই করতে পারব না।’ মাথা নাড়ল জিনা। সহ্য করছে দেহের নানান মারাত্মক ব্যথা। এসব হয়েছে কনকাশনের কারণে। নিচু স্বরে বলল, ‘রানা কোথায়?’

‘বেঁচে আছে,’ বলল ডিগবার্ট, মনে হলো নিজেই অবাক। ‘কিন্তু ওই দানবকে খুন করতে না পারলে বাঁচবে না বেশিক্ষণ।’

‘জানি,’ বিড়বিড় করল জিনা।

ফ্যাসিলিটির পাশের এক দরজা খুলতে চাইল ডিগবার্ট। ওটা লক করা। ছুটতে শুরু করে ফ্যাসিলিটির সামনের দিকে চলে এল ওরা। জিনার পিছনেই ডিগবার্ট। থমকে গেল ওরা। সামনেই পড়ে আছে আগুনে পুড়ে শিককাবাব হয়ে যাওয়া এক সৈনিক। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে নাড়িভুঁড়ি। খেয়ে ফেলা হয়েছে হৃৎপিণ্ড ও কলিজা। মনেই হচ্ছে না মানুষটা একসময় বেঁচে ছিল। ভেঙে দেয়া হয়েছে ঘাড়। আর ছায়ায় বসে ঝুঁকে পড়ে তার পোড়া মাংস খাচ্ছে ওই দানব!

জিনা ও ডিগবার্টকে দেখে লাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওটা। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ডে মস্ত কয়েক লাফে চলে গেল অন্তত এক শ’ ফুট দূরে।

হতবাক হয়ে ওদিকে চেয়ে রইল ডিগবার্ট। তখনই ব্যারেট রাইফেল কাঁধে তুলে গুলি পাঠাল জিনা। চারপাশ কেঁপে উঠল ভারী রাইফেলের আওয়াজে।

হাঁটু গেড়ে বসে গুলি করল ডিগবার্ট দেখল, বার কয়েক গুলি

লাগল ওটার পিঠে। আরও কয়েক লাফে দেড় শ' গজ দূরে সরে গেল দানব। পরের কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল আঁধারে।

তার আগে অন্তত পাঁচটা গুলি করেছে জিনা। ওর বুলেটের আঘাতে ছিটকে সামনে বেড়েছে ওই দানব।

নতুন করে রিলোড করে নিল ডিগবার্ট। সামনে বাড়ছে দক্ষ সৈনিকের মত, ভয় নেই বুকে। কিন্তু টার্গেট চলে গেছে বহু দূরের ছায়ায়।

আগেরটা ফেলে নতুন ম্যাগাযিন রাইফেলে ভরল জিনা। বড় করে দম নিল।

বুলেটের ধূসর ধোঁয়ায় থমকে গেছে ডিগবার্ট। চেম্বার থেকে ফেলে দিল খরচ করা খোসা। ব্যাণ্ডোলিয়ার থেকে নিল আরও দুটো কার্তুজ। রাইফেল তৈরি রেখে আস্তে করে মাথা দোলাল।

কথা হলো না ওদের ভিতর। যেদিকে গেছে ওই দানব, সেদিকে পা বাড়াল জিনা ও ডিগবার্ট। আর তখনই জিনার কাঁধে হাত ফেলল কে যেন! চরকির মত ঘুরে কোমরের কাছ থেকে রাইফেল তাক করল ডিগবার্ট। থেমে গেল ট্রিগার টিপতে গিয়েও। আগুনের কমলা পটভূমিতে দেখতে পেয়েছে পরিচিত একজনকে।

ঘুরেই বিসিআই এজেন্টের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিনা। 'রানা!'

কোন্‌দিকে গেছে দানব জেনে নিল রানা।

'এভাবে লড়াই করলে হারব আমরা,' প্রায় ফিসফিস করে বলল ও। দেয়ালের পাশে ছায়ায় টেনে নিল জিনাকে। 'আমার সঙ্গে এসো!'

জিনা বা ডিগবার্ট কেউই জানতে চাইল না কী করতে চাইছে রানা। প্রিয় মানুষটাকে দেখে ভরে গেছে জিনার বুক। আর রানার দক্ষতা নিজ চোখে দেখেছে ডিগবার্ট, বুঝেছে এর ওপর ভরসা করা চলে।

খুব সাবধানে দালানের পিছনে চলল রানা। বাঁক ঘুরে গিয়ে থামল ভাঙা স্টিলের দরজার কাছে।

'ও যা খুঁজতে এসেছে তা পায়নি,' বলল রানা। 'সে জিনিস পেতে হলে দালানের ভেতর ঢুকতে হবে ওকে। যেকোনও দিক দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে আসবে।' আবার চারপাশ দেখল রানা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। 'আমাদেরকে ভঙ্গি নিতে হবে, যেন পিছাতে শুরু করেছি,' নিচু স্বরে বলল রানা। ডিগবার্ট বা জিনার দিকে চোখ নেই ওর, বার-বার দেখছে চারপাশ। 'খোলা জায়গায় বেরোলে হারব। এমন কোথাও ফাঁদ পাততে হবে, যেখানে সব অস্ত্র নিয়ে ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি। এ ছাড়া ঠেকাতে পারব না ওটাকে।'

মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম রানার, চুল লেপ্টে গেছে ত্বকে, কিন্তু মনে হলো না ছোটাছুটি করে মোটেও ক্লান্ত। কোনও কথা না বলে হাতের ইশারায় ডিগবার্ট ও জিনাকে নিয়ে গেল স্টিলের দরজার আরও কাছে।

কর্কশ স্বরে জানতে চাইল ডিগবার্ট, 'টম কোথায়? আর ওই জাপানি? পেছনের বেড়ার কাছে মোটর পুল পাহারা দেয়ার কথা ওদের।'

চট্ করে ডিগবার্টকে দেখে নিল জিনা। 'ওয়েইলার মারা গেছে। নিজের চোখে দেখেছি। তারপর পড়ে গেল তানামুরা, কিন্তু বোঝা গেল না মারা গেছে কি না।' ঊরুর হাড়ে খচ্ করে ব্যথা পেতেই ঝুঁকে দাঁড়াল ও। আস্তে করে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি... ঠিক জানি না মিস্টার জেরাল্ড কোথায়।'

'ঠিক আছে, তোমরা বুঝে নাও কী করব আমরা,' ফিসফিস করল রানা। চট্ করে দেখল দরজা দিয়ে ভিতরে। ওখানে জ্বলছে লাল ইমার্জেন্সি বাতি। ডিগবার্ট ও জিনাকে একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আমি বেরিয়ে যাব বাইরে। দেখব কেউ বেঁচে আছে কি

না। তোমাদের ধারণা পিছনের বেড়ার কাছে আছে জেরাল্ড আর তানামুরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জিনা। কপাল থেকে সরিয়ে দিল ঘর্মাক্ত চুল।

'ঠিক আছে। এটাই একমাত্র খোলা দরজা। পাহারা দেবে তোমরা। অন্যগুলো ঝালাই করে বন্ধ করা হয়েছে। আমি চললাম পিছনের উঠান ঘুরে দেখতে।' জিনা বা ডিগবার্ট আপত্তি তুলতে পারে, সেজন্য কয়েক সেকেণ্ড সময় দিল রানা, তারপর বলল, 'দশ মিনিট সময় দেবে। তার ভেতরে যদি না ফিরি, যেভাবে পারো, বল্টু বা কিছু দিয়ে বন্ধ করবে এই দরজা। এদিকের বল্টু ভেঙে ফেলেছে, যদি কোনওভাবে কবাট বন্ধ করতে না পারো, টানা গুলি করে ঠেকাবে ওটাকে। যদি সম্ভব হয়, ওয়েল্ডিং মেশিন ব্যবহার করে ঝালাই করবে দরজা। পরে ভুলেও খুলতে চেষ্টা

করবে না। ফ্যাসিলিটির ভেতরে থাকার কথা রেডিয়ো, সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি এক্সট্র্যাকশনের জন্যে সাহায্য চাইবে আর্মির কাছে।' দূরের ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার দেখে নিল রানা। গুরুত্ব বুঝতে পারেনি বলেই ওটার ক্ষতি করেনি ওই দানব। ডিগবার্ট ও জিনাকে আরেকবার দেখল রানা। 'তোমরা ওটাকে আকাশে তুলতে পারবে?'

'আমি পারব না,' মাথা নাড়ল জিনা।

'আমিও না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডিগবার্ট।

'সেক্ষেত্রে দালানের ভেতরে থাকবে,' বলল রানা। 'আমি ফিরে এলে তোমাদেরকে নিয়ে ওটাতে করে সরে যাব।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'চোখ-কান খোলা রেখো। ছাতের দরজার ব্যাপারে সাবধান। ওদিক দিয়ে নেমে এসে হামলা করতে পারে।'

'এটা রাখো,' ঘ্যাণ্ডোলিয়ার আর ওয়েদারবাই রাইফেল রানার

দিকে বাড়িয়ে দিল ডিগবার্ট। 'চেম্বারে দুটো কার্তুজ আছে। ব্যথা দেবে, কিন্তু খুব কাছে না পেলে সাধ্য নেই ওটাকে শেষ করার।'

রাইফেল ও ব্যাণ্ডোলিয়ার বুঝে নিয়ে একটা কথাও বলল না রানা, হালকা পায়ে চিতার মত নিঃশব্দে রওনা হয়ে গেল পিছনের উঠান লক্ষ্য করে। থামল না আগুনে পোড়া আঁধার মোটর পুলে ঢুকে পড়বার আগে।

আটাশ

জ্ঞান ফিরতেই ঝাপসা চোখে সাদা আলো দেখল ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। মাথার ওপর সাদা ছাত। ওখানে সরু সরু সব রড। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওগুলো ফ্লুওরেসেণ্ট টিউব লাইট। মেঝের টাইলসে থকথক করছে কালচে কী যেন।

ভালভাবে হুঁশ ফিরল গ্রেবারের।

সে আছে ল্যাবোরেটরিতে!

'আরে...' থেমে গেল সে। সারা শরীরে টনটনে ব্যথা। গড়ান দিয়ে উঠে বসল হাঁটুর ওপর ভর করে। টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনওমতে সামলে নিল ভারসাম্য। হাঁটুর নীচে কুড়মুড় করে ভাঙল কীসের টুকরো। ওগুলো বোধহয় প্লাস্টিক, কাঁচ ও অন্যান্য জঞ্জাল মুষ্টিযোদ্ধার মত কুঁজো হয়ে বসল গ্রেবার। মনে করতে চাইল, জ্ঞান হারাবার আগে কেমন ছিল পরিস্থিতি। কয়েক সেকেণ্ডে বুঝে গেল কী হয়েছে।

সর্বনাশ! এখনও বেঁচে আছে ওই হারামি মাসুদ রানা!

ফিসফিস করল সে, 'মাই গড! কুকুরটাকে ঠেকাতে হবে!'

ঘুরে বসে ল্যাবোরেটরির পিছনের দিকে চাইল গ্রেবার। রাগে কেঁপে গেল কণ্ঠ, জুড়ে দিল চিৎকারঃ 'বেরিয়ে এসো কাপুরুষের দল! বেরিয়ে এসো, নইলে ঘাড় ধরে টেনে বের করব!'

পেরিয়ে গেল নীরব থমথমে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ঘরের কোনা ঘুরে দেখা দিল ডক্টর মারিয়া বারগিট, এলোমেলো মাথার চুল। কাঁধের পিছন থেকে উঁকি দিল দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। বাকি সবাই পিছনে। সামনে রেখেছে বসকে, যেন সে-ই রক্ষা করবে ওদেরকে। ভীষণ ভয় মারিয়ার চোখে-মুখে।

নিজেকে সামলে রাখতে গিয়ে বড় করে বার কয়েক দম নিল গ্রেবার। ভুলে যেতে চাইল ঘাড়ের টনটনে ব্যথা। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে টের পেল, টলমল করছে পা। হারামি মাসুদ রানা ওর ঘাড়ে ভীষণ জোরে গুঁতো দিয়েছে। ক্ষমা করে দেবে, এমন ভঙ্গি নিয়ে মারিয়াকে সামনে আসতে ইশারা করল গ্রেবার।

মহিলাকে স্বাভাবিক করতেই ঝুঁকে গেল এক কমপিউটারের স্ক্রিনে। বার কয়েক ডলে নিল ঘাড়। একটু দূর থেকে তাকে দেখছে মারিয়া বারগিট গ্রেবার মাথা নাড়ল, যেন এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে ল্যাবোরেটরিতে, আর সেজন্য তৈরি ছিল সে। মুখে কিছুই বলছে না, বুঝিয়ে দিচ্ছে নীরবেঃ ভয়ঙ্কর এক উন্মাদ লোক এসব করেছে!

বুঝতেই দিল না খেপে পাগলা কুকুরের মত হয়ে গেছে সে। মারিয়া বারগিটের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'এসো, মারিয়া। পরিস্থিতি যেমনই দুঃখজনক হোক, সবই সামলে নেব আমরা। আবারও বাঙ্কারে লুকিয়ে পড়লে কোনও সুবিধা পাবে না। যদিও সে-সময়ে ঠিক কাজই করেছ তোমরা। আমাদের কপাল ভাল যে এখনও বেঁচে আছি।'

ছাদের দিকে চেয়ে বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল গ্রেবার। দানবের লাশের সর্বনাশ করে দিয়েছে ওই শুয়োর! নানানদিকে ছিটকে পড়েছে লাশের প্লাস্টিক কফিন। মেঝেতে গলে যাওয়া দানবের সামান্য মাংস ও হাড়। অধীনস্থদের কিছুই বুঝতে দিল না গ্রেবার, কিন্তু প্যাঁচার মত হয়ে গেল ওর চেহারা। কুঁচকে ফেলেছে ভুরু, কপাল ও চোখ। আবারও মারিয়ার দিকে ফিরল। তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে চুপ করে থাকল মহিলা।

'না, মারিয়া, মস্ত কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি,' ভদ্রতা দেখাল গ্রেবার। বুঝতে পারছে, সর্বনাশ হয়েছে প্রজেক্টের। ওই মাসুদ রানা সৈনিকদের সঙ্গে লড়াই করে তেরোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওর সব পরিকল্পনার। 'আগে আমাদেরকে দেখতে হবে কতটা ক্ষতি হয়েছে এই কমপ্লেক্সের। ওই গোলাগুলির কারণে... তখন আমি অচেতন ছিলাম।'

'আপনি ওই লড়াই দেখেননি?' জানতে চাইল বারগিট।

'পুরোটা নয়,' ঘাড় মালিশ করল গ্রেবার। বুঝে গেছে, এই শালীর কাছ থেকে আদায় করতে হবে সহানুভূতি। 'আমি অবশ্য নিশ্চিত ছিলাম, দেরি না করে তোমরা আশ্রয় নেবে বাঙ্কারে। ভাল লাগছে যে বাজেটের ভেতরে রেখেছিলাম ওটা। কিন্তু নিজে রয়ে গিয়েছিলাম এখানে। ওই লোকদু'জনকে বোঝাতে গেলাম ওরা কত বড় ভুল করছে, আর তখনই...'

চুপ করে মাথা দোলাল মারিয়া বারগিট।

'ওই হান্টিং পার্টি আসলে ডাকাত দল, গোপনে ঢুকে পড়েছিল আমাদের নিরাপত্তা বলয় ভেদ করে,' বলল গ্রেবার। 'ধরাও পড়ে গিয়েছিল আমাদের গার্ডদের হাতে। আমি ওদেরকে বোঝাতে গেলাম খামোকা খুন-জখম ঠিক নয়, আর তখনই তাদের একজন, লোকটার নাম মাসুদ রানা, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ঘাড়ে বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে দিল। কপাল ভাল যে বেঁচে আছি।' তিক্ত

চেহারা করল গ্রেবার। 'ডাক্তারি চিকিৎসা দরকার, কিন্তু সে-সময় এ মুহূর্তে আমার হাতে নেই। তোমাদের কাউকে পরিচর্যা করতে হবে আমার ক্ষত। এখন সামনে পড়ে আছে অনেক কাজ। আবারও হামলা করতে পারে ওই নৃশংস খুনি।'

অ্যাসিস্ট্যান্টদেরকে পিছনে নিয়ে গ্রেবারের কাছে এগিয়ে এল মারিয়া বারগিট।

গ্রেবার ঘাড় নেড়ে ভঙ্গি নিল, তার ব্যথা বা জখম এখন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আসল জরুরি হচ্ছে কাজ। 'আশা করি, তোমরা আমার পাশে থাকবে দেশের এই মস্ত বিপদে। আর তা করবে না-ই বা কেন, আমি সবসময় নিরাপদ রাখতে চেয়েছি তোমাদের সবাইকে। কখনও ভুলিনি আমরা সবাই পরস্পরের সহকর্মী। তা ছাড়া, আমি প্রথম থেকেই তোমাদের শিক্ষক।'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রেবার। ভঙ্গিটা এমন, যেন তার প্রতি এদের বিশ্বস্ততার বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না। 'ঠিক আছে, এবার আমাদেরকে দেখতে হবে কোনও ডেটা চুরি করা হয়েছে কি না।'

ঘাড় বাঁকা করে মারিয়া বারগিটকে দেখল সে। আসলেই ব্যথায় মনে হচ্ছে, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলবে। 'প্লিয, মারিয়া, ফাইল চেক করো। খুঁজে বের করবে গত তিন ঘণ্টার ভেতর কে বা কারা ওসব দেখেছে। তারপর ঘুরে দেখব গোটা ভল্ট। আশা করি কিছুই সরিয়ে নেয়া হয়নি।'

নড়ল না কেউ। ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে আছে বসের দিকে।

'কাজে নামব আমরা!' কর্তৃত্বের সুরে বলল গ্রেবার। ভাল করেই জানে, যথেষ্ট তোষামোদ করেছে। কিন্তু কারও কারও মগজ এখনও খেলছে'না ভয়ের কারণে। ঘাড়ের ব্যথা সহ্য করে চাপা রাগ নিয়ে বলল গ্রেবার, 'এবার যার যার কাজে নামতে দেরি করা ঠিক হবে না!'

তাড়া খেয়ে একপাল পিঁপড়ের মত রওনা হয়ে গেল কর্মীরা। তাদেরকে দেখিয়ে দিতে হলো না কী করতে হবে। ভাব দেখে মনে হলো প্রয়োজনে জান দেবে বিধ্বস্ত এই ল্যাবোরেটরি রক্ষা করতে। এখনও কিছু কমপিউটার থেকে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। দশজনের টেকনিশিয়ান টিম দু'মিনিটে খুঁজে বের করল পাশের ঘরের কমপিউটারের ব্যাকআপ সিস্টেম।

সবাই ব্যস্ত, গ্রেবারের শেষ নির্দেশ শুনবারও সময় তাদের হয়নি। মারিয়া বারগিটের দিকে চেয়ে বলেছে গ্রেবার, 'দেরি না করে এক্ষুণি যোগাযোগ করো মিস্টার জেম্স সিমন্সের সঙ্গে এনএসএ স্যাটালাইটে।' ক'সেকেণ্ড পর জানিয়েছে, 'আরেকটা কথা, কাউকে পাঠিয়ে দাও দরজা বন্ধ করতে। একদম নিরাপদ রাখতে হবে ভল্ট।'

ঊনত্রিশ

নিঃশব্দে হাঁটছে রানা। ভাল করেই জানে অনেক দূর থেকে ওর গায়ের গন্ধ পাবে ওই দানব। রেগে গেছে বলে অন্তর থেকে উড়ে গেছে সব ভয়। ঠিক করেছে, যেভাবে হোক ফাঁদে ফেলবে ওই দানবকে

থমকে দাঁড়াল পোড়া এক সৈনিকের লাশের পাশে। আগেই তার বুক ছিঁড়ে হৃৎপিণ্ড বের করেছে দানব। মানুষটার জন্য আর কিছুই করবার নেই ওর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারও রওনা হয়ে গেল রানা। সামনে পড়ল আরও অন্তত বারোজন সৈনিকের লাশ।

প্রতিবার তাদের রক্ত মেখে নিচ্ছে রানা মোকাসিনের ডগায়। তাতে হয়তো দ্বিধান্বিত হবে ওই দানব।

ট্যাঙ্কারের লেলিহান কমলা আগুনে সামনের দিকে কোনও ছায়া নেই। আলো-আঁধারির ভিতর ডুবে আছে মোটর পুল। দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ছে রানা, তবে মাটিতে নয়, হাঁটছে এক ট্রাক থেকে অন্য ট্রাকের বেডে বা ক্যাবে। প্রয়োজনে কখনও কখনও নামছে মাটিতে। বুকের কাছে ধরে রেখেছে ওয়েদারবাই রাইফেল। মৃত সৈনিকের লাশ পিছনে ফেলছে। বিশেষ কোনওদিকে নজর আছে ওর, তাও নয়। বিপদ এলে তা মোকাবিলা করবে। কিছুক্ষণ ট্রাক থেকে ট্রাকে পা রেখে যাওয়ার পর চাপা গোঙানি শুনল রানা। ঝট্ করে ঘুরে চাইল আওয়াজ লক্ষ্য করে। সরু হয়ে গেছে চোখ।

তিরিশ ফুট দূরে রানা দেখল, খুব দুর্বলভাবে নড়ছে একটা হাত। চারপাশ দেখে নিল ও। নড়ছে না আর কিছু।

ওই সৈনিক যুবক নয়, বড়জোর তরুণ।

পাশে থেমে মন ছোট হয়ে গেল রানার।

বুকের একাংশ ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে ওই ছেলের। রক্তে মেখে আছে ক্ষত। তিরতির করে কাঁপছে হৃৎপিণ্ড। রানার দিকে অসহায় চোখে তাকাল বেচারা। অন্তরে বুঝে গেল রানা, ওর জন্য কিছুই করতে পারবে না। উপড়ে নেয়া হয়েছে পাঁজর। মারা যাবে আগামী দশ মিনিটের ভেতর।

কাঁপা স্বরে জানতে চাইল ছেলেটা, 'আপনারা... ওটাকে মারতে পেরেছেন, স্যর?'

আরও তিক্ত হয়ে গেল রানার মন। মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ। মরে গেছে ওটা।'

অদ্ভুত করুণ কিন্তু মিষ্টি হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে, পরক্ষণে কাত হয়ে গেল মাথা। ঘুমিয়ে পড়েছে চির দিনের জন্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে একবার থরথর করে কেঁপে উঠল রানা। বুকে একরাশ ক্ষোভ। বিড়বিড় করে বলল, ‘তুমি দেখো, আমি যদি বেঁচে থাকি, সত্যিই বাঁচতে দেব না ওটাকে!’

চারপাশ দেখে নিল রানা। বুঝতে পারছে কী ঘটেছে এখানে।

সঠিক জমি বেছে নিয়েছিল দানব, আগের মতই হামলা করেছে ওপর থেকে। বুঝবার আগেই ওই ধূসর যমের হামলায় শেষ হয়েছে সৈনিকরা। আসলে ধাওয়া করতে গিয়ে অ্যামবুশে পড়েছে ওরা।

আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা।

ছায়া-আলো-আঁধারির মাঝে সঠিক জায়গা বেছে নিয়েছিল দানব। অপেক্ষা করেছে, এরপর প্রথম সুযোগে সৈনিকদেরকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে আবারও হারিয়ে গেছে রাতের আঁধারে।

কী দুঃখজনক, একদল মানুষের এমন করুণ মৃত্যু!

এই রণক্ষেত্রে বা কবরস্তানে হয়তো জিতে যেত ওরা, কিন্তু তা হয়নি। মৃদু এক আওয়াজ পেয়ে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল রানা। আওয়াজ অনুসরণ করে তাক করল ওয়েদারবাই। এবার...

থমকে গেল রানা।

তানামুরা!

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, দু'হাতে ধরে রেখেছে বুকের ক্ষত। দরদর করে ঘামছে মুখ। বিষণ্ন চোখে দেখছে ছেলেটার লাশ। মানতে পারছে না এমন দুঃখজনক মৃত্যু। আস্তে করে মাথা নাড়ল জাপানি যোদ্ধা, হেলান দিল একটা হামভির বনেটে।

‘চলো, যাওয়া যাক,’ চাপা স্বরে বলল রানা। কোনও প্রশ্ন নেই মনে। তানামুরার বগলে কাঁধ ভরে দিয়ে হাঁটতে সাহায্য করল।

‘ওটা আমাদেরকে পাওয়ার আগেই দালানে গিয়ে ঢুকতে হবে,’ বলল রানা। ‘তারপরও হামলা করতে পারে ওটা।’

সত্যিকারের যোদ্ধা তানামুরা, নিজে আহত ও ক্লান্ত, তাই আপত্তির ভঙ্গিতে কুঁচকে ফেলেছে ভুরু। ওরও কোনও প্রশ্ন নেই রানার প্রতি। সঙ্গীর সাহায্য নিয়ে রওনা হয়ে গেল টলতে টলতে। হাতের তলোয়ারের ডগা চিরে দিতে লাগল ধুলোর বুক।

রানা বুঝে গেছে, জাপানি যোদ্ধা খুব গুরুতর আহত নয়। অবশ্য, জানতে চাওয়ার সময় নয় এখন।

ছাউনির কাছে ছোটখাটো কয়েকটা বিস্ফোরণের আওয়াজ হতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা। মাথা ঘুরিয়ে দেখল, আগুনের ওদিকে চিৎকার করে কথা বলল কয়েকজন। আবারও শুরু হলো গোলাগুলি। কয়েক সেকেণ্ড পর থেমেও গেল। চিৎকার করল দু'একজন। তারপর আবারও চালু হলো গুলি।

দূরে ছায়ান্ধকারে দু'একজনকে নড়তে দেখল রানা। রাইফেল তুলেই গুলি করল একজন। তখনই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। হারিয়ে গেল ছায়ার ভিতর।

একটা ট্রুপ ক্যারিয়ারের গ্রিলে ঠেস দিয়ে তানামুরাকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। বুকের কাছে ঝুঁকে গেল জাপানি যোদ্ধার মাথা। বড় বেশি ক্লান্ত সে। দালানের দিকে আঙুল তাক করল রানা, লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'তানামুরা! ওই পর্যন্ত যেতে হবে! ওদিকের দরজায় আছে ডিগবার্ট আর জিনা! ওখানে যাবে! অনেক দূর না! বুঝতে পারছ আমার কথা?'

খুব ধীরে মাথা দোলাল জাপানি। 'হাই।'

রানার সাহায্যের হাত সরিয়ে দিল তানামুরা, টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল দালান লক্ষ্য করে। যেদিকে গোলাগুলির মাযল ফ্ল্যাশ দেখেছে, সেদিকে চলল রানা। একবার ঘুরে দেখল, খুব ধীর পায়ে চলেছে জাপানি যোদ্ধা। মনে হলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যেভাবেই হোক পৌঁছুবে ওই দালানে। সহজ শিকার সে, কিন্তু রানার মনে হলো না অন্যদের বাদ দিয়ে তানামুরাকে খুন করতে

ছুটে আসবে দানব। আসলে মোটর পুলের ওদিকে গুলি করছে যারা, তাদের আগে শেষ করবে ওটা।

ট্যাঙ্কারের আগুনের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আগেই রানা আঁচ করল, ওদিকের ওই যোদ্ধা আসলে কে হতে পারে।

দেড় শ' ফুট দূর থেকেও এতই তাপ আসছে, মনে হচ্ছে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে ত্বক। পরিষ্কার দেখল রানা, ওয়েদারবাই রাইফেল কাঁধে তুলে নিয়েছে টম জেরাল্ড। পর পর দু'বার গুলি করল। দক্ষ হয়ে উঠেছে দোনলা ওই রাইফেলের বিষয়ে। বুলেটের খোসা ফেলে ঝটপট ব্রিচে ভরে নিল নতুন দুটো বুলেট। সময় লাগল বড়জোর পাঁচ সেকেণ্ড। সেমি-অটোমেটিক অস্ত্রও এর আগে রিলোড করতে পারবে না বেশিরভাগ মানুষ।

ঝুঁকি না নিয়ে হামভির আড়াল থেকে গলা ছাড়ল রানা, 'জেরাল্ড!' হয়তো ঝোঁকের বশে গুলি করে বসবে মার্শাল।

পাল্টা গলা ছাড়ল জেরাল্ড, 'হ্যাঁ, রানা?'

হামভির পাশ থেকে রওনা হলো রানা, যেদিকে চেয়ে আছে জেরাল্ড, সেদিকে বোলাচ্ছে চোখ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে মুখোমুখি হলো ওরা। চট্ করে রানা দেখে নিল ডানদিকের গাঢ় সব ছায়া। দূরে বামদিকেও তাই। প্রচণ্ড তাপ আসছে পোড়া ট্যাঙ্কার থেকে।

লেলিহান আগুনের হু-হু শব্দের ওপর দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'কী অবস্থা তোমার?'

'আরেকটু সুযোগ পেলে শালাকে খতম করতে পারতাম,' পাল্টা চেঁচাল জেরাল্ড, 'কে যেন আহত করতে পেরেছে ওটাকে! জানি না কাজটা কার, কিন্তু কুকুরটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে! তখনই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে বুকে গুলি করেছি!'

'খুন করতে পেরেছ?' জানতে চাইল রানা।

'না!'

রানা খেয়াল করল, ব্যাণ্ডোলিয়ারের চার ভাগের তিন ভাগ

বুলেট খরচ করে ফেলেছে জেরাল্ড।

'কিন্তু বেদম ব্যথা পেয়ে পাগল হয়ে গেছে শুয়োরটা! মাটি থেকে উঠেই পালিয়ে গেল এক দৌড়ে!' বড় করে দম নিল জেরাল্ড। 'পরেও বুলেট লাগাতে পেরেছি! তেড়ে গেলাম মাঠের দিকে, কয়েকবার লাগাতেও পারলাম পিঠে! তারপর এখানে এসেই হারিয়ে গেল শালা! মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও ওটাকে দেখেছি!' আগুনের দিকে দেখাল জেরাল্ড, মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'তারপর উধাও হয়েছে!'

স্বাভাবিক পরিবেশে ডেপুটি মার্শালের সাহসিকতার জন্য প্রশংসা করত রানা, কিন্তু সে-সময় এখন নয়। ছাউনির এক পাশের আগুনের হলকার হু-হু আওয়াজের ওপর দিয়ে ভেসে এল কর্কশ এক কণ্ঠ, 'রানা! তোকে চিনি আমি! মরবি তুই!'

ডেমিয়েন!

এখনও বেঁচে আছে!

জবাব দেবে কি না এক সেকেণ্ড ভাবল রানা, তারপর গলা ছাড়ল, 'সাহস থাকলে বেরিয়ে এসো! দেখি কে জেতে!'

'না! এখন না! পরে! ছাড়ব না তোকে! ভেবেছিস জিতে গেছিস? হাহ্-হাহ্-হাহ্! পিষে ফেলব! ভুলে গেছিস তোদের চেয়ে অনেক বড় কিছু আমি! আমি মানুষ না! আমি দেবতা!'

'তুই একটা জানোয়ার, ডেমিয়েন,' পাল্টা চেঁচাল রানা। 'এর বেশি কিছুই না! মরবিও তুই জানোয়ারের মতই!'

'পারলে ওই কথা বলবি যখন চিবিয়ে খাব তোর হৃৎপিণ্ড!'

রানা বাধা দেয়ার আগেই 'এটা খেয়ে দ্যাখ!' বলেই দানবের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে ওয়েদারবাই রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ল জেরাল্ড।

'না!' চাপা স্বরে বলল রানা। 'আগে ফিরতে হবে দালানে! এসব অস্ত্র দিয়ে ঠেকাতে পারব না! এসো! সবাইকে সরিয়ে নেব

ওই দালানে! আর ওটা হামলা করলে তখন ঠেকাতে চেষ্টা করব!'

রাগে কুঁচকে গেছে জেরাল্ডের ভুরু, লাল শিখার ওপর দিয়ে ওদিকটা দেখল। কয়েক সেকেণ্ড পর ঘুরে চাইল রানার চোখে। লড়তে গিয়ে বুঝে গেছে, সঠিক ট্যাকটিক্যাল নির্দেশনা দিয়েছে রানা। 'ঠিক আছে, চলো ফিরে যাই!' ওয়েদারবাই রাইফেল হাতে তিক্ত মনে হাঁটতে লাগল দালানের দিকে।

ত্রিশ

টনটনে ব্যথা, তাই ডান হাতে বাম বুক চেপে ধরেছেন আহমেদ সিরাজউদ্দীন বাঙালি, চুপ করে বসে আছেন বেডের কিনারায়। বাইরের ঘরে জ্বলছে লাল ইমার্জেন্সি বাতি। মোটর পুলে দানব ও মানুষের যুদ্ধ আরম্ভ হতেই বিকট আওয়াজ হয়েছে ওদিকে, তারপর বন্ধ হয়ে গেছে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সাপ্লাই। সে-সময় থেকে বার-বার শুনেছেন হতভাগ্য মানুষদের করুণ আর্তচিৎকার। তারপর ইনফার্মারিতে উঁচু কণ্ঠে কথা বলল কারা যেন, তারপর চারপাশ হয়ে গেল একদম নীরব। বোধহয় ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল নার্স ও ডাক্তাররা।

পুরু দেয়ালের ওদিক থেকেও এসেছে ব্যস্ত সব নির্দেশ ও গোলাগুলির আওয়াজ। কিন্তু তা বেশ কিছুক্ষণ আগের কথা। এখন প্রায় থেমে গেছে গুলি। মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে দু'চারটে রাইফেল। কেউ কেউ এখনও ঠেকাতে চাইছে ওই দানবকে। বাঙালি প্রফেসর বুঝে গেছেন, হেরে গেছে মানুষ।

ছোট্ট ঘরের দরজা জুড়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে কালো নেকড়ে হান্টার। বিশ্বাসঘাতকতা শেখেনি, বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে পাহারা দিচ্ছে প্রিয় মানুষটাকে। একবারের জন্যও ঘর ছেড়ে কোথাও যায়নি। অন্তরে কোনও ভয় নেই, প্রফেসরের জন্য বিপজ্জনক কাউকে দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

ভীষণ ব্যথা সহ্য করে মৃদু হাসলেন সিরাজউদ্দীন। ভাল করেই জানেন, নতুন করে রানা নির্দেশ না দিলে তাঁকে ফেলে কোথাও যাবে না নেকড়ে। তিনি ভাবতে শুরু করেছেন, এখন যদি আদেশ দেন, সেক্ষেত্রে কি মালিকের খোঁজে যাবে হান্টার? মনে ভয় ঢুকে গেছে তাঁর: সত্যিই হয়তো দানবের হাতে খুন হয়ে গেছে রানা। অসহায় লাগছে তাঁর। বুড়োমানুষ তিনি, কী-ই বা করতে পারবেন শরীরের এ অবস্থায়!

চোখ তুলে কালো নেকড়েকে দেখলেন। ভাবছেন, সত্যিই যুদ্ধে হেরে গেল মানুষ, কিন্তু এখনও হয়তো নিজেকে বাঁচাতে পারবে হান্টার। পাহাড়ে গেলে বাঁচবে। ওই এলাকাই আসলে ওর বাড়ি। অথবা, আহত অবস্থায় রানাকে পেয়ে যেতেও পারে হান্টার। সেক্ষেত্রে ওর পাশে দানবের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। একটা কথা ঠিক, এখানে হান্টারকে কোনও প্রয়োজন নেই। কোনও সাহায্যেও আসবে না। টের পেলেন সিরাজউদ্দীন, অনেক বেড়ে গেছে বুকের ব্যথা।

'আর বেশিক্ষণ নেই আমি।' বিড়বিড় করলেন। আইসিইউ-এর দরজা আঙুল তুলে দেখালেন কালো নেকড়েকে। 'যা!' চেঁচিয়ে উঠলেন, 'খুঁজে বের কর্ রানাকে!'

'রানা' শব্দটা শুনে চমকে গেছে নেকড়ে। খাড়া হয়ে গেল দু'কান। ওটার কালো চোখ দেখতে পাচ্ছেন না প্রফেসর, কিন্তু বুঝতে পারলেন, তাঁর দিকেই চেয়ে আছে ওটা। হঠাৎ করেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে নেকড়ের দাঁড়াবার ভঙ্গি।

আবারও নির্দেশ দিলেন প্রফেসরঃ 'যা, হান্টার! রানাকে খুঁজে বের কর্!'

চুপ করে আছে নেকড়ে, দ্বিধান্বিত। কাত হয়ে গেল মস্ত মাথা।

'যা, হান্টার!' আবার বললেন তিনি। নেমে পড়লেন বেড থেকে। আঙুল তাক করলেন দরজার দিকে। 'খুঁজে বের কর্ রানাকে!'

আদেশের সুর টের পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল হান্টার। চট্ করে দেখে নিল দরজা, আবারও দেখল সিরাজউদ্দীনকে। বুঝতে পারছে না কী করা উচিত। আবারও আঙুল তাক করলেন প্রফেসর, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যা, হান্টার, রানাকে খুঁজে বের কর্! রানা! রানার কাছে যা! যা-যা-যা!'

দরজার কাছে থেমে আবারও তাঁকে দেখল হান্টার। নিশ্চিত নয় কী করবে। একবার দরজা দেখল, তারপর প্রফেসরকে। আবারও চোখ গেল দরজার দিকে।

শরীরে শক্তি পাচ্ছেন না সিরাজউদ্দীন, আঁধার হয়ে আসছে চোখ। 'যা, হান্টার,' বিড়বিড় করলেন, 'যা! যা! রানার কাছে!'

এক তিল না নড়ে প্রফেসরকে দেখল হান্টার।

টলতে শুরু করেছেন প্রিয় মানুষটা। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন সিরাজউদ্দীন। মাত্র একবার বিড়বিড় করে বলতে পারলেন, 'যা, রানার কাছে!'

প্রিয় বন্ধুর নাম শুনে এক পা সামনে বাড়ল হান্টার, তারপর ঘুরেই ছুটল গেট লক্ষ্য করে। লাল আলোর অদ্ভুত এলাকা পেরিয়ে মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল বাইরের কালো ছায়া ভরা দেশে।

মোটেই আহত নয় জেরাল্ড, অনায়াসেই রানার পাশে হন-হন করে

হাঁটছে। মোটর পুল এলাকা ছেড়ে এসে ওরা দেখল, মস্ত প্রাঙ্গণের অর্ধেক পথ টলতে টলতে পেরিয়ে গেছে তানামুরা। আগের চেয়ে গতি অনেক মন্থর। থামতে হচ্ছে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে। কোনাকুনিভাবে ওর দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। সাহায্য করবে তানামুরাকে। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছে জেরাল্ড, আগেও ইউএন-এর প্রয়োজনে নানান দেশে লড়াই করেছে বলে জানে, আহত সঙ্গীকে কখনও ফেলে যায় না বাঙালি যোদ্ধারা। সেজন্য সঙ্গীর প্রতি সম্মান বাড়ল জেরাল্ডের। দীর্ঘ পায়ে তাল মিলিয়ে পাশে চলে এল ও।

বামদিকে চোখ গেল রানার। ওদিকে এক ক্রেটে বাইপড তুলে তার ওপর ব্যারেট রাইফেল রেখে হাঁটুতে ভর দিয়ে অপেক্ষা করছে জিনা, লক্ষ্যভেদ করতে তৈরি। ওর চোখ সার্চ করছে দূরে। রানা বুঝে গেল, জিনার অলক্ষে ওদের ওপর হামলা করতে পারবে না দানব। হয়তো ওটাকে ঠেকাতে পারবে না ব্যারেট রাইফেল, কিন্তু সন্দেহ নেই ধীর করে দেবে গতি। হয়তো সেই সুযোগে দালানে পৌঁছতে পারবে ওরা। আসলে এ মুহূর্তে ছোট সব আশাও নিরাশার চেয়ে অনেক ভাল।

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে গেল তানামুরা, এমন সময় ওর কোমর জড়িয়ে ধরে সমস্ত ভর নিজে বহন করে পতন ঠেকাল রানা। তখনই শুনতে পেল ভারী পদক্ষেপ। সামনে থেকে আসছে হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। পিঠে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল। রানার পাশে পৌঁছে বুঝে নিল তানামুরার ওজন। ঘাড়ে তুলে নিয়েছে আহত যোদ্ধার বাম হাত। ডানদিকে রানা, বামদিকে ডিগবার্ট, তানামুরাকে প্রায় তুলে নিয়ে দালানের দিকে চলল ওরা। পিছনে পাহারা দিচ্ছে জেরাল্ড।

মাটিতে পায়ের খস-খস আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে চাইল

জিনা। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, ওই আওয়াজ দানবের পায়ের নয়। তবুও ওদিকে চেয়ে রইল জিনা। চমকে গেল পরের সেকেণ্ডে, কুচকুচে কালো আঁধার থেকে বেরিয়ে এল আরেকটা দানব! ছুটছে রেলগাড়ির গতি তুলে! রাইফেল হাতে জিনাকে দেখে থমকে গেল, পরক্ষণে সব দ্বিধা ঝেড়ে ছুটে এল বড় বড় লাফে!

হেসে ফেলল জিনা। আদুরে কণ্ঠে বলল, 'হান্টার!'

দৌড়ে এসে থামল নেকড়ে, তারপর শেষ দুই ফুট পেরিয়ে নাক চেপে ধরল জিনার গালে। কর্কশ রোম গালে লাগতেই মুখ পিছিয়ে নিল জিনা, হাসছে। আবারও চোখ রাখল প্রাঙ্গণে। ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ঘুরে ওদিকে চাইল হান্টার।

'হান্টার, স্টে!' নির্দেশ দিল জিনা।

কিন্তু রানাকে দেখতে পেয়ে ছিটকে রওনা হয়ে যেতে চাইল কালো নেকড়ে। তখনই ওর গলা জড়িয়ে ধরল জিনা, আগের চেয়ে জোরে বলল, 'যায় না!' ছিটকে উঠতে চাইছে নেকড়ের শরীর, কিন্তু জিনা ওর ঘাড় জড়িয়ে ধরতে স্থির হয়ে গেল।

জিনা বুঝে গেছে, ঠেকাতে হবে হান্টারকে। নইলে ছুটবে ওদিকে। তাতে পরিস্থিতি হবে জটিল। ওই দানব হামলা করলে কখনোই পিছিয়ে যাবে না নেকড়ে। মরবে বেঘোরে।

জিনার আপত্তি আছে বুঝতে পেরে থমকে গেছে নেকড়ে, যদিও বার কয়েক ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল নিজেকে। তাতে ভয় পেল জিনা, আরও জোরে জাপটে ধরল হান্টারকে। নেকড়ে বুঝতে চাইছে না মানুষের গায়ে অত শক্তি থাকে না।

হান্টারের ঘাড়ের নরম চামড়া শক্ত করে ধরেছে জিনা, শান্ত করতে চাইছে ওটাকে। কিন্তু তখনই হঠাৎ পিছনের দুই পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়াল কালো নেকড়ে, গা শিউরে দেয়া ভয়ঙ্কর এক গর্জন ছেড়েই বেরিয়ে গেল জিনার আওতা থেকে। ছিটকে রওনা

হয়ে গেল। পিছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জিনা, দেখল সাদা দাঁতের ঝিলিক। নেকড়ের কালো চোখে অকল্পনীয় হিংস্রতা!

দূরে চোখ গেল জিনার।

সিংহের গতি তুলে রানা ও জেরাল্ডের খুবই কাছে পৌঁছে গেছে ওই দানব!

ব্যারেট রাইফেলের দিকে ঝাঁপ দিল জিনা। তবে বুঝে গেছে, এত কম সময়ে টার্গেটে গুলি পাঠাতে পারবে না।

চিৎকার করে রানাকে সাবধান করতে চাইল।

ইতিমধ্যে দালান থেকে চল্লিশ ফুট দূরে চলে গেছে হাণ্টার। গতি কালো তীরের মত। পাশবিক এক জানোয়ারের বিরুদ্ধে লড়তে চলেছে আরেক জানোয়ার। আরেক লাফে আঁধারে হারিয়ে গেল হাণ্টার।

পিছন থেকে ডাকল জিনা, 'না, হাণ্টার!'

ওদিকে জিনার চিৎকার শুনেই মুখ তুলে চেয়েছে রানা, দেখল বুলেটের গতি তুলে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে আসছে কালো নেকড়ে! কিন্তু সরাসরি ওর দিকে নয়!

ঘুরেই বসে পড়ল রানা, বুঝে গেছে কী ঘটবে। পিছনে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল তানামুরাকে, একই সময়ে কাঁধে তুলে নিল ওয়েদারবাই রাইফেল।

ওর তুলনায় কিছুটা ধীর জেরাল্ড, কিন্তু মাত্র তিন সেকেণ্ডের তফাৎ। রানা ঘুরে গুলি করতেই বুঝে গেছে, কী ঘটছে। প্রায় একই সময়ে দু'জনের চার ব্যারেল উগরে দিল শক্তিশালী গুলি।

তাতে থামল না দানবের দৌড়, অবশ্য কমে গেল গতি। ব্যথা পেয়েছে ভীষণ। একবার মুখ তুলে দেখল লোকগুলোকে, তারপর আবারও বাড়ল ছুটবার গতি। এমন সময়ে দূরের দালান থেকে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। পিঠে ভীষণ গুঁতো দিল কী যেন! ধাক্কা খেয়ে একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেমিয়েন। দাঁত বের

করে হুঙ্কার ছাড়ল রানাকে লক্ষ্য করে। পরক্ষণে আবারও উঠে দাঁড়াল। তেড়ে গেল রানার দিকে।

খটাস্ আওয়াজ তুলে জেরাল্ডের ব্রিচ বন্ধ হলো, তখনই রানা টের পেল, ওর নতুন রাইফেলে গুলি ভরতে হবে! ঝট্ করে ব্রিচ খুলল, আঙুল পুড়ে যেতে চাইল কার্তুজের পোড়া খোসা ফেলতে গিয়ে। নতুন দুটো বুলেট ভরে নিল রাইফেলে। আর একই সময়ে একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল থেকে গুলি করল ডিগবার্ট। তার গুলি .২২৩ ক্যালিবারের জিনিস নয়, যথেষ্ট ব্যথা দেবে। একরাশ গুলি লাগল দানবের পুরু চামড়ায়, ছিটিয়ে গেল প্রতিটি বুলেট।

ওয়েদারবাই-এর চেম্বারে দুই গুলি পাঠিয়ে দিল জেরাল্ড। একই সময়ে লক্ষ্যস্থির করল রানা। এখনও টলতে টলতে আসছে দানব। যেন সবাইকে শেষ না করে থামবে না। দু'বার গুলি করল রানা ওটার বুকে।

ক্রোধ ও ক্ষোভে বিকৃত হয়ে গেল দানবের চেহারা। একের পর এক গুলি সহ্য করে আসছে মানুষ হত্যা করতে। কাজই যেন খুন করা। নইলে অন্তর ভরবে না তার।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অসহায় তিনজন মানুষ, চেম্বারে আবারও বুলেট পাঠাল রানা ও জেরাল্ড। ম্যাগাযিন ফুরিয়ে যেতেই নতুন একটা আটকে নিয়ে গুলি করল ডিগবার্ট।

বিকট গর্জন ছাড়তে ছাড়তে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে ডেমিয়েন তখনই চোখের কোণে কালো কী যেন দেখল রানা।

আসছে ওটা তীরের মত!

'না, হাণ্টার!' ধমকে উঠল রানা।

মস্ত কালো নেকড়ে আকাশে ভেসে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দানবের পিঠে। দুই জানোয়ারের সাদা দাঁতের ঝিলিক দেখল রানা। কেউ ছাড়ছে না কাউকে তারপর আলাদা হয়ে লালচে আগুনের আভায় ঘুরতে লাগল পরস্পরকে

দানবটাকে রানার দিকে এগোতে দেবে না কালো নেকড়ে। বুক থেকে বেরিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর গর্জন। তারপর সুযোগ তৈরি করে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুর ওপর। ছিঁড়ে নিতে চাইছে দানবের হাত, ঊরু, বুক ও পিঠের মাংস। বার-বার ছিটকে পিছিয়ে এসে আবার হামলা করছে। ফ্যাসিলিটির নানানদিকে গিয়ে হামলা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দানব, নেকড়ের আক্রমণে ক্ষত থেকে দরদর করে বেরোচ্ছে কালো রক্ত। হঠাৎ বাগে পেয়ে প্রচণ্ড এক চাপড় মারল নেকড়ের ঘাড়ে। অন্তত বিশ ফুট দূরে গিয়ে পড়ল হান্টার। পরক্ষণে উঠেই ঘুরে রওনা হলো শত্রুর দিকে। খেয়াল নেই ছিঁড়ে গেছে কাঁধের মাংস। রক্ত ঝরছে ঘাড় থেকে। কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল দানবের বুকে। কামড়ে ধরল ঘাড়ের কাছে।

পাঁজরে ভয়ঙ্কর আরেক চাপড় মেরে নেকড়েকে উড়িয়ে দিল দানব। তখনই রানা টের পেল, ওকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ডিগবার্ট। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। ওর মাথার ওপর দিয়ে গেল কয়েকটা গুলি।

'বুম! বুম! বুম! বুম!' জোর আওয়াজ তুলেছে জেরাল্ড ও জিনার রাইফেল।

সেই আওয়াজ ছাপিয়ে গর্জন ছাড়ছে কালো নেকড়ে ও খ্যাপা দানব। কিন্তু বুকে-পিঠে ভারী বুলেটের আঘাতে গুরুতরভাবে আহত ওই নরখাদক। বুক-ঘাড়ে রক্তাক্ত ক্ষত। নেকড়ের হামলায় ছিঁড়ে গেছে দু'বাহুর মাংস, বেরিয়ে এসেছে সাদা হাড়।

রাইফেল তুলেই দানবের গলায় বুলেট বিঁধিয়ে দিল রানা।

ব্যথা ও রাগে গর্জে উঠল ওটা। টলতে শুরু করেছে।

রাইফেল ফেলে বাউয়ি ছোরা হাতে ছুট লাগাল রানা। পিছনে শুনল ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের বিস্মিত চিৎকার। এমন কী আহত তানামুরাও দেরি করল না, রানার পিছনে ছুটল ওরা তিনজন।

তানামুরার হাতে ক্ষুরধার তলোয়ার। অপেক্ষা না করে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

আবারও দানবের মুখোমুখি হয়েছে আহত হাণ্টার। তখনই পৌঁছে গেল রানা। বিদ্যুদ্বেগে নড়ে উঠল ওর হাত, দানবের পাঁজরের মাঝ দিয়ে সেঁধিয়ে দিল ছোরা। পরক্ষণে বুকের ভিতর ফলা মুচড়ে দিয়ে ঝট করে সরে যেতে চাইল, কিন্তু সম্ভব হলো না।

কাঁধে দানবের প্রচণ্ড এক থাবা খেয়ে দশ ফুট উড়ে দূরে গিয়ে পড়ল রানা। একই সময়ে ওর ফেলে আসা ওয়েদারবাই-এর দুই নলের দুই বুলেট পাঠিয়ে দিল ডিগবার্ট দানবের কোমরে। করুণ আর্তচিৎকার ছাড়ল ওটা। পাশ থেকে নামল ঘাড়ে তানামুরার কাটানা! ওই আঘাত দু'টুকরো করে দেবে যেকোনও মানুষকে!

কয়েক পা পিছিয়ে গেল ডেমিয়েন, তার আগে ধারালো নখ দিয়ে খুবলে নিতে চেয়েছে তানামুরার হৃৎপিণ্ড। আগেই সরে গেছে জাপানি যোদ্ধা। তখনই দানবের ঊরু কামড়ে ধরল হাণ্টার। উন্মাদের মত ঝটকা দিয়ে ছিঁড়ে নিল এক পোয়া মাংস। পাশ থেকে দানবের মাথার ওপর নামল ডিগবার্টের ওয়েদারবাই রাইফেলের বাঁট। ওই প্রচণ্ড আঘাতে ঠাস্ করে ফেটে গেল পুরু কুঁদো। আওয়াজটা শক্তিশালী পটকার মত। নাঙ্গা ব্যারেল তাক করা ডেমিয়েনের মুখের দিকে। ট্রিগার টিপে দিল ডিগবার্ট। দৌড়ে এসে আবারও দানবের বুকে ছোরা বসাতে চাইল রানা। দুই সেকেণ্ড আগে দুটো .৪৫৪ রাউণ্ড গুলি ওটার মাথায় বিঁধিয়ে দিয়েছে জেরাল্ড। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চিত হয়ে মাটিতে পড়ল দৈত্য। রানা ও অন্যদের কাছে পৌঁছে গেছে জিনাও। পর পর পাঁচটা গুলি করল ডেমিয়েনের বুকে।

কিন্তু সবাইকে হতবাক করে আবারও লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নরখাদক রাক্ষস। একই সময়ে তার বুকে নামল তানামুরার

ধারালো তলোয়ার। খপ্ করে ওটার ফলা ধরল দানব, এবার আর ভুল হলো না, বাম হাতে কেড়ে নিল তলোয়ার। তানামুরার লাশ মাটিতে ফেলবার আগেই পিছন থেকে দানবের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কালো নেকড়ে। ছিঁড়ে নিতে চাইল কাঁধের মাংস। ঘুরেই এক থাবা মেরে বারো ফুট দূরে হান্টারকে উড়িয়ে দিল সে। ঘুরতে শুরু করেছে তানামুরার দিকে। এমন সময় সামনে থেকে ছোরা চালাল রানা, পুরো গেঁথে দিল ফলা। পেট চেপে ধরে বিকট আর্তনাদ ছাড়ল দানব। ছোরা আবারও টেনে নিল রানা, পরক্ষণে বসাতে চাইল বুকে। কিন্তু বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল দানব, হঠাৎ করেই ঘুরে কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল চল্লিশ ফুট দূরে, পরের কয়েক সেকেণ্ডে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

হঠাৎ চারপাশে নামল থমথমে নীরবতা।

নিকষ আঁধারে হারিয়ে গেছে দানব। ওদিকে চেয়ে রইল রানা। খেয়াল করল, জীবনে প্রথমবারের মত ওর সামনে এসে কুকুরের মত খুশিতে লেজ নাড়ছে কালো নেকড়ে হান্টার। ভয়ঙ্করভাবে আহত, কিন্তু খুশি যে বেঁচে আছে ওর প্রিয় বন্ধু।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। আপাতত যুদ্ধে জিতে গেছে ওরা। কিন্তু ভাবতে গিয়ে ছোট হয়ে গেল ওর মন, এই কাজ নেয়ার পর খুন হয়েছে দলের অনেকে। প্রায় কাউকেই বাঁচাতে পারেনি। দেখল এগিয়ে আসছে জিনা।

মেয়েটা বুঝতে পেরেছে ওর ব্যর্থতার কষ্ট। কাঁধে হাত রেখে নিচু স্বরে বলল, 'ফ্যাসিলিটির ভেতর চলো।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। ঘুরে দেখল জেরাল্ড, ডিগবার্ট ও তানামুরাকে।

'এবার নতুন করে তৈরি থাকতে হবে,' বলল ডিগবার্ট।

মাথা দোলাল ইউএস ডেপুটি মার্শাল।

হাঁটতে লাগল ওরা ফ্যাসিলিটির দিকে।

রানার পাশে হাঁটছে জিনা। একটু সামনে আহত হাণ্টার, ঘাড় ও পাঁজর থেকে দরদর করে পড়ছে রক্ত।

পিছনে নজর রেখেছে ওরা। ভাল করেই জানে, আবারও যেকোনও সময়ে হামলা করবে ওই দানব।

একত্রিশ

বহু দূরে পাহাড়ি কালচে ভোরের আকাশে এক সারি হেলিকপ্টার দেখা দিতেই ফ্যাসিলিটির দালান থেকে বেরিয়ে এল রানা, জিনা, তানামুরা, ডিগবার্ট ও টম জেরাল্ড। কয়েক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর ক্লান্ত ওরা বসল উঠানে। রানার পায়ের পাশে চুপ করে শুয়ে রইল হাণ্টার। মারাত্মকভাবে আহত, কিন্তু টুঁ শব্দ করছে না।

'সুস্থ হয়ে যাবি, হাণ্টার,' নিচু স্বরে বলল রানা, 'আমরা এবার বাড়ি ফিরব।'

পিটপিট করে রানাকে দেখছে হাণ্টার, চোখে ভালবাসা।

তিক্ত মনে ভাবল রানা, স্রেফ একটা দানব খুন করেছে বেশিরভাগ সৈনিককে। ছাতে দলবল সমেত মারা পড়েছেন লে. কর্নেল ম্যাক্সিমিলিয়ান। কম্পাউণ্ডের প্রায় সব সৈনিক খতম, জঙ্গলে পালিয়ে গেছে শুধু ক'জন। তাদেরকেও বোধহয় ছাড়বে না ওই রাক্ষস। আবারও ল্যাবোরেটরিতে নেমেছিল ও। ওখানে গ্রেবার বা তার কোনও টেকনিশিয়ানের টিকিও দেখেনি। ওই লেভেলে তাদের কারও লাশও ছিল না। হতে পারে, গোপন অন্য

কোথাও লুকিয়ে পড়েছে তারা।

আবারও দূরের ধূসর পাহাড়ের দিকে চাইল রানা।

মাত্র পাঁচ মিনিট পর জনবিরল আলাস্কার দুর্গম এই পাহাড়ি রিসার্চ ফ্যাসিলিটির মস্ত বড় ময়দানে নামল বেশ কয়েকটি সামরিক হেলিকপ্টার। রোটর ব্লেডের জোরালো আওয়াজ থামার আগেই দু'দিকের দরজা খুলে গেল, নেমে পড়ল কালো ইউনিফর্ম পরা একদল সৈনিক, হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত সৈনিকদের লাশ এড়িয়ে নানাদিকে পযিশন নিচ্ছে তারা।

তাদেরই ছোট একদল এসে অস্ত্র বাগিয়ে ঘিরে ফেলল বসে থাকা রানা ও অন্যদেরকে।

উঠে দাঁড়িয়ে লড়তে চেয়েও আবারও শুয়ে পড়ল হাণ্টার, বুঝে গেছে শরীরে একফোঁটা শক্তি নেই। আলতো হাতে ওর ঘাড়ের রোম এলোমেলো করে দিল রানা, নরম সুরে বলল, 'কিচ্ছু হয়নি, বিশ্রাম নে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিয় বন্ধুর চোখে চেয়ে রইল হাণ্টার, কেন যেন খুব বিমর্ষ।

কালো পোশাক পরা সৈনিকদের কাউকে দলের নেতা বলে মনে হলো না রানার। কঠোর চোখে ওকে দেখছে তারা।

'মিস্টার সিমন্স কোথায়?' জানতে চাইল রানা, কণ্ঠ একটু কর্কশ।

'অ্যাই! মাটিতে শুয়ে পড়ো!' কড়া ধমক দিল এক সৈনিক। 'একটা কথাও বলবে না!'

ঘুরে চাইল রানা, নিষ্পলক চোখে দেখল লোকটাকে। নিচু স্বরে বলল, 'পারলে বাধ্য করো!'

চোখে খুনের নেশা। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে এক পা পিছিয়ে গেল সৈনিক।

'বাড়াবাড়ি করবে না, খবরদার!' ধমকের সুরে তাকে নির্দেশ

দিয়েছে কে যেন। মাটিতে বসে ছিল জেরাল্ড, টিপে ধরেছে ছড়ে যাওয়া কপাল, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ভোরের আবছা আলোয় প্রথমবারের মত রানা খেয়াল করল, নীল-লাল হয়ে ফুলে উঠেছে জিনা বেচারির ঘাড়ের একাংশ। ওখানে সরু রক্তের রেখা, প্রায় শুকিয়ে এসেছে। খামচে ধরতে চেয়েছিল দানব, কিন্তু ফস্কে গেছে তাক। আরেক থাবা খেয়ে ছিঁড়ে গেছে পেটের কাছে কেভলার ভেস্ট। ওটা সরিয়ে জিনার পেট দেখল রানা। আঁচড় পড়েছে ধবধবে সাদা ত্বকে। কিন্তু দেহের অন্যান্য কেটে যাওয়া জায়গা থেকে ঝরেছে অনেক রক্ত।

আবারও ধমকের সুরে ওদেরকে শুয়ে পড়তে বলা হলো। পাত্তা দিল না রানা, ঘুরে দেখল লোকগুলোকে। স্বাভাবিক সুরে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে মেডিক আছে?'

গুরুত্ব পেল না ওর কথা।

অস্ত্র তাক করে রেখেছে ওরা ওদের দিকে।

তখনই কর্তৃত্বের সুরে কথা বলল কে যেন। ওই লোক জানে কী করতে হবে।

সৈনিকদের পাত্তা না দিয়ে ওদিকে চাইল রানা।

এইমাত্র সামনে এসে থেমেছে সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স। নির্বিকার চেহারা। কড়া মাস্টারদের মত করে পিঠে বেঁধে রেখেছে দু'হাত। অন্তত এক শ' সৈনিক রাইফেল তাক করে রেখেছে রানার ওপর।

উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে রানা ওকে বুঝিয়ে দিল, সত্যিকারের সাহস সিমন্সের বুকে নেই, আছে ওর নিজের বুকে।

সিআইএ এজেন্ট মোটেও বিব্রত হলো না। রানা এবং ওর দলের সবাই কমপক্ষে তিনটে দিন নরক দেখেছে, কিন্তু তাতে কোনও শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি নেই তার মনে।

এমন রূঢ় আচরণই আশা করেছিল রানা। কিন্তু এতজন মানুষ

খুন হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও বিকার থাকবে না এর, তা বিস্ময়কর। অনায়াসেই রক্ষা করা যেত ওই মানুষগুলোকে!

'মিস্টার রানা!' ধমকের সুরে শুরু করল সিমন্স, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, আগামী তিন সেকেণ্ডে হাতের ওই ছোরা না ফেললে গুলি করা হবে আপনাকে! এবং সেক্ষেত্রে রক্ষা পাবে না আপনার দলের অন্যরাও! আপনি সৈনিক নন, আমি সৈনিক! কাজেই যা বলছি মেনে নিন, নইলে খুন হবেন!'

নিষ্ঠুর চোখে তার চোখ দেখল রানা, হেসে ফেলল। 'মাত্র তিন সেকেণ্ড দেবে?'

'হ্যাঁ, তিন সেকেণ্ড!'

'বাড়তি সময় দেবে না?'

বাঁকা হাসল সিমন্স। 'আপনি গাধা, মিস্টার রানা। আমি এবার গুনতে শুরু করব। মনে রাখবেন, সুযোগ পাবেন মাত্র তিন সেকেণ্ড!'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বুঝতে পেরেছে সব। 'ঠিক আছে, গুনতে শুরু করো।'

'এক... দুই...'

বাম হাত পিঠের কাছে নিল রানা, অন্য হাতে বাউয়ি নাইফ। ঝট্ করে আবারও দু'হাত আনল সামনে। বিশ টাকার রসগোল্লার মত গোল হয়ে উঠল সিআইএ এজেন্টের দু'চোখ। পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে, এইচডি-৬৭ সিরামের সেই একমাত্র ব্যাগ এখন ওই বাঙালি লোকটার হাতে! আর ওটার খুব কাছে পৌঁছে গেছে ছোরার ডগা। সিআইএ কোটি-কোটি ডলার খরচ করেছে ওই সিরামের জন্য। এখন ছিঁড়ে ফেললে মাটিতে গিয়ে পড়বে স্যালাইন ব্যাগের ওই সিরাম। সেক্ষেত্রে শেষ হয়ে যাবে কয়েক বছরের এত কষ্ট ও গবেষণা!

ভরতনাট্যম নাচের পাকা নর্তকের মত নানানদিকে হাত তুলে

নাড়তে শুরু করেছে জেন্স সিমন্স, গলা থেকে ঢাকের মত হাঁক বেরোল: 'হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার! হোল্ড ফায়ার! কেউ গুলি করবে না! পরিষ্কার শুনেছ আমার কথা? কেউ গুলি করবে না! কেউ না! কেউ না!'

সিআইএ এজেন্টের দিকে বিস্ময় নিয়ে দেখছে সৈনিকরা। সেদিকে তাকাল না রানা, চেয়ে আছে দালানের দিকে। এইমাত্র দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে উন্মাদের মত এক লোক। প্রায় উড়ে চড়ুই পাখির মত দফায় দফায় লাফ দিয়ে আসছে।

ডক্টর ডেভিড গ্রেবারকে পরিষ্কার চিনল রানা। কাঁদো-কাঁদো মুখে ছুটছে সে। তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে সিমন্সের দিকে চাইল রানা। টের পেল, রক্তে মাতম তুলছে অ্যাড্রেনালিন।

চারপাশ দেখে বিড়বিড় করল জেরাল্ড, 'এরা আমেরিকার সেরা সৈনিক।'

ধীরে সুস্থে উঠে সাবধানে জিনাকে টেনে তুলল তানামুরা। বসিয়ে দিল সামান্য দূরের এক ট্রাকের ফেণ্ডারে। ব্যারেট রাইফেল সঙ্গে নেই জিনার, হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে, কীভাবে যেন পাল্টে গেছে দাবার চাল। এক সেকেণ্ড পর নিচু স্বরে বলল, 'জানতাম এভাবেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে এরা!'

হাঁফাতে হাঁফাতে সিমন্সের পাশে এসে থামল ডক্টর গ্রেবার। 'এরা... এরাই... সেই কালপ্রিট!' রানার দিকে আঙুল তুলল সে। 'এরাই স্যাবোটাজ করেছে আমাদের ল্যাবোরেটরি!'

রানার ওপর থেকে চোখ সরাল না সিমন্স।

মৃদু হাসছে রানা, সিআইএ এজেন্টের চোখ থেকে সরল না ওর চোখ।

'আপাতত কী করবেন তা ঠিক করবেন মিস্টার রানা, ডক্টর,' শীতল কণ্ঠে বলল জেন্স সিমন্স।

রানা বুঝে গেছে, যে মুহূর্তে সিরামের ব্যাগ পাবে ওই লোক,

সঙ্গে সঙ্গে খুন হয়ে যাবে ওরা। ব্যাগের তরল নষ্ট করবার হুমকি দিয়েছে বলেই এখনও বেঁচে আছে। কঠোর চোখে লোকটার দিকে চাইল রানা। 'সবাইকে বলো হেলিকপ্টারে উঠতে হবে! এক্ষুণি!'

উশ্‌খুশ্‌ করে উঠল সিমন্স। চট্‌ করে দেখল ডক্টর গ্রেবারকে। লোকটা খেয়াল করেছে হলদে সিরামের ব্যাগ রানার হাতে। হঠাৎ করেই ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সে। সামনে বাড়াল কাঁপা-কাঁপা হাত। 'আপনি ওটা নিয়ে নিয়েছেন! সিরাম চুরি করেছেন!' শোকে একটু টলে উঠল সে। মাথা নাড়ল আস্তে করে। 'এটা মানুষের কাজ, মিস্টার রানা?' থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। 'আপনিই বলুন, উচিত হবে অদ্ভুত, রহস্যময়, চমৎকার ওই সিরাম নষ্ট করা? আপনার তো কোনও কাজেই আসবে না ওটা। তা হলে ধ্বংস করবেন কেন?'

গ্রেবারকে দেখে নিয়ে সিমন্সের দিকে চাইল রানা। নরম সুরে বলল, 'ভাল কথা, সিমন্স, আমিও তোমাকে তিন সেকেণ্ড দিলাম, এর ভেতরে সব অস্ত্র ফেলে দৌড় দেবে তোমার সৈনিকরা। হেলিকপ্টার নিয়ে চলে যাবে অন্তত দশ মাইল দূরে। অবশ্য, তুমি তাদের সঙ্গে যাচ্ছ না, তোমাকে থাকতে হবে এখানে।'

কথা শুনে চমকে গেছে সিমন্স, বার কয়েক চোখ পিটপিট করে বলল, 'আপনি এটা আশা করতে পারেন না।'

'এক...'

'সবাই অস্ত্র ফেলে হেলিকপ্টারে ওঠো!' চরকির মত ঘুরেই হুঙ্কার ছাড়ল সিআইএ এজেন্ট, দু'হাতে মুখের কাছে তৈরি করেছে চোঙ: 'অস্ত্র ফেলো সবাই! ওঠো হেলিকপ্টারে! হেলিকপ্টারে উঠতে দেরি করবে না কেউ! মুভ! মুভ! মুভ!'

দ্বিধার ভিতর পড়ে গেছে সৈনিক ও অফিসাররা।

'দুই...'

'শুয়োরের বাচ্চারা, হেলিকপ্টারে ওঠ্‌!' রাগে নাচতে শুরু

করেছে সিমন্স। খপ্ করে কাছের সৈনিকের হাত থেকে কেড়ে নিল অস্ত্র, ফেলে দিল মাটিতে। ঘাড় ধরে তাকে ধাক্কা দিল হেলিকপ্টারের দিকে। 'সবাই হেলিকপ্টারে! এক্ষুণি! কেউ বাদ পড়বে না! মুভ! মুভ! মুভ!'

নির্দেশ মত অস্ত্র ফেলে দিল সৈনিকরা, দৌড় শুরু করে গিয়ে উঠল হেলিকপ্টারে। কয়েক মুহূর্তে অস্ত্রহীন সৈনিকে ভরে গেল যান্ত্রিক সব ফড়িং। একের পর এক হেলিকপ্টার উঠতে লাগল আকাশে। ঘুরিয়ে নেয়া হলো ওগুলোকে, ঝড়ের গতি তুলে চলল ফিরতি পথে। মাত্র দু'মিনিটে চলে গেল দূর পাহাড়ের ওপারে, মিলিয়ে গেল সব আওয়াজ।

থমথম করছে কম্পাউণ্ড।

রানার দল ছাড়া রয়ে গেছে শুধু গ্রেবার ও সিমন্স।

সিআইএ এজেন্টকে বলল রানা, 'বাস্তব আসলে কঠিনই হয়, সিমন্স।'

নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল লোকটার, ঘুরে দেখল তানামুরা, *পাথর ভাঙা*, জিনা ও জেরাল্ডকে। আবার তার চোখ ফিরল রানার চোখে। দৃষ্টিতে আহত বিস্ময়।

'তোমার দলের প্রায় সবাই শেষ, রানা,' প্রায় তুষ্টি নিয়েই হাসল। 'সাতজন রওনা হয়েছিলে, ফিরেছ তিনজনকে নিয়ে। তোমরা পালাতে শুরু করলেই খুন হয়ে যাবে। ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার নিয়ে পালাতে চাইলে, মিসাইল মেরে আকাশ থেকে ফেলে দেয়া হবে ওটাকে।'

'সেই সমস্যা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, সিমন্স,' বলল রানা, কণ্ঠে রহস্য। 'তুমি বরং ভাবতে শুরু করো কীভাবে বাঁচবে এই অবস্থায়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওকে দেখল সিমন্স। আস্তে করে মাথা নাড়ল।

'তুমি হেরে গেছ, রানা। কিছুই করার নেই। ভাবছ সিআইএ-র সঙ্গে লড়াই করে জিতে যাবে? তুমি কী করবে, তা সবই জানি আমরা। তোমার প্রতিটা পদক্ষেপ আমাদের জানা।'

'আমার সবই জেনে গেছ তোমরা, সিমন্স?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

কঠোর চোখে ওকে দেখল লোকটা, দু'হাত নামিয়ে দিয়েছে দেহের দু'পাশে। 'হ্যাঁ, আমরা স্টাডি করেছি তোমাকে।'

'তার মানে আর বাঁচার উপায় নেই আমার, তা-ই না?' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল রানা। 'শত শত মানুষ খুন হয়ে গেল, অথচ তাদেরকে বাঁচাতে পারতে তোমরা। এই সিরাম পেলে তোমাদের মত একদল লোক বাঁচবে হাজার বছর, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বহু বছর বাঁচার সুযোগ দেবে না তোমরা– এই তো? ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না, সিমন্স। আর সবাই কী দোষ করল?'

'আমরা এসব পলিসি তৈরি করি না, রানা।'

'কারা করে?'

অপলক চোখে রানাকে দেখল সিমন্স। তারপর আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'আমার জানা নেই।'

দেহের পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে রানা সিরাম। অন্য হাতে আলগাভাবে ঝুলছে বাউয়ি নাইফ। একবার ওর মনে হলো ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দেবে ওই সিরাম। কিন্তু তখনই বিসিআই চিফের কথা মনে পড়ল ওর: 'শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে ধৈর্য ধরলে বেশিরভাগ সময়ই জেতা যায়।' গত কয়েক ঘণ্টা লড়াইয়ের কথা ভাবল, তখনই মনে এল ইণ্ডিয়ান বৃদ্ধের কথা। বুঝে গেল, কোথায় চলেছে ওই দৈত্য। ছোট সব চিন্তা জোড়া দিলে অনেক আগেই বুঝে যেত, যদি প্রতিটা মুহূর্ত ব্যস্ত না থাকত। চট্ করে দূরের জঙ্গল দেখে নিল রানা। বহু দূরে বিশাল সব পর্বত।

হ্যাঁ, ওই রাক্ষস মারাত্মক আহত, কাজেই ফিরবে নিজ

ডেরায়, পরিচিত পরিবেশে।

ওটার অন্তরের মানুষের অংশ বুঝে গেছে, সহজে আর পাবে না ওই সিরাম। এবার তার জান্তব অনুভূতি তাকে ফিরিয়ে নেবে নিরাপদ কোথাও। যেকোনও জানোয়ার আহত হলে সবসময় সুস্থ হওয়ার জন্য ফিরতে চায় নিজ আস্তানা বা চেনা কোথাও।

কাজেই লড়তে হলে রানাকেও যেতে হবে ওই জায়গায়।

বড় একটা ঝুঁকি নেব, ভাবল রানা।

'তুমি কিন্তু কথা শুনছ না, রানা,' আবারও বলল সিমন্স। 'এ অবস্থায় তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে, আমার হাতে ওই সিরাম তুলে দেয়া। মন দিয়ে শোনো, তুমি ধ্বংস করে দিয়েছ ওই আদিম দানবের লাশ। রয়ে গেছে শুধু ওই সিরাম। ওটা হাজার হাজার ঘণ্টা শ্রম ও হাজার কোটি ডলারের ফসল। নতুন সোর্স না পেলে নতুন করে সিনথেসাইয করা যাবে না ওই সিরাম।'

'কেন, ডেমিয়েন তো রয়ে গেল,' বলল রানা।

থমকে গেল সিমন্স। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'হ্যাঁ, রয়ে গেল... ওই পশুটা...'

'আমি যদি তাকে ধরে দিই তোমাদের জন্যে?' জানতে চাইল রানা।

তিক্ত হাসল সিমন্স। 'সে সম্মতি বা নির্দেশ দেয়ার অধিকার আমার নেই, রানা। আমার আওতার বাইরে চলে গেছে সব।'

'আগেও তো এ ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'না,' মাথা নাড়ল সিমন্স, 'কখনোই দেয়া হয়নি ওই ধরনের নির্দেশ। অফিশিয়ালি দায়িত্ব দিলেও আসলে বোকা বানানো হয়েছে তোমাদেরকে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আমরা কখনোই চাইনি ওটাকে মেরে ফেলবে বা ধরে ফেলবে তোমরা। সিআইএ স্রেফ ভান করেছে, সাধ্যমত করছি আমরা। আর তাতেই সন্তুষ্ট ছিল সরকার।' নিজের বুদ্ধির ওপর পূর্ণ আস্থা আছে তার, মাথা

নাড়ল। 'সবই ঠিকভাবে চলছিল। টনকে টন প্রশ্ন করা হয়েছে, আর আমরা জানিয়েছি, ভেবেচিন্তে সঠিক সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। ফলে আমাদের দিকে আঙুল তাক করেনি কেউ। দুনিয়ার সেরা ট্র্যাকারকে ব্যবহার করেছি, বাছাই করেছি দুনিয়া-সেরা হান্টিং টিম। এর চেয়ে বেশি আর কী করার ছিল? বলতে পারো, ব্যাঙ্কের ভল্টে ঢুকে হাজারখানেক কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিরাপদ থেকেছি আমি।' মৃদু হাসল। 'আমাকে বলতে পারো দুনিয়ার সেরা ট্যাকটিশিয়ান, রানা।'

'তাই?' সামান্য দ্বিধা না করে বাউয়ি ছোরা দিয়ে স্যালাইনের ব্যাগ ফেড়ে ফেলল রানা। ঝরঝর করে তরল নামল শুকনো ধুলোর মাঝে। ব্যাগ ফেলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল রানা।

বিরাট হাঁ করে একবার ধুলো আরেকবার রানাকে দেখল গ্রেবার। পরক্ষণে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেয়ে রইল ভেজা ধুলোর দিকে। মনে হলো অন্তরটা হাজারো টুকরো হয়ে গেছে তার।

হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকল সিআইএ এজেন্ট। খুঁজে পেল না উপযুক্ত ভাষা। পুরো এক মিনিট পর নিচু স্বরে বলল, 'রানা, ভাবতেও পারিনি তুমি এই ধরনের বোকামি করবে।'

'সত্যিই তো দেখছি মস্ত ভুল করে ফেললাম!' মৃদু হাসল রানা, 'ওই দানবের মত আরেকটা তো রয়ে গেছে। তাকে চাই তোমার?'

'না, ও মেরে ফেলবে ডেমিয়েনকে!' গ্রেবার দু'হাত তুলল বুকের কাছে। যেন মাফ চাইছে।

খুব আপত্তি নিয়ে গ্রেবারকে দেখল সিমন্স, তারপর চোখ ফেরাল রানার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাথা নাড়ল। 'তুমি সত্যিই তোমার এই বিধ্বস্ত টিম নিয়ে যেতে চাও ওই দানবের পিছনে?' মৃদু হেসে ফেলল 'গত দু'এক দিনে নিজেকে আয়নায়

দেখেছ? পচা টমেটোর মত এক্কেবারে ধসে গেছ। ওই একই কথা খাটে এদের ব্যাপারেও! তবে সবার সেরা তুমি, মার খাওয়া কুকুরের মত অবস্থা তোমার! ...জানি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সেরা এজেন্ট তুমি– কঠিন লোক, প্রায় যেকোনও পরিবেশে বাঁচতে পারো। কিন্তু গত তিন দিনে একেবারে বাতিল মাল হয়ে গেছ! বাঁচতে চাইলে তোমার দরকার এখন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা! কিন্তু বাঁচবে না তুমি! দারুণ একটা খবর আছে তোমার জন্যে!' চওড়া হাসল সে।

'না,' বিড়বিড় করল জেরাল্ড, কী যেন খুঁজছে সিআইএ-র এজেন্টের চোখে। 'তুমি নিশ্চয়ই এত বড় ঝুঁকি নেবে না?'

'আমেরিকার নেতারা আসলেই পাগল, জেরাল্ড,' চট্ করে হাতঘড়ি দেখল সিমন্স। 'আর ছাব্বিশ মিনিট... তারপর আমরা কেউ থাকছি না এই পৃথিবীতে।'

যা বুঝবার বুঝে গেছে রানা। নিষ্ঠুর হাসল।

নেমেছে থমথমে নীরবতা।

কয়েক সেকেণ্ড পর অন্যরাও বুঝে গেল, আকাশ থেকে বোমা মেরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে এই রিসার্চ স্টেশন। থাকবে না কোনও প্রমাণ। না, ওই আদিম দানব, না মানুষের কোনও লাশ।

আধ ঘণ্টা পর এখানে থাকবে মরুভূমির মত পোড়ো জমি। উড়ে যাবে চারপাশের জঙ্গল, বন্যপ্রাণী– সব। সেই সঙ্গে ওরাও।

স্বাভাবিকভাবেই তদন্ত হবে, চারপাশ ঘুরে দেখে গোয়েন্দারা বলবে, ভয়ানক এক দাবানলে হঠাৎ করেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এদিকের মস্ত এক এলাকার জঙ্গল।

'ওই ল্যাবোরেটরি মাটির দু'তলা নীচে,' বলল জেরাল্ড। 'চল্লিশ ফুট নীচের স্থাপনা নষ্ট করবে ওরা কী করে?'

'তা ঠিক জানি না,' প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে ঝুলিয়ে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিল সিমন্স। 'বোধহয় ব্যবহার

করবে ফিউয়েল-এয়ার বম্। ইরাকের মাটির নীচের বাঙ্কার উড়িয়ে দিতে কাজে এসেছিল।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'এসব নিয়ে ভাবতে হবে না, আসল কথা আমরা রওনা হব স্রষ্টার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো ফিউয়েল-বম্, বা সাইডওয়াইণ্ডার বা ড্রাগন– তাতে কী-ই-বা আসে-যায়! আসল কথা, সঠিকভাবে কাজ শেষ করবে সিআইএ। এতে কোনও সন্দেহ নেই। কাজেই, আধ ঘণ্টা পর পারলৌকিক জগতে পৌছব আমরা। কোনও এক্সপেরিমেন্ট থাকবে না, ফ্যাসিলিটিও থাকবে না। ...আর প্রমাণ? নাহ্, তাও থাকবে না। দানব আবার কীসের? আমরাই তো নেই কোথাও!'

অলস ভঙ্গিতে সিগারেট ফুঁকছে জেন্স সিমন্স।

রানা তার দিকে চেয়ে বুঝে গেল, সে আশা করছে সবাইকে নিয়ে ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারে চাপবে ও। এদিকে নিজেকে রক্ষা করবার মত কোনও উপায় অবশ্যই আছে তার। হয়তো ওই ল্যাবোরেটরি বাঙ্কার পুরোপুরি নিরাপদ। কিন্তু ওখানে গিয়ে ঢুকলে বোমা পড়বার পর আবার যখন আর্মি ও সিআইএ-র লোক আসবে, তখন ধরা পড়তে হবে ওদেরকে। মোট কথা, নিশ্চিতভাবে মেরে ফেলা হবে ওদেরকে।

'প্রফেসরকে নিয়ে এসো তোমরা, জেরাল্ড,' রানার হাতের ইশারায় দালানের দিকে রওনা হয়ে গেল জিনা ও জেরাল্ড।

একবার মানুষটাকে দেখে এসেছে রানা। মেঝেতে পড়ে ছিলেন অজ্ঞান হয়ে। তুলে বেডে শুইয়ে দিয়ে এসেছে।

জিনার পাশে পা চালাল জেরাল্ড।

'প্রথম থেকেই তোমাদের এই পরিকল্পনা ছিল, তা-ই না?' সিমন্সের কাছে জানতে চাইল রানা। 'তুমি ভেবেছিলে পেয়ে যাবে নিখুঁত সিরাম, ফ্যাসিলিটির ভেতর আটকে ফেলবে ওই ডেমিয়েন নামের রাক্ষসটাকে, তারপর আকাশ থেকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে এদিকের সব। মরে সাফ হবে সবাই। থাকবে না কোনও

প্রমাণ। যা চাও সবই পেয়ে গেছ। সত্যি, প্রায় পারফেক্ট প্ল্যান।'

'প্রায় মানে?' আপত্তির সুরে জানতে চাইল সিমন্স। 'এর চেয়ে ভাল প্ল্যান জীবনে দেখেছ? কিন্তু সবই নষ্ট হয়ে গেল তোমার মত একটা ইয়েকে এসবে জড়িয়ে।' মাথা নাড়ল সে, 'একবারও ভাবিনি সামান্য বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এক এজেন্ট এভাবে সর্বনাশ করতে পারবে এত বড় প্রজেক্টের। ভুলটা আমারই। তোমাকে অনেক ছোট চোখে দেখেছি। আসলে প্রায় বাধ্য হয়ে একেবারে শেষ সময়ে তোমাকে রাখতে হয়েছিল আমার প্ল্যানের ভেতর। তোমার মত বাগড়া দেয়া লোক জীবনেও দেখিনি। সব হিসাবের ভেতর রেখে ধরে নিয়েছি, মরে সাফ হয়ে যাবে তোমরা। আমি হয়ে উঠব সিআইএ-র সেরা এজেন্ট। কিন্তু তা আর হলো না।'

'কেন জানি মরতে খুবই আপত্তি আছে আমার,' বলল রানা।

'সন্দেহ কী,' গম্ভীর চেহারা করল সিমন্স। পায়ের কাছে থুক্ করে ফেলল থুতু। 'কিন্তু চাইলেও এবার আর বাঁচবে না। বোমার আগুনে ছাই হবে সব। বেশি সময়ও নেই, বড়জোর বিশ মিনিট।'

'অথচ, এখনও তোমার কাছে সিরাম নেই,' বলল রানা।

চোখ বুজে বিড়বিড় করে কী যেন বলল গ্রেবার। মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

'না, সত্যিই সিরাম পেলাম না,' তিক্ত সুরে বলল সিমন্স 'কিন্তু তুমিও এখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারছ না।'

'তুমি পারছ?'

একটু ইতস্তত করল সিমন্স, হেসে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেল রানা।

'একটা কথা বলবে? আসলে কারা চেয়েছিল ওই সিরাম?' সিমন্সকে মাথা নাড়তে দেখে আবার বলল, 'বুঝতে পারছি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করেছ। মিথ্যা বলেছ কংগ্রেশনাল কমিটিকে। অথচ, পেলে না কিছুই।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'আমি জানি,

বিশেষ কোনও ব্যবস্থা আছে তোমাদের। ওই বোমায় তোমাদের কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের হাত থেকে বাঁচবে কী করে? আমরা যদি দুটো বুলেট ঢুকিয়ে দিই তোমাদের দু'জনের মগজে? তোমাকে জ্যান্ত রেখে আমরা যাচ্ছি না। যদি কোনওভাবে বেঁচেও যাও, নিশ্চিত জেনো, আগামী বিশ বছরের জন্যে আলাস্কা বা সাইবেরিয়ার কোনও স্টেশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে তোমাকে।'

'কথা ঠিক,' সায় দিল সিমন্স। 'আমার আর ক্ষমা নেই।'

ধীরে ধীরে পেরোতে লাগল সময়।

'আরেক কাজ করলে কেমন হয়,' হাসল রানা, 'তুমি নিজেও আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।'

বিস্ময় নিয়ে রানাকে দেখল সিমন্স।

রানা যা ভেবেছে, তেমনই চট্ করে নিজেকে সামলে নিল সে। 'না, তা হবে না।'

দালান থেকে বেরিয়ে এসেছে জিনা। পিছনে জেরাল্ড। সে কাঁধে তুলে আনছে বৃদ্ধ প্রফেসরকে। জ্ঞান নেই মানুষটার।

ডিগবার্ট চলে গেল ওদিকে, জেরাল্ডের কাছ থেকে প্রফেসরকে বুঝে নিয়ে আবারও দৌড়ে ফিরল রানার কাছে।

'হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন স্টার্ট করো, জেরাল্ড,' বলল রানা, 'আমরা আকাশে উঠছি।' কথাটা শেষ করেই খপ্ করে সিমন্সের কলার চেপে ধরল ও, হেঁচড়ে নিয়ে চলল হেলিকপ্টারের দিকে।

'আরে, রানা! কী করছ!' আপত্তি তুলল সিআইএ এজেন্ট। বুঝে গেছে, ক্লান্ত বাঙালি লোকটার গায়ের জোরের কাছে সে কিছুই নয়।

প্রাঙ্গণের রক্তাক্ত ঘাসে ছেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। অপমানে হাঁফিয়ে গেছে সে। কিছুদূর গিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে থামল রানা, পিছন ফিরে চাইল গ্রেবারের দিকে। আঁৎকে উঠে ঝেড়ে দৌড় দিল পাটকাঠির মত লোকটা ফ্যাসিলিটির

ভেতর। মুচকি হাসল রানা।

'রানা! রানা! এসব কী হচ্ছে!' করুণ হয়ে উঠল সিমন্সের কণ্ঠ। 'বিশ্বাস করো, ওরা মিসাইল মেরে উড়িয়ে দেবে কপ্টার!'

কয়েক সেকেণ্ড পর তাকে ফেলা হলো হেলিকপ্টারের পাশে। কঠোর কণ্ঠে বলল রানা, 'সেক্ষেত্রে তুমিও উড়ে যাবে। একই যাত্রায় ভিন্ন ফল হবে না কারও!' হেলিকপ্টারের বে ডোর খুলল রানা, ঘাড় ধরে ঠেলে ভিতরে পাঠিয়ে দিল জেন্স সিমন্সকে। চেপে বসল নিজের সিটে। পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাইল সিআইএ এজেন্ট। আবারও ঘাড় ধরে পাশের দেয়ালে আছড়ে ফেলল রানা ওকে। কঠোর হয়ে উঠল কণ্ঠ: 'আবার বেরোতে চাইলে পাছায় গুলি করব!'

এই এককথায় পাথরের মূর্তি হয়ে গেল সিমন্স।

বৃদ্ধ প্রফেসরকে কোলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল ডিগবার্ট। এরপর এয়ারক্রাফটে উঠল তানামুরা, জিনা, শেষে হান্টার। চট্ করে হাতঘড়ি দেখল ডিগবার্ট। ককপিটে জেরাল্ডের উদ্দেশে বলল, 'বাছা, বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট!'

'তার আগেই আমরা ভাগছি!' বলল জেরাল্ড।

দড়াম করে বে ডোর বন্ধ করে দিল রানা।

হাউমাউ করে উঠল সিমন্স। ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল দরজার ওপর। তখনই চালু হলো রোটরের টুইন টার্বো।

'সবাই সাবধান!' ইন্টারকমে বলল জেরাল্ড, 'বাধ্য হয়ে কোল্ড টেকঅফ করতে হচ্ছে! সবাই হ্যাণ্ডেল চেপে ধরুন!'

সত্যিই ভয়ঙ্কর কয়েকটা ঝাঁকি খেল ওরা সবাই।

যথেষ্ট হাইড্রলিক প্রেশার নেই বলে ওপরে উঠতে শুরু করে বামদিকে নাক ঘুরিয়ে ছুটল ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার। নীচে সাঁই-সাঁই করে পিছনে পড়ছে ময়দান। তারপর খাড়া হয়ে স্বর্গে উঠতে চাইল হেলিকপ্টার। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর ওটাকে নিয়ন্ত্রণে

আনতে পারল জেরাল্ড, স্বাভাবিক হয়ে উঠল গতি। বেড়া পেরিয়ে জঙ্গলের মাথা ছুঁয়ে ছুটল হেলিকপ্টার কালচে-ধূসর আকাশ চিরে।

জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে আতঙ্কে ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিমন্স। আর তখনই তার কানের কাছে বলল রানা, 'মৃত্যু এলে এমনই লাগে। ...খুব ভয় বুঝি?' ভুরু কুঁচকে গেল ওর। 'হারামজাদা! শত শত মানুষকে ঠেলে দিয়েছ মৃত্যুর মুখে! এবার বুঝবে মরতে কেমন লাগে! চোখে চোখ রাখবে ওই দানবের!'

থরথর করে কাঁপছে সিমন্সের দু'ঠোঁট। হাত সামনে বাড়িয়ে বলল, 'শোনো, রানা, আসলে...'

'জীবন কত প্রিয় তা বুঝবে, যখন দাঁড়াবে ওটার সামনে,' নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলল রানা, 'এরপর বাঁচলে কখনও ভুলবে না, কাউকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া উচিত নয়!'

থরহরিকম্প শুরু হয়েছে সিআইএ এজেন্টের দেহে। বুজে ফেলল দু'চোখ। দু'হাত তুলল কপ্টারের আকাশে, যেন নালিশ করবে স্রষ্টার কাছে!

জানালা দিয়ে চাইল রানা। আর তখনই দূরে দেখল কমলা-সাদা ছাতির মত কী যেন। চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে লেলিহান আগুনের হু-হু হলকা। পেটে ভরল ওদিকের গোটা জঙ্গল। লালচে হয়ে উঠছে ভোরের আকাশ।

চারপাশে শুরু হয়েছে জোরালো শোঁ-শোঁ গর্জন।

'হুঁশিয়ার!' ইন্টারকমে বলল ডেপুটি মার্শাল টম জেরাল্ড।

প্রচণ্ড কনকাশন ওয়েভ এল অদৃশ্য এক ভয়ঙ্কর দানবের মত, যেন আছে তার এক শ'টা হাত। পিছন থেকে খপ্ করে ধরল শক্তিশালী ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টারকে, বার কয়েক ঘুরিয়ে দিল চরকির মত, ছিটকে ওপরে উঠতে গিয়েও আবার নীচে ছুটল যান্ত্রিক ফড়িং।

সাগরে মারাত্মক ঝড়ে পড়া জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত শোনা

গেল ককপিটে জেরাল্ডের চাপা গর্জন। সব সামলে নিতে চাইছে সে। নানানদিকে ছিটকে পড়েছে সবাই। কিন্তু অন্যরা উঠবার আগেই ককপিটে পৌঁছে গেল রানা, জেরাল্ডের পাশে হাত লাগাল জয়স্টিক নিয়ন্ত্রণে। তখনই এল সেকেণ্ডারি শক ওয়েভ। ভয়ানক বিস্ফোরণে আকাশে তৈরি হয়েছে ফাঁকা জায়গা, আর তা ভরে দিতে সামনে থেকে আসছে জোরালো দমকা হাওয়া। রানা-জেরাল্ড দু'জন মিলে সিধে করেছিল হেলিকপ্টার, কিন্তু আবারও নীচে নাক তাক করে সোজা মাটির দিকে ছুটল ওটা।

কন্ট্রোল প্যানেলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও সামলে নিল রানা। আবারও লড়াই শুরু করল জয়স্টিক নিয়ে। জ্বলে উঠেছে ওদের পেছনের আকাশ, নীচ থেকে উঠে আসছে আগুনের হলকা। মস্ত এক ব্যাঙের ছাতার মত মেলে যাচ্ছে নানানদিকে। ভোরের কালচে-ধূসর আকাশ ভরে গেল আলোয়, তারপর ধীরে ধীরে কমতে লাগল শোঁ-শোঁ আওয়াজ। পাহাড়ে পাহাড়ে কমছে তার প্রতিধ্বনি।

একটু পর হেলিকপ্টারের আওয়াজ ছাড়া কিছুই থাকল না। আবারও স্থির হয়ে ছুটছে ব্ল্যাকহক।

জয়স্টিক ছেড়ে জেরাল্ডকে দেখল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল জেরাল্ড। 'থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।'

কাঁধ ঝাঁকাল বিসিআই এজেন্ট।

মাত্র এক মিনিটে ঘেমে নেয়ে উঠেছে ওরা।

ওয়ায়্যারলেস হেড সেট তুলে নিল রানা। ঠিক তিন মিনিট কথা বলল ভিন্ন তিনটি ওয়েভ-লেংথে। এক মিনিট মেরিন ফোর্সের চিফের সঙ্গে, এক মিনিট আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আর শেষ এক মিনিট বিসিআই চিফের সঙ্গে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না– খামচে ধরেছে জেরাল্ড ওর জামার আস্তিন। বিস্ফারিত চোখে দেখছে রানাকে।

‘সত্যিই কাজ হবে?’ কণ্ঠে অবিশ্বাস।

হাসল রানা, ‘দেখাই যাক না।’

আবারও পিছনের কেবিনে এসে ঢুকল ও। চুপ করে আছে সবাই। ডিগবার্ট ঠিকভাবে শুইয়ে দিয়েছে অচেতন প্রফেসরকে। পরীক্ষা করে দেখল রানা, বড় কোনও আঘাত লাগেনি তাঁর।

ভয় কাটিয়ে নিচু স্বরে বলল সিমন্স, ‘কোথায় যাচ্ছি, রানা?’

জবাব না দিয়ে দেয়ালের হুক থেকে হেডসেট নিয়ে মাইকে বলল রানা, ‘জেরাল্ড, হোয়াইট মাউন্টেন পার্কে যেতে ডেটা দাও মেগেলানে। ওখানে একটা ক্রিক আছে, নাম ফসিল রিভার। রেঞ্জের উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে। উজানের দিকে যেতে হবে। ওখানে পাব একটা গুহা। আরও কাছে যাওয়ার পর অন্যান্য তথ্য দেব।’ কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, ‘দেখো তো কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে কি না।’

রেইডার চেক করে বলল জেরাল্ড, ‘রিফিউয়েলঙের জন্য মাটিতে নেমে গেছে কয়েকটা। কিন্তু অন্যগুলো এখনও ঘুরছে। সব মিলে আকাশে চক্কর কাটছে সাতটা ব্ল্যাকহক আর ছয়টা এ-১৪। বোধহয় উপকূলের কাছের কোনও ক্রুযার থেকে এসেছে। মনে হয় না জানে আমরা কী করছি।’ সামান্য বিরতি নিয়ে জানতে চাইল জেরাল্ড, ‘ওদেরকে কিছু বলতে হবে?’

‘হ্যাঁ। ওদের জানাও, আমাদের সঙ্গে আছে সিআইএ এজেন্ট জেম্স সিমন্স। আরও বলবে, এই মিশনের দায়িত্বে যে আছে, তাকে জানাতে হবে, আমরা জানি দানবটা কোথায় গেছে। এসবের শেষ দেখে ছাড়ব।’ ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে রানার দেহ।

আবারও সিআইএ এজেন্টের ঘাড় ধরল রানা, ঠেলে নিয়ে গেল ককপিটে। বসিয়ে দিল মেঝেতে। ‘আপাতত তোমাকে এখানে থাকতে হবে। দরকার পড়লে ওদের সঙ্গে কথা বলবে। কেমন?’

হেডসেটে বলল জেরাল্ড, 'বলছে এমনিতে সার্ভেইল্যান্স করছে। বলেছি, এসব বন্ধ করতে হবে, নইলে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে অন্য দিকে রওনা হব।'

তিক্ত হাসল রানা। আসলেই বিকৃত মনের লোক সিআইএ-র এরা। প্রথমে ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে মরতে, আর তারপর যখন মরল না ও, এখন মনে ঢুকে গেছে ভয়, তাই অভিশাপ দিচ্ছে। তাতে কিছুই যায়-আসে না ওর, ফুরিয়ে আসছে এই খেলা– হয় বাঁচবে ওই দানব, নইলে ও।

ঘুরে একবার জিনাকে দেখল রানা।

চোখে চোখে কথা হলো ওদের।

ম্লান হাসল জিনা। বুঝে গেছে, চাইলেও ঠেকাতে পারবে না রানাকে।

'এবার যোগাযোগ করতে হবে মেরিন ফোর্স হেডকোয়ার্টারে জেনারেল ম্যাকমিলানের সঙ্গে,' বলল রানা, 'উনি হয়তো জানাতে পারবেন কাছে তাঁদের কোনও ফ্যাসিলিটি আর হাসপাতাল আছে কি না।'

'ওখানে নেমে যাব আমরা? নিরাপত্তা দেবে ওরা?'

'তা চাইব না। তবে সম্ভব হলে কিছুক্ষণের জন্য নামব।'

জেরাল্ডের পাশের সিটে বসল রানা। ব্যস্ত হয়ে উঠল রেডিয়ো নিয়ে। পঁচিশ সেকেণ্ড পর পেয়েও গেল জেনারেলের এইডকে। রানা পরিচয় জানাতেই পাঁচ সেকেণ্ড পর সরাসরি লাইন দিল সে।

'মিস্টার রানা?' বজ্রপাতের আওয়াজে বিকট গর্জে উঠলেন জেনারেল। 'অনেক দিন পর!'

'শেষ আলাপ দু'মাস আগে,' বলল রানা। 'আপনার মাথায় তখনও গোটা দশেক চুল ছিল।'

'আহ্-হা, ওগুলোর কথা আর বলবেন না। এখন ছয়টা। বলুন এ নিয়ে বেঁচে থাকা যায়!'

'তো থাক্ ওই প্রসঙ্গ,' এবার সরাসরি কাজের কথায় এল রানা, 'হোয়াইট রিভার এলাকায় আপনাদের কোনও ফ্যাসিলিটি আছে?'

'আছে। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান বেস।'

'যদি ওখানে হাসপাতাল থাকে, কপ্টার নিয়ে ওখানে নামতে চাই। সম্ভব?'

'সম্ভব। মাঝারি বেস। কিন্তু হাসপাতাল অত্যন্ত আধুনিক। আপনি আহত নাকি?'

'সঙ্গে আছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনি অসুস্থ।'

'নিয়ে যান, ওই বেসের কমাণ্ডারকে জানিয়ে দিচ্ছি। সব ব্যবস্থা করে দেবে।'

'ধন্যবাদ, জেনারেল। কৃতজ্ঞ রইলাম।'

'কী যে বলেন, মিস্টার রানা, আমাদের সব ঋণ আগে শোধ করে নিই, তারপর কোনও কাজে এলে তখন কৃতজ্ঞ হবেন।'

আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে রেডিয়ো যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

আড় চোখে ওকে দেখল জেরাল্ড। 'দুনিয়ার সবার সঙ্গেই দেখি খাতির! এটা সম্ভব হলো কী করে?'

'সবার সঙ্গে নয়,' মাথা নাড়ল রানা। 'ভুলে গেলে, আমাদের পিছনে পিছনে আসছে সিআইএ?'

'হুঁ।' গম্ভীর হয়ে গেল জেরাল্ড।

'হ্যাঁ, পেয়ে গেছি!' তখনই চেঁচিয়ে উঠল ডিগবার্ট। সরিয়ে ফেলেছে বে-র বড় একটা প্যানেল। ওদিকে সারি সারি অস্ত্র।

রানা দেখল, রীতিমত যুদ্ধে নামতে তৈরি হয়ে এসেছে *পাথর ভাঙা* ডিগবার্ট। জড় করে রাখা হয়েছে গ্রেনেড, ফ্লেম থ্রোয়ার, এম-২০৩ রকেট লঞ্চড্ গ্রেনেড ও দুটো ব্যারেট রাইফেল। কম্পার্টমেণ্টের নীচে ক্রেটে ভরা অ্যামিউনিশন ও ফ্লেম থ্রোয়ারের

জন্য নাপাম ক্যানিস্টার।

ওগুলো দেখে গম্ভীর হয়ে গেল প্রাক্তন মার্শাল। বিড়বিড় করে বলল, 'দেখা যাক এবার বাঁচে কি না ওই শুয়োরের বাচ্চা!'

বত্রিশ

গভীর, আঁকাবাঁকা, পাহাড়ি ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে সাবলীল গতি তুলে ছুটে চলেছে রানাদের ব্ল্যাকহক হেলিকপ্টার, পিছনে ধেয়ে আসছে ধূসর মেঘের শক্তিশালী এক বিদ্যুৎঝড়। দুনিয়া থেকে আলাদা করে দিয়েছে রানাদেরকে। আর স্রষ্টাও যেন চাইছেন দানবের বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই গোপনই থাকুক।

আকাশে বার-বার ঝলসে উঠছে নীল বজ্রবিদ্যুৎ, একেকবার বিকট আওয়াজ তুলে বাজ পড়তেই থরথর করে কাঁপছে যান্ত্রিক ফড়িং। একটু আগে জেরাল্ডকে জানিয়ে দিয়েছে রানা, কয়েক মিনিট পর পাথুরে এক এবড়োখেবড়ো উঁচু উপত্যকায় নামাতে হবে। ওই উপত্যকার বুক চিরে গেছে এক খরস্রোতা নদী, খাড়া এক ঢাল থেকে সরাসরি গিয়ে পড়েছে সামনের খাদে।

অচেতন প্রফেসরকে মেরিন বেসের হাসপাতালে নামিয়ে আবারও রওনা হয়েছে ওরা। ওখানেই নেমে যেতে চেয়েছিল কাপুরুষ সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স, কিন্তু সে সুযোগ দেয়নি রানা। হান্টারকে ডাক্তারের পরিচর্যায় রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু ওকে ছাড়া নড়বে না বুঝে বাধ্য হয়ে ফার্স্ট এইড দিয়ে সঙ্গেই রাখতে হয়েছে। আপাতত হান্টার পাহারা দিচ্ছে জেন্স সিমন্সকে।

ওই লোক ছাড়া অন্যরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হেলিকপ্টারের ভিতর। অস্ত্র হাতে তৈরি হয়ে নিচ্ছে দানবের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের জন্য। রানা, জিনা ও তানামুরা রক্তাক্ত ও হতক্লান্ত, কিন্তু ওদের সময় নেই ক্ষত পরিচর্যার।

অবশ্য, ভারী গজ-ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জিনার ছেঁড়া কেভলার ভেস্টের জায়গাটা মেরামত করে দিয়েছে রানা। ভালভাবে আটকে দিয়েছে ইলাস্টিক স্ট্র্যাপ। এদিকে তানামুরা ও রানার ক্ষত স্যাভলন দিয়ে পরিষ্কার করে ব্যাণ্ডেজ করেছে জিনা। হান্টারেরও শরীরের কয়েক জায়গায় ব্যাণ্ডেজ। ওরা সবাই আহত।

গায়ে লেপ্টে আছে শুকনো রক্ত। এসব রক্ত যে শুধু ওদের, তা নয়, ওই দানবেরও আছে। সবার ভিতর সবচেয়ে করুণ অবস্থা রানার, সারা শরীরে মার খাওয়া কালশিটে। পোশাক দেখে যে-কেউ বলবে, এই লোককে একটা কাঠিতে বেঁধে ফসলের মাঠে দাঁড় করিয়ে দিলে সে-মাঠে আর কাকতাড়ুয়া লাগবে না!

চওড়া ও গভীর লম্বা এক ক্ষত গাল ও কপালে। ওটা কখন হয়েছিল, মনে করতে পারেনি। এখনও বেরোচ্ছে অল্প অল্প রক্ত। ব্যাণ্ডেজ করবার উপায় নেই, নইলে এক চোখে প্রায় কিছুই দেখবে না।

শেষবার লড়াইয়ের সময় বাম বাহু দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছিল দানবের থাবা, ফেটে গেছে ওই জায়গার পেশি। রক্ত পড়া থেমে গেলেও কালো হয়ে আছে ক্ষতটা। পরে বুঝেছে রানা, দানবের চামড়াও একটা অস্ত্র, লোহা ঘষার শিরিষের মত ধারালো। অবশিষ্ট গজ-ব্যাণ্ডেজ দিয়ে জায়গাটা বেঁধে দিয়েছে জিনা, আপাতত এ ছাড়া কিছু করার নেই। ওরা যদি সামনের লড়াই শেষ করে ফিরতে পারে, ওদের প্রত্যেকেরই নিতে হবে মেডিকেল সাপোর্ট।

বে থেকে ককপিটে এল রানা, বসল জেরাল্ডের পাশের সিটে

হেডসেট কানে বসে আছে টম, শুনছে অস্ত্রপাতি নিয়ে নামার তোড়জোড় করছে ডিগবার্ট, জিনা ও তানামুরা। পিছনের ঝড়ের দিকেও চোখ রেখেছে জেরাল্ড, অনেক নিচু দিয়ে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার। রেইডার বলছে, অন্যান্য হেলিকপ্টার চলেছে দক্ষিণে, সরে আছে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড় থেকে। ইণ্টারকমে রানার উদ্দেশে বলল জেরাল্ড, 'এত দ্রুত ওটা এদিকে আসতে পারবে?'

মাথা দোলাল রানা। 'হ্যাঁ, পারবে।'

তর্কে গেল না জেরাল্ড। 'ঠিক আছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো ওই গুহার দিকে।'

'নদীর আরও উজানে,' বলল রানা, 'সামনের বাঁকের পর। আমরা খুঁজে বের করব একটা জলপ্রপাত। ওটা নেমে এসেছে এক ক্লিফের খাড়া ঢাল থেকে। ওই নদীর দু'পাশে থাকবে নেকড়ের মুখের মত কিছু, বা বাঘের মুখের মত। খুঁজে নিতে সমস্যা হবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জেরাল্ড, তারপর বলল, 'একটা কথা বলবে, ওই জন্তু তো ছিল দশ বা বারো হাজার বছর আগে। তা হলে ওটা বরফ-যুগ পার করে এল কী করে?' ইণ্টারকমে তার কথা শুনছে অন্যরা।

'বরফ-যুগেও বহু জন্তু বেঁচে ছিল,' হেডসেটে বলল রানা। মনোযোগ দিয়ে খুঁজছে সামনের সব ক্লিফ। 'আর এসব দানব যে ধরনের বুদ্ধি রাখত, সহজেই বেঁচে থাকার কথা পাহাড়ি গুহায়। তা ছাড়া, মানুষের মতই প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারত এরা।' একটু পর আবারও বলল রানা, 'ওরা ছিল ফুড চেইনের চূড়ায়। শত্রু ছিল না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ঝাড়ে বংশে শেষ হয়েছে ওই বরফ-যুগেই। যখন নানানদিকে পালিয়ে গেল

অন্য সব প্রাণী, বা মরে সাফ হলো। মেরে খাওয়ার মত কিছুই পেল না এরা। নিজেদেরকে খুন করতে লাগল খাবারের অভাবে।

এ ছাড়া তো আর কোনও ব্যাখ্যা নেই।'

নদীর উজানে চলেছে হেলিকপ্টার।

'ওই গুহায় ঢোকার পর হয়তো জানব কী কারণে হারিয়ে গেছে এরা,' আবারও বলল রানা।

তখনই সামনে আঙুল তুলল জেরাল্ড। 'ওই যে!'

আকাশে থেমে গেল হেলিকপ্টার।

দক্ষিণে অনেকটা দূরে মসৃণ, খাড়া এক দেয়ালের মত ক্লিফ। আগে কখনও না এলেও পরিষ্কার জায়গাটা চিনে গেল রানা।

তিন শ' ফুট উঁচু এক উপত্যকা থেকে নীচে নেমেছে এক পাহাড়ি নদী। দু'পাশে ক্লিফের খাড়া দেয়াল। জলপ্রপাতের সত্তর বা আশি ফুট নীচে বামদিকের খাড়া দেয়ালে এক চওড়া ফাটল। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। ক্লিফের দু'দিকে এবড়োখেবড়ো বড় দুটো পাথর-স্তূপ, দেখতে অনেকটা নেকড়ের মুখের মত। সহজেই বোঝা গেল প্রাকৃতিকভাবে তৈরি নয়। হাজার হাজার বছর ধরে ক্ষয় হয়ে অনেকটা ভোঁতা হয়েছে খোদাই চিত্র। ক্লিফ থেকে ফাটল ধরে চুর-চুর হয়ে সরে গেছে গ্র্যানেট পাথর। পাথর-স্তূপের ওজন হবে অন্তত এক শ' টন।

প্রথম দর্শনে মনে হলো ওপরের ওই গুহায় পৌঁছতে পারবে না কেউ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, ক্লিফে আছে অস্পষ্ট এক ট্রেইল। তবে ক্লাইমিং ইকুইপমেন্ট না থাকলে গুহায় ওঠা সহজ হবে না ওদের জন্য। কিন্তু বনমানুষের মত করে ঠিকই ওখানে উঠতে পারবে ওই দানব।

আকাশে গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে সরে যাচ্ছে কালো-ধূসর সব মেঘ। বার-বার ঝলসে উঠছে বিদ্যুৎ। আরও বাড়তে শুরু করেছে হাওয়ার বেগ। আরও বাড়বে ঝড়ের মাতম।

আগেই দেখেছে রানা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড সঙ্গে করে এনেছে ক্লাইমিং গিয়ার। 'আমরা ওপর থেকে র‍্যাপেল করে নামব,'

জানিয়ে দিল ও। 'জলপ্রপাত থেকে আশি ফুট নীচে ওই গুহা।'

ঝোড়ো হাওয়ার বিরুদ্ধে হেলিকপ্টার স্থির রেখেছে জেরাল্ড। রওনা হয়ে গেল ওপরের উপত্যকা লক্ষ্য করে। হেডসেট খুলে বে-তে এসে ঢুকল রানা। চুপ করে সিটে বসে আছে জিনা ও তানামুরা, হাতে নতুন অস্ত্র। জিনার সঙ্গে এখন বারোটা নতুন ম্যাগাযিন ও একটা বেরেটা ৯ এমএম পিস্তল। রানা ভাল করেই বুঝল, ওই দানব ঠেকাতে কোনও কাজেই আসবে না সাইড আর্মস্। তবুও সান্ত্বনা হিসাবে ওটা নিজের কাছে রেখেছে জিনা।

ওরা বাধ্য হয়েই নানান অস্ত্র নিয়েছে, যদিও জানে, কিছুই হবে না এসবে। *পাথর ভাঙার* কাছে ওয়েদারবাই, কিন্তু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে ওই অস্ত্রের গুলি। এ কারণে সাইড আর্ম হিসাবে রেখেছে ক্যাসাল .৪৫৪ ক্যালিবারের পিস্তল। ওটা ভেদ করবে ওই দানবের চামড়া।

উপত্যকার একপাশে নিখুঁতভাবে হেলিকপ্টার নামতেই ওরা টের পেল, ওপরে বইছে জোরালো দমকা হাওয়া। মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপিয়ে দিচ্ছে হেলিকপ্টার।

এখনও তানামুরার মূল অস্ত্র বলতে সেই কাটানা– দানবকে আহত করতে উপযুক্ত অস্ত্র ওটা। এ ছাড়া, ওর রয়েছে বেরেটো সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, ছয়টি ফসফরাস হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও ভারী একটা রাইফেল।

বে-তে এসে ঢুকল জেরাল্ড। ওর ইশারায় বামদিকের দরজা খুলে দিল ডিগবার্ট।

সামনে বাড়ল রানা, পিঠে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে নামিয়ে দিল জেন্স সিমন্সকে। ভয়ে কাঁপছে লোকটার দুই হাঁটু। অফিসে বসে পদোন্নতি পেয়ে পেয়ে উঁচু অফিসার হয়েছে, কিন্তু নিজে কখনও বড় কোনও বিপদের মুখোমুখি হয়নি। হেলিকপ্টারের মেঝে থেকে একটা এম-১৬ রাইফেল ও কয়েকটা ম্যাগাযিন নিয়ে তার হাতে

ধরিয়ে দিল রানা। ভাল করেই জানে, এত সাহস হবে না যে ওদের ওপর হামলা করবে এই লোক।

'খেলা শুরু,' বলল রানা, 'আমাদের সঙ্গে ঢুকবে ওই গুহায়, তারপর শুধু মজা আর মজা!'

আপত্তির সুরে বক্তব্য শুরু করেছিল সিমন্স, কিন্তু রানার লালচে চোখ দেখে খপ্ করে বন্ধ করল মুখ।

বে-র মেঝে থেকে .৫০ ক্যালিবারের প্রকাণ্ড হ্যারিস এম-৯৮ ব্রাউনিং স্নাইপার রাইফেল নিল রানা। দৈর্ঘ্যে ওটা চার ফুটেরও বেশি। তিন ভাগের দু'ভাগই ব্যারেল, কাজে ব্যারেট রাইফেলের মতই। গুলি লাগাতে পারে দু'হাজার গজ দূরের টার্গেটে। ব্যারেল থেকে বেরোবার সময় গুলির ভেলোসিটি প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ হাজার ফুট। ব্যারেটের মতই ফুটো করবে এক ইঞ্চি পুরু স্টিলের প্লেট। কিন্তু অপ্রশস্ত গুহায় ঝামেলা হবে লম্বা ব্যারেল নিয়ে।

টুলকিট থেকে রেঞ্চ নিল রানা, ওটা ব্যবহার করে খুলে ফেলল ভারী ব্যারেলের শেষ সতেরো ইঞ্চি নল। ওই অংশ ছিল লং-রেঞ্জে নিখুঁতভাবে গুলি করবার জন্য। আপাতত দূর-পাল্লায় লক্ষ্যভেদ করতে হবে না।

এই ব্রাউনিং রাইফেল আগে ব্যবহার করেনি রানা, কিন্তু দ্বিধা না করে খুলে ফেলল স্কোপ ও শোল্ডার স্টক। থাকল শুধু পিস্তল গ্রিপ। কাজটা শেষ করতে লাগল সব মিলে দুই মিনিট খাটো একটা রাইফেলে দাঁড়াল অস্ত্রটা, কিন্তু শক্তি ভয়ঙ্কর এবার ক্রেট থেকে পাঁচ সেকেণ্ডের ফসফরাস ফিউযওয়ালা দুটো থারমাইট গ্রেনেড তুলে ঝুলিয়ে নিল বেল্টে।

'চলো, যাওয়া যাক?' রানাকে বলল জেরাল্ড ছোট্ট একটা রেডিয়ো তার হাতে, চালু করল ফ্রিকোয়েন্সি বিকন। রেডিয়োটা রেখে দিল হেলিকপ্টারে।

মাথা দোলাল রানা, বুঝে গেছে কী করেছে জেরাল্ড 'ঝড়

বাড়ার আগেই নেমে যেতে হবে গুহায়,' বলল ও, 'জেরাল্ড, প্রথমে নামব আমি। তারপর জেন্স সিমন্স। এরপর তুমি, ডিগবার্ট, তানামুরা ও সবার শেষে জিনা। ওই দানব কাছাকাছি থাকলে আগেই সতর্ক করতে পারব তোমাদেরকে। এদিকে কপ্টার পাহারা দেবে হান্টার।'

ধীরে ধীরে উঠে দরজার পাশে গিয়ে বসল আহত হান্টার।

'ওখানে হয়তো ওই দানবের পূর্বপুরুষদের কবর,' মন্তব্য করল রানা।

কেউ কিছু বলল না, থমথম করছে মুখ।

জেরাল্ডের কাঁধে ওয়েদারবাই, অন্য হাতে ছোট এক পুটুলি ভরা ফ্লেয়ার। ডিগবার্ট কপ্টার থেকে র‍্যাপেল রোপ নীচে নামিয়ে দেয়ার পর উপত্যকার কিনারা থেকে নেমে গেল রানা।

দশ মিনিটে গুহার মেঝেতে নামল সবাই।

সাধারণ গুহা নয়, এই সুড়ঙ্গপথ গেছে পাহাড়ের অনেক গভীরে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেন ওপর থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পানি, কিন্তু বাস্তবে ওই হালকা শব্দ তুলে পুড়তে শুরু করেছে ফ্লেয়ারের গন্ধক। ওই লালচে আলোয় সামনে পা বাড়াল ওরা।

অবশ্য কয়েক পা গিয়ে থামল রানা, বসে পড়ে দেখল মেঝে।

হ্যাঁ, পৌঁছে গেছে ওই দানব।

পাথরের মেঝেতে কালচে রক্ত।

তিক্ত হাসল রানা। ঠিকই ধরেছে, বিশ্রাম নিতে পূর্বপুরুষের আদি আস্তানায় ফিরে এসেছে ওটা। ভেবেছে, ধাওয়া করলেও এখানে তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।

ডেমিয়েন, তোর চাই মানুষের রক্ত, মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও মাংস, ভাবল রানা। কিন্তু তোকে বাঁচতে দেব না, নইলে সুস্থ হয়েই আবারও মানুষ খুন করতে বেরোবি তুই।

এখানেই শেষ করতে হবে এই লড়াই। যেমন করে হোক।

খুব নিচু স্বরে বলল জেরাল্ড, 'কী মনে হয়, রানা– এসেছে?'

দূরের আঁধারে চোখ রাখল রানা। 'হ্যাঁ। পৌঁছেছে আমাদের সামান্য আগে। চলে গেছে সুড়ঙ্গের আরও গভীরে।'

'বুঝলে কী করে, বাছা?' পিছন থেকে জানতে চাইল *পাথর ভাঙা।*

'অনেক জন্তু ঠিক যেখানে জন্মায়, আবারও ফিরে যায় সেখানে,' বলল রানা, 'নতুন কিছু নয়, এটা ঘটে তাদের জেনেটিক কোডের কারণে।' মেঝে ছেড়ে উঠে সামনে আলো ফেলে এগোতে লাগল রানা।

ওর পিছনে চলেছে সবাই।

একটু পর প্রশস্ত হয়ে উঠল সুড়ঙ্গ। নানানদিকে গেছে বেশ কিছু অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ। কোনও কোনোটা সরু, আবার কোনোটা যথেষ্ট চওড়া। ছায়া-আঁধারি তৈরি করছে ফ্লেয়ার, সেই লালচে আলোয় নতুন করে ট্র্যাক করছে রানা। বুঝে গেছে, গোলকধাঁধার মত এই পাহাড়ে পরিচিত পথে চলেছে ওটা। নীচে নামছে পাথুরে মেঝে, জায়গায় জায়গায় কালো রক্তের ফোঁটা। এদিক বা ওদিক না গিয়ে সরাসরি হেঁটে গেছে দানব।

রানা যা ভেবেছিল, আঁধারে অনেক তীক্ষ্ণ ওটার দৃষ্টিশক্তি। আঁধার থেকে হামলা করলে হয়তো মস্ত বিপদে পড়বে ওরা।

'এক মিনিট,' হাত তুলল রানা।

দম আটকে ফেলল সবাই।

'কী, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল জেরাল্ড।

চুপ করে আঁধারে চেয়ে আছে রানা।

ফাটল ধরা মেঝে, দু'দেয়াল ও ছাতের এই সুড়ঙ্গে হিসহিস আওয়াজে পুড়ছে ফ্লেয়ার। 'ওটা সামনে কোথাও আছে,' কয়েক সেকেণ্ড পর বলল রানা। 'চিৎকার শুনেছি।'

সামনে বেড়ে নিচু স্বরে বলল তানামুরা, ‘কী শুনলেন? আমি তো কিছুই শুনিনি।’

‘অনেক দূরে ছিল আবছা আওয়াজ,’ বলল রানা, ‘এক মাইল বা আরও দূর থেকে এসেছে।’

‘জিসাস ক্রাইস্ট, রানা!’ কাঁপা গলায় বলল সিমন্স। ‘ওদিকে যাওয়া মোটেও বুদ্ধিমানের কাজ নয়! তার চেয়ে এসো বোমা মেরে উড়িয়ে দিই পাহাড়! ভেবে দেখো, দরকার কী মুখোমুখি হওয়ার? ওটা...’

‘এখন বড্ড ভয় লাগছে, না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘হ্যাঁ!’ নির্দ্বিধায় স্বীকার করল সিআইএ এজেন্ট।

‘এ কারণেই তোমার মত নির্লজ্জ কাপুরুষদেরকে কখনও পছন্দ করতে পারিনি,’ তিক্ত কণ্ঠে বলল রানা, ‘নির্দ্বিধায় এক শ’জনকে পাঠিয়ে দেবে মরতে, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখবে নিজের চামড়াটা!’ আস্তে করে মাথা নাড়ল রানা। ‘কার বাঁচা উচিত বা কার উচিত নয়, সে-সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার কে দিয়েছে তোমাকে?’

রানার কঠোর কণ্ঠ থেমে যাওয়ার পর নৈঃশব্দ্য নেমেছে সুড়ঙ্গে। ওই থমথমে পরিবেশে আবারও কথা বলে উঠল রানা, ‘সিমন্স, মনে রেখো, এ পর্যন্ত যত অপরাধ করেছ আমাদের প্রতি, সেজন্য সমস্ত দায় তোমাকে নিতে হবে, মাফ পাবে না আমাদের কাছ থেকে।’

ঘুরে চেয়ে রানা দেখল, সিআইএ এজেন্টের দু’কাঁধ ধরে সামনে ঠেলে দিল হ্যাঙ্ক ডিগবার্ট। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘দেশের জন্য কাজ করবে বলে শপথ নিয়েছ সিআইএ-তে, কাজেই সামনে বাড়ো, সিমন্স, সামনে বাড়ো!’

রওনা হয়ে গেল ওরা।

অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর মেঝে হয়ে উঠল ফাটল ধরা

সিঁড়ির মত। তারপর ক্রমেই আরও সরু হলো ধাপ।

নিঃশব্দে চলেছে রানা। এখন দেখছে না দু'দিকের ছায়া। দু'পাশে চেপে এসেছে দেয়াল। ওরা যেন ঢুকে পড়েছে পুরনো আমলের রাজপ্রাসাদের কানাগলিতে, সামনে চিপা কোনও ঘরের মেঝেতে শুইয়ে ওদের কল্লা নেবে জল্লাদ। অনেক দূরে টিমটিমে আবছা সাদা আলো দেখল রানা। ওখানে বাঁক নিয়ে আরেক দিকে গেছে সুড়ঙ্গ। সামনের অংশটা ঘুটঘুটে আঁধার।

ফ্লেয়ার তুলে লালচে আলো দু'দিকে ফেলল রানা।

ছোট ছোট জোঁকে ভরা পাশের দুই দেয়াল।

অনেক তপ্ত হয়ে উঠেছে সুড়ঙ্গের আবহাওয়া।

রানা বুঝল, ওরা চলে এসেছে পাহাড়ের অনেক গভীরে।

সুড়ঙ্গ-মুখ থেকে অন্তত তিন মাইল ভেতরে।

সামনেই বোধহয় প্রকাণ্ড কোনও গুহা, সেখানে গিয়ে শেষ হবে এসব সুড়ঙ্গপথ।

আগেও এ ধরনের সুড়ঙ্গে ঢুকেছে রানা। বেশিরভাগ সময় শেষদিকে থাকে বড় কোনও গুহা।

সুড়ঙ্গের বাঁকে না থেমে ওদিকে পা বাড়াল ওরা।

সত্যি সামনে মস্ত বড় এক গুহা।

ছাত থেকে নেমে এসেছে প্রকাণ্ড সব স্ট্যালাগমাইট।

আরও বিস্ময়কর, বিশাল গুহার দেয়ালে দেয়ালে সবজেটে সব তৈলচিত্র।

সেজন্য নয়, অন্য কারণে চমকে গেল রানা।

প্রকাণ্ড এই গুহা স্টেডিয়ামের মত। চারপাশে হাড়ের তৈরি একের পর এক উঁচু স্তূপ। রানার মন বলল, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাতাল জল্লাদখানায় এসে হাজির হয়েছে ওরা।

হয়তো আদিম কাল থেকেই এখানে রয়েছে রক্তের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, মনে করিয়ে দিচ্ছে নিশ্চিত মৃত্যুর কথা। ওদের

দিকে যেন তাক করা হয়েছে অভিযোগের লক্ষ লক্ষ আঙুল। দৈত্যের কঙ্কাল যেন নীরবে বলছে: কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে না তোমরা! কোত্থাও না!

প্রায় প্রতিটি কঙ্কালের করোটির তালু ডাবিয়ে দেয়া হয়েছে প্রচণ্ড আঘাতে, বা ভেঙে দেয়া হয়েছে মেরুদণ্ড।

নীরবে একবার মাথা দোলাল রানা। বুঝে গেছে, কী কারণে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে এইসব ভয়ঙ্কর প্রাণী। ছোট ছোট সব ছায়া ভরা গুহার মত কুঠুরি নানানদিকে। ওখানেও জড় করে রাখা হয়েছে অসংখ্য হাড়। কোনও কোনও কঙ্কাল লড়াই করতে করতেই মারা গেছে।

একদম চুপ হয়ে গেছে ওরা, সুড়ঙ্গে ঢুকবার আগে হেলিকপ্টারে রানা যা বলেছিল, তা নিয়ে ভাবছে।

ফুড চেইনের সবচেয়ে ওপরে ছিল এসব দৈত্য।

দরকার পড়লে যেকোনও প্রাণীকে খুন করে খেত।

কিন্তু তারপর একসময় শুরু হলো বরফ-যুগ। হারিয়ে যেতে লাগল খাবার।

ক্ষুধার কারণে ভাগ হয়ে গেল তারা কয়েকটা দলে।

শুরু হলো নিজেদের ভিতর লড়াই।

দেয়ালে দেয়ালে তৈলচিত্র দেখছে রানা।

হ্যাঁ, এরা যে শুধু নরখাদক ছিল, তা-ই নয়, নিজেদের দলের মৃত দানবের লাশও খেত। শেষদিকে হয়তো বেঁচে ছিল দু'চারজন। তারা কষ্ট করে অন্য প্রাণী খুঁজতে যায়নি, দলের দুর্বল দানবকে ধরে খেয়ে নিয়েছে পেট পুরে। হয়তো শেষে দানবদের এই পাহাড়ি বসতবাড়ি বা কবরস্তানে রয়ে গিয়েছিল মাত্র একটা দানব, কিন্তু এরপর একদিন মরতে হলো তাকেও।

অপ্রাকৃত, বেসুরো কণ্ঠে বলল জেরাল্ড, 'এখন আমরা জানি কী হয়েছিল। খিদের জ্বালায় নিজেদের খেয়ে শেষ করেছে এরা।

কে জানে, হয়তো মাত্র কয়েক দিনে শেষ হয়েছে হাজার হাজার দানব। বোধহয় দেখার মত ছিল ওসব লড়াই।'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল তানামুরা। ভুতুড়ে গুহায় উঁচু সব স্তূপে ফাটল ধরা বা ভাঙা সব হাড়, করোটি, মেরুদণ্ড। ফ্লেয়ারের লালচে আলোয় অদ্ভুত লাগছে দেখতে। নীরবে চেয়ে আছে ওদের দিকে হাজারো শূন্য অক্ষিকোটর।

'এরা যদি দল বেঁধে থাকত, মানুষের সাধ্য ছিল না যে পৃথিবী শাসন করবে,' নিচু স্বরে বলল তানামুরা।

'মনে নেই খনিতে প্রফেসরের কথা?' বলল জিনা, 'যতটা মনে আছে, তাঁর কথা ছিল: ওই দানবের পূর্বপুরুষরা বহু কাল ধরে যুক্তি বা সচেতন চিন্তার বদলে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে সহজাত প্রবৃত্তিকে, শিকারের দক্ষতা ও শারীরিক শক্তি বাড়িয়ে নেয়ায়, ফলে হয়ে উঠেছে অসচেতন মগজের প্রাণী। সামান্য কিছুতেই খুন-খারাবি করত। দয়া ও ভালবাসার অনুভূতিহীন... ছিল শুধু ইচ্ছে। যা খুশি করত, কারণ তাদের ছিল ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ করত না মনকে। খুশি হতো খুন করতে পারলে। আসলে সবসময় তা-ই চেয়েছে। ইচ্ছেপূরণ ছিল খুব জরুরি। অবদমিত ইচ্ছে আদিম মানুষের মত। যা খুশি তাই পেতে চেয়েছে, না পেয়ে থামত না। এরা ছিল মানুষের চেয়ে অনেক দক্ষ শিকারি। মনে রাগ জাগলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত।' কাঁধ ঝাঁকাল জিনা। 'আমরা মানুষেরা নিজেদেরকে বদলে নিয়েছি, কিন্তু ওরা পারেনি।'

'কাজেই নিজেদের মেরে সাফ করেছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট। 'ভাগ্যিস মরেছে! নইলে আমরা...' চুপ হয়ে গেল সে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'কাজেই বুঝে নাও সবাই, সামনের ওই দানব আসলে কী! খুব সাবধান!'

সামনে বাড়ল তানামুরা, ফ্লেয়ার জ্বেলে রেখে দিল ওপরের এক তাকে। ওখান থেকে বাড়তি আলো দেবে ওটা। ঝট্ করে

সরে গেল অন্ধকার।

নীরবে আবারও সামনে বাড়ল ওরা।

কিছুদূর গিয়ে পরিচিত গন্ধ পেয়ে থমকে গেল রানা, উবু হয়ে দেখল মেঝে। সামনে থকথক করছে কালো কী যেন। আঙুলে সামান্য তুলল রানা, নাকের কাছে নিল। নিচু স্বরে বলল, 'তেল।' ওর পাশে এসে থেমেছে জিনা। 'তোমার ফ্লেয়ার আমার হাতে দিয়ে পিছিয়ে যাও,' হাত বাড়িয়ে দিল রানা। ফ্লেয়ার পেয়ে যেতেই অপেক্ষা করল, জিনা পিছিয়ে যেতে নিজেও পিছাল। জ্বলন্ত ফ্লেয়ার ফেলল তেলের সরোবরে।

জোরালো হুইশ্ আওয়াজ তুলে দপ্ করে দাউ-দাউ আগুন জ্বলে উঠল অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামে, চারপাশ হয়ে উঠল প্রায় দিনের মত ফকফকা ম্লান হয়ে গেল ওদের হাতের ফ্লেয়ার। পরিষ্কার দেখল, হাজার হাজার বছর ধরে চার দেয়ালে সবুজ রঙে আঁকা অসংখ্য চিত্র। ছুটে চলেছে একদল দানব, লাফিয়ে উঠছে, শিকার করছে, খতম করছে মস্ত বড় সব প্রাণী বা খুন করছে একদল মানুষকে তাড়া দিয়ে ক্লিফ থেকে ফেলে দেয়া হচ্ছে একপাল বাফেলো বা হরিণকে। শিকারিদের পরনে রুক্ষ চামড়ার পোশাক কিন্তু কোনও পরিবার বা সামাজিকতা নেই কোনও চিত্রে এসব চিত্র শুধু শিকার ও খুনের। গপ্গপ্ করে মাংস খাচ্ছে একদল দৈত্য দলের কেউ মারা গেলে খেয়ে ফেলা হচ্ছে তার লাশ

আসলে তাদের মন বা সচেতনতা বলতে কিছুই ছিল না। রক্ত ও মাংস মানেই তা খেতে হবে। কার মাংস, তা জানার প্রয়োজন নেই

এসব দৃশ্য মনোযোগ দিয়ে রানা দেখল, মস্ত এই গুহায় এসে ঢুকেছে কমপক্ষে বারোটা সুড়ঙ্গ ভেবেছিল এমনই হবে আগে বোধহয় আরও অনেক পথ ছিল, পরে হাজার হাজার বছর ধরে

পাহাড়ের অবস্থান বদলে যাওয়ায় ধসে বা বুজে গেছে সেসব সুড়ঙ্গের ছাত।

সবাই একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে একটু স্বস্তি পেল রানা। খুঁজতে শুরু করল ট্র্যাক। কিছুক্ষণ পর পেয়ে গেল কোন্ জায়গা দিয়ে হেঁটে গেছে ডেমিয়েন। বার-বার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওটা, যেন ভীষণ বিস্মিত। সুড়ঙ্গের মুখে যে অস্পষ্ট চিৎকার শুনেছিল রানা, সেই কথা ভেবে ওর মনে হলো, অন্যদের এই পরিণতি দেখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে ডেমিয়েন

ডক্টর গ্রেবারের পাওয়া দানবের কাছ থেকে যে জেনেটিক মেমোরি পেয়েছে সে, সেখানে কোনও মস্ত লড়াইয়ের কথা নেই, কারণ তার আগেই মারা পড়েছে ওই দানব। হয়তো এখানে এসে ডেমিয়েনের মনে হয়েছিল, ওকে আদর করে গ্রহণ করবে ওর ভাইয়েরা। কিন্তু, প্রকৃতি অনেক আগেই নিজ হাতে সে সম্ভাবনা নষ্ট করে দিয়েছে বরফ-যুগ এনে। আর অনেক পরে আমেরিকান উন্মাদ-বিজ্ঞানী ডেভিড গ্রেবার সাহায্য করেছে ডেমিয়েনকে বদলে যেতে। তখন আর সুষ্ঠু জেনেটিক কোডিং পাওয়ার উপায় ছিল না তার।

নিজের মত একদল ভাইকে পাবে ভেবে এখানে এসে হাজারে হাজারে হাড় পেয়েছে সে। বুঝে গেছে, আর কেউ নেই! তখনই মনে হয়েছে, আর কেউ তো নেই, কাজেই সুস্থ হয়ে উঠে আবারও বেরিয়ে যাবে এখান থেকে, খুন করবে যাকে সামনে পাবে।

এতে বাড়তি সুবিধা হবে, ভাবল রানা। সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্যথায় টনটন করছে সারা দেহের পেশি। ঝেড়ে ফেলল ভুরুর ঘাম। এই গুহার ভিতরে আবহাওয়া কেমন যেন বদ্ধ, অনেক বেশি আর্দ্র। দরদর করে ঘামছে সবাই। জিনার ঘাড়ের কাছে সপ্-সপ্ করছে চুল পকেট থেকে রুমাল নিয়ে মাথায় বেঁধে নিল সে। ঘামে কালো হয়ে গেছে ব্যাটল ড্রেস। অন্যদের অবস্থাও

ভাল নয়।

ব্রাউনিঙের বোল্ট টেনে চেম্বারে ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের .৫০ ক্যালিবারের বুলেট ঢোকাল রানা, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি ট্র্যাক শুরু করব। সতর্ক থাকবে তোমরা। এই এলাকা ভাল করেই চেনে সে। ধরে নিতে পারো, সুযোগমত বিপদে ফেলবে। ওপরের দিকেও চোখ রাখতে হবে। প্রয়োজনে যেন ঝট্ করে গুলি করতে পারো। সামনে থেকে তেড়ে এলে, অন্যরা সাহায্য করবে আক্রান্তকে।'

তখনই রাগী, জান্তব, আহত এক বিকট গর্জন ভেসে এল গুহার ভেতর থেকে। বদ্ধ জায়গায় ওই আওয়াজ মনে হলো প্রচণ্ড জোরালো।

চোখ তুলে রানা বুঝতে চাইল, কোথা থেকে এল ওই হুঙ্কার। চট্ করে দেখে নিল জিনাকে।

শক্ত করে ব্যারেট ধরেছে মেয়েটা, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। চেম্বারে ভরে নিল বুলেট। কোমর পেরিয়ে ঝুলছে দীর্ঘ ব্যারেল। ট্রিগারে আঙুল। দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্তির মত। কিন্তু দানবের গর্জনের ভয়ানক গুড়-গুড় শব্দে থরথর করে কাঁপছে সিআইএ এজেন্ট জেন্স সিমন্স।

কাঁধ ধরে তাকে সামনে বাড়াল রানা।

ছড়িয়ে পড়ে এগোতে শুরু করেছে অন্যরা।

'থামার উপায় নেই, সিমন্স, জায়গাটা তেমন ভাল নয়, কি মনে হয়?' জানতে চাইল রানা।

কাঁপতে কাঁপতে রানার সামনে কয়েক পা গিয়ে আবারও পিছিয়ে পড়তে চাইল জেন্স সিমন্স।

হলরুমের চেয়েও বড় এই গুহায় অনায়াসেই দশ ফুট জায়গা মাঝে রেখে এগোতে পারবে সবাই। কিন্তু জ্বলন্ত তেলকূপের আগুনের কমলা আলো বা হাতের লালচে ফ্লেয়ার যথেষ্ট

আলোকিত করেনি এই মস্ত, আদিম ক্যাথিড্রালকে।

দেয়ালের নানানদিকে বিভিন্ন উচ্চতায় একের পর এক তাক, আর মেঝেতে ঝুরঝুরে পাথরের স্তূপ। এসবের মাঝ দিয়ে হঠাৎ ওটা হামলা করলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা। অনেক তাক রয়েছে যেগুলো গিয়ে মিশেছে ওপরের প্যাসেজ ও সুড়ঙ্গে। ওদিকটা একেবারেই অন্ধকার। এবং বিপজ্জনক।

সামনে বাড়ল রানা, কোনও আওয়াজ পেলেই আরও সতর্ক হবে। ভাল করেই বুঝে গেছে, ওদের উপস্থিতি গোপন নেই ডেমিয়েনের কাছে। ওর কাজ এখন শুধু ট্র্যাক করা নয়, ঠেকাতে হবে হামলা।

হ্যাঁ, এমন নয় যে চট্ করে দেখতে পাবে তেড়ে আসছে ওই দানব। রানা নিশ্চিত, হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর হিংস্রতা নিয়ে ওদের মাঝে হাজির হবে ওটা, চাইবে প্রথম হামলাতেই সব ক'জনকে শেষ করতে। গতি তার ছুটন্ত সিংহের চেয়েও বেশি। এদিকে নিজেদের গায়ে যেন গুলি না লাগে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কপাল থেকে ভুরু পেরিয়ে চোখে নামল ঘাম, মুখ মুছল রানা।

প্রায় নিঃশব্দে সামনে বাড়ছে সবাই।

রানার একপাশ থেকে বলল ডিগবার্ট, 'ওটা অ্যামবুশ করবে না তো, বাছা?'

'তা-ই করবে,' বলল রানা। আশপাশের তাক দেখে নিল।

'ভাল হতো না আমাদের কেউ পিছন থেকে কাভার দিলে?' বলল প্রাক্তন মার্শাল, 'সেক্ষেত্রে সে আগেই দেখবে হামলা করছে ওটা। সেই সুযোগে গুলি করতে পারব আমরা।'

'মন্দ হয় না,' বলল রানা। নিজেও ভেবেছিল এ কথা বলবে, কিন্তু পরে গিলে ফেলেছে কথাটা। আসলে পিছনে যে রয়ে যাবে, তার ওপর হামলা করা অনেক সহজ হবে ওটার জন্য।

এ কথাই বলল রানা ডিগবার্টকে।

'ঝুঁকি তো আছেই,' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে বলল *পাথর ভাঙা*। 'কিন্তু আমার আপত্তি নেই ঝুঁকি নিতে। নইলে আমাদের ওপর চড়াও হলে নিজেদের দিকেও গুলি করব আমরা, বাছা। তার চেয়ে ঢের ভাল পেছন থেকে একজন চোখ রাখুক নানানদিকে।'

চট্ করে জেরাল্ডের দিকে চাইল রানা।

মুখ থেকে ঘাম মুছে মাথা দোলাল ডেপুটি মার্শাল। 'ঠিক আছে, আপাতত পিছনে থাকো, ডিগ। আমরা পিছন থেকে গুলি করব ওটাকে। আমিও থাকছি তোমার পাশে। হামলা করা সহজ হবে না ওটার জন্যে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। বুদ্ধিটা ভাল। দেখল, সম্মতি দিয়ে মাথা নাড়ছে তানামুরা। দশ সেকেণ্ড পর আবার সামনে বাড়ল ওরা।

সা- -ন সামনে চলেছে রানা।

ওয়েদারবাই রাইফেল হাতে পিছনে জেরাল্ড ও ডিগবার্ট।

আগের চেয়ে সামান্য নিরাপদ বোধ করছে রানা।

সামনের সব তাকে চোখ রাখছে পিছনের দু'জন।

কিন্তু খচ-খচ করছে রানার মন। কী যেন এড়িয়ে যাচ্ছে ওর চোখ! অন্তর বলছে, এরপর যা ঘটবে, তা আগে ভাবেনি ও!

ওই দানবের সঙ্গে যতবার লড়াই হয়েছে, সেগুলো নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে রানা। ওটার সব কৌশল বা সহজাত প্রবৃত্তি খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে। বার-বার একই কৌশল কাজে লাগিয়েছে; হামলা করেছে উঁচু জায়গা থেকে। তখন ঝট্ করে সরে যাওয়ার উপায় ছিল না ওদের। খোলা জায়গা না পেলে হামলা করেনি। সবসময় আক্রমণ করেছে অন্ধকার এলাকা বা পাহাড়ি জমির ফাটল ধরা অংশে। ঝট্ করে আক্রমণ করেই আবারও সরে গেছে। প্রতিবার সুযোগ নিয়েছে সবার দ্বিধার। কিন্তু এ মুহূর্তে

পাহাড়ি গুহায় সেই সুযোগ তার নেই।

একটা কথা ভাল করেই বুঝে গেছে রানা, ওই দানব আক্রমণ করবে সামনের বা দু'পাশের কোনও তাক থেকে।

শত শত ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এই পাতাল-গুহায় আলো নেই বললেই চলে, চারপাশে আবছা আঁধার।

একবার থেমে আবারও রওনা হলো রানা। জানে, কাছেই আছে ওটা।

দূর থেকে হামলা করবে সে সুযোগ তার নেই।

তা ছাড়া, হাতের কাছে শিকার দেখলে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না ডেমিয়েন।

ওপরের কোনও তাক থেকে এখন চেয়ে আছে ওদের দিকে, ভাবল রানা। সে আছে খুবই কাছে, দেখছে নীরবে।

ওরা এগোলেই নেমে এসে হামলা করবে পিছন থেকে। গতি বিদ্যুতের ঝিলিকের মত। বদ্ধ বাতাসে থাকবে ভয়ঙ্কর এক গর্জন। কোনও সুযোগই দেবে না কাউকে।

কাজেই খুব সাবধান– নিজেকে বলল রানা।

দলের অন্যরা যে অসাবধান, তা নয়। নাগালে পেলেই গুলি চালাবে দানবের পেট-বুক-গলা-মাথায়।

এই লড়াইয়ে লাগবে রানার সারাজীবনের সমস্ত দক্ষতা। আহত করে ওটাকে বন্দি করবে, তা নয়, লড়বেই শুধু খুন করতে দেয়াল দেখে নিয়ে বলল রানা, 'আরও আলো চাই। ফ্লেয়ার জ্বালো।'

সামনের দলের চেয়ে পুরো চল্লিশ ফুট পিছনে জেরাল্ড ও ডিগবার্ট। ছয়টা ফ্লেয়ার জ্বেলে নানানদিকে ফেলা হলো উজ্জ্বল লালচে-সাদা আলো। পরিষ্কার দেখা গেল গুহা ও সুড়ঙ্গের একটা বড় অংশ। যদিও গভীর ছায়ায় রয়ে গেল বেশিরভাগ তাক। আলোকিত হয়ে উঠেছে কুঠুরির মত সব জায়গা।

আনমনে মৃদু হাসল রানা। ঠিক করেছে, ব্যবহার করবে আরেকটা কৌশল।

হ্যাঁ, আলো কমবে সেজন্য অপেক্ষা করবে ওই দানব। মনে আশা: আঁধার নামলে সেই সুযোগে হামলা করবে। ভাববে, তার ভয়ে আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে এগোবে ওরা।

কিন্তু তা না করে উল্টোটা করবে ওরা, লড়াই পৌঁছে দেবে তার কাছে।

'চারপাশে চোখ রাখো,' বলে মাঝারি এক বোল্ডারে উঠল রানা। ওই পাথর থেকে উঠে গেল গুহার মাঝের একটা তাকে। 'তাড়িয়ে ওটাকে বের করতে চাই।'

কোনও কথা না বলে দুই হ্যামার কক করে হাতি-মারা রাইফেল তৈরি রাখল ডিগবার্ট। একই কাজ করল জেরাল্ড। দু'জন দু'পাশে লক্ষ্য রাখছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। গলা তুলে সতর্ক করল, 'রানা, সাবধান! খুব দ্রুত ওটা!'

'জানি।' সাবধানে আরও ওপরের তাকে উঠল রানা, হাতে মিনি লাইট। ফ্লেয়ারের চেয়ে কম আলো দিল না ওটা। মাঝের ও নীচের করিডোরের মত সুড়ঙ্গ বা উল্টো দিকের তাক ভাসিয়ে দিল ঝকঝকে আলোয়।

ওদিকে কেউ নেই।

ভুরু কুঁচকে গেল রানার। ভাল করেই জানে, কাছেই আছে ওটা। হামলা করবে এখুনি। গোলাগুলির আওয়াজে ভরে উঠবে গুহা। সে লড়াই হবে প্রাণপণ ও বন্য। মঞ্চের মত একটা পাথরে উঠল ও। সাবধানে পা বাড়াল সামনে। ক্লিক আওয়াজে অফ করে দিল ব্রাউনিঙের সেফটি ক্যাচ

তৈরি রানা। একবার ভাবল অপেক্ষা করে বিরক্ত করে তুলবে কি না। না, তা সম্ভব নয় বড়জোর পনেরো মিনিট জ্বলবে ফ্লেয়ার, তারপর নিভে যাবে তা হলে মস্ত বিপদে পড়বে ওরা।

তার আগেই তাড়া দিয়ে বের করতে হবে ওটাকে। প্রথম হামলার সময় গুলি করে ঠেলে দিতে হবে করিডোরের মত জায়গায়, সেক্ষেত্রে অনায়াসেই লক্ষ্যভেদ করতে পারবে অন্যরা। তবে যতই দক্ষ হোক বা নির্ভীক, হয়তো খুব কাছ থেকে ওটাকে গুলি করতে পারবে না কেউ। ওদের চেয়ে অনেক বেশি গতি ওটার।

সামনের তাকে কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার। অপেক্ষা করছে রানা। ছোট-বড় সব বোল্ডারের ওদিকে থাকলে বিরক্ত করে তুলতে পারবে দানবটাকে। সেক্ষেত্রে হয়তো দেরি না করে হামলা করবে ওটা।

তিল তিল করে পেরোচ্ছে সময়। কপাল বেয়ে ভুরুর ভিতরে ঢুকছে ঘাম, তারপর নামছে চোখে। পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার রাখছে রানা। কোথাও কোনও আওয়াজ নেই।

এবার হামলা কর্! মনে মনে বলল রানা।

এত দেরি কীসের!

আয়!

বেশ, তুই অপেক্ষা কর্, আমিই আসি!

নিঃশব্দে এগোল রানা। সামনের কোনা ঘুরে যেতে হবে ওদিকে। সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল ওর ঘাড়ের সব ক'টা খাটো রোম। সতর্ক করছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। বরফের মূর্তির মত থমকে গেল রানা

হয়তো আর মাত্র দুই সেকেণ্ড, তারপর হামলা করবে ওটা!

বাম হাতে বাতি সামনে বাড়াল রানা, পিছিয়ে গেল সামান্য, কুঁজো হয়ে গেছে পিঠ, একটু ভাঁজ করল দু'পা। বাঁকের ওদিকে ওটা থাকুক বা না থাকুক, নিষ্ঠুরভাবে ওকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে ওর ইন্দ্রিয়। এভাবে চললে কিছুক্ষণ পর আর নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

নিঃশব্দে বড় করে দম নিল রানা, তারপর দেরি না করে তিন

কদমে পেরিয়ে গেল কোনা। বসে পড়ল হাঁটুর ওপর ভর করে, হাতে তৈরি ব্রাউনিং রাইফেল। থমকে গেল। না, এদিকে নেই দানব! তিক্ত হয়ে গেল মন। বার-বার এভাবে বোকা বনলে আত্মবিশ্বাস বলতে কিছুই থাকবে না!

কিন্তু একটু আগেও ছিল ওটা!

থমকে থাকা বাতাসে এখনও ওটার গায়ের বোটকা গন্ধ!

বারো পা সামনে বেড়ে বিধ্বস্ত এক অ্যালকোভের কাছে থামল রানা। সামনের ছাত থেকে ভেঙে পড়েছে ছোট-বড় পাথর। তৈরি করেছে কিছু স্তূপ। ওদিকে অন্তত দশটা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারবে দানব।

যদি নিশ্চিত হতে পারে দৈত্য, অ্যামবুশ করতে পারবে না, তো ধৈর্য হারিয়ে আগের মতই পিছন থেকে হামলা করবে।

তাই হয়তো ভাল।

রাইফেল নামিয়ে আবারও পিছনের কোনার দিকে ফিরল রানা। কিন্তু বাঁক নেয়ার আগে থেমে গেল। ওর ঘাড় ও বাহুর রোমে কীসের শিহরন! বুঝে গেল রানা, বেশিক্ষণ এভাবে বুকে গভীর ভয় চেপে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। মস্ত কোনও ভুল করে বসবে, আর তখনই...

আরও দু'কদম গেলেই বাঁক পেরোতে পারবে...

রানা ভাবল, ওটা হামলা করবে একেবারে নিঃশব্দে...

খুব সাবধানে এক পা সামনে বাড়ল রানা।

আর এক পা গেলেই...

ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে বুকে লাফ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

নিজের ওপর মহা ক্ষুব্ধ হয়ে গেল ও।

ঝুঁকি নিতে পারছিস না, গাধা?

একটাই তো জীবন, বাঁচলে বুক ফুলিয়ে বাঁচবি, নইলে মরবি!

যথেষ্ট হয়েছে!

লাফ দিয়ে সামনে বেড়ে বাঁক নিল রানা...

আর দেখল...

কুঁজো হয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে পা টিপে ওর দিকে আসছে ওটা! আর মাত্র পাঁচ ফুট দূরে! খুশিতে চকচক করছে শয়তানি ভরা লাল দু'চোখ! এইমাত্র মেঝে থেকে তুলেছে এক পা!

রানার গলা থেকে বেরোল হিংস্র এক হুঙ্কার, কাঁধে রাইফেল তুলেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করল দানবের বুকে।

বিকট এক আর্তনাদ ছাড়ল ওটা। হামলা করতে দু'হাত তুলল মাথার ওপর, কিন্তু এক পা এগোবার আগেই তাক থেকে মস্ত এক লাফে কমপক্ষে দশ ফুট নীচের এক ঢালু বোল্ডারে গিয়ে পড়ল রানা। গড়িয়ে দিল নিজেকে, নামল গিয়ে নীচের মেঝেতে। ব্যথায় ওর মনে হলো ছাত ফুঁড়ে উঠে যাবে পাহাড়ের চূড়ায়।

মাত্র দু'সেকেণ্ড পর গুলি শুরু করেছে জেরাল্ড ও অন্যরা। প্রচণ্ড শক্তিশালী সব বুলেট ছিঁড়েখুঁড়ে দিল তাকের দেয়াল। নানানদিকে ছিটকে যাচ্ছে কুচি-কুচি পাথর। বেশ কয়েকটা বুলেটের আঘাতে পিছিয়ে গেল দানব। নতুন করে রিলোড করছে সবাই, এই সুযোগে কয়েক লাফে দূরের তাকে পৌঁছে উড়ে নামল ওটা জেরাল্ডের পাশে।

চরকির মত ঘুরেই রাইফেল তুলল ডেপুটি মার্শাল, কিন্তু তখনই হাতুড়ির মত হাতের এক কিল নামল ওয়েদারবাইয়ের স্টকে। চুর-চুর হলো পোক্ত কাঠের কুঁদো। ওটার ওই জোর আঘাতে উড়ে গেল জেরাল্ড খুন হয়ে যায়নি টম, বোধহয় আহত ঝট্ করে ম্যাগাযিন পাল্টে নিয়ে মেঝে ছেড়ে উঠেই গুলি করল রানা।

নিখুঁতভাবে গুলি করল ডিগবার্টও শত্রুকে পেয়ে গেছে প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে মারাত্মক ব্যথা পেয়ে শরীর মুচড়ে সরে গেল

ওটা। তার আগে ডান হাতে প্রচণ্ড এক থাবা মারল ডিগবার্টের বুকে। রানা দেখল অন্তত পনেরো ফুট দূরে গিয়ে পড়েছে মানুষটা। আর নড়তে দেখা গেল না তাকে।

ঘুরেই চারদিকে চাইল দানব, বুঝে গেছে সরে যেতে হবে।

ওটা নতুন করে আহত, বুঝে গেছে রানা। দেরি না করে আবারও গুলি করল। ওর মতই গুলি করছে তানামুরা ও জিনা। করিডোরে ছুটছে সারি সারি গুলি ও আগুনের কমলা হলকা।

গুলির পর গুলি বুকে-হাতে-পেটে লাগছে বলে পিছাতে হচ্ছে ওটাকে। বার-বার মুখ থেকে বেরোচ্ছে আর্তনাদ। খেপে গেছে ব্যথা পেয়ে। ঘুরেই কয়েক লাফে গিয়ে পড়ল তানামুরার কাছে।

যেন এমনই হবে ভেবেছিল তানামুরা, দানব গায়ে গিয়ে পড়বার আগেই লাফ দিয়ে একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে গড়িয়ে সরে গেল সে। তারই ভিতর পিঠের খাপ থেকে বের করে ফেলেছে কাটানা। দানব এগিয়ে আসবার আগেই হাত ঘুরিয়ে তলোয়ার চালাল ওটার মেরুদণ্ডে। পরক্ষণে বুকে নামাল তলোয়ারের পরের কোপ। চিরে গেল দানবের পাঁজরের পেশি। ভলকে বেরোল কালচে রক্ত। ভালভাবেই আবারও আহত হয়েছে ডেমিয়েন, কিন্তু ঘুরেই ঝুঁকে বসে থাবা চালাল তানামুরার বুকে। গলা দিয়ে বেরোচ্ছে ভয়ানক গর্জন।

রানার পরের গুলি লাগল তার স্টারনামে, ফলে হোঁচট খেয়ে গিয়ে পড়ল সে জিনার খুব কাছে। শত্রু সামনেই দেখে টলতে টলতে থাবা মারল বুক লক্ষ্য করে। কিন্তু অনায়াসেই সরে গেল জিনা, একের পর এক গুলি ছুঁড়ছে ব্যারেট দিয়ে ওটার বুক-মুখ ও মাথায়। প্রত্যেকটা বুলেট দেহে তৈরি করছে গভীর ক্ষত, ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত। কিন্তু ওটার পরের হামলা বেপরোয়া নয়, বাঘের মত সামনে বেড়ে থাবা মেরে ছিঁড়ে দিল জিনার ভেস্ট। বেচারীর পরনে থাকল ছেঁড়া কাঁথার মত কেভলার আর্মার, উড়ে গেছে

বেশিরভাগ অংশ। নিজেও ধাক্কা খেয়ে দূরে গিয়ে পড়ল।

ব্রাউনিং ব্যবহার করে পর পর ক'বার লক্ষ্যভেদ করল রানা। প্রতিটি মারাত্মক, কিন্তু আহত হলেও মরছে না ওই দানব।

হাঁটু গেড়ে আবারও উঠে বসেছে জিনা, নতুন করে গুলি করল। যেন থেমে গেছে সময়। এই গুহায় শুরু হয়েছে প্রলয়কাণ্ড। প্রচণ্ড শক্তিশালী রাইফেল উগরে দিচ্ছে আগুন ও বুলেট। বার-বার নানান দিকে সরছে ডেমিয়েন। হাত তুলে আড়াল করতে চাইছে মুখ। ব্যথায় ছাড়ছে বিকট গর্জন। যেন কিছুতেই মেনে নেবে না মৃত্যুকে।

ওপরে তুলল দু'হাত, ঠেকাতে চাইল বুলেট। ঠোঁট ফাঁক হতেই বেরিয়ে এসেছে বড় বড় দাঁত, বুক থেকে বেরোল কর্কশ হিংস্র হুঙ্কার। .৫০ ক্যালিবারের বুলেটের ভয়ানক আওয়াজের ওপর দিয়েও শোনা গেল সেই গর্জন। তারপর হঠাৎ করেই যেন বুঝল কী করতে হবে। ঘুরেই মস্ত এক লাফে গিয়ে পড়ল দূরের আঁধার সব বোল্ডারের ওদিকে।

রানার মন চাইল ছুটে গিয়ে ওটাকে শেষ করবে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করল নিজেকে। রাইফেল হাতে চলল জিনার দিকে। তখনই দূরে দেখল পড়ে আছে তানামুরা।

হাঁটু গেড়ে বসে আছে জিনা। চিরে গেছে বুক। দরদর করে পড়ছে রক্ত। হাঁ করে বাতাস নিতে চাইল, তারপর দম নিতে পেরে ডান হাতে ধরল বুকের ক্ষত। কেশে উঠল খক-খক করে। ব্যথায় বুজে ফেলল চোখ। গলা থেকে বেরোল নিচু গোঙানি।

পাশে বসে পিঠে হাত রাখল রানা। বুঝিয়ে দিতে চাইল, আমি তোমার পাশে আছি। কথা বলল না। বুঝে গেছে, নিজেও জিনা কিছু বলতে পারবে না।

আলো-ছায়ায় এল জেরাল্ডের কণ্ঠ: 'রানা!'

মুখ তুলে ওর দিকে চাইল রানা।

চুপ করে জেম্স সিমন্সের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'এইমাত্র পরীক্ষা করলাম, শুয়োরটা মারা গেছে। সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকে!'

লোকটার বিচার হোক চেয়েছিল রানা, সেজন্য আটকে রেখেছিল, যাতে পরে আইনের হাতে তুলে দিতে পারে। কাঁধ ঝাঁকাল, 'খুব সহজে বেঁচে গেল।'

বড় করে দম নিল টম জেরাল্ড, 'সর্বনাশ! কী দিয়ে ওটাকে ঠেকাব আমরা?' চোখ পড়ল গিয়ে ডিগবার্টের ওপর। দেরি না করে পাশে গিয়ে বসে পড়ল। পরীক্ষা করল পাল্‌স্। বিড়বিড় করে বলল, 'বেঁচে আছে তিনটে আর্মার ভেস্ট পরে আছে বলে। কিন্তু জ্ঞান নেই।' রানার দিকে চাইল। 'এবার? ওই জানোয়ারটাকে না মেরে বেরোতে পারব না এখান থেকে।'

'খতম করেই বেরোব,' বলল রানা। জানতে চাইল জিনার কাছে, 'তোমার কী অবস্থা?'

খক-খক কাশল মেয়েটা। হাত রাখল বুকের ক্ষতের ওপর। থকথক করছে রক্ত। 'আমি ঠিক আছি,' বাহুর ওপরের দিক দিয়ে চোখ মুছল 'ম্যাগাযিন পাল্টে নিলেই গুলি করতে পারব। মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড লাগবে ব্যারেট রেডি করতে।'

'তোমার বদলে আমি ওটা চালাতে পারি,' প্রস্তাব দিল রানা।

মাথা নাড়ল জিনা 'আমার কাজ আমিই করব!' কণ্ঠে জেদ।

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল রানা 'একবার দেখে নেব তোমার ক্ষত। ব্যথানাশক কোনও ওষুধ আছে তোমার কাছে?'

'আছে, কিন্তু সেটা কাজ শুরু করার আগেই শেষ হবে এই লড়াই পেইন কিলার না হলেও চলবে।'

জেরাল্ডের কাছে জানতে চাইল রানা, 'ডিগের কী অবস্থা?'

'দেখছি জ্ঞান ফেরাতে পারি কি না, নইলে মস্ত বিপদ এদিকে তোমাদের কাজে আসব আমি।' ডিগবার্টের পাশে নিজের

রাইফেল রাখল জেরাল্ড, ফেটে গেছে কুঁদো। আলতো হাতে চাপড় শুরু করল সিনিয়র বন্ধুর গালে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ঘড়ঘড়ে গলায় কী যেন বলে উঠল ডিগবার্ট, তারপর চোখ মেলে জেরাল্ডকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসল। 'মরেছে ওটা?'

'এখনও না,' বলল জেরাল্ড।

তানামুরার দিকে পা বাড়াল রানা।

'ঠিক আছে, তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ, ডিগ, এবার খুঁজে বের করব ওটাকে,' বলল জেরাল্ড।

নীরবে মাথা দোলাল প্রাক্তন মার্শাল।

জিনা উঠে দাঁড়াল ব্যারেট হাতে।

তখনই তানামুরার কণ্ঠ শুনল ওরা। মনে হলো কণ্ঠে অনেক কফ তার। রাইফেলের আওয়াজে আপাতত আংশিক কালা হয়ে গেছে ওরা।

'তানামুরা, কী অবস্থা?' ওর পাশে বসল রানা।

'খারাপ ক্ষত,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জাপানি যোদ্ধা, কণ্ঠ খুব দুর্বল।

আসলেই বাঁচবে না মানুষটা। ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে বুকের প্রায় সব পেশি। বেরিয়ে এসেছে পাঁজরের হাড়। চুপ করে থাকল রানা। মিথ্যা বলা অন্যায় হবে বলে মনে হলো ওর।

'শেষ লড়াইয়ে পিছিয়ে যেতে চাই না,' বলল তানামুরা, 'অপমান করব না বাপ-দাদার। বুঝতে পারছি উঠতে পারব না, কিন্তু যদি এদিকে আসে, আরেকবার লড়াই করব তার সঙ্গে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা

'প্রতিশোধ নিতে পাগল হয়ে গেছে,' কেশে উঠল তানামুরা, 'আমরা ওটাকে গুরুতরভাবে আহত করেছি। ওটাও জানে হয়তো বাঁচবে না। তাই চাইছে শোধ নিতে। আর তোমরাও শোধ নিয়ো,

আমরা যারা চলে যাচ্ছি, তাদের যেন অপমান না হয়।'

চুপ হয়ে গেছে জাপানি যোদ্ধা। কবজি তুলে পাল্স্ দেখল রানা। থেমে গেছে মানুষটার হৃৎপিণ্ড।

'রানা, ওটাকে শেষ না করলে বেরোতে পারবে না কেউ,' বলল ডিগবার্ট। বুঝে গেছে তানামুরা নেই। 'চলো, রওনা হই!' সামনে বেড়ে মৃত জাপানি যোদ্ধার কাটানার খাপ খুলে নিল ডিগবার্ট। ভিতরে তলোয়ার ভরে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল স্লিং। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'মহান যোদ্ধা! সুযোগ পেলে ব্যবহার করব এই অস্ত্র। আশা করি খুশি হবে ওর আত্মা।'

রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরে উঠে দাঁড়াল রানা।

ওরা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখল অস্ত্রে গুলি আছে কি না, তারপর নীরবে পা বাড়াল দীর্ঘ করিডোর ধরে।

থমথম করছে চারপাশ।

একটু পর নিভে যাবে সব ফ্লেয়ার।

নামবে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

তখন অনায়াসেই ওদেরকে শেষ করতে পারবে ওটা।

খুবই ক্লান্ত রানা, কিন্তু ক্লান্তিকে পাত্তা দিতে চাইছে না। শেষ করতে হবে লড়াই, খুন করতে হবে ওই রাক্ষসটাকে, নইলে মরতে হবে ওদের সবাইকে।

মনে মনে বলল রানা: সহজে হাল ছাড়ব না। শেষ করতে হবে নরখাদকটাকে। তারপর ফিরব দেশে। পড়ে আছে অনেক কাজ। আহা, কতদিন বকুনি শোনে না বুড়োটার... সোহেল অপেক্ষা করছে ওর জন্যে... সোহানাও...

মনের ওপর জোর খাটিয়ে সচেতন হয়ে উঠতে চাইল রানা।

বাঁক নিয়ে সামনে গেছে সুড়ঙ্গ। হাঁটতে শুরু করে দু'মিনিট পর রানা টের পেল, আবারও ফিরতি পথে চলেছে ওরা।

ওই যে দূরে পুড়ছে পুরনো ফ্লেয়ার!

আবারও মেঝেতে দানবের রক্তের চিহ্ন দেখল রানা। পেরিয়ে গেল ওরা ফ্লেয়ারের সব আগুন। সামনে মস্ত, গোল এক ঘর, ছাতটা গম্বুজের মত। হাজার হাজার বছর ধরে ওখানে জমিয়ে রাখা হয়েছে দানবদের হাড়গোড়। ফ্লেয়ারের লালচে-সাদা আভায় অদ্ভুত লাগছে দেখতে। অন্তরে রানা বুঝে গেল, ওই দানব এখানে ফিরে এসেছে শেষবারের মত লড়াই করবে বলে। হয় জিতবে, নয়তো থাকবে এখানেই।

বার-বার হামলা করে ওটার অকল্পনীয় শক্তি অনেক ক্ষয় করে দিয়েছে ওরা। এখন হয়তো আর পুরো ভরসা নেই তার নিজের ওপর। তাই মস্ত এই গোলকধাঁধায় ঘুরে লড়াইয়ের জন্য খুঁজে বের করছে সেরা জায়গা। শেষ হামলা করবে ওদের ওপর।

আরও সতর্ক হয়ে উঠেছে রানা। ধূসর হাড়ের ক্যাথিড্রালে সামনে এগোচ্ছে খুব হিসাব কষে।

হাজার হাজার হাড় তৈরি করেছে একের পর এক স্তূপ। মনে হচ্ছে, ওগুলোর কোনও একটা বুঝি হাত বাড়িয়ে খামচে ধরবে। তাদের ছিল অচিন্তনীয় দৈহিক ক্ষমতা। কিন্তু হেরে গেছে মনের কালো অংশের কাছে। ওই একই পরিণতি হবে ডেমিয়েনের, ভাবল রানা। মনে কোনও ভয় টের পেল না। মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, মরতে হবে তোকে!'

ক্যাথিড্রালের মাঝামাঝি এসে থেমে নিচু স্বরে বলল রানা, 'আবারও রেডি হয়ে নেব আমরা। আগে থেকে কিছুই বলার উপায় নেই, কাজেই প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকবে সবাই। সুযোগ পেলেই গুলি করবে বুকে বা মাথায়।'

'আমার অস্ত্র তৈরি, ঘনিয়ে এল শেষ লড়াই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ডিগবার্ট। জিনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

'ঠিক আছে, আমরা শুধু মনে রাখব, ওটাকে খুন করা যাবে না– সেটা ভুল কথা,' বলল রানা, 'আহত ওটা। এবার মরবে।'

চুপ করে আছে ডিগবার্ট, জিনা ও জেরাল্ড।

আবারও ধীর পায়ে এগোল রানা।

একটু ছড়িয়ে পড়ে পিছনে আসছে অন্য তিনজন।

মেঝে পরীক্ষা করতে করতে চলেছে রানা। সামনে কোথাও রক্তের দাগ নেই, লুকিয়ে পড়েছে দানব। হামলা করবে সুবিধামত।

কিন্তু চিহ্ন না রেখে যেতে পারে না কেউ, ভাবল রানা।

বড় কোনও ভুল হচ্ছে না তো ওর?

দ্বিধা এল মনে। সতর্কতা নষ্ট হচ্ছে তাতে।

ফ্লেয়ারের আবছা আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আশপাশ দেখছে রানা। এমন কিছু নেই যেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আগের চেয়েও সতর্ক হয়ে উঠছে। মনে মনে বলল, 'ওটা এখানেই আছে! থাকতেই হবে! কিন্তু কোথায়?'

ধুলোভরা এক কুঠুরির দিকে চোখ গেল ওর। বামদিকের পাথুরে মেঝেতে আবছা চিহ্ন, তারপর হারিয়ে গেছে আবারও।

রক্তের দাগ থাকার কথা...

বিরক্ত ও হতাশ হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল রানা। ভাবল, ট্র্যাকিঙে ওর দক্ষতা ওকে ভুল পথে নেবে না। আগেও বার-বার ওটাকে খুঁজে বের করেছে। আর এখানে এত দূরে এসে হারবে কেন ও?

না, খুব কাছেই আছে ওটা!

চারপাশ দেখছে রানা।

একটু ছায়ার ভিতর দাঁড়িয়ে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড। প্রয়োজনে মুহূর্তে হামলা ঠেকাতে প্রস্তুত।

রানার অন্তর বলছে, কোনও ধরনের ভুল করছে ও

চিহ্ন না রেখে কোথাও যেতে পারে না কেউ...

যে সুড়ঙ্গ ধরে এসেছে, সেদিকে ঘুরে চাইল রানা। ওদিকে

নিভে গেছে একটা ফ্লেয়ার, এখন ঘুটঘুটে আঁধার। রক্তের দাগ অনুসরণ করেই এসেছে ওরা। তারপর হারিয়ে গেছে সব চিহ্ন। ঘুরে আবারও ওই সুড়ঙ্গ লক্ষ্য করে পা বাড়াল রানা, প্রতি পদক্ষেপে কাঁপছে বুক। অন্তর বলছে, সামনে মস্ত বিপদ!

ক্যাথিড্রালের প্রবেশ-মুখ থেকে বিশ ফুট আগে থামল রানা। কালো হয়ে আছে সুড়ঙ্গের মুখ। নিচু স্বরে বলল ও, 'ওটা উল্টো আমাদের পিছু নিয়েছে।' চোখ সরাল না সুড়ঙ্গের দিক থেকে।

'কী বললে?' আঁৎকে উঠল জেরাল্ড। গমগম করে উঠল ওর কণ্ঠ।

'ওটা পিছু নিয়েছে!' আঁধার আরেকটা সুড়ঙ্গ দেখল রানা। 'এসব সুড়ঙ্গ অন্যগুলোর সঙ্গে যুক্ত! ওটা চাইছে পিছনে পৌঁছতে!'

ভুরু কুঁচকে দ্বিধা নিয়ে বলল ডিগবার্ট, 'ভেবেছিলাম... ওটা এখানে ঢুকেছে।'

'তাই করেছে,' খুব নিচু স্বরে বলল রানা। চট্ করে দেখে নিল আরেকটা সুড়ঙ্গ-মুখ। দু'হাতে শক্ত করে ধরেছে রাইফেল। 'গোপনও নেই সেকথা। কিন্তু বেশিক্ষণ এদিকে থাকেনি। আবারও রওনা হয়েছে আমাদের পিছনে আসবে বলে।'

'তুমি শিয়োর, রানা?' গলা কেঁপে গেল জিনার। 'আহত ছিল। বেশি দূরে যেতে পারবে না। দরদর করে ঝরছিল রক্ত।'

'বেশি ভাবতে হয়নি,' বলল রানা, 'সরে গিয়ে আমাদেরকে পার হতে দিয়েছে, তারপর পিছু নিয়েছে।' আস্তে করে মাথা দোলাল। 'মারাত্মক ব্যথা কী, জেনে গেছে। বুকে ভয়, হেরে যাবে। তাই লুকিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ করতে চাইছে।'

'আবারও খুঁজে বের করব?' দ্বিধা নিয়ে বলল জেরাল্ড।

'এবার আগের কৌশল ব্যবহার করবে না,' বলল রানা।

'তা হলে কী করবে?' অস্বস্তি নিয়ে জানতে চাইল জেরাল্ড।

'নিজ ভুল থেকে শিক্ষা নেয় ওটা, টম,' বলল রানা। 'বুনো

জানোয়ারের মত; কিন্তু বুদ্ধি নেই, তা নয়। এবার পিছনে পিছনে ঘুরবে, এড়াতে চাইবে আমাদের বন্দুকের নল, তারপর সুযোগ পেলেই হামলে পড়বে। কিন্তু তার আগেই এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে নতুন করে পালাতে না পারে।'

'তা হলে?' আপত্তির সুরে বলল জেরাল্ড, 'আমরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাব এই আঁধারে? ওটা ঝাঁপিয়ে পড়লে? এমন কী সবাই একসঙ্গে লড়লেও যে বাঁচব, সে নিশ্চয়তা নেই। আর...' চুপ হয়ে গেল সে।

'দু'ভাগে ভাগ না হয়ে উপায় নেই, টম, নইলে হারব সবাই,' শান্ত স্বরে বলল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মন দিয়ে শোনো, ওটার প্রতিটা পালাবার পথ বন্ধ করতে হবে, নইলে কোণঠাসা করা যাবে না। ব্যাপারটা ফাঁদ পেতে বাঘ ধরার মত। ঝোপে বিট করতে করতে সঠিক দিকে নিতে হবে ওটাকে। মনে রেখো, এ এলাকা ওর ভাল করেই চেনা। অন্তরের গভীর টানে এখানে এসেছে, চেনে সব হাতের তালুর মত। আমরা আরেকবার চেষ্টা করব, যাতে ওটাকে বের করে আনতে পারি বাইরে।'

রানার কথা শেষ হওয়ার পর থমথমে নীরবতা নেমেছে।

কয়েক সেকেণ্ড পর রাইফেল উঁচু করে ধরল জিনা। 'ঠিক আছে, আমার মনে হয় রানার কথামত চেষ্টা করা উচিত। এ ছাড়া উপায়ও নেই।' ওর ইউনিফর্মের সামনের দিক ভিজে গেছে রক্তে।

'আমরা দুটো দল তৈরি করে রওনা হব,' বলল রানা 'জিনা আর আমি যাব একটু আগে ফেলে আসা সুড়ঙ্গে। ...ডিগবার্ট আর জেরাল্ড, তোমরা যাবে ডানদিকের সবচেয়ে বড় সুড়ঙ্গ ধরে। যেখানে মিলিত হবে দুই সুড়ঙ্গ, ওখানে দেখা করব আমরা। মনে রাখবে, ওপরের প্রতিটা তাক দেখতে দেখতে যেতে হবে। ওটা যেন কোনওভাবেই পৌঁছুতে না পারে পেছনে।'

ওর কথায় নীরবে মাথা দোলাল সবাই।

‘ঠিক আছে, চলো রওনা হই,’ বলল রানা, ‘গতবার যেভাবে ওটাকে তাড়া করেছি, সেভাবে বড় গুহায় আটকে ফেলতে পারলে খুন করতে পারব।’

রানার পাশে এসে থামল জিনা।

কিছুটা দূরেই সুড়ঙ্গ।

রওনা হয়ে আঁধারে পা বাড়াল ওরা।

ফ্লেয়ারের আলোয় সামনে কিছুদূর দেখতে পাচ্ছে।

কোনও আওয়াজ করছে না কেউ। কান খাড়া। যেকোনও সময়ে পিছন থেকে হামলা করবে ওই দানব। মাত্র দু'মিনিট হাঁটবার পর এই সুড়ঙ্গে মিশল অন্য এক সুড়ঙ্গ।

মুখ থেকে ঘাম মুছল হতক্লান্ত জিনা।

চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে রানা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল জিনা। পাতালপুরীর আর্দ্র, ভারী বাতাসে বন্ধ হয়ে আসছে ওর দম।

রানা বুঝল, প্রচুর রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে গেছে জিনা। কিন্তু এই মুহূর্তে কিছুই করার নেই কারও।

‘ওটার অবস্থা খারাপ, তাই না?’ নিচু স্বরে বলল জিনা। ‘আমরাও তো প্রায় মরতে বসেছি!’

মাথা দোলাল রানা। ‘আমাদের আগেই মরবে ওটা।’

‘এত নিশ্চিত হচ্ছ কী করে?’ ঢোক গিলল জিনা।

‘আমার অন্তর বলছে।’

‘একটা কথা বলবে,’ গলা আরও নিচু করল জিনা, ‘তাতে হয়তো সাহস বাড়বে আমার। ...সত্যিই কি মরবে ওটা?’

জিনার দিকে চেয়ে একটু হাসল রানা। দেয়াল থেকে সরিয়ে নিল হাত। আগেই জেনেছে আঙুলে রক্ত। ‘আমার আঙুলে ওটার রক্ত। কালচে নয়, টকটকে লাল। কাটা পড়েছে ওটার আর্টারি। নতুন করে চট্ করে সুস্থও হয়ে উঠবে না।’ একটু থেমে আবার

বলল, 'ক্লান্ত ওটা। এমনিতেই মরবে। কিন্তু আমরা ঝুঁকি নেব না, খুন করব ওটাকে। কাজটা হয়তো কঠিন হবে, কিন্তু দেখো, আমরা হারব না।'

দেয়াল থেকে সরে দাঁড়াল জিনা। বয়ে নেয়া কঠিন হয়ে উঠেছে ব্যারেট রাইফেল। 'তো চলো, আমাদের খুন করার আগেই ওটাকে শেষ করি,' চাপা স্বরে বলল।

আস্তে করে মাথা দুলিয়ে নরম সুরে বলল রানা, 'কী করে এত শক্ত মেয়ে হলে?'

ক্লান্ত হাসল জিনা। 'যাদের সঙ্গে মিশি, তাদের কারণেই আজ আমার এই করুণ পরিণতি।'

থমকে গেছে জেরাল্ড। ভুরু থেকে ঝেড়ে ফেলল ঘাম।

করিডোরের মত সুড়ঙ্গে মারাত্মক বিপদের ভয় ক্লান্ত করে তুলেছে ওকে। ঘামে ভেজা কালচে ইউনিফর্ম। গায়ে খড়খড়ে অনুভূতি তুলছে শুকনো রক্ত। কপালে যে অগভীর ক্ষত, ওখান থেকে ঝরছে রক্ত। রাইফেলের স্টক ফেটে যাওয়ার সময় আহত হয়েছে। ওই ক্ষত যে খুব ব্যথা দিচ্ছে, তা নয়। রক্ত কপাল থেকে চোখে নামলে বিপদ হতো, কিন্তু চোয়াল বেয়ে পড়ছে নোনতা ধারা।

পাশেই থেমেছে ডিগবার্ট। চুপচাপ দেখছে সামনের দিক। একবার পোশাক নেড়ে ঠিক করে নিতে চাইল। কিন্তু বিডিইউ এতই ছিঁড়ে গেছে, নিজেকে তার তৃতীয় বিশ্বের ভিক্ষুক বলে মনে হলো।

ওকে দেখে নিজের পোশাক ঠিক করতে চাইল জেরাল্ড। তিন সেকেণ্ড পর করুণ চোখে দেখল প্রিয় ওস্তাদকে।

'কোনও লাভ নেই,' হতাশ সুরে বলল ডিগবার্ট।

থমথমে নীরবতা নামল করিডোরে।

আর তখনই অন্ধকার থেকে ডিগবার্টের পিছনে দুটো হাত ওপরে উঠতে দেখল জেরাল্ড। ওই দু'হাত বনমানুষের লম্বা হাতের চেয়েও অনেক দীর্ঘ ও শক্তিশালী।

ডিগবার্ট জানেও না এবার ছিঁড়ে নেয়া হবে ওর মাথা!

ঝট্ করে রাইফেল তুলেই সাইটে চোখ রাখল জেরাল্ড।

একই সময়ে কেন যেন ভয় পেল ডিগবার্ট, একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুরো তাক না করেই গুলি করল জেরাল্ড।

বুলেটের লালচে আলোয় ভরে উঠল প্যাসেজ, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ। গুলি লাগতেই কুঁচকে গেল দানবের মুখ, ছাড়ল বিকট এক আর্তনাদ। থমকে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর গুলি করল ডিগবার্ট। আবারও ঝলসে উঠল বারুদের আগুন। পরক্ষণে প্রচণ্ড রাগে কর্কশ চিৎকার ছেড়ে জেরাল্ড ও ডিগবার্টের সামনে পৌঁছে গেল দানব।

ওই গর্জন শারীরিক হামলার চেয়ে কম কিছু নয়। তখনই বুকে ও মুখে বেমক্কা এক চাপড় নামছে দেখে মরিয়া হয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেল জেরাল্ড। আবারও গুলি করল শত্রুর বুক লক্ষ্য করে।

ডিগবার্টের বুক খুবলে নিতে সামনে বেড়েছে দানব, ওই একই সময়ে সড়াৎ করে খাপ থেকে কাটানা বের করে নিয়েই কোপ বসাল প্রাক্তন মার্শাল দানবের বুকে। থমকে গেল ওটা। বুক থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে কালচে রক্ত। প্রায় আঁধারে আবারও ঝলসে উঠল কাটানা।

'সাবধান, ডিগ!' চিৎকার ছাড়ল জেরাল্ড।

সামনে বেড়ে দু'হাতের সমস্ত জোরে দানবের বুকে তলোয়ারের ডগা গেঁথে দিল ডিগবার্ট। খচ্ করে বুক ফুটো করে ডেমিয়েনের পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে গেল ক্ষুরধার ফলা। স্বয়ং

তানামুরাও হয়তো এত নিখুঁত হামলা করতে পারত না। শত্রুর বুক থেকে ফলা বের করতে গিয়ে দানবের পেটে হাঁটু ঠেকাল ডিগবার্ট, পিছাতে শুরু করে টেনে নিল তলোয়ার। ফিনকি দিয়ে ওর মুখে পড়ল টকটকে লাল রক্ত। তখনই রিলোড শেষ করল জেরাল্ড, সরে গিয়ে পর পর দু'বার গুলি করল দানবের কলজে বরাবর।

আবারও সামনে বাড়ল ক্ষ্যাপা ডিগবার্ট, এবার গলা কাটবে তলোয়ারের কোপে। কিন্তু হাতের ধাক্কা দিয়ে ফলা সরিয়ে দিল দানব। আরেক হাতের উল্টো চাপড় বুকে লাগতেই পিছনে উড়ে গেল ডিগবার্ট।

মনে মনে হায়-হায় করে উঠল জেরাল্ড।

ওই আঘাতে বাঁচার কথা নয় কারও!

পর পর দু'বার বুকে গুলি গেঁথে দেয়ার পর খালি হয়ে গেল চেম্বার, হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে হোলস্টার থেকে রিভলভার তুলেই দানবের বুকে ও মুখে গুলি শুরু করল জেরাল্ড। আন্দাজ করল, এতে কিছুই হবে না দানবের!

কিন্তু ওরা বার-বার আহত করে অনেক শক্তি ক্ষয় করে দিয়েছে, টলতে টলতে মাঝের গুহায় পা রাখল দানব। মস্ত সব ছায়া পড়ল দেয়ালে। সামনে বাড়তে গিয়ে হাতের ধাক্কায় ঝরঝর করে নীচে ফেলল স্তূপের শত শত হাড়। পিছনে তেড়ে গিয়ে আবারও গুলি করল জেরাল্ড শত্রুর পিঠে। ঝট্ করে ঘুরে ওকে দেখল দানব, লাল দু'চোখে প্রচণ্ড রাগ ও ঘৃণা।

পাঁচ ফুট দূরত্বে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে দু'জন।

মস্ত লাফে হাড়ের এক স্তূপের চূড়ায় উঠল রাক্ষসটা। ওপর থেকে হামলা করবে। কেন যেন ভয় পেল না জেরাল্ড, ওটার বুক লক্ষ্য করে তুলল রিভলভার।

দাঁত বের করে হাসছে ডেমিয়েন। সরসর করে পিছলে নেমে

আসতে লাগল শত্রু খতম করতে!

এক সেকেণ্ডে ডেপুটি মার্শাল দেখল, সারা দেহে অসংখ্য ক্ষত ওটার। হাড়ের স্তূপ থেকে ক্ষুরধার নখ নিয়ে নামছে ওকে খুন করতে! চকচক করছে লাল দু'চোখ। ভীষণ হিংস্র দৃষ্টি। মেঝেতে নেমেই দু'হাত তুলল মাথার ওপর, আরেক লাফে পৌঁছে শেষ করবে শত্রুকে।

পিছিয়ে না গিয়ে ক্যাসাল রিভলভার তুলে আবার গুলি করল জেরাল্ড। একটা বুলেট বিঁধল হাড়ের স্তূপে, অন্যটা লাগল দানবের বুকে। একই সময়ে পৌঁছে গেছে রানা ও জিনা, ওদের গুলি লাগল দানবের কপাল ও বুকে। আবছা আলোয় ওরা দেখল ছিটকে উঠল রাক্ষসের কপাল থেকে হাড়ের গুঁড়ো।

বিকট এক গর্জন ছেড়ে ঝটকা খেয়ে সিধে হয়ে গেছে দৈত্য। ভুলে গেছে জেরাল্ডের কথা, ওকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সামনের হাড়ের পাহাড় লক্ষ্য করে। তার হাতের ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ছে অসংখ্য হাড়– একেকটা ভারী বর্শার মত। হাড়-বৃষ্টি এড়াতে দুই লাফে সরে গেল জেরাল্ড।

একটু দূরের এক স্তূপের ওদিকে হারিয়ে গেছে দানব।

রাইফেলে নতুন ম্যাগাযিন ভরল রানা। সুড়ঙ্গের দিকে পা বাড়াল জেরাল্ড। কিন্তু ওদিকে যাওয়ার আগেই টলতে টলতে বেরিয়ে এল ডিগবার্ট। প্রিয় স্যাঙাতকে দেখে বলল, 'আমি ঠিক আছি।' রাগী চোখে দেখল চারপাশ। 'আহত হয়েছে ওটা! এবার মরবে জন্তুর মত! আমি ফুটো করে দিয়েছি ওটার বুক-পিঠ!'

'সবাই কাছাকাছি থাকো,' বলল রানা, 'আবার আক্রমণে যাব আমরা।' চুপ হয়ে গেল ও। চোখ সামনের স্তূপের চূড়ায়। তিরিশ ফুটি হাড়ের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ভয়ঙ্কর এক হুঙ্কার ছেড়েছে দানব! পরক্ষণে মস্ত এক লাফে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানাকে লক্ষ্য করে!

রিফ্লেক্সের কারণে বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল রানা, নইলে মরত।

মেঝেতে নেমে এসেই শত্রুকে না পেয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এগোতে শুরু করেছে রাক্ষস। ঝট্ করে সরে গিয়ে প্রথম হামলা এড়িয়ে গেল রানা। বাম হাতে ওর মাথা উড়িয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হলো দানব। তখনই সামনে বেড়ে তার বুকের কাছে পৌঁছে গেল রানা, কাঁধের জোরে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিয়ে চিত করে ফেলে দিল ওটাকে। নিজেও হুড়মুড় করে পড়ল তার বুকে। দেরি না করে বের করল বাউয়ি নাইফ, কিন্তু রাক্ষস উঠে বসছে দেখে পিছাতে হলো ওকে।

ব্যারেট রাইফেল কাঁধে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে জিনা। দানবটা রানার বুক লক্ষ্য করে থাবা মারতেই গুলি করল বুকে। সবাই দেখল, ছিটকে বেরোচ্ছে রক্ত।

ক্যাসাল রিভলভার থেকে ওটার কপালে ও বুকে গুলি করল রানা। উঠে দাঁড়িয়ে পিছাতে গিয়ে হোঁচট খেল একটা স্তূপে।

একই সময়ে দানবের বুকে গুলি করল জেরাল্ড ও ডিগবার্ট। কিন্তু গুলি পাত্তা না দিয়ে উন্মত্তের মত তাদের দিকে তেড়ে গেল ওটা।

রক্তিম চোখদুটো দেখেছে জিনা, ম্যাগাযিন ফেলে ভরতে চাইল নতুন একটা। কিন্তু ব্রিচে জ্যাম হয়ে গেছে ম্যাগাযিন। ওকে দেখেছে দানব, মনেও পড়ে গেছে খুব ব্যথা দিয়েছে ওই মেয়ে। ঘুরেই শাবলের মত দাঁত বের করে তেড়ে গেল ওর দিকে।

'মাই গড!' বিড়বিড় করল জিনা।

খুন করতে আসছে দানব। হ্যাঁচকা টানে ম্যাগাযিন খুলতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেল জিনা। রাক্ষসটা তিন ফুট দূরে পৌঁছে যেতেই ওটার মুখ লক্ষ্য করে ব্যারেট রাইফেল ছুঁড়ল। পরক্ষণে ঘুরেই লাফিয়ে উঠতে চাইল সামনের হাড়ের স্তূপে। কিন্তু পিছন থেকে বাম হাতে জড়িয়ে ধরল দানব ওর সরু কোমর। আরেক

হাতে চুল। হিড়হিড় করে টেনে এনে ফেলল হাড় ভরা মেঝেতে।

পিস্তল বের করতে চাইল জিনা, কিন্তু বুঝে গেল, পারবে না!

এবার মরতে হবে ওকে!

তেত্রিশ

এইমাত্র সিধে হয়েছে রানা, দেখল জিনার ওপর হামলা করছে দানবটা! ব্যস্ত হয়ে ওর চোখ খুঁজল রাইফেল বা রিভলভার। কিন্তু হাড়ের নীচে হারিয়ে গেছে সব!

এক পলক দেরি না করে দানব ও জিনার দিকে ছুটল রানা। বেল্ট থেকে নিল শেষ অস্ত্র। কখনও ব্যবহার করতে হবে, ভাবেনি।

খপ্ করে এক হাতে মেয়েটার কাঁধ ধরল দানব, অন্য হাতে এবার ছিঁড়ে নেবে গলা। কিছুই করবার নেই জিনার, কাঁধের মাংসে ধারালো নখ বিঁধতেই গলা চিরে বেরোল তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার। খুশিতে গর্জন ছাড়ল দানব।

তখনই ছুটন্ত রানা চিৎকার করল, 'ভেমিয়েন!'

থমকে ঘাড় ফেরাল রাক্ষসটা দু'সেকেণ্ড পর ধাক্কা দিয়ে জিনাকে ফেলে দিয়েই ঘুরে রক্ত-লাল চোখে দেখল রানাকে।

রানার পিছনে পেট্রোলিয়ামের সরোবরে জ্বলছে লেলিহান কমলা আগুন। সেই লালচে আলোয় ভয়ঙ্করভাবে দাঁত খিঁচিয়ে হাসল দানব। রানার ওপর প্রচণ্ড রাগ তার দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে

পিছাল না রানা, হাতে টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব নিয়ে এগিয়ে গেল, চোখ দানবের ওপর।

'তুই একটা বোকা!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল ডেমিয়েন।

'নিজেই আসলে তুমি তা-ই!' ককশ শোনাল রানার কণ্ঠ, 'জীবন বরবাদ করলে দেবতা হবে বলে, কিন্তু শেষে হলে ছোট জাতের একটা জানোয়ার!' হাত তুলে হাড়ের স্তূপ দেখাল রানা। 'নিজ চোখে দেখো এসব! কোথায় আজকে তোমার দানবের দল?'

মুঠো পাকিয়ে ফেলল ডেমিয়েন, রাগী কণ্ঠে বলল, 'আমাকে আর কখনও ডেমিয়েন বলে ডাকবে না! ডেমিয়েন মারা গেছে!' এক পা এক পা করে চলেছে রানার দিকে।

টাইটেনিয়ামের তার ও স্টিলের টিউব হাত বদল করল রানা। 'তোমার প্রিয় ভাইরা মরে ভূত, আছে শুধু তাদের হাড়!' এক পা পিছিয়ে গেল। সরিয়ে আনতে চাইছে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ডের দিক থেকে। 'কেউ বেঁচে নেই ওরা! আসলে গাধার কাজ করেছ তুমি দেবতা হতে চেয়ে! একসময় মানুষ ছিলে! আর এখন? সামান্য এক জানোয়ার! কী পেলে আসলে?'

'আমরা রাজত্ব করেছি দুনিয়ার ওপর!' গর্জে উঠল ডেমিয়েন। দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল রানার দিকে।

হামলা ঠেকাতে তৈরি হয়ে ডানদিকে সামান্য ঘুরল রানা। 'ফিরে এলে কবরস্তানে, ডেমিয়েন! কোথায় আজ ওই রাজাদের দাপট? ফিরলে এই নরকে! ওরা সবাই মরে ভূত হয়ে গেছে, ডেমিয়েন! রয়ে গেছ শুধু তুমি! নিজেও বাঁচবে না! এক সপ্তাহ? নাকি এক মাস? তারপর খুঁজে বের করে খুন করা হবে তোমাকে!'

উত্তরে গর্জন বেরোল দানবের গলা চিরে। রাগে থরথর করে কাঁপছে দেহ বেরিয়ে এল সাদা দাঁত। চেহারা হয়ে উঠেছে আরও ভয়ঙ্কর কয়েক কদমে প্রায় পৌঁছে গেল রানার কাছে।

সামনে বেড়ে দু'হাত তুলে দোলাল নখর। প্রথম সুযোগে ছিঁড়ে ফেলবে রানার গলা ও বুক। গর্জে উঠে বলল, 'তুই মরবি!'

'সত্যি কথা বলেছি, সেজন্যে?'

'না! আমার সঙ্গে লড়তে চেয়েছিস, তাই!'

চট্ করে জিনাকে দেখল রানা। এখনও জ্যাম হওয়া ম্যাগাযিন খুলতে পারেনি ও। আপাতত ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না। ডিগবার্ট ও জেরাল্ড গুলি করতে পারবে, কিন্তু তাতে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। হয়তো দানবের শরীরে না লেগে বুলেট লাগবে ওরই গায়ে।

পিছিয়ে যাওয়া বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। সতর্ক চোখে দেখল রাক্ষসটাকে। দিক ঠিক করে নেয়ার জন্য সামান্য সরে গেল। ওর পিছনে দাউ-দাউ জ্বলছে তেলের সরোবর। দানবের পিছনে সুড়ঙ্গের ঘুটঘুটে অন্ধকার। সবাই গুলি করলে আবারও হয়তো লুকিয়ে পড়বে সে। সেক্ষেত্রে শেষ হবে না লড়াই।

'তোমার আর বাঁচার উপায় নেই, ডেমিয়েন!'

'খবরদার! আমি ডেমিয়েন নই! আমি দেবতা! আমি অমর!'

'চিরকাল কেউ বাঁচে না,' মাথা নাড়ল রানা।

এক লাফে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল দানব। একই সময়ে ঝট্ করে সরল রানা। দানবটা আগের মত সুস্থ থাকলে মারাই পড়ত ও, কিন্তু অনেক কমে গেছে তার গতি। তবুও তেড়ে এল মোষের মত। রানা আগের জায়গায় নেই বুঝে থেমে যেতে চাইল, কিন্তু সামনেই হাড়ের স্তূপ। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওখানে। আর তখনই বিদ্যুদ্বেগে নড়ল রানা, দানবের গলায় পরিয়ে দিল রুপালি তার।

ওর তৈরি চকচকে অস্ত্র দেখে চমকে গেছে জিনা।

পরক্ষণে প্রাণপণে মৃত্যু-ফাঁসের টিউব পিছিয়ে নিল রানা।

কণ্ঠে হ্যাঁচকা টান খেয়ে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল ডেমিয়েন।

দু'হাতে সরাতে চাইল কণ্ঠ কেটে বসা তার।

একই সময়ে এক পাশ থেকে রাক্ষসটাকে ঠেলল রানা। আবারও উপুড় হয়ে হাড়ের স্তূপে পড়ল দানব।

তারের অস্ত্রে মোচড় মেরেই দানবের পিঠে চেপে বসল রানা। ডেমিয়েনের কণ্ঠে কেটে বসছে তার। ঝটকা দিয়ে রানাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘুরেই হামলা করতে চাইল শত্রুর ওপর।

পা পিছলে হাড়ের স্তূপে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল রানা। নানানদিকে ছিটকে গেল ছোট-বড় হাড়। পায়ে পায়ে আসছে দানব। কিন্তু তখনই তার বুকে গুলি করল জেরাল্ড। দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। পরক্ষণে লাফ দিয়ে সামনে বেড়েই একপাশে সরে গেল রানা, আবারও খপ্ করে ধরেছে ডেমিয়েনের ঘাড়ের পিছনের টিউব। এত জোরে টান দিল, মেঝেতে ধড়াস্ করে আছাড় খেল দানব। দেরি না করে দানবের পিঠে হাঁটু গেড়ে বসে টিউবে মোচড় বসাল রানা। লালচে আলোয় শুরু হলো দু'জনের ঝটকা-ঝটকি। এক পর্যায়ে পিঠ থেকে রানাকে ফেলে দিল দানব।

দু'হাতে টিউব ধরে চকচকে টাইটেনিয়ামের তার মুচড়ে চলেছে রানা। গলা থেকে ফাঁস খুলতে চাইল দানব, ভীষণ ভয়ে বুক থেকে বেরোচ্ছে ঘড়-ঘড় গর্জন। শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ব্যথা, গলার মাংস কেটে বসছে ধারালো তার। আবারও শত্রুর পিঠে চাপতে চাইল রানা, কিন্তু ওকে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল ডেমিয়েন।

একই সময়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে রানাও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে লড়াই দেখছে জিনা, ডিগবার্ট ও জেরাল্ড।

ল্যাং মেরে হাড়ের স্তূপে ডেমিয়েনকে ফেলল রানা। কিন্তু ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে আবারও পিছলে পড়ল দানব। পাশেই

জ্বলন্ত তেলের গভীর কূপ।

রাক্ষসের গলার টিউব ধরে মুচড়ে চলেছে রানা। কিন্তু সেই অবস্থাতেই উঠে দাঁড়াল দানব। তখনই বাউয়ি নাইফের ক্ষুরের মত ধারালো নয় ইঞ্চি ফলা ডেমিয়েনের পাঁজরের ফাঁকে গেঁথে দিল রানা। মোচড়াচ্ছে হাতল ধরে। বেহেড মাতালের মত টলছে দানব। একপাশ থেকে থাবা মেরে রানাকে মেঝেতে ফেলল, কিন্তু এখন আর নেই আগের সেই শারীরিক শক্তি ও গতি।

হাঁচড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়িয়েই তলোয়ারের মত করে ছোরা চালাল রানা। ফলা বিঁধল দানবের ঘাড়ের পেশিতে। চামড়া-মাংস ভেদ করে দরদর নামছে রক্ত। দৈত্যের গায়ে সেঁটে গেল রানা, পরক্ষণে জুডোর কায়দায় হিপ থ্রো করল। কয়েক ফুট উড়ে হুড়মুড় করে বড় এক স্ট্যালাগমাইট ভেঙে নিয়ে পড়ল গিয়ে জ্বলন্ত তেলের সরোবরে। রক্তশূন্যতায় অনেক ধীর ডেমিয়েন। বুঝে গেছে, মরতে হবে তাকে। পাগল হয়ে গেল আগুনের প্রচণ্ড তাপে। ধড়মড় করে উঠে আসতে চাইল ওপরে। সামনে রানাকে দাঁড়ানো দেখে হাতের উল্টো চাপড় মারল ওর হাঁটু লক্ষ্য করে।

সরে গেছে রানা, পরক্ষণে সামনে বেড়ে বসে পড়েই রাক্ষসের বুকে গেঁথে দিল বাউয়ি নাইফ। পাঁজরের ফাঁক দিয়ে পড়পড় করে ঢুকল ধারালো ফলা। আগুনের আঁচ লাগতেই রানা এক টানে খুলে নিল ছোরা।

বিকট চিৎকার জুড়ে জ্বলন্ত তেলের তেলতেলে নীল আগুনে পুড়ছে ডেমিয়েন। অসহ্য কষ্ট সহ্য করেও উঠে এল অগভীর কিনারায়। কিন্তু তখনই তার বুকে আবারও ঢুকল রানার বাউয়ি নাইফের ফলা। পরক্ষণে পেটে লাথি খেয়ে ধুপ্ করে আগুনের গভীর সরোবরের ভেতর পড়ল দানব। নানানদিকে গেল জ্বলন্ত তেল। করুণ কিন্তু বিকট টানা চিৎকার জুড়েছে রাক্ষস, তলিয়ে যেতে শুরু করেছে জ্বলন্ত কূপের গভীর অংশে।

এসব দেখবে বলে বসে নেই রানা, উঠে ছুটতে শুরু করে সরে গেছে অন্তত পঁচিশ ফুট দূরে। বেল্ট থেকে গ্রেনেড নিয়ে পিন খুলেই ছুঁড়ল সরোবরে।

এখনও পাড়ে উঠতে চাইছে জ্বলন্ত দানব। কিন্তু তখনই তার পাশে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। অত্যুজ্জ্বল সাদা ঝিলিক তৈরি করল থারমাইট। থরথর করে কাঁপতে লাগল মস্ত গুহা। প্রচণ্ড শক ওয়েভে ধসে গেল জ্বলন্ত তেলের সরোবরের ওপরের দুর্বল ছাত। নানানদিকে ছিটিয়ে গেল তেলের আগুন। দপ্ করে জ্বলে উঠল হাড়ের কিছু স্তূপ। কালো হয়ে যেতে লাগল করোটি ও হাড়। পুড়ে যাচ্ছে সব।

তারই মাঝ থেকে বেরিয়ে এল লাল এক জ্বলন্ত মূর্তি!

হতবাক হয়ে গেল রানা।

ওর দিকেই এগিয়ে এল ওটা!

'আমি অমর!' কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ছাড়ল ডেমিয়েন।

'কেউ অমর নয়,' যেন সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল রানা।

'না, তা-না! না-না-না-না!' এক দৌড়ে জ্বলতে জ্বলতে শত্রুর খুবই কাছে পৌঁছে গেল ডেমিয়েন। ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু তখনই দু'হাতে বুক চেপে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে রানার পায়ের কাছে। ছটফট করছে গলা-কাটা মুরগির মত। কয়েক সেকেণ্ড পর স্থির হয়ে গেল।

রাক্ষসটা সত্যি মরেছে, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। কয়েক মুহূর্ত পর ঘুরে চাইল জিনার দিকে।

চুপ করে আছে জিনা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তোমার পায়ের ধুলো নিতে এসেছিল ওই দেবতা। কিন্তু সেটুকুও পেল না।'

ওরা সবাই হতক্লান্ত, হতভম্ব ও রক্তাক্ত।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

‘আসলে কেউ অমর নয়,’ মাথা দোলাল মেয়েটা।

নীরবে এই অভিশপ্ত এলাকা থেকে বেবোবে বলে রওনা হয়ে গেল ওরা।

চৌত্রিশ

সবার পর রক্তাক্ত রানা উঠে এল উপত্যকার মেঝেতে। অস্ত্র বলতে রয়েছে গ্রেনেড ও বাউয়ি নাইফ। প্রথমেই ওর চোখ পড়ল এক সারি কালো হেলিকপ্টারের ওপর। দাঁড়িয়ে আছে কালো পোশাকে একদল সৈনিক ও অন্তত এক শ’জন মেরিন সৈনিক। অস্ত্র হাতে মুখোমুখি হয়েছে দু’দল। এদিকে মেরিনদের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে পঞ্চাশজন ইউ.এস. ডেপুটি মার্শাল। এ ছাড়া, জটলার ভিতর রয়েছে সিআইএ-র দু’একজন সিভিলিয়ান।

উপত্যকায় নেমে এসেছে মেরিন ফোর্সের গোটা পাঁচেক মস্ত হেলিকপ্টার, ইউ.এস. মার্শাল সার্ভিসের দুটো মেডিকেল হেলিকপ্টার ও তাদের অন্তত দশটা পারসোনেল কপ্টার। বিস্ময় নিয়ে ভাবল রানা, ছোট এই উপত্যকায় কী করে নামল এতগুলো যান্ত্রিক ফড়িং!

একটু দূরে মার্শাল সার্ভিসের দলের চিফ ও আর্মি কমাণ্ডারের মাঝে চলছে মানসিক দ্বন্দ্ব। তাদের পাশেই দাঁড়ানো ডক্টর ডেভিড গ্রেবার। লোকটা বেঁচে গেছে আগুনে-বোমার হামলা থেকে।

সবার সামনে বক্তব্য দিচ্ছে জেরাল্ড। পাশেই ডিগবার্ট, দু’চারটা কথা বলছে খেই ধরিয়ে দেয়ার জন্য।

তাদের পাশে গিয়ে থামল রানা।

ওকে দেখে মৃদু হাসল মেরিন ফোর্সের মেজর বব কালাহান। 'যাক, পৌঁছে গেছেন, মিস্টার রানা। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে। পুরো নিরাপত্তা দেয়া হবে আপনার দলের সবাইকে। তবে বাধ্য না হলে ইউ.এস. আর্মির বিরুদ্ধে লড়ব না আমরা। কথা শুনে দেখি, কী বলে এরা মার্শাল সার্ভিসের চিফকে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। মনোযোগ দিল জেরাল্ডের কথায়।

তিক্ত চেহারা করে মাথা নাড়ল জেরাল্ড। 'বস্, সিআইএ-র এই হারামজাদা দুনিয়ার মিথ্যুক। পুরো প্ল্যান এর। প্রমাণ সব পাহাড়ের দু'মাইল নীচের গুহায়। এবার বেশি খরচ করিয়ে দিইনি তো?'

'তুমি সত্যিকারের যোগ্য মার্শাল, জীবনেও তোমাকে অবিশ্বাস করিনি, বাছা,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ওর বস। মানুষ না হলে গলা-ছেলা শকুনও হতে পারতেন। কঠোর চোখে দেখলেন গ্রেবারকে। 'ডক্টর, বহু কিছুর ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনাকে। আর সেসব প্রশ্নের জবাব আমিই আদায় করব।'

আড়ষ্ট থমথমে পরিবেশ চারপাশে।

ডক্টর গ্রেবারের পিছনে অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেছে কালো পোশাক পরা সৈনিকরা। তাদেরকে বলা হয়েছিল সিআইএ-র ডক্টর ডেভিড গ্রেবারের হয়ে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু ইউ.এস. মেরিন ও ডেপুটি মার্শালরা অস্ত্র হাতে তৈরি। এবং একজন দু'জন নয় তারা, সংখ্যায় অনেক বেশি!

আর্মির নেতা হিসাবে এসেছে এক মেজর। সে বলল, 'মার্শাল করেলি, গ্রেফতার করুন ডেপুটি মার্শাল জেরাল্ড আর মিস্টার রানাকে!'

জবাবে তিক্ত হাসলেন করেলি। 'কাকে গ্রেফতার, আর কাকে

নয়, তাও বুঝে নিতে হবে আমাকে আপনার কাছ থেকে, মেজর? আপনার জুরিসডিকশন নেই। কারণ এখন আর আপনাদেরকে রক্ষা করছে না পোসি কোমিটেটাস। সত্যিকারের অপরাধীদের ধরতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাদেরকে। বুঝতে পেরেছেন, মেজর?' ডক্টর গ্রেবারের দিকে চাইলেন কঠোর চোখে। 'ফেডারেল কাস্টডিতে নেয়া হচ্ছে আপনাকে, গ্রেবার। অনেক তথ্য গোপন করেছেন। এ ছাড়া, খুন, ষড়যন্ত্র, অন্যান্য নাগরিক আইনভঙ্গের মস্ত সব অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করছি। আপাতত বাদই থাক বায়োলজিকাল বিষয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার কথা! আর এসব যথেষ্ট দোষ বলে মনে না হলে, নতুন অভিযোগ তৈরি করে নেব আমি।'

বসের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল জেরাল্ড, মাথা নাড়ল। জেরা করে গ্রেবারের বারোটা বাজিয়ে দেবে গলা-ছেলা শকুন!

চুপ করে আছে রানা।

ওর ওপর চোখ পড়ল গ্রেবারের। রাগে লাল হয়ে গেল চেহারা। এক পা সামনে বেড়ে তর্জনী তুলে বলল, 'এই সেই লোক!' খেপে গিয়ে হারিয়ে বসেছে বাস্তবতা-জ্ঞান। 'এ লোকই ধ্বংস করেছে আমার ল্যাবোরেটরি!'

'তুমি নিজে কী করেছ তা ভাবো, গ্রেবার,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'ভাল করেই জানো, খুন হয়ে গেছে ডেমিয়েন। লাশ আছে দু'মাইল নীচে পাহাড়ি গুহায়। অপেক্ষা করো, প্রমাণ হয়ে যাবে সবই।'

দলের কয়েকজনের দিকে চেয়ে মাথা দোলালেন করেলি। র‍্যাপেল করে সুড়ঙ্গের দিকে নামতে লাগল ডেপুটি মার্শালরা।

রানা ভাল করেই জানে, ওরা ওখানে প্রমাণ হিসাবে পেয়ে যাবে ডেমিয়েনের লাশ। আপাতত আর কোনও কাজ নেই ওর।

'রানা, ডক্টর গ্রেবার তোমাকে বাছাই করে মস্ত ভুল করেছিল,

নইলে এভাবে ডুবত না,' বলল জেরাল্ড।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা, অন্য প্রসঙ্গে এল, 'এবার জিনা আর হাণ্টারকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।'

'আসলে আমাদের সবারই চিকিৎসা প্রয়োজন। মেডিকেল হেলিকপ্টারে জরুরি ভিত্তিতে তোলা হবে আহতদেরকে,' বলল জেরাল্ড, 'জিনার প্রাথমিক চিকিৎসা শেষ হলে ডানদিকেরটায় করেই রওনা হবে। ...আমাদের কপ্টার নিয়ে ফিরব আমি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?'

'বেশ।'

হাঁটতে শুরু করে জিনার পাশে গিয়ে থামল রানা। স্ট্রেচারে চুপ করে শুয়ে আছে আহত মেয়েটা। আলতো হাতে ওর কালচে-সোনালি চুল নেড়ে দিল রানা। মেডিকরা পরিষ্কার করছে ক্ষত। আইভি দেয়া হলো বাহুতে। নীরবতা ভেঙে রানাকে বলল জিনা, 'সিআইএ-র হাতে ধরা পোড়ো না, রানা! পালিয়ে যাও, নইলে মেরে ফেলবে ওরা তোমাকে!'

মৃদু হাসল রানা। 'আমাকে নিয়ে ভেবো না, জিনা। তোমার সঙ্গে দেখা হবে হাসপাতালে। মনে নেই, ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তোলা বিশাল এক নদীতে নৌকায় করে এক লোকের সঙ্গে রাতে মস্ত এক চাঁদ দেখতে যেতে হবে? কাজেই জলদি সেরে ওঠো!'

ঝিক্ করে হেসে উঠল জিনা, 'আমি এখনই সুস্থ!'

হেলিকপ্টারে তুলতে ওকে নিয়ে চলল মেডিকরা। জিনার স্ট্রেচার উঠবার পর হেলিকপ্টারের বে-তে নিজেও উঠল রানা। মেঝেতে আহত হাণ্টার। বন্ধুকে পেয়ে খুশি হয়ে গলা দিয়ে তুলল কুঁই-কুঁই আওয়াজ।

'তা হলে মরল ওই নরখাদক,' দুর্বল সুরে বলল জিনা। যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'খুব স্বস্তি লাগছে। এক হাজার বছর বাঁচলে লাখ লাখ মানুষ খুন করত!' তৃপ্তির সঙ্গে চোখ দুটো

বুজল ও।

'আপনাদের হাসপাতালে নেকড়ে বা কুকুরের চিকিৎসা হবে?' মেডিকদের উদ্দেশে জানতে চাইল রানা।

ওই দলের নেতা মাথা দোলাল। 'হবে। জন্তু-জানোয়ারের জন্যে ওই হাসপাতালে পশুদের ডাক্তার আছে। চিন্তা করবেন না।'

রানা দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু নিল হাণ্টার।

'স্টে, হাণ্টার,' নরম সুরে নির্দেশ দিল রানা। নিশ্চিত হলো নেকড়ে পিছু নেবে না। 'তোর একটু পরেই ওখানে পৌঁছে যাব।'

করুণ কুঁই-কুঁই শব্দ করে সামান্য আপত্তি তুললেও কপ্টারের মেঝেতে বসে পড়ল হাণ্টার। রানা নেমে আসতেই তিন মিনিট পেরোবার আগেই মেঘে ভরা ধূসর আকাশে উঠল যান্ত্রিক ফড়িং, ছুটল কাছের হাসপাতাল লক্ষ্য করে।

দূরে চলে যাওয়া হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে হঠাৎ করেই মনে পড়ল রানার, মোকাসিনের হাঁটুর পকেটে আছে শেষ ফ্যাসিলিটি থেকে পাওয়া ডক্টর গ্রেবারের সেই সিরিঞ্জ, ভিতরে অবশিষ্ট সিরামের স্যাম্পল!

আনমনে হাসল রানা।

সঠিক সময়ে সিরামের স্যাম্পল পৌঁছে যাবে বিসিআই-এ।

কে জানে, হয়তো ভবিষ্যতে মানুষ বাঁচবে দেড় হাজার বছর!

(সমাপ্ত)